

অনাদি-মঙ্গল

বা

শ্রীধর্মপুরাণ

—::—

কবি রামদাস আদক
বিরচিত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
সম্পাদিত

লালগোলা গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে মুদ্রিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

আষাঢ়, ১৩৪৫

কলিকাতা ২৪৩/১, জাফার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কক্ষের ইহতে
শ্রীরাধাকমল সিং কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য :—

পরিষদের দ্বৈত-পক্ষে—১।০
সাধা-পরিষদের " ১।০
সাধারণের পক্ষে ২।

প্রিন্টার—

শ্রীবরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখার্জি

১৯৩৩ সালের ১৯ জানুয়ারি মিউজিয়াম প্রেস

২নং শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা

প্রাণ্য মিটাইরা মিতে পারেন না, সে কুটিলচরিত্র দুরাশ্রয় বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেচিত হয়। গাছ হইতে পাখী উড়িয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ফলের পতন ঘটে, তাহা হইলে আমরা বলি, পাখীই ফল কেহিয়া দিল। এই সকল উদাহরণে মানবের ভ্রমগুলি যেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ধর্মবিশ্বাসের ভ্রম তত স্পষ্ট হয় না, এবং একবার অশিক্ষিত হৃদয়ে সে বিশ্বাস বহুদূর হইলেই তাহা প্রবল শক্তিময় অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়। তাহার উচ্ছেদসাধনের জন্য এক দিকে যেমন প্রভূত-প্রতিভাশালী মনসী মহাপুরুষের যুগব্যাপী সাধনা আবশ্যিক হয়, অন্য দিকে সেইরূপ ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়বিশেষের নৈকটা ধারা ধর্মবিশ্বাসের শিথিলমূলতা সংঘটন দৃষ্ট হয়। নতুবা ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটে না।

ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে বা পরে, অথবা আফগানিস্তান ও শকহানকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে ঐ অঞ্চলে বাসকালে, আমাদের আশা পূর্বপুরুষগণের মধ্যে একটা বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, যে বিবাদের ফলে এক সম্প্রদায় গিয়াছেন পশ্চিমমুখে পারস্তে ও অপর সম্প্রদায় আসিয়াছেন পূর্বমুখে আধুনিক ভারতে। সেই বিবাদের মূল কারণ- ধর্মবিশ্বাসে মতভেদ। ভারতীয় আধ্যাত্মগণ যে মত পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উপনিষদ ও দর্শনাদির বীজ নিহিত ছিল দেখা যায়। দৃশ্যমান জগৎকে তাঁহারা আত্মীয় ভাবিতে পারেন নাই। সাংখ্যদার্শনিক প্রকৃতির আকর্ষণে নিলিপ্ত পুরুষকে তাঁহারা বন্দী করিতে রাজি হন নাই। পুরুষকে নিলিপ্ত রাখাই তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের মূলমন্ত্র। তাই তাঁহারা বলিলেন,—“এ জগৎটা কিছু নয়।” কিন্তু ইরাণীয়গণ একথা মানিলেন না। তাঁহাদের মতে এ জগৎ উপভোগ্য। এই যে ফুল ফুটিতেছে, নদী হুলিতেছে, বায়ু বহিতেছে, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাবিধ রূপপরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা কি উপভোগ্য নয়? ভারতীয় ঋষি বলিলেন, “না, ওটা প্রলোভন মাত্র, ঐ প্রলোভনে ভুলিলেই তোমার বন্দিত্ব অবশ্যস্তাবী।” ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হইল। দুই সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার ‘দেব’ শব্দ ঐ পশ্চিমমুখী ইরাণীয়গণের ভাব্য দেবদেবী দৈত্য শব্দের বাচক হইল। আমাদের ‘ইন্দ্র’ তাঁহাদের ঐ ‘দেব’গণের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমাদের ‘অশ্বর’ শব্দের অর্থ হিঙ্গ ‘বলবান-বীৰ্যবান’। এই অর্থে এই শব্দ ঋগ্বেদে বরুণাদি দেবতার বিশেষরূপে ব্যবহৃত আছে। ‘অশ্ব’ শব্দের ‘প্রাণ’ অর্থ অতি প্রাচীন। অস্তিত্ববাচী ‘অস্’ ধাতু আমাদের খাসধ্বনির অত্মকরণে জাত অতি প্রাচীন ধ্বন্যাত্মক ধাতু। খাসক্রিয়াই প্রাচীন মানবের নিকট জীবনের পরিচায়ক চিহ্ন। নাকে হাত দিয়া বা সন্দেহের স্থলে তুলা দিয়া দেহে জীবন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। সুতরাং ‘অস্’ ধাতু ও ‘অশ্ব’ শব্দও অতি প্রাচীন। এই অশ্ব শব্দের উত্তর ‘-র’ প্রত্যয় যোগে ‘অশ্বর’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শব্দের মৌলিক অর্থ ‘প্রাণবান’ বা ‘শক্তিমান’। এ শক্তি কিন্তু ঐহিক শক্তি বা দৈহিক শক্তি—আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি নহে। তাই ঐহিক সন্তোগকারী ইরাণীয়গণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে ‘অশ্বর’ বা ‘অহর’ শব্দে অভিহিত করিলেন এবং তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন

“অহরো মজ্জা”। ভারতীয় আর্ধ্যগণ কিন্তু ‘অহুর’ শব্দকে ‘দেবতার শব্দ’ অর্থাৎ দৈত্য-
 রূপক করিয়া গঠিলেন এবং সেই কারণে উত্তরকালে একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি হইল—‘অুর’।
 প্রত্নতত্ত্ব দ্বারা এ শব্দ নিশ্চয় হয় না। অতীত আর্ধ্যভাষাতেও এ শব্দ নাই। এ শব্দের
 উৎপত্তি একটি বিস্তৃতির উৎস প্রতিষ্ঠিত। ঐ প্রাচীন ‘অহুর’ শব্দের প্রথম অ-কারটিকে
 নঞর্থক করিয়া করিয়া, তাহার বন্ধন দ্বারা এই শব্দ উদ্ভূত হইল এবং আজ পর্যন্ত আমাদের
 ভাষায় এ শব্দ সজীব। সে যাহাই হউক, এষ্ট শব্দটী আমাদের প্রাচীন যুগের ধর্মমতবিষয়ে
 সাম্প্রদায়িক বিবাদেব সনাতন সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান।

যেদে দুইটী শব্দ আছে,—‘ঋত’ ও ‘সত্য’। দুইজন প্রাকৃতিক জগতের নিয়ামক শক্তি
 ‘ঋত’ এবং নৈতিক জগতের নিয়ামক শক্তি ‘সত্য’। ইরানীয়গণ এই ‘ঋত’ (বা ‘অব’) শক্তিকে
 দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াই ইহাও সর্বশক্তিমান স্বীকার করিলেন। ইহাও তাঁহাদের ঐহিকতার
 আর একটি প্রমাণ। এষ্ট ‘অব’ শক্তির তাঁহারা একটি বিশেষণ দিয়াছেন। তাঁহাদের এই
 দেবতার নাম ‘অমবোহিস্ত’। এই ‘অমবোহিস্ত’ দেবতার প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা-সম্বন্ধিত
 বিশ্ব স্থানিমের বশবর্তী হইয়া অবিরত কার্য করিতেছে। এই শক্তির প্রভাবেই অগ্নির দাহিকা
 শক্তি ও জলের বৈতাঃ সত্ত্বগত হইয়াছে। এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বৃষ্টিদান করে।
 ইহাওই প্রভাবে ঋতুগণের ক্রমবশতঃ আবর্তিত হয়। এক কথায় সমস্ত জড় জগতের ইহাই
 নিয়ামক শক্তি। পরবর্তী যুগে উচ্চাঃ শক্তি নৈতিক জগতে সংক্রামিত হইয়াছে দেখা যায়।
 অসংখ্য ‘অহরো মজ্জা’ এই শক্তিপ্রভাবেই শক্তিমান। আমাদের ‘ধর্ম’ শব্দ এখন প্রায় এই
 শব্দের সমার্থক। কিন্তু মনে ‘অব’দেবতার এ শক্তি ছিল না। ইরানীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির
 বশে যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার ফলেই আজ পার্সীগণ। ই সংসারে সমৃদ্ধিশালী।
 আর ভারতীয়গণ যে কারণে তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাহার ফলেই আজ পর্যন্ত
 তাঁহারা ভাবপ্রবণ ও আধ্যাত্মিকতাবাদী।

ভারতে প্রবেশ কবিলার পূর্বে, ভারতীয় অনু-আর্ধ্যগণের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ঘটিবার
 পূর্বে আর্ধ্যগণ যে সভ্যতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে দুইটী উপাদান লক্ষ্য করা
 যাইবে—একটি ইরানীয়গণের সভ্যতার সহিত অভিন্ন ও অতীত ইরানীয়গণের সহিত বিরোধের
 হেতুস্বরূপ। ইরানীয় ‘অব’-শক্তির প্রভাব যে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, আর্ধ্যসভ্যতার
 সেই সকল উপাদান প্রাগ্-ইরানীয় যুগের, এবং যে সকল উপাদান আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবণতার
 ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভারতীয় বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য। সূতরাং ইন্দ্র-বরুণাদি যে সকল
 দেবতার স্তোত্রে ইরানীয় ‘অব’ বা ‘ঋত’-শক্তির প্রভাব স্পষ্টতরমান, সে সকল স্তোত্র ও তাহা
 দ্বারা উপাস্ত দেবতা পূর্বযুগের। ঐহিক ‘অব’-শক্তিতে শক্তিমান বরুণ দেবতাই ইরানীয়গণের
 শ্রেষ্ঠ দেবতা “অহরো মজ্জা”রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া আবন্তাসাহিত্যের পান্ডিত্য
 পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় অগ্নিদেবতা ইরানীয়গণেরও দেবতা; সূতরাং
 এই সকল দেবদেবীর কল্পনার বা তাঁহাদের স্তোত্র রচনার কোনও ভারতীয় বৈদিক ঋষির
 নূতন প্রতিভা নিহিত আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভারতে প্রবেশের পূর্বে হইতেই

ধর্মবিধানের এই সকল উপাদান বৈদিক সাহিত্যে বর্তমান ছিল এবং হয় ত ভারতে প্রবেশের পরও কোনও কোনও বৈদিক ঋষি এই সকল প্রাচীন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দ্বারা কতিপয় বেদমন্ত্র রচনাও করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে ভারতীয় ঋষির চিন্তাবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না। হিংসামূলক যজ্ঞাদির অভ্যুত্থান অবশ্য অতি প্রাচীন যুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে, ইরাণীয় ‘যন্ন’ শব্দই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভারতে আসিবার পর বৈদিক যজ্ঞাভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা ভিন্নভাবে করিত হইয়াছে। ঐহিক ভোগপরায়ণতা বৈদিক যজ্ঞাভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পাবিত্রিক মূলক সাদৃশ্য যজ্ঞাভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য বলিয়া করিত হইয়াছে। এই সকল ধর্মাব্যুত্থানের মূলে ভারতীয় ধর্মের কয়েকটা মৌলিক চিন্তার বা দার্শনিক স্বতঃসিদ্ধ ভারতীয় ধর্মবিধানের অপরিহার্য উপাদান ও বীজস্বরূপ নিহিত ছিল বলিয়া বক্তিতে পারা যায়। সেগুলি এই :—১। জন্মান্তরবাদ, ২। কর্মবাদ, ৩। বেদ বিশ্বাস ও ৪। দেবতায় বিশ্বাস। এই চারিটা বিশ্বাস ভারতীয় ঋষির চিন্তাবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন ও অশিথল উপাদানস্বরূপে ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছিল। দেবর্ষী যুগের ভারতীয় চিন্তাধারা হইতে এই সকল উপাদানের বর্জন একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা না বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি এই সকল বিষয়ে ঋষিধর্ম বিশ্বাস করিতে পারতেন। এমন কি, এই সকল বিশ্বাসের প্রামাণ্য বিষয়ে কোনও সন্দেহ প্রদান আশঙ্ক্য হয় নাই। সকলেই মানিয়া লইয়াছেন—জন্মান্তর আছে এবং সেই জন্মান্তর পরিচাল্য করিয়া জীবের কর্মপ্রবাহ চলিতে থাকে, এবং কর্মক্ষেয়েই মুক্তি বা নিঃশেষণ লাভ সম্ভব হয়। দেবর্ষী যুগে বেদ বিশ্বাস ক্রিয়ঃপরমাণে শিথিল হইলেও একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এমন কি, ন্যায়শাস্ত্রও বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। দেবতায় বিশ্বাসও কালে কালে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু কোনও কালেই পকিতাক হয় নাই। একমাত্র ঋষিক বাণী চাক্ষুসকর্ষণ ব্যতীত অল্প কোনও দর্শনে প্রথম হইতে বিশ্বাসের বিকল্প কোনও সংশয় উৎপাদিত হয় নাই, এবং চাক্ষুসকর্ষণ এ দেশে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যেও বহুকাল সমাদৃত হয় নাই।

উপরে বিশ্লেষিত চারিটা বিশ্বাসের চতুর্থটির প্রাতি বৈদিক যুগের শেষভাগেই আধ্যগণের অনাস্থা স্ফুটিত হইয়াছে বুঝা যায়। এই যুগেই প্রাচীন ইন্দ্র-বরুণাদি দেবগণের গৌরব হ্রাস পাইতেছিল। বৈদিক ঋষিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া, একজন অদ্বিতীয় দেবতাকে খুঁজিতেছিলেন। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের স্থব এক্রপভাবে রচিত হইত যে, স্তুতিপাঠক যখন দেবতাবিশেষের স্থব পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অস্ত্রাস্ত্র দেবতাগণকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত হইতেন। (বহু দেবতা স্বীকৃত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া, তাঁহাকেই সর্বোচ্চ দেবতা বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজীতে হেনোথিজম (Henotheism) বলে। এই মতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বা কোনও নির্দিষ্ট কালে, নির্দিষ্ট উপলক্ষে কোনও নির্দিষ্ট দেবতা সর্বোচ্চ দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। বৈদিক যুগের এই কালকে ধর্ম বিষয়ে যুগান্তর সৃষ্টির পূর্বসূচনা বলা যাইতে পারে। বহু দেবতায় বিশ্বাসবান্ সমাজে এই প্রকারে

সম্প্রদায়গত যেসব দেবতাবিশেষের পূর্বসূর্য্য এই কালেই সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কালে আত্মা কেবলিত পাই, বৈদিক ঋষিগণ ক্রমে ক্রমে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত দেবগণের প্রতি আস্থা হইতেছেন। একজন ঋষি বসিয়া উঠিলেন :—

“কোন দেবতার চরিত্র বিবেচন ?”

কোন দেবতার নামে যজ্ঞ উৎসর্গ হইবে ? কাহাকে চরিত্র দান করা হইবে ? ই ঋষির সন্দেহ। এই সন্দেহের দশবর্ষী ঋষি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ দেবতার সর্বোচ্চ আদান দান করিয়াছেন। এইকালে বৈদিক ঋষিদমাজে নানা সম্প্রদায়ের ‘পুরুষদেবতা’, ‘বিশ্বকর্ষদেবতা’, ‘কল্পদেবতা’, ‘বিষ্ণুদেবতা’ প্রভৃতি বহু নতন দেবতা উইয়া প্রাদান লাভ করেন। এইকালে নতন নতন দেবতাসৃষ্টির প্রযুক্তিকে প্রাচীন ঋষিবিদ্য বিদ্যকে বিশেষ বিশেষ যোগাৎ বলা যায়। ইরাণিয়গণের মত, ঐহিক স্থানের হেতুভূত উপাদান এ যুগে অনাদৃত হইয়াছে এবং পার্শ্ববর্তি সৃষ্টি আকাশের জাগিয়াছে। একটা বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা এ কাহিন্য মনোজ্ঞিত প্রকাশ পাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদিক দেবতাবিশেষ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত নাই হইলেও তাহা যে এ যুগে অত্যন্ত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। বৈদিক ঋষিরা পূর্ব-বৃগ-ক দেবতাবিশেষ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, একবার ‘নিষ্ঠা নাস্তিক’ চার্কীকরণ হ গড়েন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে এক প্রকার ‘আন্তিক পূজা’ বিশ্বাস প্রচলিত হইতেছিল দেখা যায়। ঋষিদের নাসদীয় যুগে (১০১২২) এই বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। (দার্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ হিসাবে এই সৃষ্টি আ মন্যমান। এই যুগে সৃষ্টির পূর্বাদ্বা ‘শূন্য’রূপে পরিচয়িত হইয়াছে। তখন ‘সৎ’ ছিল ‘অসৎ’ও ছিল না। ‘অসৎ’ও ছিল না, ‘আকাশ’ও ছিল না। এই প্রাপঞ্চ জগতের আ আশ্রয় বা আদান কি ছিল ? অন্তলক্ষ্য জলরাশি কি ছিল ? মৃত্যু ছিল না, আ ছিল না। দিন ও রাতের মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব ‘হি-না’র মধ্যে ছিলেন,—নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল তাঁহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকার অন্ধকারেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও কোনও পার্থক্য ছিল না। শূন্য ও অভাবের মধ্যে যিনি প্রচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃপ্র স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মধ্যে সর্বপ্রথমে ইচ্ছা জাগরিত হইল, ইচ্ছাতেই মূনিগণের অমুসন্ধিৎসা জাগরিত হইয়াছে। তাঁহারা বৃত্তিতে পারিয়াছে শূন্যের মধ্যেই সদ্বস্তুর বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত তত্ত্বদর্শনের পথে আত পাত হইল এবং বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিম্নে আত্মশক্তি ও উর্দ্ধে ইচ্ছাশক্তি প্র হইল। কিন্তু কে জানে এই সৃষ্টিরহস্য ? দেবতার নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবির্ভূত হইয়া তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্তু হইতে এই বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে ? হয় ত জানেন, যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তা বা প্রমাণ কি ? আর তিনিই যে জানেন, তাহারই বা প্রমাণ কি ?

(‘দেবতার নিষ্কর সৃষ্টির পরে আবিস্কৃত হইরাছেন। তাঁহারা এই বিশ্ব-সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহারা অনাদিও নহেন, অনন্তও নহেন।’) এই সকল মতবাদ যে সমাজে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়, সে সমাজ যে দেবতার প্রতি আস্থা হারায়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? বহু পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ দর্শনে দেবতার প্রতি এই অনাস্থার পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়, এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে শূন্যবাদ প্রচারিত হয়।

এই যুগে যখন আৰ্য্য ঋষিগণের মধ্যে ‘দেবতাম বিশ্বাস’ টলটলায়মান, সেই যুগে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে আরও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, বৈদিক যজ্ঞাঙ্কুরের দ্বারা ইন্দ্র লাভের প্রলোভন কমিয়াছে। প্রাচীন নরবলিপ্রথার নিদর্শনস্বরূপ শুনাশেফের আখ্যান অনাদৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের উপর স্থানে স্থানে কত্রিয়ার প্রাধান্য দেখা দিয়াছে। পরবর্তী উপনিষদের যুগে কত্রিয়ার প্রাধান্য সুপরিমলিত হয়। কেবল যে বিখ্যাত ঋষি ব্রহ্মবিদ্য লাভ করিয়াছেন ও সারা জীবন বশিষ্ঠের সহিত কলহ করিয়া কাটিয়াছেন, তাহা নহে। (বহু স্থলেই কত্রিয়গণ পুরোহিতের কথা করিয়াছেন, এবং অনেক কত্রিয় রাজার নিকট ব্রাহ্মণগণ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছেন। অথপাতি কৈকেয়, কশীবাজ অমাত্যশব্দ, প্রবাহণ জৈবলি, রণবিজ্ঞানকুশল সনৎকুমার, চির পক্ষ্যনি, প্রাজসি অক্ষয় প্রভৃতি বহু কত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণগণকে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন।) (ইহার অব্যবহিত পরবর্তী যুগেই হটক, আর এই যুগেই হটক, পরশুরাম ভাগব প্রমথ ব্রাহ্মণগণ কত্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযোষণ করিয়াছেন। এই যুগে বা ইহারই অব্যবহিত পরবর্তী যুগে জাতীয়বিশোধন কত্রিয় নৃপতি শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-কত্রিয়ার বিবাদভঞ্জন দ্বারা সমগ্র ভারতে এক ধর্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক চিন্তাশীল মনষী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণসম্মান অথথামা এই যুগে হীন কষোরজ্ঞ কত্রিয়ার নিকট পাপিত লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গোপাচার্য্য পাণ্ডবগণের শত্রু-শিক্ষকরূপে পুজিত ও সম্মানিত হইলেও হীনকুলোদ্ভব নিমাদানন্দন এক লবোর আখ্যানে নিদিত হইয়াছেন। কত্রিয় নৃপতি শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক বিষ্ণুদেবতার অবতাররূপে পুজিত হইয়াছেন। যিনি এক দিকে যেমন কোষোন্মত্ত ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন বকে ধারণ করিয়া সনাতন কালের মানবের নিকট ধর্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের ধর্মহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, অপর পক্ষে সেইরূপ ব্রাহ্মণপরিত্যক্ত শূত্র ও চণ্ডালের মালিন্য মোচন করিয়া, তাহাদিগকে স্বক্ৰোড়ের শীতল ছায়া দান করিয়াছেন। এইরূপে বৈদিক যুগের সেই সূর্য্যরূপী ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই শ্রীকৃষ্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়া আ-চণ্ডাল আৰ্য্য-কৃষ্ণভুক্ত জাতিসকলকে একত্র সম্মিলিত করিয়া, সমগ্র ভারতে এক অথও ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে যুগে যুগে আৰ্য্য ও অনার্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভমিলন সংঘটিত হইয়াছে।)

(ইহার পরেই হটক আর পূর্বেই হটক আর এই কালেই হটক, ভারতীয় আৰ্য্য ও অনার্য্য জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আর একবার আপোষমীমাংসা দ্বারা মিলনের চেষ্টা সুপরিফুট।) পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে অতি আদিম মানবজাতির মধ্যে লিঙ্গদেবতা নামক এক দেবতার একাধিপত্য দেখা যায়। কৃষ্ণ-সুন্দর

দেবতাকণ্ঠে এই দেবতায় স্বাক্ষর না থাকি, আদিম যুগ হইতে আদিম যুগেই হইয়া আসিতেছিল।

(বৈদিক ব্রাহ্মদেবতার সহিত এই দেবতা মিশাইয়া, এক সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের দেবতা হুটি করিয়া, স্বর্গ ও অনার্য আধিবাসিগণ তাঁহার চরণতলে সমবেত হইয়াছে।) কবি, কি দার্শনিক,

কি কবি, সকলেই এই দেবতাকে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা অর্থাৎ 'ঈশ্বররূপে' গ্রহণ করিয়াছেন।

অশ্বিনিত ও অশ্বিনিত : অনার্যগণের নিকট ইনিই 'মহাদেব' এবং সেই চিন্তার প্রভাবে

অশ্বিনিতের মধ্যেও তিনি 'মহাদেব'। অশ্বিন দেবতা 'প্রজাপতি' বা 'ব্রহ্মা' এই দেবতার

অঙ্গীভূত হইতেন। ইনিই মধ্যযুগে শিবদেবতা বলিয়া গণ্য হইলেন। বৈদিক ইন্দ্রাদি

দেবতা ও অনার্য প্রজাপতির দেবতাভাববাসীর 'স্বর্গ' হইতে পদচ্যুত হইলেন। এবং এই সঙ্গে

শক্তিদেবতাকণ্ঠে নামা আসিয়া পদচ্যুত দেবতাকণ্ঠের সহিত মিশিতে লাগিলেন। জাতি

'সনাতন' 'পতন' প্রভৃতি দেবতা এবং 'নাগদেবতা' ভারতে পূজিত হইতে লাগিলেন।

বৈদিক দেবতাসমূহের প্রত্যেকটি কল্পিত ও বিদ্যার পথে দাঁড়াইয়া। এমন সময় বৌদ্ধ ও

জৈনধর্ম্ম স্বর্গভিত্তিক দেবতা ও দেবতাকণ্ঠের জগতের ঈশ্বরত্ব সাধী তুলিয়া দাঁড়াইল।)

(অতঃ পর, কল্পিত ও মনন কল্পিত প্রাচ্য দেশ পূর্বে আর্ধ্যকৃষ্টির বহির্ভুক্ত ছিল এবং

উত্তর ভারত এই সকল দেশ আধিবাসীদের অধিভুক্ত ও আর্ধ্যসভ্যতার নবদীক্ষিত হইয়াছে।

কিন্তু আর্ধ্যসভ্যতার নবদীক্ষিত এই আধিবাসী মধ্যদেশবাসী বৈদিক আর্ধ্যগণ কর্তৃক বহু কাল

অবজ্ঞাত হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে প্রাচ্যদেশে এ দেশে পদার্পণ করিলে সেই অপরাধে

নিষ্ঠাবান আর্ধ্যকে প্রাচ্যদেশে কারতে হয়। সুতরাং হইলে, এ দেশের ভাষাগুলিও আর্ধ্যগণের

নিকট বর্বরতার অবস্থায় হইত। তাহা হইলে প্রাচ্যদেশবাসী একবার "হে অসং" হানে "হে অসং"

এই প্রাচ্যদেশের উচ্চারণ আর্ধ্যগণের মত দাবি করিয়াছিল। সিন্ধা প্রসিদ্ধি আছে।

মধ্যদেশের নটিকাাদিদের মধ্যস্থিত ভাষা, কান্ট, দীর্ঘ, দূত প্রভৃতি অবজ্ঞাত প্রাচ্যের ভাষা

বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। এক কথার স্বার্থে গেলে, প্রাচ্যদেশবাসী আধিবাসী আর্ধ্যকৃষ্টিভুক্ত

হইয়াও আর্ধ্যসভ্যতার সর্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তাহা এই প্রাচ্যদেশ-

বাসিগণ ভক্তিসহকারে আর্ধ্যসভ্যতা ও আর্ধ্যসভ্যতার সহিত, আগত সংস্কৃত ভাষাকে

বধ্যযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে। আর্ধ্যসভ্যতার আদর্শে প্রাচ্যভাষারও সংস্কার

হইয়াছে। (মিথিলার বদান্ত নৃপতি জনকের আশ্রমে অসংখ্য উপনিষৎগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

নানাদিগ্বেশ হইতে চিন্তাশীল অধিবাসী জনকের রাজসভার সমবেত হইয়াছেন। এই সকল

সম্মানার্থে অতিথির অভ্যর্থনা ও পুরস্কারের জন্য জনকের রাজকোষ মুক্ত ছিল। পূর্বে ও

পশ্চিমের শুভ মিলনে জনকের রাজধানী পুণ্ড্রিম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন

কালের মিথিলাকে এই হিসাবে আর্ধ্যসভ্যতার একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়।) কিন্তু এই

দানশীল রাজার বিরোধানের পর হইতে তাঁহার সেই পুণ্ড্রিম অধিবাসিগণ অনার্য বলিয়া

অনাদৃত হইতে থাকে। প্রেম যেমন বিশ্ববিজয়ী, অবজ্ঞাও সেইরূপ মানবের অন্তঃকরণে

বিস্তারিত আলিয়া তুলে। যে প্রাচ্যদেশবাসী এত কাল আর্ধ্যসভ্যতার একান্ত ভক্ত ছিল,

তাঁহারই অন্তঃকরণে আর্ধ্যবিশেষ ধ্মায়মান হইতে লাগিল। কিন্তু ধ্মায়মান অগ্নি চিরকাল

ধারমান থাকে না। এক দিন না এক দিন অগ্নি উঠিবেই। যখন অশিক্ষিত প্রাচ্য জনসাধারণের মনের মধ্যে এই ভাবে আর্ধ্যবিষয়ের আগ্নি উঠিতেছে, তখন হয় ত তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর্ধ্যসভ্যতা, আর্ধ্যধর্ম ও বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠানের দোষাভ্যাসকালে ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু তাহাদের সে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হয় ত কেহ শুনিতে পার নাই, অথবা এরূপ বহু কাল আর্ধ্যগণ তাহাদের বিরুদ্ধ মতকে উপেক্ষা করিয়াছেন। এমন সময় প্রাচ্যভূমিতে এক মহামনস্কী মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইলেন;—ইহার নাম মহাবীর স্বামী। ইনি হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইনি প্রচার করিলেন,—হিংসা অধর্ম, অহিংসাই পরম ধর্ম। হিংসামূলক বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠান নার্মকর নহে, অধর্ম; পুণ্য নহে, পাপ। ফলে, প্রাচ্যদেশে বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠানের বিশুদ্ধ জন্মভূমি প্রবল হইয়া উঠিল। এত কাল যাহারা মুখ ফুটিয়া আর্ধ্যবিষয়ের প্রকাশ করিতে পারে নাই, তাহারা মুক্তকণ্ঠে অহিংসামাত্র প্রচার করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে আর্ধ্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি কেবলমাত্র অহিংসামাত্র গ্রহণ করিয়াই সমস্ত ধর্মিকিতে পারিলেন না, বৈদিক কর্মমার্গেরও দোষ আবিষ্কার করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, জ্ঞানমার্গই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। জীব, নানা জীবসমূহের পিতৃবৎ দিয়া অল্প জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং বহু জন্মের পর বুদ্ধত্ব ও সম্যক বুদ্ধত্ব লাভ করে। যিনি সম্যক বুদ্ধত্ব লাভ করিলে এই জরাব্যাধিমুক্তা-সমুজ্জিত মর্ত্যভূমে মানবের মুক্তির পথ নির্দেশ করিতে পারেন। যে বুদ্ধ পুরোহিতগণ যজ্ঞমানকে যজ্ঞাহুষ্ঠানে ব্রতী করে এবং পরকালে স্বর্গলাভের প্রয়োজন দেখায়, তাহারা নিজেরাই অন্ধ; পরকে পথ দেখাইবে কেমন করিয়া? যজ্ঞে পশুধন কবিলে যদি ঐকি পশুর স্বর্গলাভ ঘটে, তবে কেন পুরোহিত, যজ্ঞে পিতৃবধ করিয়া প্রাণের পিতৃদেবকে স্বর্গে প্রেরণ করে না? যজ্ঞাহুষ্ঠানের ফলে যজ্ঞমান যে স্বর্গলাভ করিবে বলিয়া পুরোহিতগণ তাহাকে প্রলুব্ধ করে, সে স্বর্গ কি পুরোহিত দেখিয়াছে? দেবতা ও পুণ্যস্বাদেশের বিলাসভূমি এই স্বর্গনামক দেশ কি তাহাদের স্বকপোলকল্পিত আকাশকুসুম নয়? তাহাদের এই দুঃস্বপ্ন কর্ম কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের প্রবঞ্চনামূলক উপায়মাত্র। যে যজ্ঞমান পুরোহিতকে যত দক্ষিণী দান করিতে পারে, পুরোহিত তাহারই প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ। সর্বভোগী রাজকুমার সিদ্ধার্থের এই জ্ঞানবাদ বুদ্ধধর্ম নামে সর্বদেশে সমাদৃত হইল। বৈদিক যজ্ঞ আর্ধ্যভূমিতে বহু কাল অহুষ্ঠিত হইল না। বুদ্ধধর্মের বিজয়নিশান দেশে দেশে উড্ডীন হইল। আর্ধ্যধর্মের পুণ্যপ্রভাব কালিমাকলুষিত হইল। আর্ধ্য ঋষিগণের চিন্তাপ্রবাহের গতি ফিরিয়া গেল। কয়েক শতাব্দীর জন্য আর্ধ্যধর্ম একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল।

এইরূপে বৌদ্ধধর্মের প্রাবনে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৈদিক যজ্ঞাহুষ্ঠান নিমগ্ন হইল, তখন এই প্রাচীন আর্ধ্যধর্মের যে দুর্দশা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পরশুরাম ভার্গবের হস্তে এই পৃথিবী একশ বার ক্ষত্রিশূন্য হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু পরশুরামের যুগ পৌরাণিক যুগ অর্থাৎ এই যুগের ইতিহাস অর্ধপুরাণ, অর্ধ ইতিহাস;—এবল বৌদ্ধ নৃপতি কল্কি পাণ্ডবদ্বারী ব্রাহ্মণ্যধর্মীর মিথ্যাভর পৌরাণিক যুগের ন্যায় অসীম

কাহিনী নয়। অহিংসাবাদী বৌদ্ধ নৃপতির করাল হিংসার কবলে আত্মবর্ষ যে কত একুশ দারিদ্র্য-কল্যাণ-হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের উল্লেখ মাপন হয় নাই। শত নির্যাতনেও ব্রাহ্মণ্যধর্ম টিকিয়া আছে। অন্যান্য সমস্ত সংস্কার কাল নির্যাতন সহ করিয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম আবার মাথা তুলিয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের অতীত এই নিদাক্ষণ অস্ত্রোপচারের ফলে ইহার সর্বদে যে পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা নানা আকারে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মে দেখা দিয়াছে। ফলতঃ দেশ-কাল-ব্যাপ্তি-বৈচিত্র্যনির্যাতনের ফলে যে হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতবর্ষে টিকিয়া রহিল, তাহা এক-কিছু বস্তুই বলা যায়। এই সংস্কারের পর হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শাক্যসিংহ বুদ্ধের নবম অষ্টম বয়সে পরিগৃহীত হইয়াছেন। এই কালের ব্রাহ্মণ্যধর্মে অহিংসাবাদের কোনো প্রভাব প্রতীয়মান হয়। বৈদিক যুগে সৌমলতানিষ্পেষিত সূরা যদিও ব্রাহ্মণগণের নিকটে দেবত্ব লাভ করিয়াছিল বলিয়া পরিগণিত ছিল, তথাপি এ যুগে সূরা ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইয়াছে। বৈদিক যুগে অতীত ঐক্যই মাংস ব্রাহ্মণের সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত থাকিলেও এ যুগে মাংসমাত্র ব্রাহ্মণের অঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু কালক্রমে আবার দেশভেদে কোনও কোনও জীবের মাংস গ্রহণের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও কোনও জীবের মাংস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ব্রাহ্মণগণ এ কাল পর্যন্ত নিরামিষাশী। মাত্রাজবাসী ব্রাহ্মণের হোটেলে চাহ-চাহ-এই-পয় নানাবিধ নিরামিষ খাত্তের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোনজনও মাংস সে হোটেলের চতুঃসীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের পুরুষের সম্মিলিত ক্রিয়াদি নিম্নবর্ণীয়া কস্তার বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত ছিল। অহিংসাবাদের ভিত্তিতেই বিবাহপদ্ধতিতেও সঙ্গীর্ণতা আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের বিবাহ ব্রাহ্মণের মধ্যে, কহিনুর বিবাহ কহিনুর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। এই কারণেই দূরদেশে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। এখন ভারতভূমির যে কোনও অঞ্চলের ব্রাহ্মণগুত্র অজ্ঞ যে কোনও অঞ্চলের ব্রাহ্মণগুত্রের পণিগ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বে গোত্রমাত্রের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণের পরিচয় হইত, এক্ষণে বাসস্থানের উল্লেখ অপরিহার্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া আত্ম-কস্তার বিবাহের বয়স ভয়ানক ভাবে কমিয়া আসিল। পূর্বকালীন স্বয়ম্বরপ্রথা পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়ার বিবাহ সুসিদ্ধ ছিল। এ কালে অষ্টবর্ষীয়াকে পাত্র গ্রহণ করিলে গৌরীদানের পুণ্য ঘোষিত হইল। কারণ, কন্যার বয়স বেশী হইলেই অহিংসাবাদীরা তাহাকে চুরি করিয়া ভিক্ষু-প্রেরণ করিয়া দিবে—এই আতঙ্কে আত্মভূমি আতঙ্কিত হইল। অভিন্ন কারণে আত্ম-নারীদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইল। এইরূপে আত্মসমাজ নানা আকারে পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই পরিবর্তনের মধ্যে কোনটী আত্মপদ্ধতি, কোনটী অনাধ্যপদ্ধতি, কোনটী বা বৌদ্ধপদ্ধতি, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে বৌদ্ধধর্মও ঠিক থাকিল না। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজেরও আত্ম সংস্কার সংঘটিত হইল। ‘অহিংসা পরমো ধর্মঃ’—ইহা যে ধর্মের মূলনীতি ছিল, সেই ধর্ম হিংসা বিষয়ে কলুষিত হইয়া উঠিল। শাক্যসিংহের অহিংসামত ভারতবর্ষ

ত্যাগ করিয়া সিংহল দ্বীপে আশ্রয় পাইল এবং সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম “হীনযান” নামে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হইল। তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত পঞ্চমকারাব্দক হিংসাধর্ম বৌদ্ধ “মহাযান” নামে সমাদৃত হইল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুসংস্কার বর্জন করিয়া যে সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা নানা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুসংস্কারের অন্ধকার ভেদ করিয়া যে ধর্ম বিমল জ্ঞানমার্গে মুক্তির অন্বেষণ করিয়াছিল, তাহার জ্ঞানময় আলোকিক কার্য সম্পাদনে সমর্থ ইন্দ্রজালের নামান্তর হইয়া উঠিল। এই আড়াই অক্ষরের ‘জ্ঞান’ নব্য বৌদ্ধ নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে, এবং অচিন্ত্যপূর্ব দুর্নীতির প্রোত্তর দিয়াছে ও বজ্রযানসম্প্রদায়ের মধ্যে অঙ্গীল সাধনা-পদ্ধতির প্রচার করিয়াছে। বুদ্ধদেব ও শিব হিমালয়-প্রত্যন্ত-দেশবাসী তান্ত্রিক সাধকরূপে মহাচীন তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কি বৌদ্ধ ধর্মের কোনও মৌলিক উপাদান খুঁজিয়া পাওয়া যায়? না, সেই বিষয়ে গবেষণা করিয়া মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে কোনও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব? কখনই নহে। বরং ভারতবর্ষ, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের কোন্ কোন্ ধর্মের সংস্পর্শে বৌদ্ধধর্মের এইরূপ সর্বধ্বংসী পরিণাম সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের আলোচনা নিবন্ধ হইলে, প্রাচীন ভারতের অন্ধকার ইতিহাসে আলোকপাত হইতে পারে।

রোহিতদেবতা

সূর্য্য উদয়কালে তাম্রবর্ণ বলিয়া বৈদিক সাহিত্যে স্থানে স্থানে সূর্য্যের নাম ‘রোহিত’। ইনি ঋগ্বেদে দেবতা, ইনি জ্ঞাবাগৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনি যজ্ঞকর্মে সিদ্ধি দান করেন, ইহা হইতেই যজ্ঞ উদ্ভূত হইয়াছে, ইনি বস্ত্রের জায় ভূবনসমূহকে পরিধান করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকেন, ইনি জলে অন্তরিত অর্থের উত্থাপনে সহায়, ইনি বিবান্ ব্রাহ্মণকে জয় করেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকারী (‘ব্রহ্মজ্ঞা’), তাঁহার পাশ জয় করিয়া ইনি তাঁহাকে মুক্ত করেন। তাঁহার নামে প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রসমূহ ধনোদ্ধার, রাষ্ট্রোদ্ধার, যজ্ঞসিদ্ধি, সলিলগণ, শত্রুজয় প্রভৃতি উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার সাতটা অশ্বের (বা সহস্র অথবা সহস্র এবং সপ্ত অশ্বের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বটির নাম রোহিতাশ্ব। ইহার সারথি ‘অরুণ’ এই সকল মন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত হন নাই, বরং রোহিতদেবতা স্বয়ং ‘সুপর্ণা’ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সায়ণাচার্য্য এ-সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, সমগ্র সূক্তের জন্য কেবলমাত্র একটা করিয়া ভূমিকা লিখিয়াছেন। তাঁহার এই ভূমিকাগুলি, মূল মন্ত্রগুলি ও কতকগুলি অনুবাদ হইতে আমরা দিগকে এই দেবতার বিষয় অবগত হইতে হয়। অথর্ববেদসংহিতার ত্রয়োদশ কাণ্ডে প্রথম চারিটা সূক্তে এই রোহিতদেবতাবিষয়ক মন্ত্রগুলি একত্র পাওয়া যায়। এগুলি ষষ্ঠ পর্য্যায় সূক্তের অন্তর্গত। এই সূক্তগুলির বিষয়ে সায়ণাচার্য্যের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, এগুলি রোহিতদেবতাক সূক্ত। ‘রোহিত’ কোনও দেবতার নাম। উদয়কালীন সূর্য্যই এই দেবতার আত্মস্বরূপ। অর্থকায় ব্যক্তি নান করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক ‘উদেহি বাজিন্’

ইত্যাদি বিংশতি ঋক্ দ্বারা উদয়কালীন আদিত্যের পূজা করিবে। তাহার ফল ত্রিণো-
খাগন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও কোশীতকী ব্রাহ্মণেও এই মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। কোশীতকী
(২৯৪) ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্য্যগ্রহণকালে এবং নৌকাডুবির প্রতিষেধক মন্ত্ররূপে
এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হয়।

উদেহি বাজিন্ যো অন্-অন্তম্

ইদং রাষ্ট্রং প্রবিশ স্নতাবৎ ।

যো রোহিতো বিশ্বমিদং জজান

স আ রাষ্ট্রায় স্তভৃতং বিভভূ—অথর্বসংহিতা, ১৩।১।১১

হে জলরাশিমধ্যে অন্তর্হিত বাজিন্! তুমি উঠিয়া আইস, এবং স্নত (প্রাকৃতিক
ঋত-শক্তির প্রভাবে প্রভাব-) বান্ হইয়া এই রাষ্ট্রে প্রবেশ কর। যে রোহিতদেবতা এই বিশ্ব
উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে সুরক্ষিত-ভাবে রক্ষা করিয়া এই রাষ্ট্রে লইয়া আসুন।

অথর্ববেদসংহিতার যে চারিটা স্তোত্রে রোহিতদেবতার বর্ণনা আছে, তাহার আরম্ভ এই
মন্ত্রে। এই মন্ত্রে অতি প্রাচীন ঋতশক্তির প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। উপরে যে আক্ষরিক অনুবাদ
দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই মন্ত্রটি জলমগ্ন সম্পত্তির উদ্ধারকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে
এবং রোহিতদেবতাকে সেই কীর্ত্তির সাহায্যার্থ আহ্বান করা হইতেছে। সায়াণাচার্য্য ও
যাস্ক এ স্তোত্রগুলির ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই জন্য হবুইটনীর তর্জমা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।
কিন্তু রোহিতদেবতা যে সূর্য্যদেবতা, তাহা সায়াণাচার্য্যের ভূমিকায় পরিস্ফুট। তৈত্তিরীয় ও
কোশীতকী ব্রাহ্মণে এই মন্ত্রগুলি যে নৌকাডুবিকালে এবং সূর্য্যগ্রহণকালে গেয়, তাহাও
নির্দিষ্ট হইয়াছে। সূর্য্যদেব উদয়কালে এবং অন্তগমনকালে লোহিতবর্ণ। সেই জন্য প্রাচীন
যুগের ঋতশক্তিতে বিশ্বাসী ঋষি কল্পনা করিয়াছেন যে, এই দেবতা সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রে ডুবিয়া
প্রাতঃকালে উঠিয়া আসেন ঋতশক্তির প্রভাবে; এবং সেই জন্য জলমগ্ন ধনসম্পত্তির উদ্ধারে
ইনিই শক্তিরান্ দেবতা। নিম্নলিখিত মন্ত্রটিতে দেখা যায়, ইনি অর্ঘব হইতে আকাশে আরোহণ
করিয়া সকল দিকে উচ্চ স্থানসমূহ (রুহঃ) পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন।

রোহিতো দিবমাক্রহন্ মহতঃ পরি অর্ণবাৎ ।

সর্বা রুরোহ রোহিতো রুহঃ—অথর্বসংহিতা, ১৩।১।২৬ ॥

এই দেবতা স্বর্গপ্রাপ্তি, পৃথিবী উদ্ধার, রাষ্ট্র উদ্ধার, ত্রিণোদ্ধার, প্রজা উদ্ধার,
অমৃতোদ্ধার প্রভৃতি কর্ণে পটু।

দিবং চ রোহ পৃথিবীং চ রোহ রাষ্ট্রং চ রোহ ত্রিণং চ রোহ ।

প্রজাং চ রোহাযতং চ রোহ রোহিতেন তদ্বৎ সংশ্লশ্ব ॥ ১৩।১।৩৪ ॥

যে দেবা রাষ্ট্রভূতোহভিযন্তি সূর্য্যম্ ।

তৈষ্ঠে রোহিতঃ সন্নিদানো রাষ্ট্রং দধাতু স্তমনস্তমানঃ ॥ ৩৫ ॥

উৎ আ যজ্ঞা ব্রহ্মপূতা বহন্তি অধ্বগতা হরয়তা বহন্তি ।

তিরঃসমুজ্জমতিবোচসেৎর্গণম্ ॥ ৩৬ ॥

রোহিতে স্ত্রীবাণ্ডিবি অধিশ্রিতে বহুজিতি গোজিতি সন্ধনাজিতি ।

সহস্রং যশ্চ জনিমানি সপ্ত চ রোচয়ন্তে নাভিং তুবনস্তাধিমজ্জমনি ॥ ৪৭ ॥

রোহিতদেবতাই স্বর্গের পথ ও স্বর্গ বিষয়ে সুপরিচিত ।

হিমং ত্রংসকাধায় যুপান্ কৃত্বা পর্বতান্ ।

বর্ষাজ্যাবয়ী ঈজাতে রোহিতস্ত স্ববিদঃ ॥ ৪৭ ॥

স্ববিদো রোহিতস্ত ব্রহ্মণ্যগ্নিঃ সমিধ্যতে ।

তস্মাদব্রংসন্তস্মাদ্ধিমন্তস্মাদ্যজোহজায়ত ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্মণ্যগ্নী বাবুধানো ব্রহ্মবুদ্ধৌ ব্রহ্মাহতৌ ।

ব্রহ্মেকাবয়ী ঈজাতে রোহিতস্ত স্ববিদঃ ॥ ৪৯ ॥

সত্যোহন্তঃ সমাহিতোহপ্পন্যঃ সমিধ্যতে ।

ব্রহ্মেকাবয়ী ঈজাতে রোহিতস্ত স্ববিদঃ ॥ ৫০ ॥ ১৩ । ১ ॥

এই রোহিতদেবতাই যে সূর্য্যদেবতা, তাহা নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলিতে সুপ্রকাশ ।

রোহিতঃ কালো অভবদ্ রোহিতোহগ্রে প্রজাপতিঃ ।

রোহিতো যজ্ঞানাং মুখং রোহিতঃ স্বম্ অভরৎ—অথর্বসংহিতা, ১৩।২।৩৯ ॥

রোহিতো লোকোহভবদ্ রোহিতোহত্যতপদ্ দিবম্ ।

রোহিতো রশ্মিভির্ভূমিং সমুদ্রমহুসংচরৎ ॥ ৪০ ॥

সর্বা দিশঃ সমচরদ্ রোহিতোহধিপতির্দিবঃ ।

দিবং সমুদ্রমাদ্ ভূমিং সর্বং ভূতং রিরক্ষতি ॥ ৪১ ॥

এই অংশে সূর্য্যের চাঁকা :—রোহিতদেবতাকমেতৎ স্তবম্ । রোহিতঃ কশ্চিদ্দেবঃ ।

উদ্যাৎস্ব্যরূপঃ সূর্য্যস্ত রোহিতনামকো যঃ প্রধানোহস্বতদ্রূপেণ বা কল্পিতঃ ॥

(আমাদের সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতিতেও এই সূর্য্যদেবতাই একমাত্র দেবতা । ইনিই ব্রহ্মা প্রজাপতি, ইনিই বিষ্ণু ত্রিবিক্রম, ইনিই রুদ্র দেবতা)। আবার ইনিই ইন্দ্র, বৃষ্টিদাতা ও শস্ত্র-রক্ষক । জৈমিনীয় উপনিষদব্রাহ্মণে ইনিই—‘শর্ব উগ্রো দেবো লোহিতারন্ প্রজাপতিরেব সংবেশেহন্তমিতঃ ।’ এই সূর্য্যদেবতাই আবার ‘রৌহিণ’ নামক কোনও ঋষি বা দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন,—

বসুসপ্তরশ্মিবৃষভস্তুবিদ্বান্ অবাস্যৎ সৰ্ত্তবে সপ্তসিদ্ধূন ॥

যো রৌহিণমক্ষুরদবজ্রবাহুঃ জামারোহন্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ—জৈ. উ. ব্রা. ১।২৯.৭ ॥

ঋগ্বেদ, ২।১২।১২ ॥

লৌহাংস, লোহিতাংস, ব্রহ্মাংস, তাহা

ধর্ম্মের নামে উৎসৃষ্ট ছাগ ও ছেলের পায়ে লৌহার বেড়ী দেওয়া থাকে বলিয়া একজন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত অল্পমান করিয়াছেন * যে, “লাউসেন নাম বাস্তবিক লৌহসেন । লৌহ

শব্দ হইতে লো। পূর্বকালের উচ্চারণে ‘লউ’ না হইয়া ‘লাউ’ হইত। এইরূপে লৌহসেন লাইসেন হইয়াছে।” কিন্তু বঙ্গভাষার অকারের হ্রস্ব আ-কারের ন্যায় উচ্চারণ বৌদ্ধগানের ভাষার পরবর্তী যুগের ভাষার পাওয়া যায় না। সুতরাং উল্লিখিত সমালোচকের মতে ‘লাউসেন’ শব্দ ‘বৌদ্ধগান ও দোহা’র ভাষা অপেক্ষা অর্ধাচীন নহে। তবে তাঁহার এই আলোচনার একটি মারাত্মক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে। তিনি অতি আধুনিক যুগের ব্যবহার দেখিয়া, চীন যুগের বিষয়ে অসুমান করিয়াছেন। তিনি জানেন না যে, ধর্ম্মঠাকুরের নামে উৎসর্গ হইয়া পায়ে তাম্র-বলয় পরাইবার রীতিই প্রাচীন রীতি। আধুনিক যুগেও বহু স্থানে ঐ ছাগের একটি পায়ে তাম্র-বলয় পরাইবার রীতি প্রচলিত আছে। অল্প তিনটি পায়ে লৌহবলয় দেওয়া হয়। লৌহ ধর্ম্মঠাকুরের নিকট পবিত্র ধাতু বলিয়া গণ্য হয় না। তাম্রই ধর্ম্মঠাকুরের নিকট পবিত্র ধাতু, এবং তাম্রের পবিত্রতার ইতিহাসের সহিতই ধর্ম্মোপাসক পণ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাম্রদীক্ষাই এই সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণ।

(বেদের যুগ হইতে সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ‘লোহিত’, ‘রোহিত’, ‘লোহ’, ‘লৌহ’, ‘লৌহায়স’, ‘লৌহায়স’, ‘লৌহিতায়স’ প্রভৃতি শব্দ ‘তাম্র’ অর্থে ব্যবহৃত হইত।) আধুনিক ধর্ম্মপুরাণাদিতেও ‘রক্তায়স’ * শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। আধুনিক ‘লৌহ’ শব্দও ‘রক্ত’ অর্থে প্রচলিত আছে। রক্তবর্ণ ধাতু বলিয়া ‘লৌহ’ বা ‘লৌহিত’ শব্দ তাম্রার্থক হইয়াছে এবং বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই এ শব্দের অর্থ ‘তাম্র’ † ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬.২।৫) ‘লৌহমণি’ শব্দ ‘তাম্রনির্মিত বস্তুবিশেষ’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণ (৫।৪।১।১২), জৈমিনীয় উপনিষদব্রাহ্মণ (৩.১।৭।১) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩.৬.২।৩।৫) ‘লৌহায়স’ শব্দ ‘রক্তবর্ণ ধাতু’ অর্থ্যাৎ ‘তাম্র’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং ‘কাঞ্চায়স’ বা ‘কৃষ্ণায়স’ শব্দ লৌহার্থে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। মৈত্রায়ণী (২।১।১৫, ৪।৪।৪) ও কাঠক সংহিতায় (১।৮।১০) ‘লৌহিতায়স’ শব্দ ‘লৌহ’ শব্দের পরিবর্তে স্থানে স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। সর্বত্রই এই সকল শব্দের অর্থ ‘তাম্র’ বা ‘রক্তবর্ণ ধাতুবিশেষ’। আধুনিক যুগে লৌহ শব্দের যে অর্থ, সে অর্থে এ শব্দের প্রয়োগ অতি প্রাচীন যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্নতত্ত্বের আলোচনায় এই আধুনিক শব্দটির ব্যবহার ভ্রমাবহ।

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় সর্ববাদিসম্মতিক্রমে যে মত পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, অতি প্রাচীন যুগের মানব সর্বপ্রথমে প্রস্তরের ব্যবহার শিখিয়াছিল। এই জন্ত মানব-সভ্যতার সর্বপ্রাচীন যুগকে প্রস্তরযুগ বলা হয়। এই প্রস্তরযুগের পর লৌহযুগে (Iron

* ময়ূরভট্টের শ্রীধর্ম্ম পুরাণ, ২৫ পৃঃ, ২২ পঙ্কতি।

† বাজসনেয়সংহিতা, ১৮।১০, তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।৭।৪।১, শতপথব্রাহ্মণ, ৩।৬।২।৩।৫, ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪।১।৭।১, ৩।১।৫, জৈমিনীয় উপনিষদব্রাহ্মণ ৪।১।৪ প্রভৃতি স্থলে ‘লৌহ’ শব্দ ‘তাম্র’ অর্থে ব্যবহৃত। আধুনিক লৌহ অর্থে ‘ভাস’ শব্দ তৈত্তিরীয়সংহিতায় ‘লৌহ’ শব্দের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। অথর্ববেদসংহিতা ১১।৩।৭ ও আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২।৪।১৭ প্রভৃতি স্থানে লৌহিত শব্দ তাম্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

age) পৌছিবার পূর্বে একটি মধ্যযুগে মানুষ লৌহ অপেক্ষা অল্প-দূর একটি ধাতুর ব্যবহার করিত—তাম্র বা ব্রোঞ্জ। কিন্তু ব্রোঞ্জ ধাতুটি মৌলিক ধাতু নহে, তাম্র ও তাম্র (tin) মিশাইয়া ব্রোঞ্জ প্রস্তুত হইত। সুতরাং তাম্র ও তাম্র মিশাইবার পূর্বেই মৌলিক ধাতু তাম্রের ব্যবহার সম্ভবপর। ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রস্তরযুগের পর এই তাম্রযুগের আদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেন। মগধদেশে, দক্ষিণাঞ্চলে ও উৎকলের বহু স্থানে তাম্রযুগের বহু প্রাচীন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এ দেশে এককালে যে তাম্রের পরিমাণে ব্যবহৃত হইত, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যেই তাম্রের রোগনিবারণী শক্তি ও পবিত্রতাবোধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে একটি মন্ত্র উদাহৃত হইল। এই মন্ত্রে রাজবন্দ্য রোগ নিবারণের জন্য তাম্র ও তাম্র দেবতাকে নমস্কার করা হইতেছে।—

নমস্তাত্রায়, নমো বরুণায়, নমো জিবাংসতে ॥ ৭ ॥

যশস্ব রাজন্ মা মাং হিংসীঃ । রাজন্ যশস্ব মা মাং হিংসীঃ ।

তয়োসংসংবিদানরোঃ সর্বমায়ুরয়াস্ত্রহম্ ॥ ৮ ॥

—(জৈমিনীর উপনিষদব্রাহ্মণ ১.৭.৮)।

অতি প্রাচীন যুগে তাম্রের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযুগে যুদ্ধের শস্ত্র ও গৃহস্থালীর ব্যবহার্য যন্ত্রপাতিরূপে তাম্র এদেশবাসীর নিকট সমাদৃত হইত। শাস্তি-পুষ্টির জন্ত, অশাস্তি নিবারণের জন্ত, রোগ নিবারণের জন্য ও পিতৃপিতৃ পিশাচাদি বিভাড়নের জন্ত তাম্রের ব্যবহার বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। তাম্রযুগের যুদ্ধের বর্ষ ও পরে নানাবিধ অশাস্তি ও ভূত-প্রেতাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য রক্ষাকবচ ছিল। দীর্ঘকেশবিশিষ্ট নরের মুখে তাম্র অর্পণ করিয়া দ্রুত বিভাড়ন হইত। এখানে ‘দীর্ঘকেশ নর’ নপুংসক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণের বিশ্বাস। টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—‘দীর্ঘকেশ, এই বিশেষণ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, ‘নর’ শব্দধারা এখানে ‘পুরুষ’ বুঝায় না; কারণ, পুরুষের দীর্ঘ কেশ থাকে না। আবার ‘নর’ শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝাইতেছে যে, ‘দীর্ঘকেশ’ এই বিশেষণ সম্বন্ধে ‘নারী’ নহে। সুতরাং ‘নপুংসক’। কিন্তু বেদের যুগে নারীগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন বলিয়া টীকাকার ধরিয়া লইতেছেন। সে যাহাই হউক, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে তাম্র নানা আকারে ‘রক্ষাকবচ’রূপে ব্যবহৃত হইত। পরে দেখা যায়, যজ্ঞীয় স্রাবা নির্মাণের জন্ত তাম্রের ব্যবহার অবশ্য কার্য্য। নতুবা তাহার পবিত্রতা রক্ষা হয় না। আধুনিক যুগেও কোশা-কুশি প্রভৃতি পূজার পাত্রসমূহ তাম্রনির্মিত হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বহু কাল হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে তাম্র পবিত্র ধাতু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এখনও তাম্র-তুলসী-গজাজল স্পর্শপূর্বক শপথগ্রহণের ব্যবহার তাম্রের শুচিতা প্রতীকমান।

সুতরাং ধর্মপণ্ডিতগণের তাম্রব্যবহার একটি অতি প্রাচীন প্রথা। এই সম্পর্কে ‘রোহিতদেবতা’ ও লৌহসম্প্রদায় দ্রষ্টব্য।

লৌহিত্যসম্প্রদায়

‘রোহিত’ নামক সূর্যদেবতার ঠাঁহারা অর্চনা করিতেন, তাঁহারা বরুণ দেবতারও অর্চনা করিতেন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ‘রোহিত’ দেবতার সহিত সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অপর কারণ বোধ হয় এই যে, বরুণ দেবতা ‘ঋত’-শক্তিতে সমৃদ্ধ। ইনিই জরথুষ্ট্রিয়গণের ‘অশ্বর’ বা ‘অহরো মজদা’। সে ষাহাই হউক, এষ্ট লৌহিত্যসম্প্রদায় সাধারণ আর্য্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অথর্ববেদের ঋায় ঈহারাও আর্য্যসম্প্রদায়বহির্ভূত সম্প্রদায়। ইহারা ‘রোহিত’দেবতার ঋায় বরুণ দেবতারও লোহিত বর্ণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ, সূর্য্যোদয় ও সূর্যাস্তকালে সমুদ্র লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই তাম্রবর্ণ ও তাম্রবর্ণধারী বরুণ দেবতা রাজবল্লভ নামক রোগ নাশ করিতে পারিতেন। এই জন্ত তাম্র, বরুণ ও জিৎখান্ন দেবতাকে আয়ুরক্ষার জন্য নমস্কার করা হইত।—

‘নমস্তাত্ৰায় নমো বরুণায় নমো জিৎখাস্তে ।

যস্ম রাজন্ মা মাং হিংসীঃ । রাজন্ যস্ম মা মাং হিংসীঃ ।

‘ত্রয়োঽসংবিদানয়োঽসর্বমানুয়য়ান্নহম্ ॥’

এই প্রবন্ধের অন্ত্র অংশে বলা হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন কালে আমাদের দেশে তাম্রের ব্যবহার সমধিক ভাবে প্রচলিত ছিল এবং এই ধাতুর নাম ‘তাম্র’ ছিল না, ইহার নাম ছিল ‘লৌহিত্যয়স’, ‘লৌহায়স’ ইত্যাদি। আধুনিক ধর্ম্মপুরাণেও তাম্র ‘রক্তায়স’ নামে সুপরিচিত। এই ‘লৌহিত্যয়স’ ব্যবহার ও রোহিতদেবতার অর্চনা করিতেন বলিয়া প্রাচীন বৈদিক যুগের এক সম্প্রদায় লৌহিত্যসম্প্রদায় নামে অভিহিত হইতেন। প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞান ষাহারা রক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত পরম্পরাক্রমে প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশতালিকায় এই লৌহিত্যসম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ঋষির নাম পাওয়া যায়।

জরন্তুঃ পারাশর্য্যঃ

শ্রামজরন্তায় লৌহিত্যায় । শ্রামজরন্তো লৌহিত্যঃ,

পল্লিগুপ্তায় লৌহিত্যায় । পল্লিগুপ্তো লৌহিত্যঃ,

সত্যজ্ঞবসে লৌহিত্যায় । সত্যজ্ঞবো লৌহিত্যঃ কৃষ্ণধৃতয়ে ।

কৃষ্ণধৃতিঃ শ্রামজরন্তায় লৌহিত্যায় । শ্রামজরন্তো লৌহিত্যঃ

কৃষ্ণদন্তায় লৌহিত্যায় । কৃষ্ণদন্তো লৌহিত্যঃ মিত্রভূতয়ে

লৌহিত্যায় । মিত্রভূতির্লৌহিত্যঃ শ্রামজরন্তায় লৌহিত্যায় ।

শ্রামজরন্তো লৌহিত্যঃ ত্রিবেদায় কৃষ্ণরাতায় লৌহিত্যায় ।

ত্রিবেদঃ কৃষ্ণরাতো লৌহিত্যঃ যশস্বিনে জরন্তায় লৌহিত্যায় ।

যশস্বী জরন্তো লৌহিত্যঃ জরকায় লৌহিত্যায় ।

জরকো লৌহিত্যঃ কৃষ্ণরাতায় লৌহিত্যায় ।

ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্ম

ভারতবর্ষ বহু মানবজাতির মিলনক্ষেত্র। ভারতীয় আধ্যাত্মিক ধর্ম বৈদিক সভ্যতা নইয়া ভারতভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন এ দেশ জনশূন্য ছিল না। একাধিক অনু-আর্য জাতি তাহাদের অনু-আর্য সভ্যতা ও অনু-আর্য ধর্মবিশ্বাস লইয়া তখন ভারতবর্ষে বসবাস করিতেছিল। সেই সকল অনু-আর্য জাতিসমূহের সহিত বিবাহ-বিসম্বাদের মিলন করিয়া আর্যগণকে তাহাদেরই মধ্যে বাস স্থাপন করিতে হইয়াছে। এই বিবাহ-বিসম্বাদের ফলে হয় ত অনেক অনু-আর্যসম্প্রদায় পৃথক ও অবগামন্যে পলায়ন করিয়া আগমাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, আবার অনেকে হয় ত উন্নততর জাতিসম্প্রদায় আশ্রয়ে দাসত্ব ও শূদ্রত্ব স্বীকার করিয়া আবাদম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। এইরূপে হাও আদি লাভ কারণ, রোমক সাম্রাজ্যে নিগ্রো বীর ওথেলোর ন্যায় আর্যদোষাক্তে বণ, মার, প্রাচীণ গ্রন্থে হয় ত বা 'ডেস্‌ডেমোনা' লাভ করিয়াছে। এইরূপে আদি ও অনু-আর্য জাতির পারস্পরিক মিলনের ফলে শত শত বৎসর ধরিয়া পরস্পরে পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে উত্তর সভ্যতার মিলনজাত আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার কোন্ উপাদানটী মূল আদিপ্রভাবতঃ আগত, কোন্টী বা উপপ্রভাবতঃ জ্ঞানজন্য, তাহা নির্ণয় করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। দক্ষিণভারতের জাতিভেদগণ এখন আদিম জীবন কাঁচিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিদিকে পশ্চাদ্গমন করিয়া লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখনকার মত জাতিভেদ এখন কেবলমাত্র দক্ষিণভারতেই বসবাস করিতেন না, উত্তরভারতেও জাতিভেদগণই কোল প্রভৃতি অজ্ঞান অনু-আর্যগণের সহিত, আদি-পূর্ববঙ্গে বাস করিতেন। সেই অল্পই জাতিভেদগণের ভাষার প্রভাব যেসময় ভাষার সংক্ৰমিত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু ভাষা বহু বস্তু বলিয়া ভাষার উপর জাতিভেদগণের সহজে ধরা পড়িয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন আদি-সভ্যতার মৌলিক দলিলে অনু-আদি-সভ্যতার যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে মূল দলিলের অক্ষরগুলি দুস্পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে।

বেদ আদিগণের সর্বপ্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ। কিন্তু বেদের মধ্যে আমরা কোনও যুগবিশেষের সভ্যতা দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব যিনিই হউন না কেন, তিনি কেবলমাত্র বেদমন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রহই যে সমগ্র, তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। হয় ত বহু মন্ত্র ব্যাসদেবের অগোচরেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহা একপ্রকার অবিসংবাদিত সত্য যে, ব্যাসদেবের যুগেই বেদমন্ত্রসমূহ রচিত হয় নাই। তবে বেদ রচিত হইয়াছিল কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে? বেদ রচনা বা বৈদিক সভ্যতা প্রণয়নের দেশ-কাল-নির্ণয় এখন অসম্ভব বলিলেই হয়। কেন না, আমরা জানি, বেদ বিভিন্নদেশীয় ও বিভিন্ন-কালীয় ঋষিসম্প্রদায়ের নিকট রক্ষিত ছিল। এখনও কোনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ

কসিতে হইলে শব্দের নাম উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং বেদমন্ত্রসমূহে যে সত্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা এক যুগেরও নহে, এক দেশেরও নহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। বেদের মধ্যে বহু যুগের, বহু স্থানের ও বহু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে মতের বিভিন্নমুখিতা সুপ্রতীয়মান।

কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে এত জটিলতা ও বিভিন্নমুখিতা বিদ্যমান থাকিলেও এই সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কয়েকটি মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক উপাদান লক্ষ্য করা যায়, এবং সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যগুলি অবলম্বন করিলে পরবর্তী যুগের বহু-সম্প্রদায়-বৃত্তি ধর্মাত্মানুপকৃতিব বিশ্লেষণ সুলভঃ সম্ভবপর হইতে পারে। এই সাম্প্রদায়িক মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে উল্লেখ করিয়া অল্প কোনও উপায়েই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় ধর্মগ্রন্থাবলীর উপাদানগুলির ধর্মাত্মানুপকৃতির আলোচনা করিতে হইলেও ঐ প্রাচীন যুগের ধর্মবিশ্বাসের মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ণয় করিয়া দেখিতে হইবে। নতুবা কোনও আলোচনাটি ভ্রমপ্রসাদশস্য হইবে না। এই জন্য আমি সর্বপ্রথমই অতি প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে কয়েকটি গুরু-বিন্যাসের চেষ্টা করিব, তাৎপরে বঙ্গীয় ধর্ম-সাম্প্রদায়ের কথা পাড়িব।

যাচ্যের একটি মানসিক ধর্ম এই যে, মানুষ সকল বিষয়েরই আদিকথা জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কোনও কার্য দেখিলে তাহার কারণ জানিবার ইচ্ছা এই মানসিক ধর্মেরই ফল। এই কারণেই কোনও ঘটনার বিবরণ শুনিবামাত্র সেই ঘটনার আদি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য আমাদের স্বাভাবিক কৌতুহল জাগ্রিত হয়। কিন্তু সেই আদি বৃত্তান্তের অস্তিত্ব যদি আমাদের প্রত্যক্ষগম্য না হয়, অথবা তদবিষয়ে যদি কোনও পরিষ্কার প্রমাণ না থাকে, তবে সেই সকল বিষয়ে নানাবিধ কল্পনা উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্য আদিম যুগের যে মানবজাতির কল্পনাশক্তি প্রচুর ছিল না, তাহারা যে কল্পনাটী স্বয়ং আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহাতেই তাহাদের মন সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত। অল্প কোনও প্রকার কল্পনা তাহাদের মনে স্থান পাইত না। সুতরাং তাহাদের স্বয়ংআবিষ্কার-করা কল্পনাটীকেই তাহারা অশ্রুত সত্য বলিয়া মনে করিতেন, এবং কেহ তাহার অন্তর্ধানচরণ করিলে অথবা তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিলেই ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইত এবং তাহার ফলে রক্তারক্তি অল্পশ্রুত হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিত না। তখন বহিঃশক্তিরূপ পশুবলের পরিমাণ দ্বারা অন্তঃশক্তিরূপ ধর্মবলের পরিমাণ নির্ণয় চেষ্টায় ঘোর অধ্যর্থের সৃষ্টি হইত।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। প্রাচীন যুগে মানবের ধর্মবিশ্বাস অল্পাধিক কল্পনামূলক অন্ধবিশ্বাস (বা dogmatism) এর আকারে প্রকাশ পাইত। কিন্তু কল্পনাশক্তির বহুদিক্‌প্রসারিণী অন্তর্দৃষ্টির অভাবে আমরা আমাদের সাধারণ বিচারে যেমন ভ্রমে পতিত হই, ধর্মবিশ্বাসেও সেই প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। যে ব্যক্তি অল্প কথা কহে, তাহাকে আমরা অনেক সময় অন্ধকারী বলিয়া বিশ্বাস করি, অথবা চাণক্যের দোহাই দিয়া তাহাকে ‘সূর্য’ বলি—‘বাবৎ কিঞ্চিৎ ভাষতে’। আবার যে অধমর্ণ উত্তমর্ণকে তাহার

কৃষ্ণরাত্রে লৌহিত্যে দক্ষজয়ন্তায় লৌহিত্যায় ।

দক্ষজয়ন্তো লৌহিত্যো বিপশ্চিতো দৃঢ়জয়ন্তায় লৌহিত্যায় ।

বিপশ্চিদৃঢ়জয়ন্তো লৌহিত্যো বৈপশ্চিতায় দাঢ়জয়ন্তয়ে লৌহিত্যায় ॥

বৈপশ্চিতো দাঢ়জয়ন্তিদৃঢ়জয়ন্তো লৌহিত্যো বৈপশ্চিতায় দাঢ়জয়ন্তয়ে গুপ্তায় লৌহিত্যায় ।

এই বংশের সহিত আর একটি বংশের বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায়। এইটি ‘জানশ্রুত’ বা ‘জানশ্রুতেয়’ বংশ। এই বংশের কয়েক জন বিখ্যাত ঋষির নাম :—(১) জানশ্রুত কণ্ঠবয়, (২) জানশ্রুতেয় নগরী, (৩) জানশ্রুতেয় শব্দ, (৪) জানশ্রুতেয় শব্দ বাম্রব্য, (৫) জানশ্রুতেয় উলুকা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে উলুকা জানশ্রুতেয় সূর্যমণ্ডলের পরপারে স্থিত অমৃতলোকের সন্ধানে ব্যস্ত।

“অথ হোবাচোক্তো জানশ্রুতেয়ো যত্র বা এষ এতৎ তপতোতদেবামৃতম্ । এতচ্চেদ বৈ প্রাপ্নোমি ততো মৃত্যুনা পাপানা ব্যাবর্ততে । কন্তুং বেদ যং পরোহাদিত্যমন্তুরিক্ষমিদমনালয়-মবরণে । অথৈতদেবামৃতম্ । এতদেব মাং যুয়ং প্রাপদ্বিযাথ । এতদেবাং নাতিমন্ত্রে ইতি ॥”

“এই যে (সূর্যাদেব) যেখানে তাপ দিতেছেন, সেই স্থানই অমৃতলোক। এই স্থান যদি লাভ করা যায়, তাহা হইলে পাপ মৃত্যু (আমার নিকট হইতে) ফিরিয়া যায়। কে জানে ঐ স্থান, যাহা আদিত্যের ও পরবর্তী, যাহা অমুরিক্ষ, অনালয় এবং পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত? এই নিশ্চয় অমৃতলোক। তোমরা আমাকে এই লোকে পাঠাইয়া দিও। আমি এই লোকের অতিপ্রশংসা করিতে পারি না।”

এখানে যে অমৃতলোকের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, সূর্যাপশ্চাদবর্তী সেই অমুরিক্ষলোকই ধর্মপুরাণ-বর্ণিত ‘শুনালে’ বলিয়া মনে হয়। এই সম্প্রদায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহারাজে ‘অথ’ পশুকে বর্জন করিয়া ‘অষ্টশব্দ’ ছাগকেই ‘পশব্য’ করিয়াছিলেন। আধুনিক ধর্মমঙ্গল-সম্প্রদায়েও ছাগই ‘লৌহিত’ বা ‘লুয়ে’ নামে উৎসৃষ্ট হইয়া থাকে।

কুর্শ্মমূর্তি

ধর্ম ঠাকুরের বিগ্রহ কুর্শ্মাকার। তাই একজন পণ্ডিত অহুমান করিয়াছেন যে, বৌদ্ধত্বের গাত্রস্থিত কুলঙ্গীতে যে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তির প্রতীকস্বরূপে পাঁচ কোণে পাঁচটি চিহ্ন অঙ্কিত আছে, তাহারই অঙ্করণে চেষ্টার ধর্মঠাকুরকে কুর্শ্মমূর্তি করা হইয়াছে। কিন্তু এ অহুমান যুক্তিসহ নহে, এটা কল্পনামাত্র। তাই আর একজন পণ্ডিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইনি বলেন, ধর্মরাজের কুর্শ্মবিগ্রহের চারি পাদ ও উর্দ্ধমুখ তুণ দ্বারা পাঁচটি ছিদ্র বা চিহ্ন হয় না, হয় চারিটি। কোনও কোনও বিগ্রহে আবার তুণ নিম্নমুখে আছে। তাই ইনি অহুমান করেন যে, সেতাই, নীলাই, কংসাই ও রামাই এবং পঞ্চম পণ্ডিতকে ধ্যানী বুদ্ধ কল্পনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু ইনিও ধর্মপুরাণ-বর্ণিত পৌরাণিক আগাধিকাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই, নিজে কোনও মীমাংসাও করেন নাই। ইনি বলেন, ময়ূরভট্টবর্ণিত ধর্মবিগ্রহবর্ণনা বিচার করিয়া নানা স্থান হইতে বিগ্রহগুলিকে দর্শন করিবার

পর ধর্ম-কল্পনার মূল নির্ণয় সম্ভবপর—নতুবা নহে। কিন্তু আমি ধর্মঠাকুরের আবরণ-দেবতারূপে পূজিত একটি বৃহৎ রুক্ষপ্রস্তরনির্মিত ধর্মমূর্তি দেখিয়াছি। স্থানীয় ভাষায় এই মূর্তিটির নাম ‘নামলা বড়ী’। এই বৃহৎ ধর্মাকৃতি নামলাবড়ীর পৃষ্ঠদেশে অমৃতযট, ইহার পৃষ্ঠদেশে বাহুকি-রজ্জুবেষ্টিত, বাহুকির মুখের দিকে দৈত্যগণ ও পুচ্ছের দিকে দেবগণ, মধ্যভাগে নারায়ণ। ধর্মের উদরেও দেবদেবী আছেন। মোট কথা, এই নামলা বড়ীটা পৌরাণিক সমুদ্রমন্ডনের সুন্দর ছবি, নানা কারুকার্য-খচিত। স্ততরাং ধর্মপুরাণে বর্ণিত সমুদ্রমন্ডনকাহিনীকে ধর্মাকার ধর্মবিগ্রহের মূল বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা দেখি না। যে কাহিনী ধর্মপণ্ডিতগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা অবিশ্বাস করিতে হইলে তাহার অল্পকূল প্রবল যুক্তি আবশ্যক।

শঙ্খাসুর

পুরাণে আছে, নারায়ণ শঙ্খাসুরের মূর্তি পরিগ্রহণ করিয়া তুলসীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। নারায়ণ এই শঙ্খাসুরমূর্তি তুলসী সহ পূজিত হইয়া থাকেন। যেখানে ধর্মঠাকুর ‘শঙ্খাসুর’ নামে পরিচিত, সেখানেই এই পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা এই পৌরাণিক কাহিনী অস্বীকার করিয়া, শঙ্খ শব্দকে বৌদ্ধ ‘সজ্জ’ শব্দের রূপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন। অথচ ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এ রূপান্তরপ্রাপ্তি সম্ভবপর কি না, তাহাও তাঁহারা বিচার করেন না। আবার ‘শঙ্খ’ শব্দের সূহিত ‘অসুর’ শব্দের যোগ কেন হয়, তাহারও কোন বিচার হয় না। বৌদ্ধ ‘সজ্জ’ কি একটা অসুর? ধর্মঠাকুরের নাম ‘শঙ্খ’ নহে, ‘শঙ্খাসুর’। একজন পণ্ডিত ধর্মপূজাবিধান হইতে “আদি শঙ্খ ভোরি বাধতি” উদ্ধার করিয়া বিনা বিচারে বলিয়াছেন, “এখানে ‘শঙ্খ’, ‘শঙ্খ ভরা’ বা শঙ্খ স্নাত করা, সকল মঙ্গল কন্মেই প্রচলিত।” যে সকল হিন্দু মহিলা পূজাপার্বণে, পুত্র সন্তানের জন্মকালে, বিবাহকালে বা সন্ধ্যাকালে শঙ্খ স্নাত করেন, তাঁহারা কি বৌদ্ধ সঙ্ঘের উপাসিকা?

রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি এম্ এ মহাশয় মানকরের নিকটবর্তী অমরাগড় নামক স্থানকে হরিশ্চন্দ্রের অমরনগর বলিয়া কল্পনা করিয়া, সেই স্থানটাকেই ধর্মপূজার আদিস্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এই অমরাগড় নামক গ্রামে প্রায় ৩০ পুরুষ পূর্বে হরিশ্চন্দ্র নামে একজন রাজা ছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া তিনি ঐ বংশের বংশলতিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বংশলতিকার সহিত ধর্মপূজার অমুঠান বা পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কোনও যোগ নাই। এখানে যে শিবাখ্যা কুলদেবী অত্যাপি পূজিত হইতেছেন, তিনিও ধর্ম ঠাকুর নহেন। স্ততরাং এরূপভাবে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়া আধুনিক যুগের কোনও ঘটনার সহিত তাহাকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা অনর্থক পণ্ডিত্রমাত্র। ধর্মপুরাণের হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্র। ইহার সহিত ঢাকা জেলার কোনও রাজার

অথবা মানকরের নিকটবর্তী অমরাগড়ের হরিশ্চন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নাই। (অথর্ববেদের ক্লেহিত দেবতার সহিত হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতের নামের মিল লক্ষ্য করিবার যোগ্য। এই রোহিতের কাহিনীটীও রোহিতদেবতার কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত। রোহিত দেবতা যেমন সন্ধ্যাকালে হারাইয়া যান এবং প্রাতঃকালে উদ্ভিত হন, সেইরূপ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতও একবার হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে তাহার উদ্ধার হইয়াছিল।) পূর্বে উক্ত হইয়াছে, রোহিতদেবতার সহিত ঋতশক্তিসম্পন্ন বরুণদেবতার সম্পর্ক আছে। এই বরুণদেবতার অল্পগ্রহেই হরিশ্চন্দ্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বরুণদেবতার নিকট প্রতিশ্রুতিমত স্বপুত্র রোহিতকে পশুস্থানীয় করিয়া বধ করিতে স্বীকৃত হন নাই। বরুণের অভিশাপে রোহিতের “জলোদর” নামক রোগ জন্মিয়াছিল। পরে আবার বরুণেরই অল্পগ্রহে তাঁহার অব্যাহতি হইয়াছিল। ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতের আখ্যায়িকা দ্রষ্টব্য।

বাল্যবিবাহ ও বরপণ

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিদি এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন,—“বিবাহে কন্যাপণ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে বরপণ আরম্ভ হইয়াছে।” তাঁহার এই উক্তি বিচার-সহ নহে। বাল্যবিবাহ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বরপণ প্রবর্তিত হইবার কথা। কারণ, বয়ঃস্কা কন্যাই বিবাহে পণ্যস্থানীয়া, অপূর্ণবয়স্কা কন্যা কেহ গ্রহণ করিতে চাইে কি? কিন্তু বাল্যবিবাহ প্রবর্তনের কাল কখন? খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাণভট্টের বর্ণনায় বিবাহকালে রাজ্যপ্রাপ্তা। কালিদাসের শকুন্তলা, ইন্দুমতী, গৌরী প্রভৃতিও প্রাপ্তবয়স্কা। প্রাপ্তবয়স্কা শকুন্তলার বিবাহ না দিতে পারায় কথ মূর্নি ধর্ম্মহানি ঘটে নাই, ধর্ম্মহানির চিন্তাও কালিদাসের মনে উদ্ভিত হয় নাই। সুতরাং কালিদাসের কালে বাল্যবিবাহ ভারতে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। ব্যাস ও পরাশরের স্মৃতিগ্রন্থে বাল্য বয়সে বালিকার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা দৃঢ় হইয়াছে দেখা যায়। পরাশরমতে—“বিবাহয়েদষ্টবর্ষামেবং দর্শ্মো ন তীয়েতে।” অমরকোষে ‘গৌরী’ শব্দের অর্থ ‘প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা’, কিন্তু ব্যাস ও পরাশরের কালে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে “অষ্টবর্ষা ভবেদগৌরী”। তবে এই বাল্যবিবাহ প্রবর্তনের হেতু কি? প্রয়োজন কি? বৌদ্ধ ‘বিনয়’ অনুসারে প্রাপ্তবয়স্কা কন্যামাত্রেরই ভিক্ষুণী হইবার অধিকার ছিল। অবিবাহিতা কন্যা যাহাতে বৌদ্ধশাস্ত্রের এই অধিকার অনুসারে কার্য্য করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বাল্যবিবাহের প্রবর্তন হইয়াছে বলিয়া অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস। ইহার ফলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জয় সমগ্র ভারতে ঘোষিত হয়, তখন সপ্তম ও অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ ধর্ম্মাভ্যাস ব্যবস্থা বলিয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য দু’একটি ঘটনায় এই বিধির ব্যতিক্রমও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দে ব্রাহ্মণ রাজশেখর প্রাপ্তবয়স্কা চাহমানকত্রিয়-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রকার

উদাহরণ এ যুগে অতি বিরল। প্রাচীন গৃহস্থত্রাদির ব্যবস্থামতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যা পূর্ণবয়স্কা বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু এ কালে বিবাহের বহু বৎসর পরে কন্যার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিত। ফলে এই যুগের কিছু কাল পরে বন্ধদেশে বল্লালসেন কৌলীজপ্রথার প্রবর্তন করেন। তখন হইতে বরপাপ্রথা স্বদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে এবং এ কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে।

অতঃপর এই যুক্তির দ্বারা আমি ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহি না যে, রামাই পণ্ডিত ও তৎপুত্র ঋষ্যদাসের জীবনবৃত্তান্ত বলিয়া যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা সমগ্রভাবে বিশ্বাসযোগ্য। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রামাইকাহিনী ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উপাদানে এমন ভাবে মিশ্রিত যে, ইহার মধ্যে কোন অংশটুকু ঐতিহাসিক, কোন অংশটুকু অনৈতিহাসিক, তাহা বিনা বিচারে বুঝা যায় না। কিন্তু তথাপি রামাই পণ্ডিত যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি, যে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ললিতবিস্তারের অনেক আখ্যায়িকাষ্টে জনৌকিক হইলেও বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা

[১৩৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য]

- ১। ৬৯ পৃষ্ঠা। ইন্দ্রপুত্র নীলাসুর নামটি কবিকঙ্কণের আবিষ্কার নহে।
- ২। ৬৯ পৃষ্ঠা। ঋষ্যদাসের ভক্তেরা আপনাদিগকে সঙ্কল্পী বলেন না বা বলিতেন না।
- ৩। ৬৯ পৃষ্ঠা। ঋষ্যপণ্ডিত নরী জাতির নাই। যে কোনও জাতির নরনারী তাম্রদীক্ষিত হইলেই ঋষ্যপূজার অধিকারী হয়।
- ৪। ৭০ পৃষ্ঠা। শুক্রবারে নিয়মে থাকিয়া শনিবারে মানসিক পূজা দেওয়া কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হইলেও ইহা প্রামাণ্য নহে।
- ৫। ৭০ পৃষ্ঠা। গৃহভরণ গাজন ইদানীং আর শুনা যায় না, ইহা প্রকৃত নহে। পান খাউইয়ে কৌতুকরায়, বাঁশীতে কৌতুক রায় ও জ্যোতিষবিহারে কালু রায়ের বাৎসরিক গাজন বন্দোবস্ত করা আছে।
- ৬। ৭১ পৃষ্ঠা। ঋষ্যদাসের গাজনে বিশেষতঃ গৃহভরণ গাজনে “অপাল” নাই।
- ৭। ৭১ পৃষ্ঠা। লুয়ে নামক ছাগের পায়ে লোহার বা তাম্রবলয় দেওয়ার ব্যবস্থাই প্রাচীন ব্যবস্থা। আধুনিক যুগের লোহার বেড়ী অল্পকল্প মাত্র।
- ৮। ৭১ পৃষ্ঠা। লাউসেনের পায়ে লোহার বেড়ী দেওয়ার বিবরণ কোনও পুঁরাণে নাই। তবে লাউসেন শব্দটি বোধ হয়, “লৌহায়সীন” শব্দের অপভ্রংশ হইতে পারে।
- ৯। ৭৪ পৃষ্ঠা। স্বরাদি শব্দের প্রথমে “র” আগম বর্দ্ধমানের দিকের ভাখা বা আধুনিক যুগের কোনও প্রদেশের ভাখায় একচেটিয়া নহে। বান্দ্রাকির রামায়ণেও সূগ্রীবপত্নীর নাম ‘কমা’।

১০। ৭২ পৃষ্ঠা। গোয়ালী শক্তিপূজক হয়। বিষ্ণুপুরে গোয়ালীর কালীপূজা আছে।

১১। ৮০ পৃষ্ঠা। কালিন্দী শব্দ ‘কালী-নদী’ শব্দের অপভ্রংশ।

১২। ৮২ পৃষ্ঠা। হরিশ্চন্দ্র পৌরাণিক রাজা। তাঁহার কালনির্দেশ করা যায় না।

কবি রামদাস আদক

অনাদিমঙ্গলের কবির জীবনচরিত বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। গ্রন্থমধ্যে তাঁহার আত্মজীবন বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং কিছু কাল পূর্বে সাহিত্য-সংহিতা নামক পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাষ্ট কবির জীবনীসংগ্রহে অবলম্বন। কিন্তু ইহাতেও ভ্রমপ্রমাদের অবসর নাই বলা যায় না। আমি সংক্ষেপে কবির জীবনী দিবার চেষ্টা করিলাম। কবির পিতার নাম রঘুনন্দন আদক। রামদাস পিতার একমাত্র সন্তান। জাতিতে কৈবর্ত। হুগলী জেলার অন্তর্গত হাখাংপুর গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর রামদাস পশ্চিমপাড়া নামক গ্রামে আশিয়া বাস করেন। বাল্যকালে রামদাসের বিজ্ঞাশিক্ষা হয় নাই। তিনি বিজ্ঞাসাগরের গোপালের ছায় শাস্ত্রশিষ্ট ও স্ববোধ বালকও ছিলেন না। বাল্যকালে তিনি দুষ্টপ্রকৃতির ছিলেন। কথিত আছে যে, অল্পবয়স্ক বালক রামদাস, তাঁহাদের বাসগৃহের নিকটবর্তী একটা গুম্বাচ্ছাদিত স্থানে মুণ্ডিকামধ্যে অর্দ্ধপ্রোথিত একটা ধম্মশিলাবিগ্রহ দেখিতে পাইয়া, স্থানটি পরিষ্কার করিয়া, বালকদিগকে লইয়া ঐ বিগ্রহের পূজা করেন। সেই অবধি ঐ বিগ্রহ রামদাসের বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছেন।

ভূরহত [ভূরহতি] পরগণার রাজা প্রতাপনারায়ণ ঐ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। ঐ রাজার অধীন চৈতন্য সামন্ত নামক একজন কর্মচারী ঐ অঞ্চলে খাজনা আদায় করিতেন।

“ভূরহতে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ। দানে কল্লতরুতুলা কর্ণের সমান ॥

চৈতন্য সামন্ত ছিল গ্রামের মণ্ডল। মুখে মধু স্বরহুতা অন্ধরে গরল ॥”

উক্ত চৈতন্য সামন্তও অতি দুর্বৃত্ত ছিলেন। তাহার ফলে প্রজাদিগের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার সংঘটিত হইত। রামদাসের পিতা দারিদ্র্যবশতঃ এক বৎসর খাজনা দিতে অসমর্থ হওয়ায় উক্ত চৈতন্য মণ্ডলের চক্রাঙ্ঘ্রে রামদাস, ভ্রমীদারের কাছারি-বাড়ীতে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় অনাহারে দুই দিন কাটিয়া যায়। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় এক বৃদ্ধ দ্বারবান গোপনে রামদাসকে ছাড়িয়া দেয়। মুক্তি পাইয়া রামদাস মাতঙ্গলিধানে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু রাত্রিবাস শেষ হইবার পূর্বেই তিনি রাজকর্মচারীর উৎপীড়নের ভয়ে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করেন।

“পৌষ মাসের খাজনা কিস্তি আদায়ের কালে।

বিষম বন্ধনে বন্দী রাখে বন্দীখানা।

পিতা ঘরে নাই ছুঃখ রামের কপালে ॥

শিশুমতি বড় প্রাণে পাইল যন্ত্রণা ॥

মণ্ডলের মন্ত্রণায় রাজকর্মচারী।

তিন দিন অনশনে বড় কষ্ট পাই।

অপমানে অতিশয় আনিলেক ধরি ॥

কক্ষফল ভোগ বড় দিলেন গৌসাই ॥

... ..

মনে ছুঃপ করে বলে কষ্ট কেন পাই ।

গোরটী আমার বাড়ী পলাইয়া যাই ॥

এত বলি যাত্রা কৈল শশিস্ত বারে ।

শুভ লগ্ন শুভ ক্ষণ সংযোগ হুসারে ॥” ৫

রঘুনন্দন বাটীতে আসিয়া পত্নীর মুখে আত্মোপাস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইলেন। পাছে গোরটী গ্রামে যাইয়া জমীদারের কর্মচারী পুত্রের উপর উৎপাত করে, এই আশঙ্কায় অলঙ্কার বন্ধক দিয়া, সংগৃহীত টাকা লইয়া রঘুনন্দন, রাজা প্রতাপনারায়ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। রঘুনন্দনের ছুঃখের কাহিনী ও কর্মচারীর অত্যাচারের কথা শুনিয়া, রাজা সে বৎসরের মত রঘুনন্দনের খাছনা মাক করিলেন এবং কর্মচারীদিগকে তিরস্কার করিলেন।

এ দিকে রামদাস পথে যাউতে যাউতে নানা স্থলক্ষণ দেখিতেছেন।

“পথে গেতে স্থলক্ষণ দেখে বহুতর ।

সবো শিবা, দক্ষে দেখে উরু অঙ্গগর ॥

মাথার উপর ঘুরে বলে শঙ্খচীল ।

চৌদ্দলী ধরেছে মাছে শুকায়েছে বিল ॥

নব বৎস গাভী মনে আগু পাছু ধায় ।

দশিঙাও মাথে লয়ে গোয়ালিনী যায় ॥

শেঙড়া গাছে ফুটে আছে চাকু চাপা ফুল ।

অনুভবে হবে হেথা দেব অনুকূল ॥

তুলিল চাঁপার ফুল গন্ধ মনোহর ।

বিনা স্নেহে হার তৈল পরম সুন্দর ॥

সাতমাশা পাউনান গড় মান্দারণে ।

পশ্চাতে রাখিয়া রাম যায় বাগনানে ॥

দিবস দ্বিযাম শুভ গগনে যখন ।

অনুকূল চক্ষে হেরিলেন নারায়ণ ॥

শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে ।

দয়া করি দেখা দিল দীন রামদাসে ॥”

কিন্তু সিপাহীবেশধারী শ্রীধর্মরাজকে দেখিয়া রামদাস আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মনে করিলেন যে, জমীদারের সিপাহী তাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছে। ধাত্তক্ষেত্রের মধ্যে লুকাইয়া তিনি মনে মনে ছুঃপ করিতে লাগিলেন।

“দেশে পাজনার তরে পলাইয়া যাই ।

বিদেশে ধরিয়া বৃদ্ধি লইল সিপাই ॥

মাথা ধরি বসিলেন হেঁট করি মুখ ।

ভাগ্যহীন জনার জনমে নাহি স্থখ ॥”

ভয়ে রামদাস যতই দানগাছের মধ্যে লুকাইতে থাকেন, সিপাহীবেশী ভগবান্ ও ততই রামদাসের দিকে আসিতে থাকেন। অবশেষে রামদাস ধরা পড়িলেন এবং সিপাহীবেশী ভগবান্ রামদাসের মাথায় একটা মোট চাপাইয়া দিয়া বলিলেন,—“চল্ আমার সঙ্গে।” চারি দিন অনাহারে কাতর রামদাস, মোটের ভরে কাঁপিতে লাগিলেন। সিপাহীবেশী ঠাকুর বলিলেন,—

“আমার সম্মুখে যদি ফেলে দিস্ মোট । দ্বিখণ্ড করিব তোরে যারি এক চোট ॥”

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু পরে চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র দেখিলেন, সিপাহীও নাই, অশ্বও নাই; সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

“সিপাইয়ের কথা শুনে মূদে গেল আঁখি ।

কোথায় সিপাহী ঘোড়া আর নাহি দেখি ॥

মনে মনে চিন্তে রাম দুঃখ কেন পাই ।

কাণাদীঘির জল খেয়ে মামাবাড়ী যাই ॥

চল চল কমল অমল অতিশয় ।

হেরিয়া পুরিত হইল আনন্দে হৃদয় ॥

জল পান করিবারে জলেতে নামিল ।

অভাগা পরশে জল শুকাইয়া গেল ॥”

তখন রামদাস আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, চারি দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন । ঘাটের উপর বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন । তখন আর ভগবান্ থাকিতে পারিলেন না । ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে দর্শন দিয়া বলিলেন,—

“ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্লেশ পাও তুমি ।

তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি ॥

এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল ।

আজি হৈতে রামদাসের জীবন সফল ॥

জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি ।

ধর্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি ॥”

ধর্ম ঠাকুরের অন্তর্গতে রামদাসের ক্ষুৎপিপাসা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গীত রচনা তিনি কেমন করিয়া করিবেন ? তিনি যে মূর্খ রাখাল । তাই তিনি বলিলেন,—

“পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া ।

গোবন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া ॥

কিন্তু ধর্ম ঠাকুর তাঁহাকে কবি হই বর দিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন ।

“আজি হৈতে রামদাস কবির তুমি ।

বাড়ীঘাটে বাস কালুরায় ধর্ম আমি ॥

আসরে জড়িবে গীত ধামা সোড়রণে ।

সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে ॥

সুন্দরবন্ধন গীত স্ত্রীশ্রাব্য সবার ।

খেলা ছলে ধর্মপূজা কক্ষকাণ্ডহীন ।

জানি না ধর্মের গীত তায় অক্ষাচীন ॥”

শ্রীধর্মমাহাত্ম্য মঠে হইবে প্রচার ॥

তুমি সে পরম ভক্ত ভারত ভুবনে ।

মুখেতে ঠেকিলে গীত চাহিও কর পানে ॥

এত বলি ঠাকুর ধরিয়া ডানি কর ।

মহামন্ত্র লিখে দেন দ্বাদশ অক্ষর ॥”

তার পর ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ঠাকুর চতুর্ভূজ মূর্তিতে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হন ।

“ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবারে হরি ।

হইলেন শঙ্খচক্রগদাপগ্ধারী ॥”

ইহার পর হইতে রামদাস ধর্মোন্নতভাবে ধর্ম ঠাকুরের গান রচনা করিয়া, স্বয়ং আসরে গায়েরূপে গান করিতে আরম্ভ করেন । প্রথম সঙ্গীত রচনার কাল,—

“বেদ বস্তু তিন বাণ শকে স্প্রচার ।

ভাদ্র আশ্ব পক্ষ আট দিবস তাহার ॥

যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে ।

প্রথম প্রচার গীত যাহার দুয়ারে ॥”

ভূরহট্টের রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের জ্ঞাতি যাদবচন্দ্র রায় রামদাসের সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিজরাজ্যে দেওয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন । রামদাসের দুই জন বিখ্যাত দোহারের নাম রাজারাম ও অভিরাম । কবির একটীমাত্র পুত্র ছিল ; নাম বলাইচাঁদ ।

সংগৃহীত মৌখিক পদগুলি হইতে জানা যায় যে, রামদাস ১৫৮৪ শক অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে [বেদ-৪, বস্তু-৮, তিনবাণ-১৫ ; একত্রে ১৫৮৪ শকাব্দ] ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন ।

ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজা রাজা প্রতাপনারায়ণ রায় বঙ্গবিশ্রুতা বীর মহিলা রাণী ভবশঙ্করীর গর্ভে রাজা রুদ্রনারায়ণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়ভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তিনি রাণী ভবশঙ্করীর একমাত্র সন্তান। “এই কুলপাবন নন্দন প্রতাপনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিবার কিছু দিন পরেই রাজা রুদ্রনারায়ণ ইহলীলা সংবরণ করেন। তৎকালে মহাত্মভব সম্রাট আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমাধীন ছিলেন এবং পাঠানগণ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও পাঠান সন্ধারগণ উড়িয়া হইতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে অত্যাচার করিত।” * রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া, পাঠান-দলপতি ওসমান্ তুরস্কে রাজ্য অধিকার করিবার আশায় রাণী ভবশঙ্করীর সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর সহিত গুপ্ত সড়ন্থ করিয়াছিল এবং রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু বীর নারীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত, অপমানিত ও লাক্ষিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই যুদ্ধসংবাদ দিল্লীধর আকবরের কর্ণগেঁচর হইলে তিনি রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্বে বিমুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জ্ঞা বহুমূল্য উপহার সহ অধররাজ মানসিংহকে তুরস্কে প্রেরণ করেন। মানসিংহ তুরস্কে আগমন করিয়া, রায়বংশীয়া রাণী ভবশঙ্করীকে সম্রাটপ্রেরিত বহু মণিমাণিক্য দান করেন এবং তাঁহার পরাক্রমের পুরস্কার-রূপ “রায়বাঘিনী” এই বীরহৃৎক উপাধি প্রদান করেন।

রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, রাণী ভবশঙ্করী তাঁহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া কাশীবাস করেন এবং সেখানেই তাঁহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচিত উপাদেয় গ্রন্থ “বঙ্গবীরাক্ষনা রায়বাঘিনী” পাঠ করিলে এই কালের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। গ্রন্থখানি যথার্থই বঙ্গসাম্রাজ্যের গৌরবস্বরূপ।

এই কালের বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, পুণ্যভূমি তুরস্কে রাজ্যমধ্যে এই সময়ে নানারূপ পাপ প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজ্যকালে দেশে অরাজকতা ছিল। বিধুবাবু এই কালের অরাজকতার প্রমাণস্বরূপ একটা প্রচলিত ছড়া তাঁহার গ্রন্থের ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, দক্ষপ্রাণ মহাপুরুষ প্রতাপনারায়ণের রাজ্যকালেও আদক-বণিত প্রজানিযাতন অসম্ভব নহে।

রাণী ভবশঙ্করী মোগল সম্রাট আকবরের নির্দেশে অধররাজ মানসিংহ কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমরা নিসর্গকবি রামদাস আদকের কাল নির্ণয় বিষয়ে একটা অনুমান খাড়া করিতে পারি। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের পাঠান-বিপ্লব দমিত হইলে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি যখন অজমীড়ে পৌছেন, তখন সংবাদ পান যে, পাঠানেরা উড়িয়া হইতে আসিয়া পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছে। তিনি

* শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য প্রণীত “বঙ্গবীরাক্ষনা রায়বাঘিনী” গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্ঠা।

নিজে বঙ্গদেশে আসিতে না পারিয়া, কুমার জগৎসিংহকে বঙ্গদেশে পাঠান-বিজোহ দমনার্থ পাঠাইয়া দেন। জগৎসিংহ কতলু খাঁ ও ওসমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আহত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই রাণী ভবশঙ্করীর সহিত ওসমানের যুদ্ধ হইয়াছিল। এবং এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি মানসিংহ কতক সম্মানিত হইয়াছিলেন। আন্দাজ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তাহার পর দু'এক বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল মনে করিলে বিশেষ ভ্রম করা হইবে বলিয়া মনে করি না।

ইহার পর সম্ভবতঃ ১৫১২০ বৎসর তুরস্ক রাজ্য বিধবা রাণী ভবশঙ্করীর নেতৃত্বাধীন ছিল। তার পর তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র প্রতাপনারায়ণকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশীবাস করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকালে আমাদের কবি রামদাস আদিক বালক যাত্র। বয়স সম্ভবতঃ ১২ হইতে ১৬ বৎসর। কারণ, তখন তিনি 'গোদন চরাইতে' সমর্থ ছিলেন। তার পর ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি প্রথম অনাদিমঙ্গল গান করেন, তখন তিনি নিশ্চয় প্রাপ্তবয়স্ক। বয়স আন্দাজ ২৫-৩০ বৎসর পরা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার জন্মকাল সম্ভবতঃ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বলিলে মারাত্মক ভুল করা হইবে না।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

অনাদি-মঙ্গল

বা

শ্রীধর্মপুরাণ

—:০:—

মঙ্গলাচরণ

শ্রীঠাকুরাণীবন্দনা লিখ্যতে

দুর্গা দুর্গা পরামাতা দুর্গতিনাশিনী ।
গোকুল রাখিলে জয়া যশোদানন্দিনী ॥
কোথা আছ জয় দুর্গা ই মেড়ু মসানে ।
দণ্ড চারি উরিবে বালক স্মরণে ॥
না জানিলাম ক্ষণমাত্র সময়ের বেলা ।
তোমা স্মরণে দুর্গা লইলাম ছাঁদলা ॥
তোমা স্মরণে গো মন্দিরের দিলাম যা ।
পূজ্যভাবে উরিবে গায়নের গুরু মা ॥
স্বর্গ ত্যজে এস চণ্ডি সর্বমঙ্গলা ।
স্বষ্ট মাত্র কর ভর ছাড়িয়ে দেঅ গলা ॥
কে বুঝিতে পারে দুর্গা তোমার মঙ্গলা ।
শ্রীহরি করিলে পার প্রলয়যমুনা ॥
যমুনা আকৃতি সিলে বিষম করালি ।
যমুনা পার হইলে বলাএ শৃগালী ॥
শিবাক্ষপে ভৈরবী যমুনা হইলে পার ।
নন্দগৃহে গোকুলে করালে অবতার ॥
তোমার মহিমাগুণ গায় হরিবংশে ।
কৃষ্ণের করিলে কার্য্য ভাঙাইয়ে কংসে ॥
তোমা বধিবারে কংস ধরিল চরণে ।
হস্ত হস্তে দিগবরী উরিলে পগনে ॥

গগনেতে উরিয়ে বলাইলে অষ্টভুজা ।
দেবাসুর শঙ্কর বরুণ দিল পূজা ॥
মদন অশুরের সঙ্গে যবে হল রণ ।
কাতর হইল কাম কৃষ্ণের নন্দন ॥
অশুর হানিতে গেলে হিমালয় গিরি ।
বাণরাজ নিধনে বলালে দিগবরী ॥
বিশালাক্ষী রূপ ধরে যবে হিমাচলে ।
শুভ নিশ্চয় তোমায় লইতে চায় বলে ॥
ধূত্রলোচন-মধুকটভ-নাশিনী ।
চণ্ডমুণ্ড কৈলে বধ বলাএ রক্ষিণী ॥
অশুর হানিলে মা অশুরক্ষয়ংকরা ।
মহিষাসুর হানিয়ে গলেতে মুণ্ডমালা ॥
কত কত গুণী আছে আমি কোন ছার ।
স্বতের কোলেতে যেন ঘোলের পসার ॥
জালিয়ার জালে গো ছাকিয়া লয় পানি ।
অক্ষরে অক্ষরে কর গীতের গাথনি ॥
গায়নের আসরে মা দৃষ্টি ব্লাইয়ে ।
আমার আসরে বস জয় জয় দিয়ে ॥
ছইটি ছুআরের মাথে দেহ পন্নপাণ্ড ।
মূল মধুসূদনে বসে লহরী খেলাও ॥

দণ্ড চারি তেজ গো রাউলের বাসঘর ।
 তোমাকে স্মরণ করে কাতর কিঙ্কর ॥
 আমার আসর ছেড়ে যদি অস্ত আসর যাও ।
 দোহাই হরের গো আমার মাথা খাও ॥
 ঘন তরু কদলি সঘনে ছাড়ে বালি ।
 তুমি গাইবে মূলরূপে আমি গাইব পালি ॥
 স্নেহে যাআ দেই পাপী পাসরিয়ে যায় ।
 হাতে তালে লের তাকে প্রভু কালুরায় ॥
 ভাকিনী যোগিনী বন্দ আর মুখ্যদাসী ।
 শ্রবণ করহ গীত ভাই সম বাসি ॥
 সেই আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী আমি তার ভাই ।
 যদি, অঙ্গে করে যাআ তাকে ধর্মের দোহাই ॥
 তবে যদি লোভে যাআ দিতে করে মন ।
 আপন গুরুর মুণ্ডে পাখালে চরণ ॥
 গান কবি রামদাস কপালের লেখা ।
 পাড়া বাগনানে ধর্ম যারে দিলেন দেখা ॥

গণেশ-বন্দনা

অবনী লুঠায়ে কার, বন্দ দেব গণরায়,
 অবতার নায়েক আসরে ।
 দেবের দেবতা তুমি, কি জানি মহিমে আমি,
 বিদ্যান গভীরে গুণবরে ॥
 দক্ষিণে ভগ্নন দস্ত গুণের নাহিক অস্ত,
 গণপতি কুঞ্জরবদন ।
 গলে পারিজাত মালা অলিগণ করে খেলা,
 * * * * *
 গৌরীমুত লম্বোদর, স্নানোভিত চারি কর,
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভা ॥
 রাভুল চরণাশুভে কনক-নৃপূর বাজে,
 ভাল মান সুরাগ সম্ভব ।

নখমণি বিধুখণ্ড, আঁধারে আলোক চণ্ড,
 পাপদণ্ড-প্রবণ সতত ॥
 মুগ্ধ মধুভ্রত চিত্ত, পাপরসে সদা মস্ত,
 তব তত্ত্ব কি বলিতে পারে ।
 হেরষচরণাশুভে, রেণুকা রৌরব কুজে,
 অমঙ্গল অশেষ নিবारे ॥
 নাহি তব অস্ত আদি, অশেষ গুণের নিধি,
 তুমি দেব সংসারের সার ।
 শুভ কর্ম আবাহনে, গুজে নর একমনে,
 সবে দিয়ে অয়জয়কার ॥
 দয়া রাখ বিদ্র হর, আমার আসরে উর,
 দূর কর কুমতি কুজ্ঞান ।
 রণে বনে স্নেহে যদি, তারে অমূল্য বিধি,
 করহ তাহার পরিত্রাণ ॥
 গণপতি বিদ্র কর দূর ।
 তোমার চরণ বিনে, না হৈল আমার মনে,
 নিস্তারিতে আছহ ঠাকুর ॥
 গণেশ চরণ আশে, গীত গায় রামদাসে,
 এ ঘোর পাণ্ডারে কর পার ।
 গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভজন মাগে
 হরি বল জন্ম নাহি আর ॥

শ্রীধর্মবন্দনা লিখ্যতে

উর আসি নিরঞ্জন, নিফলক নারায়ণ,
 উর নিজ সেবক স্মরণে ।
 নায়েকে করহ দয়া, মোরে দেহ পদছায়া,
 নিবেদিলাম ঐ রাজা চরণে ॥
 এক ব্রহ্ম সনাতন, নিরাকার নিরঞ্জন,
 নিয়ম করিতে কিছু নাঞি ।
 কিবা রূপ-গুণ-গাথা, হরি হর ইন্দ্র খাতা,
 জত কিছু আপনি গোসাঞি ॥
 প্রলয় যুগান্তকালে, পৃথিবী ভরিলে জলে,
 শূন্যেতে আছিলে নৈরাকার ।

অনাদি-মঙ্গল

তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, নিস্তার কারণ জীব, ধর্মকথা কয় যেই, পরম পরিজ সেই
একা হইলে ত্রিগুণ আকার ॥ ধর্মকথা পুরাণে গভীর ।

অনন্ত মহিমার্বব বিধি বিষ্ণু শেষ ভব, ছিল যুধিষ্ঠির রাজা স্বর্গেরে পালিয়া প্রভা,
যোগ ধ্যানে জানে নাঞি শেষ । স্বর্গে গেল লইয়া শরীর ॥

আমি মৃত পাপমতি মায়া-মোহ-মুগ্ধ অতি হস্তিনা নগর মাঝে, ব্যাঘ্রিশ বাজনা বাজে
* * * * ॥ হরিশ্চন্দ্র হস্তিনার রাজা ।

জান বুদ্ধিশুদ্ধিহীন, কাব্যগাথা শক্তি কীণ, সেই রাজা ভাগ্যবান ধর্ম বারে কৃপাবান
দীনহীনে দিলে গুরুভার । বেটা কেটে দিল ধর্মপূজা ॥

সঙ্গীত স্থধার সিদ্ধু কহ না অনাথবন্ধু মদনা রাজার রাণী চক্ষে না পড়িল পানি
কেমনে ছুস্তরে হব পার ॥ পুত্রমাৎস রাঙ্কে সমাদরে ।

জানি তব পাদপদ্ম নিস্তারকারণ সচ, ধর্মরাজ কৈল দয়া, তাঁরে দিল পদছায়া
ডাকি অন্ধ অনাথ গোঁসাই । মরা পুত্র ফিরে পাইল ঘরে ॥

কর্তব্যজ্ঞে যজ্ঞী হয়ে তাল মান রাগ লয়ে জাড় গ্রাম বড় স্থান, ধর্ম যথা অধিষ্ঠান
যা গাআও তাই আমি গাই ॥ দয়ার ঠাকুর কালুয়ায় ।

আসরে অশেষ গুণী, গুণহীন মূর্থ আমি, তুমি সে দয়ার সিদ্ধু, অনাথ অধম বন্ধু
কি গাহিব লোকে উপহাস । কৃপাবিন্দু তো কিঙ্কর চায় ॥

তুমি কবি কাব্যগাথা, মোর মনে চিন্তা বুপা ধর্মগৃহ মনোহর, সম্মুখেতে দামোদর,
দোষ গুণ তব অভিলাষ ॥ সদাই সঙ্গীত হয় নাটে ।

করিয়ে তোমার-পূজা স্বর্গে ইচ্ছা হইল রাজা, কাতরে করুণা কর, অশেষ অন্তঃ হর,
সকল তোমার গুণাগুণ । অকপটে উর আসি ষটে ॥

ব্রহ্মা আদি যত দেবে, অভয় চরণ সেবে ময়ূর ভট্ট গুরু আগে, বন্দিয়া মাথার পাগে,
দেখিবারে রাতুল চরণ ॥ ময়ূর আগে হইয়ে কবির ।

বল্লুকা নদীর তীরে দেবাসুর সমাদরে গায় কবি রামদাসে, হইরে ব্রাহ্মণ বেশে,
কইল ব্রহ্মা এ ঘরভরণ । যারে দয়া কৈল মায়াধর ॥

শান্তমুগ্ধহিণী গন্ধে, আসিয়া হরের সঙ্গে, ধর্মযজ্ঞে করিতে রন্ধন ॥

জাজপূর বড় স্থান ধর্ম যথা অধিষ্ঠান পূজা কইল রামাই পণ্ডিত ।

ষোল শব্দ ঘণ্টা বাজে বস্ত্রিশ আলম সাজে ধর্মরাজ হইল উল্লাসিত ॥

রামাই ব্রাহ্মণ ছিল ধর্মের পণ্ডিত হইল মুনি সব কৈল উপহাস ।

পণ্ডিতে ব্রাহ্মণ দেখি, ধর্মরাজ হোলেন দুঃখী যার কাজে হইল সর্বনাশ ॥

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা

সন্তাষ করিয়ে (সবে) হরি বল বন্ধুজন ।

মন দিয়ে শুন সবে চৈতন্যবন্দন ॥

সংসারের সার পুরী আছে নবদ্বীপ ।

পতিতপাবনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥

ধন্য শচী ঠাকুরাণী শিশু পুরন্দর ।

যাহার ভবনে জন্মিলেন গদাধর ॥

লক্ষ্মীর সহিত হরি গোলোকে বসিয়ে ।
 ব্রহ্মা তারে স্তব করে চরণে ধরিয়ে ॥
 কলিযুগ কুজান বল্লব অন্ধকার ।
 পাষণ্ডী পাতকী ভণ্ডে ভরিল সংসার ॥
 অশাস্ত্রীয় নাস্তিক অধর্মী অতিশয় ।
 নবদ্বীপে হউক গৌরচন্দ্রের উদয় ॥
 অনাথ অধম দেখে দয়া না করিলে ।
 দীনবন্ধু বলে নাম কি গুণে ধরিলে ॥
 ছুটের দণ্ডক তুমি সঙ্কনের সখা ।
 পাষণ্ড দলন করি কর ধরা রক্ষা ॥
 শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য দেব নারায়ণ ।
 নবদ্বীপে জন্ম লইতে করিলা গমন ॥
 হটিয়া ব্রাহ্মণ মিশ্র পুরন্দরের ঘরে ।
 গৌরহরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে ॥
 দশ মাস দশ দিন রহেন গর্ভবাসে ।
 ভূমিষ্ঠ হইলেন গৌর উত্তম দিবসে ॥
 ফাল্গুনীর রাকা শশী তাঁএ রাহগ্রাস ।
 শুভ সায়ং সংযোগ সংসার সমুদ্রাস ॥
 খগেন্দ্র জিনিয়া নাসা অতি মনোহর ।
 আজ্ঞাভুলদ্বিত মালা বন্ধের উপর ॥
 কোটি চন্দ্র চন্দ্রিকা-প্রসন্ন রূপরাশি ।
 দিনে দিনে বাড়ে গৌর গুরুপঙ্কের শশী ॥
 শচী-অঙ্গে গৌরহরি বাড়ে দিনে দিনে ।
 পড়িবারে যান গৌর গুরু সন্নিধানে ॥
 ভেদমন্ত্র স্তবস্ত্র অভেদমন্ত্র খড়ি ।
 স্তবস্ত্র সাধন হইতে খড়ির হইল ডেরি ॥
 খড়ি আনি দিতে হরি গুরুকে কহিল ।
 নিদাক্ষণ গুরু তার পুণি প্রহারিল ॥
 মারিল পুণির বাড়ি দুর্ভক্ত ব্রাহ্মণ ।
 সেইখানে চতুর্ভুজ হইলা নারায়ণ ॥
 তাহা দেখি দ্বিজবর জুড়ে ছই হাত ।
 না বুঝিয়া মারিলাম ক্ষম অপরাধ ॥
 আমি কোন ছার প্রভু অধম অধিক ।
 নিজগুণে কর ক্ষমা তুমি সে সাধ্বিক ॥

অধিল সংসারে প্রভু কে চিনে তোমারে ।
 কোটি ব্রহ্মা নারে তোমার লীলা বুঝিবারে ॥
 কলিযুগ আইল দাক্ষণ অন্ধকার ।
 হরিনাম দিয়ে কর জীবের উদ্ধার ॥
 অন্নবুদ্ধি অন্নায়ু কলিতে হইল নর ।
 নামধর্ম প্রচার করহ অতঃপর ॥
 লইলা বৈরাগ্যধর্ম গুরুর বচনে ।
 খেলা ছলে হরিনাম দিল জনে জনে ॥
 হরিনাম স্থলভ্য নির্দোষমার্গ ভবে ।
 অনায়াসে পাপী তাপী পাষণ্ডী তরিবে ॥
 জগাই মাধাই তারা মহাপাপী ছিল ।
 চৈতন্তের নাম লইতে তারা স্বর্গে গেল ॥
 শিশুগণ লয়ে খেলা হয় দিবারাতি ।
 প্রভুর বাজারে ছিল নীলকণ্ঠ তাঁতি ॥
 দৈবের বিপাকে তার বস্ত্র গেল পুড়ে ।
 চৈতন্তের নাম লইতে বিকাল বাজারে ॥
 পোড়া বস্ত্র বিকাইল অমূল্য রতন ।
 কাটোয়াতে দিল গৌর চাঁদের ভুবন ॥
 নাটশাল পাঠশাল বার দেবঘর ।
 ধবল পতাকা উড়ে আঁধার উপর ॥
 সেইখানে গৌরহরি বার দেন আসিয়া ।
 কত পুণ্যবান দেখে নয়ন ভরিয়া ॥
 জগত তারিলে প্রভু হরিনাম দিয়া ।
 রামদাস বলে দীনে লহ উদ্ধারিয়া ॥
 এইখানে চৈতন্তবন্দনা হইল সায়া ।
 রামদাস গাইল জা গাওয়াল কালুরায় ॥

দিগ্‌বন্দনা

প্রথমে বন্দিলু গুরু ধর্ম নিরঞ্জন ।
 ধবলঘাট বন্দিলাম ধবল সিংহাসন ॥
 ধবল আসনে গুরু বন্দ ভগবান ।
 বোল সংখ্য বন্দ আউলের রক্তিম পুরাণ ॥

চারি পণ্ডিত বন্দো চারি ছয়ার উপর ।
 ধামাতকারিণি বন্দো পৈচি সর্বেশ্বর ॥
 হুংসে ব্রহ্মা বন্দিলাম গুরুড়ে গোবিন্দ ।
 বৃষভে বন্দিহু শিব ঐরাবতে ইন্দ্র ॥
 মহিষেতে বশ বন্দ হরিণে পবন ।
 ময়ূরে কার্ত্তিক বন্দো গৌরীর নন্দন ॥
 মকরে বরুণ বন্দো ভস্মুকে বিশাঙ্কু ।
 ঢেঁকি উপর নারদ বন্দো কুম্বুলে গোসাঞি ॥
 যার পুরী দিয়া নারদ মুনি যার ।
 দশ দিন বড় ভাগ্য কুম্বল নিবায় ॥
 বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী অপার মহিমা ।
 অস্তকালে দিও পদ ভেবে আছি তোমা ॥
 গয়ার গদাধর বন্দো প্রয়াগে মাধব ।
 কানী বিশ্বনাথ বন্দো গোকুলে যাদব ॥
 আড়ুরের বন্দিনাথে করি প্রণিপাত ।
 দক্ষিণে জলধিকুলে বন্দো জগন্নাথ ॥
 মঠঘর মন্দির প্রভুর ধবল পতাকা ।
 তুলসী চৌকরি হতে ধ্বজা যায় দেখা ॥
 দেখিয়া দেউলেক ধ্বজা লোকে বলে হরি ।
 ধাওয়া ধাই চলে যায় পুরী পরিহরি ॥
 নয়নে গলিত লোর দেখিয়া প্রভুরে ।
 বীর হুমন্ত আছে সিংহদ্বারে ॥
 প্রতিক্ষণে মনে করে দেখিব জগন্নাথ ।
 ঘৃষ্ণিবে মনের মলা খেয়ে পিঠে ভাত ॥
 ভাগ্যমন্ত কিনে খায় যার আছে কড়ি ।
 দরিদ্র হইয়া কেহ করে কাড়াকাড়ি ॥
 ইচ্ছাস্থখে নাঞি দিলে বলে কাড়ি লয় ।
 দয়া করে ফিরে এনে মুখে পুন দেয় ॥
 খাইয়া প্রসাদ সব শিরে পুছে হাত ।
 হরি বলে নয়ন ভরে দেখে জগন্নাথ ॥
 স্তম্ভা বলাই বন্দো সমুদ্রের কুলে ।
 যার পুরী আমোদিত করে দোনার কুলে ॥
 অষ্ট কুলাচল বন্দো প্রভাতের ভাষ ।
 বৃন্দাবনলীলাকারী বন্দো রাধাকান্ত ॥

কালিন্দী যমুনার কুলে বন্দ কাহ্নরায় ।
 কদম্বের ডালে বসে মুরলী বাজায় ॥
 গিরি হিমাচল বন্দো উত্তরে বসতি ।
 বাবু বরুণ বন্দিলাম করিয়া ভকতি ॥
 চন্দ্রসূর্য্য বন্দিলাম আর ক্ষেত্রপাল ।
 শিবের ছয়ারি বন্দো নন্দি মহাকাল ॥
 জলাসনে যজ্ঞপতি বিধি নারায়ণ ।
 জরা দুঃখ পাঁপ হরে লইলে শরণ ॥
 ত্রীখড়দহ বন্দো গোসাঞির পাট ।
 আকনে মাহেশ বন্দো জগন্নাথের ঘাট ॥
 শুষ্টিপাড়া বন্দিলাম বৃন্দাবনচন্দ্র ।
 জানকী লক্ষ্মণ সহ য়েখানে রামচন্দ্র ॥
 গৌরাঙ্গপুরীতে বন্দো ঠাকুর গৌরাঙ্গ ।
 বন্দিলাম যথায় ঠাকুর ঘোষ করে রঙ্গ ॥
 রাধাকান্ত অবিরামে দিই পুশাঞ্জলি ।
 বোল সাইদের কাষ্ঠ বাহার মুরলী ॥
 বোড়চেতে বন্দিলাম বড় বলরাম ।
 ত্রীশাক্তিগোপাল বন্দি করিয়া প্রণাম ॥
 নবদ্বীপে বন্দো গৌর শচীর হুলাল ।
 গোকটী ঠাকুর বন্দো ত্রীরামগোপাল ॥
 মদনমোহনপুরে বন্দো মদনমোহন ।
 মৌড়ালুকের গোপীনাথের বন্দিহু চরণ ।
 শ্রামহুম্বর বনতেঘরা গড়ের ভিতরে ।
 ভাণ্ডারহাটির গোবিন্দরায় ব্রাহ্মণের ঘরে
 সরণপাড়া গ্রামেতে বন্দিহু বলরাম ।
 বিষ্ণুপুরে লালজীকে আমার প্রণাম ॥
 বিষ্ণুপুরের দেহারী শুণ্ডিবে কোন জন ।
 তিন মণ তৈল পোড়ে সন্ধ্যার কারণ ॥
 একে একে বন্দিলাম বিষ্ণুর যত স্থান ।
 একণ ভবপুরে ধর্ম্ম স্বরূপনারায়ণ ॥
 গোয়াড়ির প্রভু বন্দো অম্বুকলকোলা ।
 চাঁদরায় ধূর্জটিতে খাজুরের তলা ॥
 জাড়গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায় ।
 বাহার কুপায় কবি রামদাস গায় ॥

যাজ্ঞাসিকি বন্দিলাম গ্রাম হায়াংপুরে ।
 প্রথম প্রচার গীত যাহার দুয়ারে ॥
 আরাস্তীর দলুণ্ডায়ের চরণ বন্দিয়ে ।
 ভুবিন্দ্রর রায় বন্দো ধরণী লোটায়ে ॥
 আকুটি স্থানেতে বন্দো প্রভু ধর্মরাজ ।
 সদগোপ শূলপাণি ঘোষ যার দিল পূজা ॥
 সমসপুরের ধর্ম বন্দো লোটায়ে ধরণী ।
 কৃপা করে দণ্ড চারি উরিবে আপনি ॥
 কৃপা করে আপন পাছকায় কর ভর ।
 তোমাকে স্মরণ করে কান্তর কিঙ্কর ॥
 চঞ্জকোণায় বন্দিলাম শিব শৈলেশ্বর ।
 শিঙড়ের শাস্তিনাথে জুড়ি দুই কর ॥
 রাণাঘাট কানপুর শিব বন্ধাখর ।
 থানাকুলে শিব বন্দো মাথার উপর ॥
 রামপুরের শিবের নাম হট্টয়া নাগর ।
 বিষ্ণুগ্রামে নদীকূলে নাম জলেশ্বর ॥
 তারকেশ্বরের মহিমা कहने না যায় ।
 রাখালে ভেনেছে ধান শিবের মাথায় ॥
 পশ্চিম দিকেতে দিঘী সাজে সন্নোবর ।
 কুমীরগুলা জলে তাসে দেখে লাগে ডর ॥
 তারকেশ্বর ঠিক যেন গুপ্ত বারাগদী ।
 ভস্ম মেখে নিত্য বসে থাকে যে সমাসী ॥
 ব্যাস কালিদাস বন্দো কবি চইজন ।
 কুন্তিবাস পণ্ডিত যে লিখিলা রামায়ণ ॥
 ময়ূরভট্ট গুরু বন্দো গুণের সাগর ।
 বাহা হইতে গান রইল ভারত ভিতর ॥
 গায়ন গুণিন বন্দো হয়ে পরিতোষ ।
 অপরাধ লবে নাঞি যদি হয় দোষ ॥
 আসরের ভক্ত লোকের চরণ বন্দিয়ে ।
 গাহিব ধর্মের গীত আশীর্বাদ লয়ে ॥
 শিক্ষাগুরু বন্দিলাম জ্ঞানগুরু দাতা ।
 ধরণী লুটায়ে বন্দো মাতা আর পিতা ॥
 ধর্মসভায় পিতা বন্দো মাতা খোলা ডাই (৭) ।
 দশ মাস দশ দিন জঠরে দিল ঠাই ॥

জঠরে ধরিয়া মাতা বড় পাইল দুখ ।
 তেঞি সে দেখিলাম ডাই সংসারের মুখ ॥
 দেবগণ বন্দিলাম আর দেবীগণ ।
 ডাকিনী যোগিনীর পায় লইলাম শরণ ॥
 রাত্রিযোগে বন্দিলাম রাত্রিকপালিনী ।
 উনকোটি ভৈরব মায়ের চৌষট্টি যোগিনী ॥
 তাড়েশ্বরী লাটেশ্বরী বন্দিলু গোতানে ।
 অগ্নিমুখা হর বন্দো রাণী পলাশনে ॥
 খেপুতে ফেপাই বন্দো আমতায় মেলাই ।
 রামগোয়া বন্দো রামপুরিতে বেতাই ॥
 সপ্তমাতা বন্দিলাম গ্রাম মানকরে ।
 বরাভূমে বারিনাথে ষোড় দুই করে ॥
 তমলুকে বিষ্ণুহরি আর রক্তভীমা ।
 বলিতে না পারি মায়ের অপার মহিমা ॥
 কালীঘাটে বন্দো মাতা দেবী ভক্তকালী ।
 বন্দিলাম বেলের বেলার বাগলি ॥
 বিশালাক্ষী বন্দিলাম রাজবোলহাটে ।
 সদা গীতবাণী আদি হয় যার পাটে ॥
 ঘাটশিলে চেপে বন্দো দেবি * * ।
 বেতায় চেপে বন্দি * * * ॥
 মঙ্গলঘাটে বন্দিলাম শুভ মঙ্গলচণ্ডী ।
 ঠিক ছপুর বেলা মায়ের হাতে শরগুণী ॥
 ক্ষীরগ্রামে বন্দিলাম যুগান্তার পা ।
 বলিতে না পারি মায়ের অমঙ্গল রা ॥
 দিল্লীর দাআয় বন্দো মোড়েশ্বরী গোরা ।
 বন্দিপুরে বিমলা সদাই সিদ্ধেশ্বরী ॥
 বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাললোচনী ।
 বেলেয় চেপে বন্দিলাম সিদ্ধা ও যোগিনী ॥
 বর্দ্ধমানে বন্দিলাম শ্রীসক্কমঙ্গল ।
 বেতের গড়ে বন্দিলাম রক্তিনী বিশালা ॥
 জোড়ুরেতে নাম মায়ের ভোগবতী ঠাকুরাণী ।
 ছাগমুণ্ড তবে যথা হয় খুনাখুনি ॥
 তালপুরে ষষ্ঠীর পায়ে নিবেদন করি ।
 নারিকেলডাঙ্গায় বন্দো মনসাকুমারী ॥

বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির ।
 পেড়োয় বন্দিয়ে গাই রস্তুতি থাঁ পীর ॥
 পাশ্বে আত্র দেখে যে বানরে খেলে ঝালি ।
 মান্দারনে বন্দিলাম পীর পিরেশমালি ॥
 রণে বনে যেই জন [পীর] স্মরিয়া যায় ।
 মহিষে তারে নাঞি মারে বাঘে নাঞি খায় ॥
 পীরের কউসে মোর হাজার সালাম ।
 বর্জ্যমানে বন্দিলাম সাহারারাম ? ॥
 বোল শো রাউলে বন্দ মন্তকের পাগে ।
 গীতের ভাল মন্দ যাহার দায় লাগে ॥
 হরি হরি বল ভাই বন্দনা হইল সায়া ।
 ত্রীধর্মমঙ্গল কবি স্বামদাস গায় ॥

গ্রন্থারম্ভ

প্রথম কাণ্ড

সৃষ্টিপত্তন পালা

হরি বল মনঃপ্রীত অনাদিমঙ্গল গীত,
 আরম্ভিত হইল প্রথম ।
 অবশে কলুষ, নাশ পাপ তাপ পায় ত্রাস
 ভয়ে কাঁপে কালান্তক যম ॥
 যবে নাঞি ছিল মহা তার পূর্বাপর কহি
 তুত ভবিষ্যৎ বর্তমান ।
 নাহি ছিল জল স্থল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
 শূন্তেতে আছিল ভগবান ॥
 দূরে থাক জীবস্থিতি নাহি ছিল বহুমতী
 গুরু গিরি হুমেক মন্দার ।
 নাহি রাজি নাহি দিবা নাহি ছিল শিব শিবা
 সকল আছিল অন্ধকার ॥
 চ্যুতাচ্যুতি নাহি রেক আপনি আলোক রেখ
 নিরঞ্জন ভাবিলেন ব্রহ্ম ।
 মায়াপতি ধর্মরায় নির্মাণ করেন কায়
 আচরিতে জনমিল বিস্ত ॥

বৃদ্ধি হল বিস্তক সহিতে নায়ে ভর ।
 ভাঙ্গিল ধর্মের বিস্তক উথলিল জল ॥
 সব ঠাই ডুবিল জলে নাই একতিল ।
 আচরিতে জন্ম তায় হল নিল অনিল ॥
 নিলানিল জন্ম হইল আচরিতে ।
 উল্লুকের জন্ম হল ধর্মের নাসিকাতে ॥
 শূন্তেতে করয়ে ভর দেব নৈরাকার ।
 মায়া হেতু নিজ দেহ ধারণ আপনার ॥
 কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি অন্ধের প্রকাশ ।
 দীপ্তি কইল ত্রিভুবন অন্ধকার নাশ ॥
 ক্রীট কুণ্ডল কর্ণে উজ্জ্বল কলেবর ।
 দীপ্ত কৈল ত্রিভুবন শূন্তের উপর ॥
 কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি অপের উদয় ।
 মহাধনে অলঙ্কার মহা জ্যোতির্ময় ॥
 নিলানিল সঙ্গে উল্লুক মহামুনি ।
 হাসিয়া উল্লুক পানে চাহে চক্রপাণি ॥
 উল্লুক বলেন বাপ কি কহিব আর ।
 তুমি নারায়ণ গো আগম অবতার ॥
 স্বজন পালন লয় কারণ কেবল ।
 সংসারের সারাংশার তুমি সে সকল ॥
 প্রলয় নিলয়ভূত বিভূতি তোমার ।
 আশ্রয় আমার পৃষ্ঠে ভ্রম অনিবার ॥
 এত শুনি ঈশং হাসিয়া মায়াধর ।
 আশ্রয় করিলা পক্ষি-পৃষ্ঠ মনোহর ॥
 উল্লুক বলেন সৃষ্টি কর করতার ।
 পৃথিবী হৈলে আশ্রয় পুজা যে তোমার ॥
 উল্লুক বিনয়ে ধর্ম ভাবেন বিয়ানে ।
 ধর্মরাজ চাহিলেন নিজ অঙ্গপানে ॥
 শূন্তনাথ শূন্তমধ্যে জন্মাইলা কায় ।
 ধর্মের বাম অঙ্গে জন্মিল মহামায়া ॥
 কণপ্রভা ক্ষণিক আঁধারে করে আলা ।
 কত কোটি বিদ্যুৎ বিজয়া অচঞ্চল ॥
 অঙ্গরুচি অনঙ্গরঙ্গিণী গড়ে কাঁদে ।
 জ্যোতির্ময় রতন রঞ্জিত নানা ছান্দে ॥

জনমিয়া মহামায়া পিতা পিতা বলে ।
 আনন্দিত হয়ে দেবী বসিতে চান কোলে ॥
 প্রকৃতির সংযোগ বাসনা করি মনে ।
 উল্লুকে ইঙ্গিত ধর্ম করিলা গোপনে ॥
 হৃদিতার ভাবেতে বসাতে চায় উরে ।
 হস্তে ধরি নারায়ণ টেনে ফেলে দূরে ॥
 নবীন কোমল অঙ্গে বাজিল নির্ধাত ।
 অখোদেশ সৃষ্টি হৈল তায় রক্তপাত ॥
 দেবী[র] শোণিত দেখি ধর্মকে বিস্মিত ।
 তাহাতে হৈল স্বর্ঘ্য গগনে উদিত ॥
 স্বর্ঘ্যের উদয় হৈল গগনমণ্ডলে ।
 অনাদিমঙ্গল কবি রামদাস বলে ॥

শোণিতে স্রবিত হৈল দেব দিবাকর ।
 উরুতে অরুণ জন্ম স্বর্ঘ্যের দোসর ॥
 স্বর্ঘ্যের সারথি হৈল অরুণ মহাশয় ।
 অস্তগিরি উদয়গিরি করিলা নির্ণয় ॥
 দিবস রজনী ভেদ হৈল অতঃপর ।
 স্বর্ঘ্যদেব রহিলেন শূন্তের উপর ॥
 দেখিলা পৃথিবী হৈল [জলে] জলাকার ।
 নেহারিয়া দেখে ধর্ম অঙ্গ আপনার ॥
 নাভিপদ্মে পাইলা তিল পরিমাণ মলা ।
 রাখিলেন জলমধ্যে বহুমতী বলা ॥
 অনিল সঞ্চারে মলা দ্বিগুণ উৎপলে ।
 ভাসিয়া চলিল মলা জলের হিলোলে ॥
 শুক্লতর সুদীর্ঘ বিস্তর পরিসর ।
 মাঝে মাঝে সরি সরো সরিত সাগর ॥
 ঠাই ঠাই উন্নত পর্বত হৈল তায় ।
 টলমল করে ধরা স্থির নাহি রয় ॥
 ফর্ম অনন্ত মূর্তি ধরিয়া আপনি ।
 অনন্ত বাসুকিরূপে ধরেন মেদিনী ॥
 অক্ষপুত্রী বৈকুণ্ঠ কৈলাস স্বর্গ উধ ।
 সপ্তদ্বীপ পৃথিবী পাতাল সপ্ত অধঃ ॥

জনমিয়া বহুমতী জুড়ি ছই কর ।
 কেমনে সহিব বাপা সংসারের ভর ॥
 ধর্ম বলেন বহু তোমার ভাবনা কি ।
 যার পাণ তাকে যাবে তোমার হবে কি ॥
 তোমার পৃষ্ঠেতে লোক করিবে যজ্ঞদান ।
 তোমার পৃষ্ঠেতে লোক হারাবে পরাণ ॥
 এইরূপে হইলেক পৃথিবী সৃজন ।
 হেথা আত্মশক্তি হৈলা প্রথম যৌবন ॥
 দেবীর যৌবন দেখি ধর্ম চমকিত ।
 উল্লুকে ডাকিয়া ধর্ম করিলা ইঙ্গিত ॥
 বাম অঙ্গে জনমিলা দেবী মহামায়া ।
 তেকারণে দেবী মোর হইবেন জায়া ॥
 তুমি হও ঘটক হে আমি ছই বর ।
 উল্লুক কহেন গিয়ে দেবীর গোচর ॥
 সৃষ্টি হেতু হইয়াছে তোমার সৃজন ।
 অতএব কর দেবি প্রজার জনম ॥
 শুনিয়া উল্লুকের কথা দেবীর হেট মাথা ।
 বাপে বিয়ে ধর হবে অসম্ভব কথা ॥
 এত শুনি আত্মদেবী পলাইয়া যায় ।
 পথিমধ্যে দাঁড়ায়ে আছেন ধর্ম রায় ॥
 পরম লজ্জিত হয়ে যান নারায়ণী ।
 দক্ষিণের পথে বলে আছেন চূড়ামণি ॥
 চারিদিকে ভবানী শূন্তের পথে যায় ।
 পথিমধ্যে দাঁড়ায়ে আছেন ধর্মরায় ॥
 উল্লুক বলেন দেবী আর কোথা যাবে ।
 ছইকনে বিয়ে হোক শূন্তেতে বরিবে ॥
 উল্লুক কুটুখ হৈল ঘটক আপনি ।
 দেবী ধর্মে ছই জনে হৈল চাহনি ॥
 মহুম্বালা দিলা দেবী ধর্মের গলায় ।
 প্রীতিমালা বিনিময়ে দিলেন ধর্মরায় ॥
 দেবীধর্মে বিয়ে হৈল শূন্তের উপর ।
 গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর ॥

দেবীকে রাখিয়া ধর্ম তপস্শ্রান্তে যায় ।
 যুগান্ত প্রলয় হেথা ধর্মের মায়ায় ॥
 দেব হেতু চাতক গগনে যায় সজ ।
 তাহা দেখি রাউলের উপজিল রজ ॥
 ধর্মের গুরু টলি পড়িল আচরিতে ।
 'ধর্ম' বলে তুলে দিল উলুকের হাতে ॥
 হাতে করি লইল উলুক ংগেশ্বর ।
 এইরূপে বয়ে যায় শতেক বছর ॥
 ঠাকুর বলেন উলুক আর কেনে বও ।
 কালকূট বলিয়ে দেবীর তরে দেও ॥
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা যায় মহামুনি ।
 আত্মশক্তি যেখানে আছেন নারায়ণী ॥
 উলুক দেবীরে কয় জুড়ি ছই কর ।
 কালকূট তোমায় দিয়াছেন মায়াধর ॥
 কদাচিত্ এই দ্রব্য না ফেলিও জলে ।
 ত্রিভুবন নাশ হয় এই দ্রব্য খেলে ॥
 এত বলি মহামতি করিল গমন ।
 যেখানেতে তপস্শ্রান্তে আছে ভগবান ॥
 দেবী ভাবে আমার জীবনে কাজ নাঞি ।
 মরণ উপায় দ্রাণ দিগেন গোসাঞি ॥
 বাপে যিয়ে ঘর হবে দেবকুলে লাজ ।
 হেন ছার আমার জীবনে নাঞি কাজ ॥
 এত বলি কালকূট করিল ভক্ষণ ।
 সেই দিন হইতে দেবীর গর্ভের লক্ষণ ॥
 তিন গুণে ত্রিমূর্তি প্রকৃতি ধরে পেটে ।
 বিধি বিষ্ণু বামদেব অংশভূত বটে ॥
 তিন ভাই এক গর্ভে দেবী কষ্ট পায় ।
 ব্রহ্মতালু ছেদি ব্রহ্ম আপনি বেরায় ॥
 নাভিপদ্ম হইতে বিষ্ণু জন্মিল আপনি ।
 অধোদেশ স্রষ্ট করিল শূলপাণি ॥
 তিন জন জনমিঞা রইল তিন ঠাঞি ।
 নির্বঙ্ক নিবঙ্ক অঙ্ক কারু চক্ষু নাঞি ॥
 দেবী দেখিলেন অঙ্ক হইল তিন পো ।
 অন্তর্ধান হইল দেবী ছাড়ি মায়া মো ॥

ছাড়িয়া আইল আত্মা যদি তিন জনে ।
 তিন ভাই মগ্ন হইলা ব্রহ্মময় ধ্যানে ॥
 তপস্শ্রান্তে তিন জন বসে তিন ঠাঞি ।
 মায়াবিষ্ট আত্মা সবে এলেন গোসাঞি ॥
 ব্রহ্মার নিকটে ধর্ম দিল দরশন ।
 ব্রহ্মা ব্রহ্মা বলিয়া ভাকিল যনে যন ॥
 ব্রহ্মা বলে আপনাতে হয়েছি অধিৎ ।
 কিসের ধর্ম আইল সেই কিসের অতিথি ॥
 ব্রহ্মা বলে কে তুমি যেখানে দিলে ধাঁধা ।
 দূরে বাও বিফল বচনবায় হেথা ॥
 তারপর বিষ্ণু ঠাঞি গেল মায়াধর ।
 বিষ্ণু তুষ্ট করিলেন না দিয়ে উত্তর ॥
 অতঃপর উত্তরে শব্দর সন্নিধানে ।
 জ্ঞানগুরু গভীর মগন যোগধ্যানে ॥
 শিব শিব সন্তাষ স্তনিয়া মহেশ্বর ।
 যোগবলে জানিল আইল মায়াধর ॥
 শব্দর বলেন প্রভু অনাত্ম গোসাঞি ।
 দর্শন দূরেতে থাকু চক্ষু মোর নাঞি ॥
 মোরে যদি হল কৃপা প্রভু মায়াধর ।
 এস তুমি বস মোর জটার উপর ॥
 ঠাকুর বলেন তুমি আশীর্বাদ লাও ।
 মুখের অমৃত লয়ে তোমার চক্ষে দাও ॥
 আত্মমাত্রে তখনই পাইল চক্ষুদান ।
 শূন্তভরে পলাইয়া গেলেন ভগবান ॥
 চক্ষুদান পেয়ে শিব চারি পানে চায় ।
 শূন্তাকার সংসার দীপ্ত স্রবোর আভায় ॥
 ভাবিতে ভাবিতে ভব করিল গমন ।
 ব্রহ্মাও বিষ্ণুর পিঠে দিল দরশন ॥
 ধর্মের ভারতী শিব কহিল ছই জনে ।
 ছই জনে চক্ষুদান পাইল ততক্ষণে ॥
 ব্রহ্মা বলে শিব তুমি সভাকার গুরু ।
 জ্ঞেয়ানে প্রধান ভাই জ্ঞানকল্লতরু ॥

* * *

কেন বুড়া এখানে আগলে আছ বাট ।
 সরে যাও এখন সভাতে হবে নাট ॥
 বুড়া হলে বচনবিলাসে পটু বড় ।
 কুবচন কথায় কথায় আছে দড় ॥
 বাট ছাড় বিভ্রাট বাধাও কেন আর ।
 ভিক্ষাতে চরণের পানি লাগিল আবার ॥
 ঠাকুর পক্ষম ভাবে পেয়ে এই হল ।
 মর্ন্তেতে মানবী হয়ে ভুঞ্জ এর ফল ॥
 তোর ভাই মাউদিয়া হবে দুষ্টমতি ।
 অপবাদ তুলে দিবে বক্ষ্য রজাবতী ॥
 জয়াবতী রাজরাণী তোর হবে মাও ।
 রজাবতী তোর নাম জন্ম লইতে যাও ॥
 চাঁপায়ে সেবিবে ধর্ম শাশল দিয়া ভর ।
 মরিয়া বাচিয়া পাবে কাশ্মপকোত্তর ॥
 জ্ঞান পেয়ে অতঃপর সত্যবতী কয় ।
 পরিচয় দাও প্রভু কোন্ মহাশয় ॥
 মায়াধারী হেতু তুমি কোন্ মহাজন ।
 হাসিতে হাসিতে তখন কহেন নারায়ণ ॥
 শুন ভঞ্জে আমি হই ধর্ম অবতার ।
 তবে প্রভু অভিশাপে পাঠালে সংসার ॥
 এত বলি কান্দে রামা কপালে হানে কর ।
 পরিচয়ে প্রভু বুঝি ব্রহ্ম পরাংপর ॥
 পরম পীড়িত রামা সকম্পিত গা ।
 সকাঁতরে সজলনয়নে ধরে পা ॥
 অভাগিনী পাগিনী প্রমাদে কর পার ।
 তবে প্রভু নিজরূপ দেখাও একবার ॥
 দেবতা হইয়ে যাই মনুষ্য হইতে ।
 নিজরূপ একবার দেখাও সাক্ষাতে ॥
 শুনিয়া ভক্তের কথা দেব নারায়ণ ।
 শব্দ চক্র গদা পদ্ম গরুড়বাহন ॥
 শারদজলদকচি শুক্লকচি সার ।
 শোভাময় সংসার শরীর অক্ষকার ॥
 পীতাম্বর পরণে প্রসার সৌদামিনী ।
 কনক-নুপুর পায় স্তম্ভধর ধনি ॥

লম্বিত মন্দারমালা গলে পায় শোভা ।
 দেবাসুর ধোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞ মনোলোভা ॥
 বিশ্বয়ে বিশ্বল চিত্ত সত্যবতী সতী ।
 মহী অঙ্গ গতাজ চরণে করে নতি ॥
 গললম্ব বসন নয়নে ঝরে নীর ।
 করপুটে স্তুতি করে হইয়ে অস্থির ॥
 দেখিয়ে গোবিন্দরূপ ঘোড়করে কয় ।
 নিদারুণ শাপ কেন দিলে মহাশয় ॥
 শাপাস্ত একান্ত কর করুণা করিয়ে ।
 এত বলি কান্দে রামা চরণে ধরিয়ে ॥
 দেবতা হইয়ে আমরা মনুষ্য হইব ।
 কহ প্রভু তোমার দেখা কত দিনে পাব ॥
 ঠাকুর বলেন বাছা শাপ নহে লীন ।
 জ্ঞান না আমার বাক্য পাষণের চিন ॥
 অবশ্য মানবী হয়ে যাইবে সংসার ।
 তোমা হইতে হবে ধর্মপূজার প্রচার ॥
 সদাকাল সদয় সংহতি রব আমি ।
 আবার চাঁপায়ে মোর দেখা পাবে তুমি ॥
 এত বলি ঠাকুর হইলা অন্তর্ধান ।
 সেই ক্ষণে সত্যবতী তর্জিলা পরাণ ॥
 সেই দিন জয়াবতী ঋতুমান করে ।
 সত্যবতী জন্ম লইল তাহার উদরে ॥
 দশ মাস দশ দিন রহে গর্ভবাসে ।
 ভূমিষ্ঠ হইল রজা উত্তম দিবসে ॥
 পাঁচ দিনে পাঁচুটি করিল রাজরাণী ।
 ছয় দিনে বঞ্জীপূজা নানা দ্রব্য আনি ॥
 দিনে দিনে বাড়ে বাল্য স্মৃতিকার শালে ।
 সাত মাসে ভোজন দ্রাবিল কুতূহলে ॥
 চরণে নুপুর দিল কটিতে কিঙ্কণী ।
 বাজুবন্ধ বলয়-ভূষিত রত্নমণি ॥
 নীলাক্ষর পরণে চলনে চাক গতি ।
 উপমায় অস্তার মরাল বৃথপতি ॥
 কুঙ্কিত কুস্তলপাশ মধুরহাসিনী ।
 উপমিত সধর-স্বদন-সম্মোহিনী ॥

কল্পা দেখি বেগুরায় আছাদ অন্তর ।
রঞ্জাবতী নাম রাখিলেন অতঃপর ॥
রঞ্জাবতী জনমি রহিল বাপঘরে ।
সৃষ্টির পত্তন সাজ হইল এত দূরে ॥
অনাদ্যমঙ্গল গীত পরমপাবন ।
পাপ তাপ নরক শ্রবণে নিবারণ ॥

সমাদরে শুনিলে সকল বাহা পূরে ।
ধন হৃত লক্ষ্মীলাভ সংসার ভিতরে ॥
হরি হরি বল সত্তে ধর্মের সত্যায় ।
শ্রীধর্মসঙ্গীত কবি রামদাস গায় ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড

আত্ম ঢেকুর পালা

প্রথমহ পরাংপর পরম ঠাকুর ।
যার নামে অশেষ আপদ যায় দূর ॥
সমাদরে শুন সত্তে শ্রীধর্মসঙ্গীত ।
বিবিধ পাতক খণ্ডে মানী, সস্ত্রীত ॥
ধর্মপাল ধার্মিক ধরণী অধিপতি ।
মহারাজ গোড়েশ্বর তাঁহার সন্ততি ॥
শুণে শুণবস্ত ভূপ ধর্ম্মেতে তৎপর ।
পরম বৈষ্ণব রাজা শৌর্য্যে শূরবর ॥
শিষ্ট ছষ্ট দুর্জয়-দুর্জয়-দগুদাতা ।
যথারীতি প্রজার পালন আর জ্ঞাতা ॥
কত কব অশেষ বিশেষ সাধু গুণ ।
পরমপণ্ডিত রাজা প্রতাপে আশুন ॥
মহাপাত্র মাউদিয়া মোহেতে জটিল ।
খলবুদ্ধি দুরাচার দুঃস্বপ্ন কুটিল ॥
নিকট সখ্য অতি ভূপতির শালা ।
জাবড় ছেবড় বড় জানে নানা ছলা ॥
নামে মাত্র বসে রাজা রত্নসিংহাসনে ।
মাউদিয়ার হুম্ব হুম্বার সর্ব্বকণে ॥

অত্যাচার অতিশয় বিচার বিষম ।
প্রজাদের পরিচয়ে কালান্তক ধম ॥
সোমঘোষ গোয়ালী গোউড়দেশে ঘর ।
বাকী তার হৈল অনেক রাজকর ॥
পঞ্চাশ কাহন দেয় সাত কাহন বাকী ।
মাউদিয়া জানিল কাগজখানা দেখি ॥
পাত্র বলে সোমঘোষ খাজনা নাঞ্চি দেয় ।
শুনিয়ে কোটাল তারে খাঙ্কা মেরে লয় ॥
খাঙ্কা মেরে কোটাল লইল দড়বড়ি ।
সোমঘোষ গোয়ালার পায়ে দিল বেড়ি ॥
এইরূপে বন্দী রয় এগার বছর ।
অন্ন বস্ত্র সোমঘোষ মাগে ঘরে ঘর ॥
তৈল হল কর্পূর লবণ হল হীরা ।
পরিধেয় বস্ত্র হল গুণা দশ গিরা ॥
অনাদিপদারবিন্দ ভাবিয়া কেবল ।
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥

এত বলি তপস্রায় গেল বন্ধুকার তটে ।
 উত্তরে বসিলা শিব বিষ্ণু মধ্য ঘাটে ॥
 এইরূপে তপ করে শতেক বৎসর ।
 মায়াযুত হইলেন দেব মায়াধর ॥
 ভাসিয়া আইল মড়া অতি পচা জ্বাল ।
 ব্রহ্মা বলে পাতকী ভাজিল মোর ধান ॥
 চারি দিকে ফিরাইলা যুধ আপনার ।
 চতুর্দ্ব্য হইলা বিধি ভুবনে প্রচার ॥
 চেটে দিয়া ব্রহ্মা তারে ভাসায় সে কালে ।
 বিষ্ণু যথা তপ করে বন্ধুকার কূলে ॥
 মায়া হেতু বিষ্ণুদেব নাহি চিনে পিতে ।
 ভাসিয়া আসিল ধর্ম শিব যেখানেতে ॥
 শিব দেখে যুততত্ত্ব জলে ভেসে যায় ।
 ব্রহ্মমন্ত্র বলিয়া কোলেতে তুলে তায় ॥
 শিব বলে পুনঃ ধর্ম ত্যজিলা জীবন ।
 লোচনে বহিছে ধারা দেখে নারায়ণ ॥
 ওরে ভাই ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমরা গেলে কোথা ।
 যার লাগি তপ কর সেই পিতা হেথা ॥
 তিন জন জড় হয়ে কোলে করে পিতা ।
 ব্রহ্মা বলে ছাড়িয়া গেছেন জন্মদাতা ॥
 অনেক কান্দেন ব্রহ্মা পিতার কারণ ।
 হতাশ ছাড়িল তায় হইল হতাশন ॥
 বিষ্ণু হইলেন তায় অঙ্কুর চন্দন ।
 শিব নিজ উরুদেশে গুয়ায় নারায়ণ ॥
 ছিড়িয়া উজ্জল অটা অগ্নি দিল তায় ।
 মায়া হেতু গুড়িয়া চলিল ধর্মরায় ॥
 চিত্তাভ্যাস সকলি উড়িয়া যায় যায় ।
 গোরক্ষনাথ মহাশয়ের জন্ম হইল তায় ॥
 চরণে চরিত্রিনাথ ছাড়িয়া হইল ছাড়ে ।
 যার শুণে গোবিন্দচন্দ্র রাজপাট ছাড়ে ॥
 পাঁচ সিংহার জন্ম হইল ধর্ম হইতে ।
 নাভিপদ্ম তিন ভাই নারিল পোড়াত্তে ॥
 তুষ্ট হয়ে মায়াশক্তি কহে যত্নাশ্রয়ে ।
 ভূতসর্গ কর ভব কৈলাসে থাকিয়ে ॥

বৈকুণ্ঠে থাকিয়ে বিষ্ণু সৃষ্টির পালনে ।
 ব্রহ্মধামে বলি বিধি কর নিয়মনে ॥
 পেয়ে হোতা মহাদেব প্রভুর আরতি ।
 দৃষ্ট হয়ে সৃষ্টি করে তামসিকমতি ॥
 যক্ষ রক্ষ ভূত গ্ৰেত পিশাচ শুঙ্কর ।
 মহাকায় ভয়ঙ্কর সংসারনাশক ॥
 ঠাকুর হাসিয়া হয়ে করিলা বারণ ।
 বিধিরে নির্দেশ কৈলা করিতে স্বজন ॥
 করপুটে কহে বিধি অসম্ভব কর্ম ।
 ভূতসর্গ কেমনে হইবে পরমব্রহ্ম ॥
 বিশ্বামনিলয় মহী হরি বহুকালে ।
 হিরণ্যাক্ষ রাখিয়াছে সপ্তম পাতালে ॥
 আপনি অনন্ত ধর্ম সত্য সনাতন ।
 উদ্ধারিয়া ধরা কর সন্তানে স্থাপন ॥
 বিকট বরাহমূর্ত্তি ধরিলা ঈশ্বর ।
 অতিদীর্ঘ দশন বিরাটু কলেবর ॥
 দেখে গিয়ে পাতালে ধরিয়ে দৈত্যবরে ।
 দশনে বিদারি বক্ষ ধরণী উদ্ধারে ॥
 অনাত্তপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥

এইরূপে উৎপন্ন হইল পঞ্চ ভূত ।
 আকাশ অবনী বহি সলিল মাকৃত ॥
 প্রথমে স্থজিলা ব্রহ্মা চৌক ইচ্ছাসুত ।
 পরম তপস্বী তারা সত্যজ্ঞানযুত ॥
 স্বাদ্ভূত মনুষ্যদ্বী শতরূপা কল্পা ।
 জীপুরুষের প্রথম হইল জনি জন্যা ॥
 ময়ীচি ব্রহ্মার পুত্র জনম লইয়া ।
 কলা নামে কঙ্কর কল্পা কৈল বিয়া ॥
 তথি জন্ম হইল কল্পপ প্রজাপতি ।
 দিতি নামে দাক্ষায়ণী যাহার যুবতি ॥
 অহর জন্মিল সব দিতির নন্দন ।
 অদিতির পুত্র হইল যত দেবগণ ॥

বিনতার পুত্র হইল গকড় মহামুনি ।
কঙ্কর পুত্র হইল বত সব কণী ।
ব্রাহ্মার মুখেতে হইল ব্রাহ্মণের অন্ন ।
ঋগ্বেদে হইল কল আচ্ছাদিত বর্ষ ॥
বক্ষেতে হইল বৈষ্ণব, শূত্র হইল পার ।
মহুবা স্বজনকথা পুরাণেতে গায় ॥
এইরূপে করেন ধর্ম পৃথিবী সৃজন ।
উলুকের সঙ্গেতে বেড়ান নারায়ণ ॥
উলুকে সষোধি তখন কহেন ধর্মরাজা ।
বারমতী কেমনে প্রচার হবে পূজা ॥
কলিতে করিবে পূজা বত ভক্ত নর ।
প্রচার করিবে পূজা সংসার ভিতর ॥
ভাবনা করেন কেবা করিবে মানান ।
উলুক বলেন বাণী শুন নারায়ণ ॥
যুগে যুগে বতেক ডকত পূজা করে ।
হরিশ্চন্দ্র পূজা কইল পুত্র উপহারে ॥
হাকন্দপুরাণ মতে পশ্চিম উদয় ।
বিধিমতে পূজা দিবে রঞ্জার তনয় ॥
সত্যবতী ইন্দ্রকন্তা সদাই চঞ্চল ।
অভিশাপে পাঠাইবে সুবনৌমণ্ডল ॥
জন্মিয়া জগতে পূজা করিবে প্রচার ।
বারমতী পূজার পত্তন পরকার ॥
উলুকের কথায় হাসিয়া জুবীকেশ ।
সেই কপে ধরিলেন জরা যোগিবেশ ॥
অনাগুপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥

কুশ কমণ্ডলু করে গমন হৃদীর ভণ্ডে
ছিন্ন চীর পরনে মলিন ॥
বিভূতি-ভূষিত তম্বু অপরূপ অঙ্গ অঙ্গ
চলিতে চলিতে কাঁপে গা ।
দয়াময় কত দিন বদন দর্শনহীন
কীণতর বিপরীত রা ॥
ইন্দ্রসরোবর ঘাটে যাপিক-মণ্ডিত বার্টে
সন্নিবর্তে বসিলা ঈশ্বর ।
শত সহচরী সাজে বিজলি তারকা মাঝে
সত্যাবতী সাজিলা সঙ্গর ॥
সোন্দালি ফুলের সম অঙ্গ-কচি অঙ্গুপঃ
পাবকে পুরট সম জেন ।
যৌবন গরবে অতি জ্ঞান করে সত্যাবতী
মেঘ মাঝে বিছিন্নতা হেন ॥
পায়ের জল লাগে গায় হল পেয়ে ধর্ম রাঃ
অপায় অশেষ বলে রোষে ।
জল ক্রীড়ে একমনে নটিনী না শুনে কানে
বিমানে উড়ায় উপহাসে ॥

উপহাস অধিক শুনিএ শিরোমণি ।
বহিতে লাগিল ধর্ম কোধযুক্ত বাণী ॥
যৌবন গরবে তোর না দেখিস্ নয়নে ।
বিনা দোষে জল কেন দিল গো ব্রাহ্মণে ॥
অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে কৈল উপহাস ।
ষাটশ বৎসর তোদের সংসারেতে বাস ॥
অতিবৃদ্ধ দেখিয়ে করিলে উপহাস ।
বৃদ্ধ পতি সহিত সংসারে কর বাস ॥
এত শুনি যুবতীরা হাসে থল থল ।
আর বার গায়েতে ছিটায়ে দেয় জল ॥
বৃদ্ধ হয়ে বুড়া বুঝি হল পাগলপারা ।
তোমার দোষ নাঞি তোমার বয়সের ধারা ॥
ইন্দ্রের নাচুনি আমরা ইন্দ্ররাজের ঝি ।
বাপের পুকুরে নাই তোমার তার কি ॥

মায়া পাতি ধর্মরায় নির্দাণ করেন কায়
অশীতি অধিক বৃদ্ধ যোগী ।
পলিত গলিত মাংস কুন্তল কাশ বা কাংস
কুশকায় কত যেন রোগী ॥
নয়ন দর্শনহীন উদর অধিক কীণ
কত দিন আহারবিহীন ।

কেন বুড়া এখানে আগলে আছ বাট ।
 সরে যাও এখনি সভাতে হবে নাট ॥
 বুড়া হলে বচনবিলাসে পটু বড় ।
 কুবচন কথায় কথায় আছে দড় ॥
 বাট ছাড় বিভাট বাধাও কেন আর ।
 ডিক্রান্তে চরণের পানি লাগিল আবার ॥
 ঠাকুর পক্ষ ভাবে পেয়ে এই হল ।
 মর্ত্যেতে মানবী হয়ে ভুঞ্জ এর ফল ॥
 তোর ভাই মাউদিয়া হবে দুষ্টমতি ।
 অপবাদ তুলে দিবে বক্ষা রঞ্জাবতী ॥
 জয়াবতী রাজরাণী তোর হবে মাও ।
 রঞ্জাবতী তোর নাম জন্ম লইতে যাও ॥
 চাঁপায়ে সেবিবে ধর্ম শালে দিয়া ভর ।
 মরিয়া বাচিয়া পাবে কাশ্মণকোঙর ॥
 জ্ঞান পেয়ে অতঃপর সত্যবতী কর ।
 পরিচয় দাও প্রভু কোন্ মহাশয় ॥
 মায়াধারী হেতু তুমি কোন্ মহাজন ।
 হাসিতে হাসিতে তখন কহেন নারায়ণ ॥
 শুন ভঞ্জে আমি হই ধর্ম অবতার ।
 তবে প্রভু অভিলাষে পাঠালে সংসার ॥
 এত বলি কান্দে রামা কপালে হানে কর ।
 পরিচয়ে প্রভু বুঝি ব্রহ্ম পরাংপর ॥
 পরম পীড়িত রামা সঙ্কপিত গা ।
 সন্ধ্যাতরে সজ্জননয়নে ধরে পা ॥
 অভাগিনী পাপিনী প্রমাদে কর পার ।
 তবে প্রভু নিজরূপ দেখাও একবার ॥
 দেবতা হইয়ে যাই মনুষ্য হইতে ।
 নিজরূপ একবার দেখাও সাক্ষাতে ॥
 শুনিয়া ভক্তের কথা দেব নারায়ণ ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গরুড়বাহন ॥
 শারদজলদকচি শুভকচি সার ।
 শোভাময় সংসার শরীর অঙ্ককার ॥
 পীতাম্বর পরণে প্রসার সৌদামিনী ।
 কনক-নুপুর পায় হুমধুর ধ্বনি ॥

লম্বিত মন্দারমালা গলে পায় শোভা ।
 দেবাসুর ধোগীজ্ঞ মুনীজ্ঞ মনোলোভা ॥
 বিশ্বয়ে বিশ্বল চিত্ত সত্যবতী সতী ।
 মহী অঙ্গ গতাক্র চরণে করে নতি ॥
 গলগল বসন নয়নে ঝরে নীর ।
 করপুটে স্তুতি করে হইয়ে অস্থির ॥
 দেখিয়ে গোবিন্দরূপ ঘোড়করে কয় ।
 নিদারুণ শাপ কেন দিলে মহাশয় ॥
 শাপান্ত একান্ত কর ককণা করিয়ে ।
 এত বলি কান্দে রামা চরণে ধরিয়ে ॥
 দেবতা হইয়ে আমরা মনুষ্য হইব ।
 কহ প্রভু তোমার দেখা কত দিনে পাব ।
 ঠাকুর বলেন বাছা শাপ নহে লীন ।
 জ্ঞান না আমার বাক্য পাষণের চিন ॥
 অবশ মানবী হয়ে যাইবে সংসার ।
 তোমা হইতে হবে ধর্মপূজার প্রচার ॥
 সদাকাল সদয় সংহতি রব আমি ।
 আবার চাঁপায়ে মোর দেখা পাবে তুমি ।
 এত বলি ঠাকুর হইলা অন্তর্দান ।
 সেই ক্ষণে সত্যবতী তমুজিলা পরাণ ॥
 সেই দিন জয়াবতী ঋতুমান করে ।
 সত্যবতী জন্ম লইল তাহার উদরে ॥
 দশ মাস দশ দিন রহে গর্ভবাসে ।
 ভূমিষ্ঠ হইল রঞ্জা উত্তম দিবসে ॥
 পাঁচ দিনে পাঁচুটি করিল রাজরাণী ।
 ছয় দিনে ষষ্টিপূজা নানা জব্য আনি ॥
 দিনে দিনে বাড়ে বাল্য স্মৃতিকার শালে
 সাত মাসে ভোজন স্নানিল কুতূহলে ॥
 চরণে নুপুর দিল কটিতে কিঙ্কিনী ।
 বাজুবন্ধ বলয়-ভূষিত রত্নমণি ॥
 নীলাক্ষর পরণে চলনে চারু গতি ।
 উপমায় অস্তায় মরাল যুগপতি ॥
 কুঙ্কিত কুন্তলপাশ মধুরহাসিনী ।
 উপমিত সঘর-সুদন-সম্মোহিনী ॥

কল্পা দেখি বেগুণায় আছাদ অন্তর ।
 রঞ্জাবতী নাম রাখিলেন অতঃপর ॥
 রঞ্জাবতী জনমি রহিল বাপঘরে ।
 সৃষ্টির পত্তন সাজ হইল এত দূরে ॥
 অনাদ্যমঙ্গল গীত পরমপাবন ।
 পাপ তাপ নরক শ্রবণে নিবারণ ॥

সমাদরে শুনিলে সকল বাহা পূরে ।
 ধন হৃত লক্ষ্মীলাভ সংসার ভিতরে ॥
 হরি হরি বল সত্তে ধর্মের সভায় ।
 শ্রীধর্মসঙ্গীত কবি রামদাস গায় ॥

দ্বিতীয় কাণ্ড

আগু ঢেকুর পালা

প্রথমহ পরাংপর পরম ঠাকুর ।
 যার নামে অশেষ আপদ যায় দূর ॥
 সমাদরে শুন সত্তে শ্রীধর্মসঙ্গীত ।
 বিবিধ পাতক খণ্ডে মানী সন্তীত ॥
 ধর্মপাল ধার্মিক ধরনী অধিপতি ।
 মহারাজ গৌড়েশ্বর তাঁহার সন্ততি ॥
 গুণে গুণবস্ত ভূপ ধর্মোত্তে তৎপর ।
 পরস বৈষ্ণব রাজ্য শৌর্য্যে শূরবর ॥
 শিষ্ট হুই দুর্জয়-দুর্জয়-দুর্জয়দাতা ।
 যথারীতি প্রজার পালন্যর জ্ঞাতা ॥
 কত কব অশেষ বিশেষ সাধু গুণ ।
 পরমপণ্ডিত রাজ্য প্রতাপে আশুন ॥
 মহাপাণ্ড মাউদিয়া মোহহতে জটিল ।
 থলবুদ্ধি দুরাচার দুর্বল কুটিল ॥
 নিকট সহস্র অতি ভূপতির শালা ।
 জীবড় ছেবড় বড় জানে নানা ছালা ॥
 নামে যাজ বসে রাজ্য রত্নসিংহাসনে ।
 মাউদার হকুম হুসার সর্বকণে ॥

অত্যাচার অতিশয় বিচার বিষম ।
 প্রজাদের পরিচয়ে কালান্তক বম ॥
 সোমঘোষ গোয়ালা গোউড়দেশে ঘর ।
 বাকী তার হৈল অনেক রাজকর ॥
 পঞ্চাশ কাহন দেয় সাত কাহন বাকী ।
 মাউদিয়া জানিল কাগজখানা দেখি ॥
 পাজ বলে সোমঘোষ খাজনা নাঞি দেয় ।
 শুনিয়া কোটাল তারে খাঙ্কা মেরে লয় ॥
 খাঙ্কা মেরে কোটাল লইল দড়বড়ি ।
 সোমঘোষ গোয়ালার পায়ে দিল বেড়ি ॥
 এইরূপে বন্দী রয় এগার বছর ।
 অন্ন বস্ত্র সোমঘোষ মাগে ঘরে ঘর ॥
 তৈল হল কর্পূর লবণ হল হীরা ।
 পরিধেয় বস্ত্র হল গুণা দশ গিরা ॥
 অনাদিপদারবিন্দ ভাবিয়া কেবল ।
 রামদাস বিরচিত অনাদিমঙ্গল ॥

একদিন নরনার শিকারে সাজিয়ে যায়
 বেড়ে খায় চতুরঙ্গ দল ।
 তাজি বাজি গজরাজ যুগিত মোহন সাজ
 রাউত মাহত বীরবল ॥
 সিপাই সর্দার আর কেহ সাদি আসোয়ার
 অবতার শমন যেমন ।
 একাকার দলবল ঘোরতর কোলাহল
 জল স্থল চাপিয়া চলন ॥
 দামামা দগড় কাড়া জোরে বাজে শিকারী কাড়া
 সাড়া শুনি সশঙ্ক সকল ।
 নিশান নির্ণয় নাঞি চারি দিকে দেখ চাই
 নীল পীত পিঙ্গল ধবল ॥
 পাত্র মিত্র বার-ভূঞা বাজিবরে মাউদিয়া
 মাতঙ্গে আপনি গোড়েধর ।
 হেন কালে রাজগণে সাংকাত ঘোষের সনে
 সেই কণে ডাকিল সওয়ার ॥
 মাহদা মুচকে হাসে দশা দেখে রাজা ভাষে
 কহ বন্দী কোন্ দেশে বাড়ী ।
 কি নাম তোমার কহ পিতৃ পরিচয় দেহ
 কোন্ দোষে গলে তোর দড়ি ॥
 সোমঘোষ এত শুনি নয়নে গলিত পানি
 পুটপানি কয় সবিশেষ ।
 সপ্ত পুরুষে মাটি গোউড় আমার বাটী
 কাহ্ন ঘোষ পিতা বয়ঃশেষ ॥
 তার পুত্র সোমঘোষ পাত্র হেন করে রোষ
 বিনা দোষে এত অবিচার ।
 বাড়ী ছাড়া বহু দিন ছেলে মেয়ে অন্নহীন
 লণ্ডভণ্ড হইল সংসার ॥
 বুকেতে হানিয়ে কর কান্দে গোপ উচ্চস্বর
 ধর ধর কম্পিত শরীর ।
 ক্রীধাশ্রবণ ভাবি পায় রামদাস কবি
 গুরুপদে ছয়াইয়া শির ॥*

দেখে শুনে দারুণ হৃদয় গোয়ালার ।
 কুপিয়া করিল ভূপ পায়ে তিরস্কার ॥
 এ নহে উচিত ভাই প্রজার পালন ।
 কুটুখ বলিয়ে তোমায় না হল পীড়ন ॥
 এত বলি ভূপতি ঘোষের হলেন সহ ।
 সংহতি করিয়ে লইল ঢাল খাণ্ডা বহা ॥
 যুগয়া করিয়ে রাজা আইলা রাজপাটে ।
 ভূপতির সঙ্গে ঘোষ বসিলা নিকটে ॥
 আদরে অম্বরে স্থান দিলেন রাজন ।
 পোয়ের সমান স্নেহে করিল পালন ॥
 দিনে দিনে সমধিক বাড়িল সম্মান ।
 মাউদার মর্যাদা হইল সমাধান ॥
 সাথে সাথে রাজার সর্বদা যুক্তিদাতা ।
 পাত্রের অন্তরে জলে নিত্য নব ব্যথা ॥
 বিরলে বিরস মনে করে নানা যুক্তি ।
 কেমনে পাইব পুন ভূপতির ভক্তি ॥
 বারভূঞা লয়া পাত্র করে দয়বীর ।
 মহারাজ হয়ে কেন কর অবিচার ॥
 গোয়ালার ধিয়ান ভূপ তব প্রাণনিধি ।
 নীচ জনে এত মান ভেড়ই অবিধি ॥
 গোয়ালার কুটুখ লয়ে থাকুন ভূপতি ।
 গোড় দেশ ছাড়ি করি অস্ত্র বসতি ॥

এগার দিবস যোর পেটে অন্ন নাই ।
 নিদারুণ বন্ধনে দারুণ কষ্ট পাই ॥
 এত শুনি মহারাজার দয়া উপজিল ।
 লোহার ডাকিয়া বেড়ি ডাকিয়া বে দিল ॥
 পায় হোতে ভূপতি উত্তরে দিল রেড়া ।
 ইলেক করেন আরো ঢাল আর খাঁড়া ॥
 আশ্রি হইতে হইলে তুমি আমার শিকারী ।
 এত বলি ফিরে আসে আপনায় বাড়ী ॥
 সেই হইতে গোয়ালার হৃৎপদে গেল দূর ।
 রাজার নিকটে থাকে বচন বধুর ॥
 অম্বরে রাখিল তারে পৌড়ের রাজন ।
 পুত্রের অধিক ভারে করিল পালন ॥

* মৌখিক গানে এইরূপ পাঠান্তর আছে,—

এইরূপ মাউদা বলিয়া বাক্য কত ।
 মহারাজে করিল বিদায়-দণ্ডবত ॥
 রাজা কহে মহাপাত্র ত্যজ বৃথা রোষ ।
 ঢেকুরে পাঠাব কালি পুত্র সোম ঘোষ ॥
 এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে ।
 ভাল হইল পাপ দূর হইল এত দিনে ॥
 ভূপতি ঘোষেরে ডাকি কহেন বারতা ।
 আর বাছা তিষ্ঠান উচিত নয় এথা ॥
 কর্ণসেন বিশেষ বান্ধব তিহী বড় ।
 মণ্ডল হইয়ে বাহ অজয়ের গড় ॥
 অজয় ঢেকুরে গিয়া কর ঠাকুরাল ।
 বচ্ছরে বচ্ছরে বাছা পাঠাবে ইরসাল ॥
 কাল বুঝে গৌড়তে করিবে অবতার ।
 কীর খণ্ড ছানা দধি পাঠাবে দশ ভার ॥
 আসিতে বাইতে কত না করিবে হেলা ।
 সংসারেতে সুখ দুঃখ বিধাতার খেলা ॥
 অজয় গঙ্গার কূল গ্রাম উসাবর ।
 তাহার দক্ষিণে দেখ অজয় ঢেকুর ॥
 কর্ণসেন আছেন আমার বড় ভাই ।
 দুই জনে অধিকারী হইল এক ঠাকুর ॥
 আমাকে যেমন ভাব তাহাকে ভাবিবে ।
 তিন সন্ধ্যা আপনি তাহার তত্ত্ব লবে ॥
 কুলীন পণ্ডিত দেখি রাখিবে স্নান ॥
 ধর্ম্মভে প্রজালোকের করিবে পালন ॥
 যুধিষ্ঠির স্বর্গে গেলেন ধর্ম্মমত হতে ।
 বৈশম্পায়ন ইহা লিখিল ভাষ্যেতে ॥
 ঘোষে দিল সরবন্ধ সেবা শাল জোড়া ।
 শিরোপাশ্রয় দিল খুব তাজী ঘোড়া ॥
 সংহতি সহায় শত পদাতি জুঝক ।
 সেই করি পরোয়ানা দিল রাজা গুরু ॥
 পরিবায় পরম আদরে দিল রায় ।
 নতি স্তুতি করে ঘোষ হইল বিদায় ॥
 অতঃপর শুভযাত্রা করিল গোয়াল ।
 পরিজন সজ্জন সংহতি চাপি দোলা ॥

শ্বেত পীত পিঙ্গল পতাকা উড়ে বার ।
 স্বদেশ বিদেশ কত এড়াইয়ে বার ॥
 কত পথে সরাই সরিৎ হয়ে পার ।
 দিব্যশেষ উত্তরিল অজয়ের ধার ॥
 জোয়ার গিয়াছে ভাটা হইয়াছে তড় ।
 পার হয়ে পায়ে পার অজয়ের গড় ॥
 কর্ণসেন শুনিয়ে আদরে নিল ঘোষে ।
 অধিকার নির্দেশ দিলেন সুপদেশে ॥
 কিছু কাল অজালবিহীন করে বাস ।
 অনাস্তমঙ্গল গীত গাইল রামদাস ॥

শ্রামরূপা আপনি ইচ্ছায়ে অমূল্য ।
 গড় কেটে দেয় গোপ দেবীর দেউল ॥
 শিবীর দেবক বড় গোয়াল ইছাই ।
 একান্ত অন্তরে পূজে দেবী মহামারি ॥
 শয়নে স্বপনে তার ভোজনে গমনে ।
 কেবল ধ্যান করে চণ্ডিকাচরণে ॥
 দুর্গা পূজা বিনে ঘোষ জল নাঞ্চি খায় ।
 একান্ত ভাবনা করে ভবানীর পায় ॥
 কৃষ্ণ পক্ষ অমানিশা ঘোর অন্ধকার ।
 তাহাতে পাইল যোগ রবিসুত বার ॥
 দেবী পূজা করিবারে করিয়া বাসনা ।
 সাজায় সামগ্রী সাজ উপচার নানা ॥
 শর্করা সহিত ছানা কীর চাঁপাকলা ।
 ধূপধূনা পরিপাটি আলিল পাঞ্জলা ॥
 মন্ত্রপুত জবাদল দেয় দেবীর পায় ।
 অজা মেঘ মহিষ বলি মাছবের ছায় ॥
 গলে বাস পুটপাণি হৃদয়ে করে ধ্যান ।
 শুব করে ইছাই উল্লাসমুক্ত প্রাণ ॥
 ভগবতি ভবানি ভয়বিনাশিনি মা ।
 উদ্ধারের মূল উমা ভোর রাজা পা ॥
 ইচ্ছাময়ি ঈশানি ইচ্ছায়ে কর দয়া ।
 চণ্ডীরূপা চণ্ডিকে চামুণ্ডা মহামারি ॥

দুর্গতিনাশিনি দেবি দেবের জননি ।
 নিস্তারকারিণি নম নিগুপ্ত-নাশিনি ॥
 মন্ত্ৰের অধীন বলে সকল দেবতা ।
 সদয়া হইয়া দেবী চইল উপনীতা ॥
 দেখা দিয়ে দ্বৈতী আপনি নিল কোলে ।
 মুছিল বদনচাঁদ নেতের আঁকলে ॥
 বরদা হইয়ে বলে তুমি হবে রাজা ।
 ইছাই কয় বারেক হেরিব দশভূজা ॥
 এত যদি নিবেদিল ইছাই গোয়ালা ।
 দশভূজা হইল চণ্ডী শ্রীপৰ্ব্বমঙ্গলা ॥
 ডানি পদ সিংহের উপরে সুশোভিত ।
 মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কিক্ৰিত ॥
 শোভা করে দক্ষিণে কমলা গজানন ।
 সৰ্ব্ব শোভে সরস্বতী ময়ূরবাহন ॥
 অসিফলা নাগ শূল ধনু ধর শর ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে দশ কর ॥
 দশভূজা হইল চণ্ডী ইছাই গোচর ।
 রূপ হেরে বলে ইছাই সখর সখর ॥
 ইছাই ঘোষ পড়িল দেবীর পদতলে ।
 আশঙ্কাজ্ঞি ভগবতী ইছায়ে নিল কোলে ॥
 ভবানী বলেন শুন ইছাই কুমার ।
 আমা হইতে রাজা তুমি ঢেকুর ভিতর ॥
 তোমাতে দিলেম ছায়া রাজদণ্ড ছাতা ।
 তোমাতে জিনিতে নারে শকর বিধাতা ॥
 শুন রে ইছাই তোরে বলে যাই দড় ।
 কার্তিক গণেশ হতে তুমি মোর বড় ॥
 এত শুনে ইছাই ঘোষ জুড়ে ছই কর ।
 কহিবারে লাগিল দেবীর বরাবর ॥
 তুমি মোরে দিবে যাও রাজদণ্ড ছাতা ।
 আমার উপরে আছে গোড়ের মাছাতা ॥
 যদি আমি দিব নাঞি রাজার ইরসাল ।
 পরিণামে বাড়িবেক বিধম অজ্ঞান ॥
 মণ্ডল হইয়ে বাদ ভূপতির সনে ।
 পতক পতন যেন যজ্ঞের আগুনে ॥

ভূজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে ।
 জিনিবে পতক হয়ে মাতল প্রচুরে ॥
 ককট হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল ।
 ইন্দুর হইয়া কোথা জিনেছে বিড়াল ॥
 সাগুর কি হ'রে লয় ফণি-মাথার মণি ।
 অসম্ভব কথা কেন বল নারায়ণি ॥
 এত যদি বলে ঘোষ দেবীর সমক্ষে ।
 ভবানী বলেন বাপু তোর ভয় কাকে ॥
 নিশ্চিন্ত হইয়ে বাপ কর ঠাকুরাল ।
 রাজা সহ সময়ে ধরিব খাঁড়া ঢাল ॥
 স্বরপতি তোমার সমক্ষে নহে স্থির ।
 কোন ছার বারভূঞা কত বড় বীর ॥
 ইছাই বলেন মাগো মন নহে স্থির ।
 অরি হেরে বাড়ে যেন অজয়ের নীর ॥
 আর এক ভাবনা সর্বদা পড়ে মনে ।
 মরণ না হয় যেন তোমার খাঁড়া বিনে ॥
 মা হয়ে বেটার মাথা যদি কাট মা ।
 মরিয়া মায়ের পাব ঐ রাজা পা ॥
 এত শুনি ভবানী বলেন আরবার ।
 এমন কথা কইলে ঐনে ঘোষের কুমার ॥
 তোমার মরণ বাছা না হবে এখন ।
 অবনীতে না আসে যবে বস্ত্রপনন্দন ॥
 যত কাল নাঞি হবে লাউসেন অবতার ।
 তত কাল ঢেকুরে তোমার অধিকার ॥
 ইছাই বলিল তার আছে বহু কাল ।
 ঢেকুরেতে কিছু কাল করি ঠাকুরাল ॥
 এইরূপ বাহিত্ত বিবিধ দিয়ে বর ।
 অন্তর্ধান হয়ে গেলা কৈলাসনগর ॥
 দেবীর কৃপায় গোপ পরম প্রবল ।
 রামদাস বিরচিত অনাদিমঙ্গল ॥

দিনে দিনে প্রতাপ বাড়িল গোয়ালার ।
 গড়ের পত্তন করে অতি পরসার ॥

ইছাই সাক্ষাৎ শ্রামা পূজে নিরন্তর ।
 মাউদা পাত্তর লয়ে শুনহ উত্তর ॥
 সন্ধিকাৎ হইল পাত্ত কালান্তক সম ।
 পনের কাঠায় কুড়া বাণ কাঠা কম ॥
 পাইকেন জমিকে মাণে কোণে কোণে দড়ি ।
 বেতন বেরাজ করি পাইকে চায় কোড়ি ॥
 বকেয়া আদায় করে নহে কম কড়া ।
 স্তম্ভ রক্ষা বাদ নাঞি স্তম্ভের স্তম্ভ দেড়া ॥
 প্রমাদ শুনিয় পালা পলাইয়ে জায় ।
 ধন জন আটকি সর্বত্র কাড়ি লয় ॥
 আশ্রয়ে অধিক কষ্ট পলায়নে দুখ ।
 দুঃখ সয়ে রয় কেউ ভাবে পরে স্থখ ॥
 বিমুখ বিধাতা যারে বিদেশ পলায় ।
 স্বদেশের মায়া মোহ পাসরিয়া যায় ॥
 শুনিল অজয় গড় সর্বদা বিজয় ।
 অভিনব পুস্তন পরম স্বধোদয় ॥
 কানন কাটিয়ে করে পসার চতুর ।
 বিনা করে বিদেশী যাইয়ে করে ঘর ॥
 ঘর ভিটা করে দেয় পুষ্পেণের পেশা ।
 যথাযোগ্য সম্মান সাদরে বেশভূষা ॥
 উপদ্রব অশেষ পাইয়ে দুঃখ শোক ।
 উদ্ধাড়িয়ে উঠে যায় রমতির লোক ॥
 ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য তামুলি তেলী তাঁতি ।
 সঙ্গোপ পল্লব গোপ কৈবর্ত বাইতি ॥
 পলায় যতেক জাতি গণিতে অপার ।
 গড়ে গিয়ে হইল বসতি সবাকার ॥
 মোগল পাঠান যত মিরজাদা মিঞা ।
 মর্যাদা পাইল বড় ঢেকুরেতে গিয়া ॥
 লোহাটা বজ্রের নাম রক্তিমিতে ঘর ।
 পাড়াগুচ্ছ পলাইল ঢেকুর নগর ॥
 রক্ষক তক্ষক সম গড়েতে করে থানা ।
 শত কুড়া জমি একোজন্যর মাহিনা ॥
 লোহাটা বজ্রের শূর সহর কোটাল ।
 দিবস যামিনী বুলে হাতে খাঁড়া ঢাল ॥

পাহারা পাণ্ডিত্য বড় চণ্ডাল দুরন্ত ।
 দেব-অরি যেমন অহর বলবন্ত ॥
 দিনে দিনে প্রবল প্রতাপে বাড়ে ঘোষ ।
 ভজনে ভবানী তারে সদাই সন্তোষ ॥
 নিরন্তর সেবা করে বিশালার পা ।
 নিত্য বলিদান দেয় মাহুঘের ছা ॥
 পরিপাটি চণ্ডিকা পূজার আয়োজন ।
 কথায় কঠিন বড় কহিতে বিবরণ ॥
 ইছাই বলিল পূজার আন উপচার ।
 দশ বিশ যত পাণ্ড বালক কুমার ॥
 অজ্ঞা মেঘ মহিষ আন নাহি যার সংখ্যা ।
 মাঘের চরণে আজ দিব রক্তগঙ্গা ॥
 এত শুনি চণ্ডাল সব উঠাইল পাশ ।
 করিল পয়ান সব ধরিতে ছাবাল ॥
 সারাদিন কাটায় বসিয়ে ঘাটে বাটে ।
 না পাইয়ে নিশিঘোরের ঘোরে সিঁদ কেটে ॥
 হাপুতির বাচ্ছার ধরিয়ে দুটি পায় ।
 চুরি করে নিয়ে গেল টের নাঞি পায় ॥
 এইরূপে শ্রামার সেবায় দশ শিশু ।
 দেবীর দেউলে আনি উপনীত আশু ॥
 বলিদান দিল ঘোষ মঙ্গল বিধানে ।
 রাঙাল নরের রক্তে চণ্ডিকাচরণে ॥
 পরিতুষ্ট হয়ে চণ্ডী ছাড়িল কৈলাস ।
 বরদা হইয়ে বলে কোন্ অভিলাষ ॥
 মাঘে পোষে বসিয়ে বিরলে হয় কথা ।
 ভবানী বলেন বাপ শুনরে বারতা ॥
 সাধ নাঞি পুনশ্চ কৈলাসে আর যাই ।
 তোর পূজা মনে পড়ে বাপুরে সদাই ॥
 পাট হতে প্রতাপে সেনেয়ে কর দূর ।
 কালি রাজা হও তুমি অজয় ঢেকুর ॥
 করপুটে কম ঘোষ ভরসা রাঙা পা ।
 পাষাণের রেখ মা তোমার মুখের রা ॥
 বর দিয়ে অভয়া হইল অন্তর্দান ।
 উদয় দিবসমুখ নিশি অবসান ॥

অনাদিমঙ্গল গীত স্থধারসধার ।
রামদাস ভণে ভক্ত পিয় অনিবার ॥

ছাওয়াল না দেখে লোক কান্দে উচ্চস্বরে ।
কোন কালে নাই শুনি ছেলে যায় চোরে ॥
কপালে হানিয়ে কর কান্দে বাপ মায় ।
পুত্রশোক তুল্য ব্যথা না আছে ধরায় ॥
দেবী পূজা করে কাটি মাহুসের পুত ।
এদেশে রাক্ষস হল আপনি ক্রীযুত ॥
কর্ণসেন শুনিল এ সব সমাচার ।
বদনে না সরে বাণী হইল চমৎকার ॥
দেবী যারে সদয়া সে জন কারে ভরে ।
দেবাসুর যক্ষ রক্ষ নাগ পক্ষ নরে ॥
দিনে দিনে রাজার দোহাই হল দূর ।
রাজপাটে বসে গিয়ে সাক্ষাৎ অসুর ॥
কর্ণসেন ভাবিল বিপত্তি হইল বড় ।
শিলাবতী সহিত স্মৃষ্টি করে দড় ॥
ছেলে লয়ে দেশ ছেড়ে গৌড় চল যাই ।
মহা বলবন্ত হল গোয়ালী ইছাই ॥
আপনার তুল্য নয় কি করিব বাদ ।
প্রাণ লয়ে শেষে কেন ঘটবে প্রমাদ ॥
ছয় বেটা সহিত সুরূপা বধু ছয় ।
গৌড়পথে গমন অস্তরে গুরু ভয় ॥
বলবন্ত ছরস্ত দান্তিক বড় বেটা ।
মারুপথে কি জানি ঘটায় ঘোর লেঠা ॥
গুরুগতি গমন গোপন গনে যায় ।
কত দেশ এড়ায়ে গউড় গিয়ে পায় ॥
রাজার মন্দিরে রাধি নিজ পরিবার ।
উপনীত হইল সেন রাজদরবার ॥
পায়ে মিত্র বেষ্টিত সন্মত সাধু কবি ।
সাক্ষাৎ ক্রীযুত যেন দ্বিধামের রবি ॥
সম্মুখে পণ্ডিত পড়ে ব্রত উপাখ্যান ।
সভাসদ সহ শুনে ভারতপুরাণ ॥

যেই কালে ব্রজাসুর হইল প্রবল ।
রণে হেরে পলায়ে গেলেন আখণ্ডল ॥
ইজ্ঞপদ অধিকার করিল অসুর ।
স্বর্গ ছেড়ে সভয়ে পলায় যত সুর ॥
হেন কালে বন্দনা করিল কর্ণসেন ।
রাজা বলে কহ বন্ধু হেন দশা কেন ॥
কর্ণসেন শোকাকুল সঙ্কল্পিত রা ।
নয়নে গলিত ধারা ললাটে হানে ঘা ॥
কি কব দুঃখের কথা পুড়েছে কপাল ।
গোয়ালী হইতে গেল মোর ঠাকুরাল ॥
সোমঘোষনন্দন ইছাই নাম ধরে ।
হয়েছে প্রবল বড় বিশালার বরে ॥
পাট নিল জিনিয়া আমারে কৈল দূর ।
আজ হইতে স্বতন্ত্র অজয় ঢেকুর ॥
না মানে হুকুম তোমার না মানে দোহাই ।
মাহুস কাটিয়ে পুজি দেবী মহামাই ॥
এত শুনি মাউদিয়া দেয় হাতনাড়া ।
বাপ হয়ে বেটার রণে ধর ঢাল খাঁড়া ॥
গোয়ালী হইল পুত্র ভূমি হলে বাপ ।
সামাল এবার রাজা বাইরাল সাপ ॥
জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর ।
কুকুরে আদরে উঠে মাথার উপর ॥
এত শুনি ভূপতি দশনে ওষ্ঠ চাপে ।
মার মার করিয়ে উঠিল বীরদাপে ॥
আপনি সাজিতে যান রাজা গৌড়েশ্বর ।
হেন কালে মহাপাত্র কহে ষোড়শর ॥
পরমুখে কোন্দল করিতে কেন যাব ।
আজ্ঞা কর আপনি উকিল পাঠাইব ॥
পাঁতি পাঠাইয়ে আগে বুঝি তার মতি ।
মনাসিব পশ্চাতে করিব দুর্গতি ॥
সানা হয়ে জাকু জাকু তাই গলাধর ।
সায় দিল সভার সহিত গোড়েশ্বর ॥
ভাটরায় হইলেন ঢেকুরের সানা ।
চলিল চাপিয়ে দোলা আনিতে ঝাঞ্জনী ॥

স্বপ্ন শয়নে ভট্ট ঢালিয়া দিল গা ।
 দুই পাশে পড়ে কত চামরের বা ॥
 নিসান নাগারা চলে পদাতি পাইক ।
 সঙ্গে চলে সহায় সিপাই শতাধিক ॥
 কত পথে সরাই সরিৎ হইয়ে পার ।
 অবশেষে উপনীত অজয়ের ধার ॥
 হরিতে তরণীঘোষে তরিল অজয় ।
 সমাদরে সোমঘোষে আগু হয়ে লয় ॥
 পড়িল সিংহচক্র ভট্ট রায়বার ।
 গোমঘোষ শুনে যত ভট্টের কায়বার ॥
 রদ করি রাজার জুম হইলে রাজা ।
 জান নাই ইহার উচিত পাবে সাজা ॥
 শেষ বয়ঃ বাঁচিতে বাসনা যদি মনে ।
 মাথায় করিয়ে কর চল রাজধানী ॥
 হৃদে মূলে বেবাক বকেয়া দিবে লেখা ।
 এই দণ্ডে কর কর্ণদেন সনে দেখা ॥
 শুনি নাকি বলবন্ত তনয় তোমার ।
 কি ছার বড়াই তার সে বা কোন ছার ॥
 অনলে পতঙ্গ যেমন পুড়ে হয় ছাই ।
 সেইরূপে হবে ধ্বংস সশেষে ইছাই ॥
 পূর্বাপর পরিণাম কহিলাম তোমা ।
 বুঝিয়ে উচিত ঘোষ হও শীঘ্রকামা ॥
 এত শুনি সোমঘোষ করিয়ে প্রণতি ।
 জটরায়ে কর কিছু বিনয় ভায়তী ॥
 ঘাটি মাগি রাজার চরণে লক্ষ বার ।
 অবোধ তনয় আমার জানিবে সর্বকাল ॥
 কিন্তু এক বারতা কহিএ রাখা ভাল ।
 জানিলে রাজার লোক বাড়াবে জ্ঞান ॥
 অতএব গোপতে দিব বেবাক খাজনা ।
 শুধালে কখন বেন না কহিও সানা ॥
 বড় সে দ্রবন্ত ছেলে কি জানি কি করে ।
 রাজপথ ছাড়্যা যাবে গুপ্ত গন ধরে ॥
 হাঁসারে হিসাবে দিল রাজার প্রাণ্য কর ।
 মাথায় করিয়া লইল যতেক কিঙ্কর ॥

কোন ছার গোমালা ভাবিয়া ভট্টরায় ।
 দেমাকে দোলায় চেপে রাজগনে যায় ॥
 ডিগ্ ডিগ্ শব্দে কাড়ায় পড়ে কাটি ।
 কুড়ি হাত কৈপে গেল অজয়ের মাটি ॥
 হেন কালে শিকার সারিয়া ইছা পূর ।
 স্বগণ সংহতি পশে আপনার পুর ॥
 দেখিল রাজার লোক যায় অহকারে ।
 কবিয়া ইছাই ঘোষ কহিল লঙ্করে ॥
 ডরে কাঁপে বাহুকি বক্শ মেঘবান ।
 কোন বেটা ঢেকুরেতে ধরিল নিশান ॥
 অহুমানে বুঝি লয়ে যায় রাজকর ।
 সমুচিত দিব শাস্তি আগে গিয়ে ধর ॥
 মার মার মহারবে খাইল চণ্ডাল ।
 বাখা দিয়া বেড়িয়া দাঁড়াল জমকাল ॥
 ধুমধাম শব্দে পড়িল ঠেঙা লাঠি ।
 চড় চাপড় কত কিলের পরিপাটি ॥
 ভাটরায়ে কাছি দিয়া বাঁধে প্যাঁচমোড়া ।
 খাকা যেয়ে দেয় কত বন্ধুকের ছড়া ॥
 খাকা যেয়ে লয় কেহ গড়ের ভিতর ।
 ভাণ্ডারজাত করিল যতেক রাজকর ॥
 ভাটের মুড়ায় মাখা অজয়ের কূলে ।
 গাখা খচোরের মুতে ভিজাইল চূলে ॥
 বলিতে কহিতে বড় বেড়্যা গেল রাগ ।
 দুটি গালে তুলে দিল নরুণের দাগ ॥
 ডানি গালে কালি দিল বাম গালে চুন ।
 ভাটরায় ছুখানলে জ্বলিল দ্বিগুণ ॥
 সোমঘোষ দেখিয়া ভাটের দুর্গতি ।
 খেদে বলে ইছাইরে তুই মূর্থ অতি ॥
 উকিলের অপমান রাজার সঙ্গে বাদ ।
 আমার জীবনে বুঝি নাঞি কোন সাধ ॥
 উকিল ঈশ্বর তুল্য ইথে নাঞি আন ।
 কোন সাহসে করিয়াছ উকিলের অপমান ॥
 জামা জুতা দিয়া তুমি ভাটেরে কর কণ ।
 দরবারে গিয়া জেন করএ পৌরষ ॥

বাণের বচন শুনি গোয়াল ইছাই ।
 ভাটকে দিলেন ছেঁড়া পুরাণ কাবাই ॥
 এনে দিল জামা তার শত ঠাণ্ডি ছেঁড়া ।
 ডানি চক্ষু কাণা তার এনে দিল ঘোড়া ॥
 ভয়ে ভয়ে বিদায় হইল ভট্টরায় ।
 সংহতি সকল সঙ্গী হেঁটমুখে যায় ॥
 পলাইয়া যায় ভাট ফিরে ফিরে চায় ।
 দারুণ ইছাই পাছে পুন সঙ্গে ধায় ॥
 গুরুগতি গমনে পাইল গোড় দেশ ।
 দরবারে যায় ভাট লইয়া সন্দেশ ॥
 পাজ বলে মহারাজ দেখ দৃষ্টি দিয়ে ।
 ওই বুঝি ভাট আসে খাজনা লইয়ে ॥
 তর্কাতর্কি তুরিতে পাইল দরবারে ।
 শিরে হাত দিয়া ভাট কান্দে উচ্চস্বরে ॥
 অস্ত্রের কাজেতে গেলে ঘোড়াঝোড়া পাই ।
 আপনার কাজে গিয়া চড় লাখি খাই ॥
 সোমঘোষ রাজকর হিসাবিয়ে দিল ।
 তার বেটা ইছাই সকল লুঠা নিল ॥
 বিধিমত বিস্তর করিল অপমান ।
 হয় নয় দেখে রাজা দশা বর্তমান ॥
 কত শত দুর্কাক্য বলিল তোমা দুই ।
 এত শুনি ভূপতি অনল প্রায় উক ॥
 তখনই হইল স্বরা সাজিতে লঙ্ঘর ।
 পাজ বলে আমি যাই রও গৌড়েশ্বর ॥
 কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি ।
 চুলে ধরে চরণে লুঠাব সেই পাজি ॥
 নখে ছিণ্ডে লোহাটার মস্তক দিব ভেট ।
 রাজা বলে তথাস্ত না হও জেন হেট ॥
 ঘন ঘোর ষষ্ঠর সিঙের হইল সাড়া ।
 দামামা দগড় ঘন বাজে রণকাড়া ॥
 সাড়া শুনি সিপাই সর্দার সাজে স্বরা ।
 মির মিঞা যোগল পাঠান নাম জারা ॥
 ধাঙ্গুরী ফলকী পত্তি পাইক কোরিক ।
 রায়বেশে রাউত মাউত লক্ষাধিক ॥

বারভুঞা বীরবেশে বাহান্ত মণ্ডল ।
 ঘোল পাজ সাজে শূর রারত সকল ॥
 কর্ণসেন সাজিল আশায় বাকি বুক ।
 কর্ণসম সাজিল কর্ণের ছয় হুত ॥
 ঘোষের উপরে বড় পাজের আছে আড়ি ।
 করিবরে সাজিয়া চলিল দড়বড়ি ॥
 সোমরায় চতুরঙ্গ সাজে নব লক্ষ ।
 পক্ষ বল পশ্চাতে মিলিল রণদক্ষ ॥
 গুরুগতি গমন গজ্জন বীরদাপে ।
 চলিতে চরণ চারে বহুমতী কাঁপে ॥
 দামামা দগড় কাড়া বাজে রণ-উর ।
 মাতঙ্গে নাগারা বাজে ছুর ছুর ছুর ॥
 রণভেরী টমক থমক বাজে সিঁদা ।
 ভোঙ ভোঙ ভোরঙ্গা বৃন্দক থিলা থিলা ॥
 মেঘমালা কাদম্বিনী হাতীর চাপান ।
 অশ্বখের পাতা যেন বরোজের পান ॥
 ধাঁ ধাঁ শবদে বাজিছে বড় দামা ।
 বহু সৈন্তে সেজে এল মাউদার মামা ॥
 সাজিল সংগ্রামে স্বর্ণবস্ত্রী অসি করে ।
 রাজার জামাতা সার্বভৌমচাঁকিরা শিরে ॥
 গুড় গুড় দগড়ী দগড় জয়ঢাক ।
 রণভেরী কল্লোলে কর্ণে লাগে তাক ॥
 সাজিল হাসন বীর পারে দিয়ে মোজা ।
 বার শ গোলাম সঙ্গে তের শত খোজা ॥
 হকারে হাসন বীর ঘোড়া লয়ে ধায় ।
 দেবতা অহুর নর দেখিয়া ভরায় ॥
 বেগুয়ায় কোমর বাজে রাজার খণ্ডর ।
 সাত হাজার ঘোড়া তার লালবাচ্চা কুর ॥
 ভল্লকীর সাজিল ভবানী মহাশয় ।
 পার্কতীয় চাকনে যাহার কাঁড় বয় ॥
 সাজিল গোবিন্দ মল্ল পেঁড়োয় বার ঘর ।
 ধাকায় মহিষগুলা দেয় বমঘর ॥
 সিপাই সর্দার সাজে পর্কতের চূড়া ।
 ভগীরথ কোমর বাজে মাউদার খুড়া ॥

কাউরের সিপাই আইল নরসিংহ রায় ।
 রাজার দরবারে যার নাম লেখা যার ।
 ব্যুর ভূঞা কোমর বাঁধে রায়ত সকল ।
 খোল পাড় কোমর বাঁধে বাহাদুর মণ্ডল ॥
 মালক চালক মারে ভাগর হাঁকার ।
 ধমকে ধরণীপৃষ্ঠ হয়ে যার ফার ॥
 করি দক্ষ দেয় লক্ষ করে পরিক্রম ।
 ঘোর নাদ সিংহনাদ রিজন বিক্রম ॥
 শিরে টুপি দাড়ি বুপি মোগল পাঠান ।
 করী পিঠে কেহ উটে ছ হাতে কুপাণ ॥
 গজ গজ গভীর গরজে জগৎম্প ।
 সৈন্তগণ মালসাটে ঘন দেয় লক্ষ ॥
 দল সহ সাজে রাজা গউড়েশ্বর ।
 জিনিবারে চলিল ইছাই ধনুর্ধর ॥
 ব্যাপিল চরণধূলি গগনে ভূতলে ।
 একাকার বোজন জুড়িয়া ঠাট চলে ॥
 পক্ষ শব্দে গগনে মাতায়ে তুলে রাও ।
 তালে তালে বাহিনী উল্লাসে ফেলে পাও ॥
 পার হল ভৈরবী তরণী অহুকুল ।
 পাঁচ দিনে পায় গিয়ে অজয়ের কুল ॥
 পার হয়ে সরিষ পরশমাত্র জল ।
 উথলে সলিলরাশি জানি পরবল ॥
 কল কল তরঙ্গে জিপুট ফেনাময় ।
 ঘন ঘন আবর্ত দর্শনে গুরু ভয় ॥
 নিরুপায় হইয়ে মোকাম করে তীরে ।
 কত শত বেলদার বেপারী কর্ষ করে ॥
 উচু নীচু ভাঙ্গিয়া করিল পরিসর ।
 রাউটি কানাৎ কত পড়ে ধরে ধর ॥
 গুড় গুড় গভীর গরজে গুরু গোলা ।
 আতকে ইছাই পুকে শ্রীসর্বমঙ্গলা ॥
 ভামরুপা-চরণে লুটায় করে স্তুতি ।
 ভবভয়ভঞ্জন ভবানি ভগবতি ॥
 দানবদলনি হর্গে দুর্গভিনাশিনি ।
 জগতজননি দেবি বোগীর বন্দিনি ॥

যুধিষ্ঠিরের কজ্জা মাতা নকুলগৃহিণি ।
 সহদেবের মাতা তুমি বট ঠাকুরাণি ॥
 তারিণি তরলে আসি তরাও তুরিতে ।
 রক্ষ মা রক্ষিণি রক্ষে রাজার রণেতে ॥
 পরিতুষ্ট অভয়া সদয়া হয়ে কর ।
 কেন রে ইছাই তোর কারে এত ভয় ॥
 কটাক্ষে রাজার ঠাট উড়াইব তুলা ।
 রণসিদ্ধ তরাতে আপনি হব ভেলা ॥
 উপলক্ষ্য সমরে সাজিয়া চল ঝাট ।
 সংহতি সহায় হয়ে বিনাশিব ঠাট ॥
 ইছা কর জননি ভরসা রাঙা পা ।
 অপায় আমার কিবা থাকিতে তুমি মা ॥
 এত বলি ইছাই সাজিতে দিল স্বরা ।
 রণসিদ্ধা বাজে ঘোর দামামা নাগারা ॥
 চণ্ডবেশে সাজিল চণ্ডাল যত জন ।
 অভয়া ভাবিয়া বীর করিল সাজন ॥
 দুই দণ্ড রাজি যখন গগনমণ্ডলে ।
 দুর্গা দুর্গা স্মরিয়ে সব গুরুগতি চলে ॥
 হান হান হুকারি খাইল পক্ষবল ।
 সাড়া শুনি সত্তর হইল পরবল ॥
 পার হয়ে অজয় কটকে প্রবেশিল ।
 রামদাস কহে এবে অনর্থ বাড়িল ॥

ভাবিয়ে বিশালা খাইল গোয়াল
 ভজকালী যার সখা ।
 আইল ধনঞ্জয় হইল উদয়
 কুরুসৈন্তে দিল দেখা ॥
 লোহাটা বজ্র মাতঙ্গ উপর
 ফলক খেলায় বীর ।
 ঘন ঘোর ডাক মার মার হাঁক
 কাঁকে কাঁকে হানে তির ॥

বীর-ডাক ছাড়ে	চারি দিকে বেড়ে	উরিল। কালিকা	সঙ্গেতে নাযিকা
পদাতিরে ধর্যা কাটে ।		অষ্টভুজা হয়ে দেবী ।	
যত দল বল	পাঠান যোগল	দেবীর চরণ	করিয়ে স্বরণ
বেড়িল রাজার ঠাটে ॥		গায় রামদাস কবি ॥	
মাতলে চাপিয়া	যুঝে মাউদিয়া	— —	
বারভুঞা যুঝে রাজা ।			
সিপাই সর্দার	বলে মার মার	তরাসে তরল তলু খান্ধকী ইছাই ।	
রায়বেশে মহাতেজা ॥		রক্ষিণী সন্ধিনী সঙ্গে উরে মহামাই ॥	
যুঝে ফোরিকান	হাতে করি বাণ	খড়া শূল গদা চক্র শঙ্খ চাপ ঘোরা ।	
বীর সিপাই সর্দার ।		ভৈরবী ভীষণা ভীমা কেহ ভয়করা ॥	
রাউত মাউত	যত রাজপুত	কটমট কুটিল নয়ন এলো চুল ।	
* * * *		নবধন বরণ উজ্জল জবাবুল ॥	
ঘোড়া জেন তারা খসে ॥		লক্ লক্ রসনা বাসনা লোহ পান ।	
খাইল বন্দুকী	তবকী তবকী	কড়মড়ি দশন দাক্ষণ খরশান ॥	
উভয়ে করিয়ে গুলি ।		ভূতপ্রেত পিচাশ পেঙ্গী চণ্ড দানা ।	
সিপাই সর্দার	করে মার মার	হুক্মারে উড়ায় কত ভূপতির সেনা ॥	
জলবেগে ধায় গুলি ॥		চলিতে চরণচারে বাহুকি বিকল ।	
পাঠান যোগল	গেলা রসাতল	কাঁপিল কুর্শের পিঠ ধরা টলমল ॥	
দলমল জামা জোড়া ।		পরম প্রমাদে পড়্যা রাজার লক্ষর ।	
কত কাটাকাটি	কামড়ায় মাটি	হাতে প্রাণ ছুটে পুঁসায় পেয়ে ডর ॥	
মাউত মাতল ঘোড়া ॥		ছুটে গিয়ে পেঙ্গীরা ভানিয়ে ফেলে ঘাড় ।	
বাছা বাছা সেনা	খাইল যত জনা	আছাড় মারিল কার চূর্ণ হইল হাড় ॥	
ধমকে জুড়িয়া তির ।		প্রাণ লয়ে পাত্তর পালায় রণমাঝ ।	
কমিল ইছাই	কাটিতে সিপাই	বারভুঞা ভল দিল গোড়ের মহারাজ ॥	
বড় বড় মহাবীর ॥		কর্ণসেন জুঝে ছেড়ে প্রাণের মায়া মো ।	
লোয়াটা বন্ধর	হাতীর উপর	একেবারে কাটা গেল সেনের ছটি পো ॥	
খর চোখা শর এড়ে ।		কাতর হইল সেন ছয় পুত্রের শোকে ।	
পড়ে ঘোড়া হাতী	নাঞি দেখি ক্ষতি	হংসধ্বজ রাজা যেন স্তম্ভস্বয় শোকে ॥	
কদলী বিছায় ঝড়ে ॥		ছয় বেটা মরিল সেন বসে পড়ে তথা ।	
মাউনা হুশ্রুতি	লয়ে যুগপতি	গলায় বাঙ্কিয়া লৈল ছয় পুত্রের মাথা ॥	
বেড়িল ইছাই শূরে ।		ঘরে চলে চণ্ডাল বাজায়ে জয়ডঙ্কা ।	
ভক্তের সঙ্ঘট	জানিয়ে প্রকট	সুরাসুর সহিতে সুরেন্দ্র করে শঙ্কা ॥	
সেই ক্ষণে দেবী উরে ॥		শিলাবতী আকে বধা বধু ছয় জন ।	
		সেইখানে কর্ণসেন দিল দরশন ॥	

হা পুত্র বলিয়া সেন শিরে হানে হাত ।

রাণীর মন্তকে যেন হইল বজ্রপাত ॥

ধ্বংস ধ্বংস রাণী বক্ষে হানে কর ।

শোকেতে আকুল হয়ে কঁাদে উচ্চস্বর ॥

ছয় পুত্র না রহিল বংশ দিতে বাতি ।

আঁটকুড়ী বলি হায় হইল ধেয়াতি ॥

ছয় পুত্র মরিল জীবনে নাঞি কাজ ।

স্বখে থাকু সংসারে আপনি মহারাজ ॥

মরিয়া পাইব পুনঃ কোলে পুত্রচাঁদ ।

এত বলি কাটায় সংসার-মায়াকাঁদ ॥

পুত্রশোকে শিলাবতী ভাবিয়ে ঠাকুর ।

জীবন তেজিল সতী খাইবা মুক্তর ॥

প্রবীরের শোকে যেন সত্যবতী জনা ।

জাহ্নবীর জীবনে জীবন দিল হানা ॥

বাহির হয়ে আইল তবে বধু ছয় জন ।

নিজ নিজ স্বামীর মাথা লইল ততক্ষণ ॥

ছয় জনা অগ্নিকুণ্ড কৈল ছয় ঠাই ।

অনুভূতা হইল সবে ভাবিয়া গোসাঞি ॥

যে পথে স্বামীর গতি সন্ধান যায় পাছে ।

সীতা সতী সাবিত্রী দ্রৌপদী সাক্ষী আছে ॥

মরিলে মরিতে হবে স্বামী ধরি বুকে ।

স্বরপুরে বিহার স্বামীর সহ স্বখে ॥

ভবভাষ্য ভুবনপাবন পদস্বন্দে ।

শিরসি স্রবণ কর্যা রামদাস বন্ধে ॥

শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে হাতে কৈল থালা ।

হইল যোগীর বেশ স্বর্কে বাঘছালা ॥

পুত্রশোকে কর্ণসেন যোগী হয়ে যায় ।

বাজারের লোক দেখে করে হায় হায় ॥

হৈল বিকুর মায়্য ভাবি মনে মনে ।

সঞ্চল ছাড়া দ্বারকা যাইব কত দিনে ॥

গৌড়রাজ সঙ্গে একবার দেখা করে যাব ।

দিন দশের সঞ্চল রাজার ঠাঞি লব ॥

দিন দশের সঞ্চল আমাকে দেহ ভাই ।

তোমার ঠাঞি বিদায় হয়ে বৃন্দাবনে যাই ॥

এত বলি ভূপতি চলিয়ে গেল স্বরে ।

আশ্রু ঢেকুরের পালা সাঙ্গ এত দূরে ॥

এত শুনি ভূপতি বসিতে বলি সেনে ।

অন্দরে পশিল রাজা রাণী যেইখানে ॥

হরি হরি বল সবে আনন্দ অন্তরে ।

গায় রামদাস কবি অনান্তের বরে ॥

রাজাধন রাজদণ্ড সব হৈল লণ্ডণ্ড

পুত্রবধু বনিতা তায় মৈল ।

সংসার স্বজন-হীন ভাবিয়া ভাবিয়া দীন

বৈরাগ্য উদয় আসি হৈল ॥

দণ্ড কমণ্ডলু করে জিদজীর বেশ ধরে

মনে করে যাইব কোথায় ।

বারাণসী বৃন্দাবন জগন্নাথ দরশন

যাইব নিশ্চয় উড়িয়ায় ॥

কর্ণসেন ভাবে মনে পথের সঞ্চল বিনে

কতু না যাইবে এক পাও ।

সঞ্চল বিহীন বাটে অশেষ আপদ ঘটে

সম্প্রান্ত্যে সর্বত্র তরে বাও ॥

অতএব রাজার ঠাই দেখা করে বাওয়া চাই

হেন ভাই না পাইব আর ।

এত ভাবি সেন রায় বিদায় হইতে যায়

যথায় ভূপতি বৃন্দাচার ॥

পুত্রশোকে কর্ণসেনের বাড়ি গেল মোহ ।

হুই চক্ষু বাহিরে পড়িল তবে লোহ ॥

বারাণসী যাব নয় যাইব প্রয়াগ ।

উড়িয়ায় যাব নয় যথা জগন্নাথ ॥

এত বলি গাজ্রে মাখে বিভূতিভূষণ ।

শেষকালে হল আমার অঙ্কুর চন্দন ॥

করে ধরি কতরূপ	প্রবোধ করেন তুণ	রূপে শুণে ধরাধরা	দশমে যুবতী কণ্ঠা
বিরূপ বাসনা কর দূর ।		সুখে সব যাইবে তুলিয়া ॥	
* * *		আজি হতে দরবারে	থাক বন্ধ সমাধারে
		তোমার গণনা হবে আগে ।	
সুখ দুঃখ সংসারের	সকলি কণ্ঠের ফের	সেন কহে তুমি বন্ধ	অশেষ করুণা-সিদ্ধ
সুখ দুঃখ বিধির লিখন ।		নমস্কার অসংখ্য তোমাকে ॥	
দূর কর মনোদুঃখ	কে ভুঞ্জে সদাই সুখ	অধিক আনন্দে সেন	কত যে কহিল হেন
উপমা দেখাব কত জন ॥		কহিতে অধিক বেড়ে যায় ।	
হয়ে ইঞ্জ স্বরপতি	দৈত্য-ভয়ে ভ্রমে ক্রিতি	দরবার হৈল ভঙ্গ	অন্তঃপর পালা সাজ
কত বার কত পাইল দুঃখ ।		হরি বল ধর্মের সভায় ॥	
পাঁচ ভাই পাণ্ডব যারা	কত দুঃখ পাইল তাঁরা	অবণে পাতক নাশ	সর্বসিদ্ধি পূরে আশ
কে ভুঞ্জে সদাই বল সুখ ॥		বিনাশ সংসার আগমন ।	
যদি বল পরিবার	ভাবনা নাহিক তার	শ্রীধর্মচরণ সেবি	গায় রামদাস কবি
পুনর্বার দিব তব বিয়া ।		দীনহীন কৈবর্তনন্দন ॥	

তৃতীয় কাণ্ড

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালা

ধর্মপদ-পঙ্কজে প্রণাম লক শত ।
 মন দিয়ে সজীত সকলে শুনত ॥
 ভাঙ্কমতী পাটরাণী মহলে বসে আছে ।
 ছোট বোন রঞ্জাবতী আছে তার কাছে ॥
 হেন কালে নরপতি দরবার হইতে ।
 উপনীত তথায় হইল আচরিতে ॥
 রাজাকে দেখিয়া রঞ্জা বিবল বদন ।
 লঙ্কায় রাণীর পাছে লুকার তখন ॥

অপরূপ রূপ দেখে তুণ কহে বাণী ।
 উটি কে তোমার কহ কাহার নন্দিনী ॥
 তিলোত্তমা উর্ধ্বশী রূপসী বৃষ্টি রামা ।
 নরলোকে নাহি হেরি হেন মনোরমা ॥
 সুলক্ষণা সুরূপা সন্দরী কেবা কণ্ড ।
 রাণী কহে নরমণি দিশে নাহি পাও ॥
 রঞ্জাবতী নামে ছোট ভগ্নী যে আমার ।
 কালি আমি এনেছি আপনি তার আর

এত শুনি বৃদ্ধ রাজা করিছে ঢামালি ।
 তোমার ছোট বোন ত আমার হল শালী ॥
 বৈশ্ণব প্রধান তোর বেণু রায় পিতা ।
 অবিতাত কেন তার এমন দুহিতা ॥
 সীমন্তে সিন্দূর নাই ভূষণ করণ ।
 মাথায় বসন নাঞি আইবুড় লক্ষণ ॥
 ভাল হল রূপসী প্রেরণী মম হও ।
 বামে বসে হাসিয়ে রসের কথা কও ॥
 দস্তহীন দেখিয়ে না ভাব বৃদ্ধ তুমি ।
 যুবা সম যোগ্যতা ধারণ করি আমি ॥
 পরিহাস প্রসঙ্গে মহিষীওদ্ধ হাসে ।
 হাসিয়া আপনি রাজা স্তমধুর ভাবে ॥
 পর হল মাউদা বিস্তর ধরে ছল ।
 এমন ভগিনী রেখে কেমনে খায় জল ॥
 হয় কত্বা আমারে দিকু নয় বিলাইয়ে ।
 না হয় আপনি পাত্ত করুক বোন বিয়ে ॥
 এত শুনি ভাহুমতী হেসে হেসে বলে ।
 কথায় আঁটিতে কেহ নায়ে বুড়া হলে ॥
 দূর কর বাক্যঘটা শুনহ উত্তর ।
 আমি বিয়া দিব তুমি দেখে ভাল বর ॥
 কুলে শীলে অর্থে হবে আপনা সমান ।
 অবশ্য তাহারে আমি ভগ্নী দিব দান ॥
 রাজা বলে ভাল হল দিব কর্ণসেনে ।
 কুলে শীলে কুলীন অতুল রূপে শুণে ॥
 বলিয়াছি হৃন্দরী যুবতী দিয়া বিভা ।
 অবিলম্বে করে দিব সংসারের শোভা ॥
 রাণী বলে নরমণি কহিবারে লাজ ।
 বুড়া বরে কত্বাদান ভাল নয় কাজ ॥
 রায় নিকপায় হার তার দশা দৈন্য ।
 বুকে দেখে ভূপতি না হয় দেখে অন্য ॥
 রাজা বলে প্রেরণি গো বুড়া বল কাকে ।
 শোকে তাণে শুকাবে সিঁরাছে দৈব পাকে ॥
 সেবা পাইলে সম্যক বাড়িয়া যাবে বল ।
 ধন মান করে দিব আমি সে সকল ॥

রাণী বলে পাত্তর কুটিল চিরকাল ।
 শুভ কার্যে বাধা দিয়ে বাড়াবে জকাল ॥
 রাজা বলে নাঞি রাণি তাহার ভাবনা ।
 কাজুর পাঠাব কালি আনিতে খাজনা ॥
 রাণী বলে মা বাপে আনায়ে রাখা ভাল ।
 রাজা বলে উচিত বুঝিব তৎকাল ॥
 এইরূপে উভয়ে হইল কথা কত ।
 গায় কবি রামদাস গুরুপদানত ॥

প্রভাতে উঠিয়া রাজা দরবারে মহাতেজা
 পাত্ত-মিত্র-মণ্ডিত হইয়া ।
 শৌর্য্যে সূর্য্য ধরা'পরে ধর্ম্ম সম ধর্ম্ম চরে
 পাত্তবরে কহেন ডাকিয়া ॥
 অবধান কর পাত্ত শুনিলাম এই মাত্ত
 স্বতন্তর হইল কামরূপ ।
 কাঁউরে কর্পূরধল হইল অতি মহাবল
 দলবলে জানহ কিরূপ ॥
 বাকি তার রাজকর বুকে আন শীতল
 গোণে আর কিবা প্রয়োজন ।
 পেয়ে পাত্ত রাজাদেশ করে গৈল সমাবেশ
 বাছা বাছা বীর যত জন ॥
 গজ বাজি রণদক্ষ যম সম পরপক্ষ
 বড় লক্ষ সাজে সমুদায় ।
 বিদায় হইয়া রায় গুরুগতি গনে যায়
 ব্রহ্মপুত্র তীরেতে পৌছায় ॥
 দেখিয়ে বিপক্ষদল তরঙ্গে উথলে জল
 পাত্ত কয় এ কি পরমাদ ।
 অহুপায়ে রহে তীরে নদী বান গেলে স'রে
 তার পরে বুঝিব বিবাদ ॥
 হেথা রাজা গোঁড়পতি ডাকাইয়ে গুরুগতি
 কর্ণসেনে কহেন বারতা ।
 শুন সেন কহি দড় তোমার অদৃষ্ট বড়
 আইবুড় স্বত্তর-দুহিতা ॥

গুণের নাহিক তুল অঙ্গকচি চাঁপাফুল
 সমতুল সর্বমূলক্ষণা ।
 ঘোবনের ভরা নদী বড় ভাগ্যে হেন নিধি
 বিধি বেশ করিল যোজনা ॥
 নাম তার রত্নাবতী রসবতী সে যুবতি
 সস্ত্রতি তাহারে দিব দান ।
 সংসারেতে আন মতি বিয়া দিয়া হাতাহাতি
 বসতি ময়নায় দিব স্থান ॥
 এত শুনি সেন রায় ভূপতির ধরি পায়
 রাজা কর কি কর কি কর ।
 সেন বলে নরপতি তোমারে পরাধীন নতি
 আমি তব পায়ের কিকর ॥
 দয়ার নিধান তুমি কি আর কহিব আমি
 যা কর আপনি মহারাজ ।
 করে ধরি উঠাইয়া রাজা কর শুন ভায়া
 ইহা কৈলু বহুতার কাজ ॥
 অতঃপর মহানন্দে আয়োজন নানা ছন্দে
 অল্পবন্ধে মঙ্গল বিধান ।
 আনাইয়া গ্রহবিধ লয় স্থির করে ক্ষিপ্ত
 গণ রাশি গুণে সাবধান ॥
 সমযোগে স্তম্ভ ভাবে মহারাজ সমুদ্রাসে
 অধিবাসে দিল অল্পমতি ।
 ত্রিধর্মচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি
 গুরুপদে করিয়ে প্রণতি ॥

রাজা কহে শুভ কর্ণে নাহি সহ্য ব্যাজ ।
 রাণীকে বলেন শীঘ্র সারি লও কাজ ॥
 ঘোর ঘটা বাজনা লৌকিক নিমজ্ঞ ।
 দূরে থাকু ও সব নাহিক প্রয়োজন ॥
 এত যে বলিল তবু না শুনিল মানা ।
 ঘরে ঘরে বসে গেল নহবৎখানা ॥
 রাজরাণী অজ্ঞাতে আনাল জয়াবতী ।
 কুটুম্বের মধ্যে মাজ আশ্রয়গোত্র জাতি ॥

স্তম্ভে হরিজ্ঞা গায় দিল প্রয়োগণ ।
 উলু উলু উলাউলি উল্লাসিত মন ॥
 বিনোদ ঘোষাল আসে রাজপুরোহিত ।
 অধিবাস করিতে হইল উপনীত ॥
 স্থাপিয়া কাঞ্চন-ষট পূজে গণপতি ।
 পঞ্চদেব নবগ্রহ পূজে যথাবিধি ॥
 মঙ্গলাদ্য স্বস্তিক সিন্দূর গোয়ালচনা ।
 ধাত্ত্য দূর্কা দর্পণ অপর রূপা সোনা ॥
 জ্বাকচি দুকল অতুল গন্ধ দীপ ।
 ছোঁয়ায়ে কস্তুর ভালে থুইল সমীপ ॥
 রত্নকারা রতন ভূষণে সাজাইয়ে ।
 বাঁধিল মঙ্গলস্থতা জয় জয় দিয়ে ॥
 কাঁচা সোনা জড়িত তড়িত যথা সাজে ।
 ভুবনমোহিনী কন্যা পশে গৃহ মাঝে ॥
 হলু দিয়ে কুলনারী কোলে নিল কন্যা ।
 কর্ণসেন অধিবাসে বসিলা আসনে ॥
 বেদবিধি নান্দীমুখ আনন্দে সারিয়ে ।
 শুভ অধিবাস সাজ শীতকামা হয়ে ॥
 বরবেশে তরুণী সাজায় বুড়া বরে ।
 পুরট মটক দিল মাথায় উপরে ॥
 পরায় পাটের জোড়া জড়িত কাঞ্চন ।
 রত্নমালা গলায় লবিত স্তমোহন ॥
 পসারি পটুকা আঁটে কাঁকালি বেড়িয়া ।
 মরকত-জড়িত মুকুতাপাতি দিয়া ॥
 মাণিক অঙ্গুরি দিল করানুলি শোভা ।
 দ্বী-আচারে চলিল মদনমনোলাভা ॥
 রসবতী যুবতি সহিত ভানুমতী ।
 নানাবিধ নাপানে লইল স্তরীপতি ॥
 কোন নব নাগরী গালেতে মারে চৌন ।
 চোখ ঠেরে বলে রাণী প্রকাশ্যে বলে না ॥
 পান খেয়ে কেহ বা বদনে ফেলে পিক ।
 ছি ছি ছি নাগরী তুমি বড় বেরসিক ॥
 সেন কহে শুন লো সকল শশিমুখি ।
 রসিকার কাছে আগে রসিকতা শিখি ॥

পিন্ধাও অধররস পিয়াস বড় প্রাণে ।
 রসবতী হইয়ে নিদ্রা হও কেনে ॥
 হেসে বলে যুগতি সস্ত্রিতি থাক সয়ে ।
 নিতি নিতি পিন্ধাসা মিটাবে সুখা পিয়ে ॥
 রায় কহে সময়ে ঔষধ না পাইলে ।
 অসময়ে রোগীর কি ফল বল ফলে ॥
 সখী কহে সকল সাধিব বাসঘরে ।
 সেন কহে সর্কদা নারীকে ভয় করে ॥
 হাসি কীস বিকাশ স্বেচ্ছা চাঁদমুখ ।
 কাঁদে ফেলে না জানি তখন দাও তুখ ॥
 যে কুচ-কমল ফুটে ঘোবন ভরজে ।
 পরশে পরম ভয় গ্রহরী অপাঙ্গে ॥
 শুনে তারা হেসে বলে সই ওলো সই ।
 রসের নাগর রায় ঘাটি মান তুই ॥
 রজাকে বেড়িয়া আনে বসন কাণ্ডার ।
 হেম-পাটে তুলিয়া ঘুরায় সাত বার ॥
 বর রায় বিনয়ে দিলেন কুলমালা ।
 মনে ভাবে সংসারে এই স্ত্রণের খেলা ॥
 আনন্দে চাউনি হৈল শ্বেতহার চাউনি ।
 গীমন্তিনী সকলে করিল উলুধনি ॥
 দূর করি বিধবা বেবুজা বক্ষা নারী ।
 সতী সাধনী সহিত সত্বরে নিল সারি ॥
 শম্ভু দণ্ডা শবদে প্রসন্ন সর্ব আশা ।
 রাজা কৈল সস্ত্রাদান সাত দণ্ড নিশা ॥
 সযোতুক শ্রালীকে সঁপিবে দিল সেনে ।
 মরকত বসন জুগুপ বহু ধনে ॥
 ভয়ী সেবায় তবে রাণী সর্কোতুক ।
 কল্যাণী মালতী দাসী দিলেন যোতুক ॥
 সার হোল বিবাহ স্তল্লগ শুভতিথি ।
 বাসরে আদরে নিল যন্তেক যুগতি ॥
 কত শত সরস কোতুক পরিহাস ।
 রঙ্গরসে নিশিষে দিবস প্রকাশ ॥
 কর্ণসেনে ডাকি রাজা কহেন তখন ।
 অতঃপর যাও ভাই ময়না ভুবন ॥

ভিক্ষা মেগে খেলে তুমি হাতে লয়ে খালি ।
 মাউদা আইলে ঘরে বাড়াবে অঞ্জালি ॥
 এত বলি লিখিয়া হুকুম পরআনা ।
 বিদায় দিলেন রায়ে দক্ষিণ ময়না ॥
 রায় কহে নফরে নিদ্রা নাঞি হয়ো ।
 বন্ধু বলি সতত কুশললিপি দিয়ো ॥
 মনে রেখো ভূপতি বিদেশবাসে যাই ।
 রাজা বলে বিক্রপ না হবে কতু ভাই ॥
 চান্দ বসে আকাশে যোজন লক্ষ দূর ।
 দেখ না চাতক কেন চৈচায় বিধুর ॥
 কোতুকে কুমুদ ফুটে কোমুদী পাইয়া ।
 সেইরূপ সতত তুষিবে পাতি দিয়া ॥
 সেন কহে ওসব অধিক হইল বলা ।
 স্বরা দেও বিদায় আকাশে উঠে বেলা ॥
 রাজা বলে বিলম্বে বাড়িবে বড় দায় ।
 বিদায় চাহিল রজা ভগিনীর পায় ॥
 না জানিল বাবা গো অথবা বড় ভাই ।
 দময়ন্তীর দশা হইল আমি বনে যাই ॥
 তব লবে সদাই পাঠাবে সমাচার ।
 বোন বলে দিদিগো আনাবে আর বার ॥
 বোলে কোয়ে দাদাকে পাঠায়ে দিবে পাছ ।
 বিধাতার নির্দয় বুঝাবে তারে কিছু ॥
 রাণী বলে বিধাতা মিলাবে সর্বস্বত্ব ।
 এত বলি মুছায় অকলে চাঁদমুখ ॥
 অতঃপর রজা জননীর ধরে পায় ।
 হাতে ধরি উঠায়ে বদনে চুষ খায় ॥
 জয়াবতী সজল নয়নে কাড়ে রা ।
 সাধের বাছনি মোর কোথা যাও মা ॥
 নরবরে রজাবতী করিল প্রণতি ।
 আশীর্বাদ করে রাজা হও পুত্রবতী ॥
 যথাযোগ্য বিদায় সভার ঠাঞি হইল ।
 রাণী তবে সেনেরে বিরলে বলে দিল ॥
 আপনি শুধায়ে রঞ্জার বুকে লবে মতি ।
 দোষ হলে সন্তোষে বুঝাবে তারে নিতি ॥

আর কি বলিব ভাই তুমি বিজ্ঞ জন ।
 ভাল মন্দ সংবাদ পাঠাবে সর্বক্ষণ ॥
 এইরূপে বয়ের বিদায় হইল সায় ।
 ত্রিধর্মচরণ ভাবি রামদাস গায় ॥

বরকথা ছ'জনে দোলায় চেপে যায় ।
 নানা পদ্ম বাজবাজে নিশান উড়ে যায় ॥
 সঙ্গে শত সিফাই শমন অবতার ।
 গুরুগতি গোড় পছন্দা হইল পার ॥
 দামোদর তরিল তরশী অম্বকুল ।
 বর্জমান পিছু রাখি পৌছিল পাকুল ॥
 পার হয়ে সদাই আমিলা উচালন ।
 দ্বারকেশ্বর পেয়ে পাইল মান্দারন ॥
 ধূলডাঙ্গা প্রতাপপুর কইল পরবেশ ।
 মানকুর ছাড়াইল কাস্জোড়া দেশ ॥
 কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার ।
 তুরিতে পাইল গিয়ে ময়না বাজার ॥
 সমাচার শুনি মণ্ডল জয়পতি ।
 সমাধরে আগু হয়ে বরিল দম্পতি ॥
 পাতি পেয়ে পরম কৌতুকে দিল তরা ।
 গড় বাড়ী হৈল সব মেউল দেহারা ॥
 প্রজাগণ প্রীতিভাবে দিল রাজকর ।
 অম্বপত অম্ববল অনেক কিহর ॥
 রাজা ধন সংসার স্বরূপা হইল দারা ।
 সব আসি সংযোগ হইল পূর্বদারা ॥
 পাত্র হেতা প্রমাণে ঠেকিয়ে আছে তীরে ।
 পার হয়ে ও পারে বাইতে নাই পারে ॥
 আকাশে উথলে ঢেউ দেখে লাগে ডর ।
 ভয় পেয়ে বাহুড়ে আসিল পাত্র ঘর ॥
 রাজারে নোয়ায় মাথা কহেন বারতা ।
 বড় ভাগ্যে পলায়ে এসেছি রাজা হেথা ॥
 মহাঘোর বাদল বিবম নদে বান ।
 পার হতে না পারি পলায় লয়ে প্রাণ ॥

চুটে গেলে তরঙ্গ কলঙ্গে যাব তরে ।
 কটাক্ষে কপূরখলে আনি দিব ধরে ॥
 হাসি বলে জুপতি স্বযুক্তি বটে এই ।
 পাত্র বলে বাড়ীতে বিদায় হয়ে নেই ॥
 বহদিন অজ্ঞাত কুশল সমাচার ।
 রাজা বলে তথাক্ত বিলম্ব কিবা আর ॥
 তড়বড়ি তুরঙ্গে চাপিয়া মারে ছড়ী ।
 ছয় দণ্ডে পার পাত্র আপনার বাড়ী ॥
 প্রণিপাত করে পাত্র পিতার চরণে ।
 তবে গিয়ে বসিলেন জননী যেখানে ॥
 পাত্র বলে জননি জানাও শীঘ্রগতি ।
 সতে ঘরে আছে কেন নাঞ্চি রজাবতী ॥
 জয়াবতী বলে বাছা কি কহিব আর ।
 বুড়া বয়ে দিল মেয়ে জামাই আমার ॥
 এত দিন তুমি ত বাড়ীতে ছিলে নাঞ্চি ।
 রাজা কর্ণসেনে মোর করিল জামাই ॥
 এত শুনি মাউদিয়া হইল হেট-মাথা ।
 বাহ্যর কপালে বাহা লিখেছে বিধাতা ॥
 জয়াবতী বলে বাছা তারে গিয়ে আন ।
 রজা বিনে সদাই কেমন করে প্রাণ ॥
 পাত্র বলে জননি জীবনে নাঞ্চি যাব ।
 কোন কালে তার বাড়ী জল নাঞ্চি খাব ॥
 অগুরুষ পরম-ভিখারী ভয়ীপতি ।
 আঁটকুড়া বুড়া তার পাপী ছন্নমতি ॥
 লোকে যদি শুনে ত গায়েতে দিবে ধূলি ।
 রাজা মোর স্মৃথিতে দিয়েছে চুন-কালি ॥
 অতঃপর ইহার উচিত দিব সাজা ।
 আঁটকুড়া করিয়ে রাখিব সেনরাজা ॥
 ময়না হবে গোকুল রমতি মধুপুর ।
 রজাবতী দৈবকী আমি যে কংসাস্বর ॥
 এত বলি বাহির হইল দরবারে ।
 রজাবতী কান্দে হেথা ময়না নগরে ॥
 আকুল দুকুল ভিতে চক্ষে পড়ে পানি ।
 দিনরাজি মনে পড়ে জনকজননী ॥

জাতি বহু বাক্ষর পড়শী রৈল কোথা ।
 এত দিন হইল না আইল কেন দালা ॥
 এত বলি হৃদয় সেনের ধরে পায় ।
 ভোমা বিনে অভাগীর না আছে ধরায় ॥
 আগ্রবন্ধ ভেয়াগি এলাম দেশান্তর ।
 বার পানে চাই নাথ তারে দেখি পর ॥
 এমন বাক্ষর নাই বসি তার কাছে ।
 পরিণামে না জানি কপালে কিবা আছে ॥
 খেতে শুতে কেবল মায়েরে পড়ে মনে ।
 সদাই চকল চিত্ত কুশল তব্ব বিনে ॥
 সেন বলে বহু দিন না পাই সমাচার ।
 রাজা সহ সাক্ষাৎ করিব আগুসার ॥
 দূর কর সন্ধ্যাপ না কান্দ আর ভুমি ।
 নিশিগতে প্রভাতে গউড় বাব আমি ॥
 এত বলি শয়নে রহিল সেনরায় ।
 অনাত্মমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

নরপতি সমাদরে সমাচার পুছে তাঁরে
 কুশলে আছে ত রজাবতী ।
 সেন কহে তবানীবে অকৃত কহু না আসে
 সকলের কুশল সম্ভ্রতি ॥
 রাজা বলে বটে বটে মহাপাত্র তাবে হেটে
 কেমনে করিব অপমান ।
 যে হুঃখ দিয়েছে শালা তার শোধ এই বেলা
 দিয়ে আগে জুড়াই পরাণ ॥
 আঁটকুড়া বুড়া বলে বধি আগে বাক্শেলে
 বাক্ছলে ভুলাই ভূপতি ।
 অনাত্ম-চরণ পেরি গায় রামদাস কবি
 অপরূপ মধুর ভারতী ॥

ঠেকিয়া নারীর দায় প্রভাতে উঠিয়া রায়
 যাজ্ঞা করে গউড় নগর ।
 ভেঁট জব্য ভূপে দেয় চর্য্য চূষ্য লেহু পেয়
 লয়ে চলে শতেক নফর ॥
 কীর খণ্ড চাপাকলা মিঠে মোণ্ডা চিনি গোলা
 নারিকেল রসাল প্রচুর ।
 নজরি নূতন জব্য বসন ভূষণ দিব্য
 সঙ্গে লয়ে চলে কত দূর ॥
 আপনি দোলায় রায় গুরুগতি গনে যায়
 গউড় পায় দশম বাসরে ।
 দরবারে গিয়ে তবে প্রণতি করিল ভূপে
 ভেটজব্য রাখে ধরে ধরে ॥

যুক্তি করিয়া পাত্র কহে তদন্তর ।
 কর্ণসেনে কুপিয়া কহেন কটুস্তর ॥
 পুরামপাতকী শালা হেথা কেন এলি ।
 আপনার পাপ নিয়ে সন্তাকে বেঁটে দিলি ॥
 তোর পারা নারকী নাহিক জিভুবনে ।
 ছয় বেটা ঢেকুরে মারিলি একদিনে ॥
 পুত্রশোকে যোগী হলি হাতে লয়ে খাল ।
 ধরিলি ভিখারী বেশ স্বচ্ছ বাঘছাল ॥
 বেটা নাই খার তার জীবনে কি কাজ ।
 মরণ হউক তার মাথায় পড়ু বাজ ॥
 ভোজনের কালে খার পুত্র নাই কাছে ।
 কুকুরের মত যেন সে বসে খায় নাছে ॥
 আঁটকুড়া সঙ্গে রাজা করিলে আলাপ ।
 পরশিলে তাহার দ্বিগুণ বাঢ়ে পাপ ॥
 সাগরসঙ্গম যেবা প্ৰকৃতিৰ্থ করে ।
 আঁটকুড়া দরশনে সৰ্ব্বপুণ্য হরে ॥
 আঁটকুড়া পাতকী রাজা করিলে পরশ ।
 রামকৃষ্ণ নারায়ণ বল বার দশ ॥

বক্ষ্য্য যার বনিভা আপনি আঁটকুড়া ।
 দরবার বাহিরে তারে বসিতে দাঁও পিঁড়া ॥
 রাজা বলে পাত্র হে কে জানে এত দূর ।
 অসন্তোষে উঠিয়ে গেলেন অহঃপুর ॥
 দেখে শুনে কর্ণসেন হইল হেঁটমুখ ।
 বিধি বাম বাহায়ে তাহার সদা দুখ ॥
 বলিতে বচন কটু ক্রোধে পাত্র জলে ।
 বেহায়া বেল্লিক শালা হেথা কেনে এলে ॥
 ধাইয়া ধরিল কর্ণসেনের চিকুর ।
 নাড়া দিয়া বলে ভেড়ে দূর দূর দূর ॥
 পাক দিয়া দশবার দেয় ঝুঁটি নাড়া ।
 কিল মেরে বলে ভেড়ে দূর আঁটকুড়া ॥
 অপমান অশেষ করিয়া দিল ছাড়ি ।
 কর্ণসেন কপাল ধিয়ায় আসে বাড়ী ॥
 বিশেষ নারীর বাক্যে তুলে যেই জন ।
 তার সম অবোধ নাহিক জিতুবন ॥
 অপরূপ দুঃখ দুঃখ কপালের লেখা ।
 বাক্শেলে বিষম দিগেছে প্রাণে দাগা ॥
 এইরূপ কত শত ভাবিতে ভাবিতে ।
 অবশেষে উপনীত ময়না গড়েতে ॥
 দাসী গিয়ে রাণীকে কহিল শীঘ্রগতি ।
 গৌড় হইতে আইল তোমার প্রাণপতি ॥
 এত শুনি রজাবতী বড়ই উল্লসিত ।
 সুবর্ণ ঝারিতে জল আনিল তুরিত ॥

দণ্ডবৎ করে রজা লুটাইয়ে মাটি ।
 জলে ধোয়াইল সোয়ামীর চরণ ছুটি ॥
 আপনার অকলে পতির পুছে পা ।
 কহ নাথ কেমন আছেন বাপ মা ॥
 রাজা বলে প্রাণপ্রিয়ে কি কহিব আর ।
 তোর ভাই অপমান করিল আমার ॥
 বক্ষ্য্য বলে তোমাকে আমাকে আঁটকুড়া ।
 কিল মেরে পামর পাত্রের কৈল গুঁড়া ॥
 বিধিমত বিস্তর করিল অপমান ।
 পাপ বাড়ে বলে মোর হেরিলে বয়ান ॥
 আজি হতে ও দিকে ফিরিয়া নাঞি চাব ।
 রাণী বলে জীবনে তথায় নাঞি বাব ॥
 বক্ষ্য্যবাদ দিল দাদা সভার গোচর ।
 শেল সম অন্তরে আগিল নিরন্তর ॥
 অতঃপর ও সব সস্তাপ কর দূর ।
 কতবিধ প্রবোধ বচন স্তমধুর ॥
 প্রেমসীর সম্ভাষে তুলিল অপমান ।
 কেবল ভাবনা করে প্রভু ভগবান ॥
 হরি হরি বল সন্তে ধর্মের সভায় ।
 এত দূরে হইল সঙ্গীতপালা সায ॥
 অনাচচরণপন্ন ভাবি নিরন্তর ।
 গায় কবি রামদাস সধা মায়াধর ॥
 ইতি তৃতীয় কাণ্ডে রজাবতীর
 বিবাহ পালা সমাপ্ত ।

চতুর্থ কাণ্ড

হরিশ্চন্দ্র পালা

দেব-দ্বিজ-শুক্র-ব্রহ্ম-পদে করি নতি ।
সমাদরে শুন সভে মধুর ভারতী ॥
রঞ্জাবতী পতির বচন শুনে কাণে ।
জর-জর অন্তর ভাইয়ের বাক্যবাণে ॥
খেতে শুতে সর্বদা জাগিল ধকধকি ।
বিধি বড় আমারে করিল হতভাগী ॥
বয়স বছর বারো তের নাঞ্চি পুরে ।
ভাই হএ বন্ধ্যা বলে রাজদরবারে ॥
কত দিনে কুলধর কোলে মোর পাব ।
বেটা কোলে করিয়া বাপের বাড়ী যাব ॥
ভাগ্যদোষে ভুজঙ্গ সদৃশ সহোদর ।
মায়া মোহ ভুলিএ মা বীপ হল পর ॥
অতঃপর এ সব সম্পত্তি ধন ধাত্ত ।
হুত বিনে সংসারে সকল দেখি শূন্য ॥
চিন্তাকুল সদাই প্রবোধে প্রতিবাসী ।
বখাকালে কোলেতে পাইবে কুলশশী ॥
দিবানিশা বসিএ ভাবিলে হবে কি ।
সময়ে সকল হয় শুন রাজার বি ॥
বয়সের ফেরফার বছর যোল কুড়ি ।
এই কালে গর্ভবতী হয় সব ছুঁড়ী ॥
অতএব স্তন্যুরি সন্তাপ তেজ দূরে ।
যজ্ঞের অর্চনা কর সতত্বে অন্তরে ॥
এত শুনি করি রামা যজ্ঞের অর্চনা ।
চুল দিএ যজ্ঞভলা করিল মাৰ্জ্জনা ॥
কীর দধি শর্করা রাখিল টাপা কলা ।
খাণ্ডখাই এয়ো যত যায় যজ্ঞভলা ॥

পুত্র বর মাগে রামা জুড়ি দুই হাত ।
বেটা হলে ভোজন করাব এয়োজাত ॥
পুত্র হলে দেউলে লেখাব নানা ছবি ।
অভাগীর অপবাদ দূর কর দেবি ॥
বিধিযত করে রঞ্জা যজ্ঞের সেবন ।
পুনরপি পুঞ্জিল পার্কীণী পঞ্চানন ॥
চন্দন সহিত দিল শ্রীকলের পাত ।
কাণা খোঁড়া এক পুত্র দেও পশুনাথ ॥
অনাথবান্ধব প্রভু কাকালোর সখা ।
কালালিনী কান্দে মুছ কলঙ্কের রেখা ॥
এত বলি করি রামা পূজা নিত্য নিত্য ।
পুত্রকামা হইয়া কঠোর করে কত ॥
তবে শুনি গৃহিণী প্রবোধবাক্য বলে ।
বেটা হবে অবশ্য ঔষধ মন্ত্রবলে ॥
মন্ত্রেতে মোহিত হয় যতেক দেবতা ।
গলায় পরায় কত ঔষধবাধা শূতা ॥
তথাচ বহন তুলে না চাহিল বিধি ।
কেহ বলে ঔষধ জানি গো ভাল দিদি ॥
আমার ঔষধে কত হল ছেলের মা ।
রাণী বলে দিদি গো আমারে দিয়ে যা ॥
ওঝা বলে আমাকে কি দিবে বল আদি ।
না বলিতে বসন ভূষণে দিল সাজি ॥
এইরূপে রাণীকে তুষিল কত জন ।
অতঃপর হইল আসি দৈবের ঘটন ॥
দেবদ্বিজচরণে প্রণতি লক্ষ শত ।
রামদাস বিরচিল গুরুপদানত ॥

উসংপূরে হৃদয়তঃ * ময় ধর্মজ্ঞান তব
 উনমত্ত সদাই গাজনে ।
 রামাই পণ্ডিত নামে ধর্ম সেবি ধরাধামে
 উপদেষ্টা গুরু তার সনে ॥
 গাজন লাইএ রকে সাংজাত ভকিতা সঙ্গে
 নিত্য রকে ডাকে ধর্ম জয় ।
 বোল সঙ্গী সঙ্গে গুরু দামামা দগড় ছর
 ছচাক সর্বত্র বাঙময় ॥
 ভূপতি পরম রকে পারিষদ সভা সঙ্গে
 আঙ্গিনে পড়িয়ে করে নতি ।
 ক্ষতগতি দাসী খেয়ে সমাচার কহে গিয়ে
 মহলে যেখানে রজাবতী ॥
 অবগতি কর রাণি আজু শুভদিন গুণি
 বড় ভাগ্য আইল গাজন ।
 পণ্ডিত গোসাঞি গুরু জ্ঞানযোগ-কল্পতরু
 সাক্ষাৎ আপনি নারায়ণ ॥
 এত শুনি রজারানী হয়ে অতি কুতূহিনী
 গাজন দর্শনে করে গতি ।
 মণি মুক্তা হেম-হিরে হেম খালে ধরে ধরে
 আগে রাখি করিল প্রণতি ॥
 পণ্ডিত দেখিয়া ভক্তি করিলেন ক্ষেম উক্তি
 বাহ্য সিদ্ধি করিবে ঠাকুর ।
 শ্রীশঙ্কচরণ বন্দে রামদাস ছন্দোবন্দে
 গাইল সঙ্গীত হৃদয়ধর ॥

এত শুনি রজারানী করপটে বলে ।
 আমা সম নাঞি কেহ অভাগী অখিলে ॥
 কি বলিব বিষম কহিতে কাটে বুক ।
 বজ্রা বলে বড় ভাই যে দিয়েছে দুখ ॥
 এই ধনে আপনি ধর্মের পূজা দিবে ।
 অভাগীর পূত্র হবে ধর্মকে জানাবে ॥

* অজ্ঞাত পুত্রকের পাঠ 'হৃদয়তঃ' ।

এত শুনি পণ্ডিত বলেন মৃদু বাণী ।
 ধর্মের প্রীতিতে শীঘ্র পূত্র পাবে রাণি ॥
 শ্রীধর্মকৃপায় হবে সিদ্ধ মনোরথ ।
 দুর্কাসার বরে যেন জন্মিল ভগীরথ ॥
 মনোহুঃখানলে রাণী সদা কেন্দ্রো নাঞি ।
 পুত্রধন তোর তরে দিবেন গোসাঞি ॥
 এষোতির বেটা যেন খেলাইতে গেছে ।
 পাথরের পরে আঁক লিখিলে নাকি মুছে ॥
 পুত্রধন লাগিয়া না কর মনোহুঃখ ।
 পরিণামে সম্পদ সদাই পাবে স্বথ ॥
 পূর্বে যশোদার নামে ছারাবতী ছিল ।
 হর-গৌরী আরাধিয়া গোবিন্দ কোলে পাইল ॥
 করিল কঠোর তপ কীর্ত্তিদের কুলে ।
 নারায়ণ পুত্র কোলে করিল গোকুলে ॥
 তেমতি তোমায় দয়া করিবে ঠাকুর ।
 বেটার মুখ হেরিয়া যাতনা যাবে দূর ॥
 অধর্ম্যে থাকিয়া গো ধর্মের পূজা দিবে ।
 ধর্মবুদ্ধি হয় ত অবশ্য পূত্র পাবে ॥
 ধর্ম্যেতে ধার্মিকে রকে কয়েছেন ব্যাস ।
 অধর্ম আচারে তার হুঁ সর্বনাশ ॥
 সাংজাত লইয়ে দাও শ্রীধর্মের পূজা ।
 বরদাতা নিপট হবেন ধর্মরাজা ॥
 রজা বলে গোসাঞি প্রত্যয় নয় মনে ।
 ধর্মপূজা করে পুত্র পাইল কোন্ জনে ॥
 পণ্ডিত বলেন তাজ সংশয় কামনা ।
 মরিলে বাঁচাবে ধর্ম পূরাবে কামনা ॥
 মদনার যত হুঃখ কহিব তোমায়ে ।
 যা হয়ে বেটার মাংস রাখিল সান্নিধ্য ॥
 আপনি ঠাকুর ছল্যাছিল তার মন ।
 ভাগ্যবান্ তার সম নাহিক ভুবন ॥
 ফিরে দিলা মরা পুত্র ছলিয়া ভকত ।
 ঠাকুর তোমায়ে হবে সদয় সে মত ॥
 রজারানী বলে গোসাঞি কহ বিবরণ
 কোন্ ভক্তি সেবার পাইল নারায়ণ ॥

বাণ হয়ে কেমনে বেটার কাটে শির ।
কেমনে মায়ের বল প্রাণ রহে স্থির ॥
পুণ্ডিত বলেন রাণি শুধাইলে যোগ্য ।
ধর্মকথা প্রসঙ্গে জীবন হয় সার্থ্য ॥
অনান্ত-মঙ্গল গীত অতি মনোহর ।
রামদাস বিরচিত লখা মায়াধর ॥

হরিশ্চন্দ্র মহারাজা বিখ্যাত ভুবনে ।
পুত্র হেতু দুঃখিত দম্পতি ক্রমে বনে ॥
দৈবযোগে প্রবেশে বল্লকা নদীকূল ।
দেখিল সাক্ষাতে শোভে ধর্মের দেউল ॥
অনেক বহর ধরি পূজে মায়াধর ।
তুষ্ট হয়ে আইলেন দিতে পুত্র বর ॥
দয়াময় আপনি ধরিয়ে যতি-বেশ ।
হরিশ্চন্দ্রে দিলেন মানন্য উপদেশ ॥
পুত্র হলে লুইচন্দ্র নাম তার খুবে ।
প্রথমত ধর্মের সেবায় বলি দিবে ॥
মনোবাক্সা সিদ্ধ হবে মোক্ষ উপকার ।
রাজা বলে তথাস্ত করি অঙ্গীকার ॥
অন্তঃপর করিল কঠোর তপ পূজা ।
বর পেয়ে ভবনে গেলেন মহারাজা ॥
ধর্মের কৃপায় হৈল লুয়ে নামে বালা ।
দিনে দিনে বাড়ি শিশু পূর্ণ শশিকলা ॥
শিকারে সদাই মত্ত রাজার কুমার ।
শৃগয়া করিতে বনে হোল আশুসার ॥
ধনু ধরি ধামুকী শিকার অব্যবধে ।
সাড়া শুনে পশু পক্ষী পলায় গহনে ॥
গনে গনে গমনে গগনে হইল বেলা ।
জল বিনা লুইচন্দ্রের শুকাইল গলা ॥
ভরাসে তরলমতি হইল আকুল ।
সকল সংসার দেখে সরিষার ফুল ॥
বনে বনে লুয়েচন্দ্র বড় দুঃখ পায় ।
বল্লকা নদীতে গিয়ে কিছু জল খায় ॥

জল খেয়ে দেখে লুই সরিষের তীরে ।
উলুক বসিয়া আছে বটডালের'পরে ॥
লুয়ে বলে এই বেটা উচু ডালে চড়ে ।
জায় কার শব্দে সব পক্ষী দিল তেড়ে ॥
তুমি বেটা উড়িয়ে দিতেছ রাজাইস ।
বাঁটুলে মারিয়ে তোর গোড়াইব মাস ॥
এত বলি গুলতায় জুড়িল বাঁটুল ।
শুণ হতে খসে যেন পাবকের ফুল ॥
বজ্রবেগে বাঁটুল খাইল চমৎকার ।
বাজিল বিহঙ্গবন্ধে পিঠে হইল ফার ॥
বাঁটুল খাইয়া মহাপক্ষী পড়িল ভূতলে ।
ব্যাকুল ব্যাণায় পক্ষী গড়াগড়ি বুলে ॥
অচেতন আছিল বদনে হইল রা ।
ডেকে বলে মদনা বেটার মাথা খা ॥
ক্রতগতি উলুক গগনে পাখা এড়ে ।
বৈকুণ্ঠনাথের পায়ে উড়ে গিয়ে পড়ে ॥
ক্ষীণকণ্ঠে কান্দিয়া কহিল বিবরণ ।
লয়েছিল লুইচন্দ্র আমার জীবন ॥
যত যত বল্লকাসলিলে রাজাইস ।
সভাকে ধরিয়ে লুয়ে গোড়াইল মাস ॥
ঠাকুর বলেন উলুক কেন্দ্র নাঞি তুমি ।
হরিশ্চন্দ্রে বর দিয়ে পাসরিছি আমি ॥
সম্বর রোদন বাজা কেন্দ্র নাঞি আর ।
লুয়ের কাটায়ে রাজাইব মাংস তার ॥
ভৃশতির কেমন সত্যোতে আছে মতি ।
বুঝিয়া লইব তার কেমন ভকতি ॥
এত বলি দয়ার ঠাকুর স্বরীকেশ ।
সেই দণ্ডে ধরিলেন ব্রহ্মচারীর বেশ ॥
নিরঞ্জনচরণসরোজ বন্দি শিরে ।
রামদাস গায় গীত অনাদ্যের বরে ॥

বিহঙ্গের বুঝি মর্য ব্রহ্ম সনাতন ধর্ম
ব্রহ্মচারী হৈলা তখন ।

তরুণ অরুণ কান্তি	ললিত নয়ন শান্তি	বামে যাবে রাজদ্বারে	শুধাই সন্ন্যাসিবরে
ভবজ্ঞাস্তি বিনাশ কারণ ॥		কি কারণ গমন তথায় ।	
কুশ কমণ্ডলু করে	শ্বেত আতপজ শিরে	প্রভু কয় নহে অস্ত্র	কেবল ভিক্ষার জন্ত
কটিবরে রক্তপট্ট শোভা ।		যাব শীঘ্র রাজার সভায় ॥	
বিলম্ব বিরূপ জট।	কপালে চন্দন ফোঁটা	এত শুনি দ্বিগ্ধবর	প্রণিপাত পুরঃসর
যোগপাটা স্বক্কে মনোলোভা ॥		আশ্বসর হইল আবাসে ।	
দ্রুপ ধরি শ্বেতমক্ষী	সংহতি চলিল পক্ষী	রামদাস-বিরচিত	অনান্তমঙ্গল গীত
লক্ষীভূত কারো নাঞি হয় ।		প্রবণে পাতকরাশি নাশে ॥	
ভকতবৎসল হরি	অবনীতে অবতরি		
ধীরে ধীরে যান ভক্তালয় ॥			
যোগিবেশে নারায়ণ	পথিকে শুধান গন	বিরিকি বাসব শিব যে পদ ধিয়ায় ।	
অপরূপ প্রভুর বাহিত ।		অনায়াসে রতিনাথ সেই পদ পায় ॥	
রতিনাথ দৈবযোগে	উপনীত হৈল আগে	বেলা নাই বৈশ্বের দেয়ান ভেঙ্গে গেছে ।	
সেহ ভূপতির পুরোহিত ॥		সিংহ নামে ছয়ারে ছয়ারী বসে আছে ॥	
আশীষ করিয়া প্রভু	কহিলেন ওহে বাপু	দেখা দিল সিংহদ্বারে দিবা দশ দণ্ড ।	
অমরা ঘাইতে কোন্ গন ।		দেখে সবে সশঙ্ক সন্ন্যাসী সুপ্রচণ্ড ॥	
রাজসভা রাজপুর	হেথা হতে কত দূর	ঠাহুর বলেন ছয়ারী পায়ের ধূলা নে ।	
সবিশেষ কহ নিদর্শন ॥		পারণার ভিক্ষা কিছু যোরে এনে দে ॥	
এত শুনি রতিনাথ	কহে উঠাইয়া হাত	বার বৎসর উপবাস করিব পারণা ।	
ঐ পথ দেখ স্বতস্তর ।		মহামাংস খেতে গেষ্ঠে আমার বাসনা ॥	
পরিসর ওই গন	উভ পাশে গুয়াবন	ছয়ারী তাসিয়া পড়ে এ উহার গায় ।	
দক্ষিণেতে দীঘি দীর্ঘতর ॥		ব্রহ্মচারী হয়ে বেটা মাহুঘ খেতে চায় ॥	
কত দূর গিয়া আগে	দেখা পাবে পুরোভাগে	প্রভু কন সংবাদ শুনাও নৃপতিরে ।	
কদম্ব তমাল তরুগণ ।		বল্লুকার সন্ন্যাসী এসেছে তোমার দ্বারে ॥	
বামে তার পাবে বাট	সেই পথে যাবে ঝাট	এত শুনি ছয়ারী চরণে করে ভর ।	
গীত নাট দেখিবে গাজন ॥		শীঘ্রগতি চলে গেল মহল ভিতর ॥	
তার আগে মনোহর	চিত্রব্রুক্ষ পরিসর	রাজা রাণী পাশা খেলে পরম কোতুকে ।	
সেই বাট রাজপুরগত ।		ছয়ারী দাণ্ডায়ে কয় ছটি হাত বুকে ॥	
তার পাশে মনোহারী	পণ্য পসার সারি সারি	বল্লুকার সন্ন্যাসী অতিথি আজি দ্বারে ।	
আসে যায় লোক অবিরত ॥		সাক্ষাৎ অনলপ্রায় দেখে ভয় করে ॥	
আগে গিয়ে দোলমঞ্চ	সরোবর অপরঞ্চ	আপনারে পারণা চাহিল মহারাজ ।	
দেখে যাবে গোবিন্দদেউল ।		অতএব গমনে উচিত নহে ব্যাজ ॥	
তার বামে নিধুবন	বিহরে বিহঙ্গগণ	শুনিয়া ভূপতি অতি কোপে কম্পমান ।	
নিকুঞ্জকাননে নানা ফুল ॥		ছয়ারীর তরে রাজা জুড়িল বাধান ॥	

বিধি বাম বাহারে তাহার এই বাণী ।
 রাজা বলে বলগে বাড়ীতে নাঞি তিনি ॥
 তিন দিন শিকারে গেছেন নররায় ।
 অভিলাষ পারণা পূরাও যাহা চায় ॥
 এত শুনি মদনা মাণায় হানে কর ।
 ভাল ভাল ভূপতি ভুলিলে আশ্রয় ॥
 সন্ন্যাসী বল্লুকাবাসী ঠাকুর গোসাঞি ।
 বড় ভাগ্য ভবনে তাঁহার দেখা পাই ॥
 ভূপতি কহেন তবে পেয়ে পরিতাপ ।
 কটু কয়ে কত না প্রবল কৈলু পাপ ॥
 এত বলি প্রভুর আরতি বান্ধি শিরে ।
 হেমঝারি লইয়ে চলিল সিংহদ্বারে ॥
 হীরা গণি মুকুতা সাজায়ে হেমথালে ।
 পিছে পিছে মহিষী মদনা ধীরে চলে ॥
 যোগিবেশে যোগেন্দ্রহর্লভ জগন্নাথ ।
 অবশেষে উপনীত তাঁহার সাক্ষাৎ ॥
 প্রণিপাত করে ভূপ করিয়া বন্দনা ।
 প্রণমে পরমানন্দে মহিষী মদনা ॥
 জাহ্নবীর জীবনে রাজা পাখালে চরণ ।
 বসন আঞ্চলে রাণী মুছয়ে তখন ॥
 ধন লও গোসাই তোমার যাহা মনে লয় ।
 হেমখাল রাখিয়া রাণী করেন বিনয় ॥
 সন্ন্যাসী বলেন ভিক্ষা দিলি গো মদনা ।
 হইলে বেটার মা করিলে কোন পুণ্য ॥
 ধন দিয়া আমাকে ভাঙাতে চাও তুমি ।
 অত সব ধনেতে কান্দাল বড় আমি ॥
 এত বলি সন্ন্যাসী সিদ্ধির কুলি ঝাড়ে ।
 ছালা দশ মুকুতা মাণিক খসে পড়ে ॥
 শুভাশীষ কর্যা প্রভু কয় অভিলাষ ।
 তিন দিন হইল আমার উপবাস ॥
 পারণা করিব আমি মদনার পাকে ।
 রাজা রাণী কৃতার্থ ভাবেন আপনাকে ॥
 আন্তে ব্যস্তে নরপতি কহে জোড়হাতে ।
 অভিক্রুচি কোন্ দ্রব্য ভোজন করিতে ॥

নিরামিষ, আমিষ মিষ্টান্ন জলযোগ ।
 আদেশে সেবার সব করিব নিয়োগ ॥
 গোসাঞি বলেন আমি ধর্ম্মের সন্ন্যাসী ।
 মহামাংস ভোজনে সদাই অভিলাষী ॥
 বিশেষ অপর মাংস নাহি প্রয়োজন ।
 তোমার বেটার মাংস করিব ভোজন ॥
 কথা শুনি রাজারানীর কঁপিল হৃদয় ।
 রাণী বলে গোসাঞি এ কথা বোধ্য নয় ॥
 যোগী হয়ে নাঞি কর জীহত্যার ভয় ।
 বিশেষ নরের মাংস খাইতে আশয় ॥
 অসম্ভব দেখি প্রভু তোমার আচরণ ।
 সন্ন্যাসী বলেন গুরুগভীর বচন ॥
 শুন রাণি পুণ্যবতি ধার্মিক রাজন ।
 ক্ষুধিত অতিথ আমি কি করিব ধন ॥
 তুমি রাজা সত্যশীল ধর্ম্মেতে স্থধীর ।
 ভিক্ষার পারণা দিতে হইলে অধীর ॥
 তোমার মহিমা যশঃ ঘূষে মহীময় ।
 সেই হেতু আসিয়াছি তোমার আশ্রয় ॥
 এখন পেয়েছ বেটা ভাঙাহ আমারে ।
 কার পূজা করেছিলে বল্লুকার তীরে ॥
 পূর্বেতে করিলে সত্য এবে হইল আন ।
 মনে পড়ে নাই বৃদ্ধি পূর্ব্বের মানান ॥
 এত শুনি রাজা রাণী করিছে ব্যাকুলি ।
 খেদে দশ দিক্ দেখে আঁধার সকলি ॥
 ধূলায় ধূসর তলু আলুনা লু কেশ ।
 অবশ্যক বিবশ বসন চারু বেশ ॥
 কৃতান্তলিপুটে রাণী গলায় দিয়ে বাসে ।
 কাতরে সন্ন্যাসিবরে সতর্কণ ভাবে ॥
 অনান্তচরণপদ্ম ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিত অনাদ্যমঙ্গল ॥

শোকাভুরা রাজরাণী কপালে কঙ্কণ হানি
 পুটপাণি কান্দে প্রভু আগে ।

কর কৃপা বিতরণ ছাড় নিদারুণ পণ ধর্মসেবা মোর ভার ধারিলে ধর্মের ধার
 সর্বত্র সঁপিবে পুরোভাগে ॥ সাধিতে সর্বত্র মোর গতি ।
 বাছার রাখহ প্রাণ যাহা ইচ্ছা লও দান তাহে হইলে অসম্ভব আমারে বলিলে ছুটে
 অপ্রদান কিবা আছে আর । পরে রক্ত দেখিবে হৃৎকতি ॥
 বাছারে লইয়ে কোলে অঙ্গ ঢাকি বাঘছালে এত শুনি রাজারানী কহে সকাতির বাণী
 অবহেলে পশিব কাস্তার ॥ অভিক্রটি মোর দাও বলি ।
 বহু তপস্তার ফলে পাইয়াছি বেটা কোলে দাসে দাও পদছায়া নায়েকে করহ দয়া
 সবেমাত্র লুহিস তনয় । রামদাস কহে পুটাম্বলি ॥
 শুনে বক্ষ যায় ফেটে হা-পুতির বাছা কেটে
 রাঙ্কিবারে কহ বাপ মায় ॥
 আপনি হইয়ে চোর হৃদয়-পিঞ্জরে মোর শুনিয়া শুকায় জীউ বক্ষ যায় ফেটে ।
 যদি হর লুঞ্চে প্রাণপাশী । কেমনে ভুঞ্জাব তোমা হেন পুত্র কেটে ॥
 কাতি বসাইয়ে কঠে প্রাণ তেজি এই দণ্ডে স্খামাথা বাক্যে যার ক্ষুধা করে দূর ।
 হত্যা পাপ সঁপিবে আবাসী ॥ কেমনে করিব প্রভু তার মুণ্ড চূর ॥
 একান্ত বাসনা যদি বহায়ে রক্তের নদী সম্রাসী বলেন বুধা বচনবিত্তাস ।
 মহামাংস করিবে ভোজন । ভূপতি বলেন প্রভু কৃপা পরকাশ ॥
 তবে সে আপন গুণে লুহিকে বাঁচাও প্রাণে শিবি নামে সংসারস্থখ্যাত নরপতি ।
 বধ রাজা রাণীর জীবন ॥ ধর্ম হইল সম্ভান বুঝিতে সত্যে মতি ॥
 রাণীর কক্ষণা শুনি সম্রাসী কহেন বাণী পারাবত হইল ইন্দ্র কশ্যপনন্দন ।
 সত্যে বন্দী সূর্য্যের প্রমাণ । ভয়ে ভূপতির কোলে লট্টন শরণ ॥
 পূর্বেতে মানান কৈলে প্রথমের বেটা হলে দেখে এসে মান বলে একি অবিচার ।
 ধর্মযজ্ঞে দিব বলিদান ॥ সুবিজ্ঞ হইয়ে ভক্ষ্য লুকাও আমার ॥
 হইলে বেটার মা কাটিলে পূর্ব্বের রা প্রাণপণে দূর হতে আনিয়াছি তেড়ে ।
 ছি ছি এত ন্যাবড়ের ধারা । আমার যুগের গ্রাস তুমি নিলে কেড়ে ॥
 সাধু সত্যশীল জন কৈলে মন্দ আচরণ রাজা বলে শরণ্যারে রাখাই বিহিত ।
 হইবে অবনী পাপে ভরা ॥ অতএব পক্ষী নাঞি ছাড়িব নিশ্চিত ॥
 নিগুণ নিলেপ ধর্ম জগতের যিনি মর্ম অঙ্গীকার কৈল রাজা কহে সম্ভান ।
 পরব্রহ্ম পরমপুরুষ । আপনি অঙ্গের মাংস ভুঞ্জাও শ্রীমান ॥
 হেন ধর্ম্ম দিয়ে কাকি অধর্ম্মের হও ভাগী বিহঙ্কে তুমিল ভূপ আপনার মাংসে ।
 অখিলে অসীম অর্পোরষ ॥ শরণ্যে করিল রক্ষা ভুবনে প্রশংসে ॥
 জী পুত্র পরিবার কে কার কে তোমার প্রভুর দারুণ পণ বুঝিয়ে ভূপতি ।
 মায়ায় মোহিত মূঢ় মন । নিবেদন করে পদে করিয়ে প্রণতি ॥
 ধর্ম পুঞ্জ নরমণি রাখহ প্রভুর বাণী অবশ্য প্রভুর বাক্য শিরে বান্ধি নিব ।
 জুজীর্ষি ভক্ষক জিহুবন ॥ লুঞ্চে ঘরে নাই প্রভু এবে কি করিব ॥

লুঞ্চেচর গেছে পাঠ পড়িবার তরে ।
 বার দিনের পথ তার মামাদের ঘরে ॥
 মামার জীবন সে যে মামী ভালবাসে ।
 ছ মাসে ন মাসে বাছা বাড়ী নাঞি আসে ॥
 পাঠ পড়ে লুঞ্চেচর আসিবে যখন ।
 লোক দিয়ে প্রভুকে আনাব সেই ক্ষণ ॥
 সন্ন্যাসী বলেন তবে আর কোথা যাব ।
 চারি মাস বরিষায় এইখানে রব ॥
 রাজা বলে গোসাঞি বড় বর্ষার জঙ্ঘাল ।
 সন্ন্যাসী বলেন বাপু আছে বাঘছাল ॥
 এত বলি বসে ধর্ম বকুলতলায় ।
 বহুমতী বলিয়ে ডাকিল ধর্মরায় ॥
 আজ্ঞা দিল ধরণীকে মনে অভিলাষ ।
 লুঞ্চেচর আনিতে কর মায়ায় প্রকাশ ॥
 লুঞ্চেচর আনিতে তবে বহুমতী চলে ।
 লুঞ্চে যথা পাঠ পড়ে ছাত্রের মিশালে ॥
 হাত হতে দশবার টলে পড়ে খড়ি ।
 লুয়ে বলে গুরুদেব কপাল হৈল ডেড়ি ॥
 মধনে বিষম থাই মন উচাটন ।
 জনক জননী বুঝি করিল রণ ॥
 এত বলি কক্ষস্থলে খড়ি পুখি লয়ে ।
 সাতবার গুরুদেবে প্রদক্ষিণ হয়ে ॥
 নারায়ণ গুরু বলে করিল প্রণিপাত ।
 বিজ্ঞা হোক বলি গুরু শিরে দিল হাত ॥
 ঘরে যেতে লুঞ্চেচর উঠাইল পা ।
 পথ ঘাট হয়ে চলে বহুমতী মা ॥
 দুয়ার ঠাকুর ধর্ম মায়া ফেলে দিল ।
 বার দিনের পথ লুয়ে বার দণ্ডে এল ॥
 দেখিলেন এক ঠাঞি তিন মহাগুরু ।
 পিতা মাতা প্রণম্য সন্ন্যাসী কল্পতরু ॥
 তিন গুরু এক ঠাঞি নাঞি ছোট বড় ।
 কেমনে প্রণাম করি বুঝে মনে দড় ॥
 মা বাপের চরণে বাড়ায়ে ছই হাত ।
 প্রভুর চরণে মাথা রাখি অকস্মাৎ ॥

তা দেখে তরাসে উড়ে মা বাপের প্রাণ ।
 কোলে লয়ে মুছে রাণী সে চাঁদবদান ॥
 সন্ন্যাসী বলেন রাণী কিসের ভাবনা ।
 ঝাট করে বেটা কেটে রাক্ষসে মদনা ॥
 আনালে আপন বলি শ্রীধর্মঠাকুর ।
 অতএব মদনা তোর ভাগ্য স্প্রচুর ॥
 মদনা বলেন প্রভু না সহিবে ছাতি ।
 তোমার সাক্ষাতে আগে গলে দিই কাতি ॥
 রাজা বলে আমার জীবনে কাজ কি ।
 আজ্ঞা কর সাক্ষাতে গলায় কাতি দি ॥
 ঠাকুর বলেন ভূণ ভুলিলে প্রতিজ্ঞা ।
 হুবিজ্ঞ হইয়ে কর প্রভুরে অবজ্ঞা ॥
 উদাসীন অতিথ তাহাতে উপবাসী ।
 সাধিতে ধর্মের ধার পারণ্য প্রত্যাশী ॥
 এত শুনি লুঞ্চেচর করপুটে কয় ।
 আমা হতে মা বাপের নরকবাস হয় ॥
 কিসের ভাবনা বাপা নরকে জাবে কেনে ।
 সন্ন্যাসীকে পূজ পিতা আমা বলিদানে ॥
 কৃতার্থ হইবে বাপা হবে সিদ্ধকাম ।
 আমা বলিদানে প্রভুর পুণ্যও মনস্কাম ॥
 প্রভুর সেবায় যদি এই দেহ যায় ।
 জননীজঠরে তার জন্ম নাঞি হয় ॥
 অতএব বিলম্বে রাজা নাঞি প্রয়োজন ।
 প্রভুর পূজার যোগ্য কর আয়োজন ॥
 এইরূপে মা বাপের পরিবোধ দিয়ে ।
 কৃষ্ণ যেন যায় নন্দ যশোনা ত্যজিয়ে ॥
 বেটা কাটিবারে রাজা কৈল অঙ্গীকার ।
 তবে মায়া ফেলি দিল ঠাকুর করতার ॥
 অনায়াসে রাজা রাণী কাটাইল মো ।
 স্বরাসিত হইল তবে উৎসর্গিতে পো ॥
 বসাল পল্লব ঘট করিল অর্চনা ।
 দুয়ার উপরে রাণী লেপে আলিপনা ॥
 লুঞ্চেচর পরায় তবে অষ্ট আভরণ ।
 সাক্ষাৎ সাজিল লুঞ্চে মদনমোহন ॥

চরণে মকর খাড়ু চক্ষু পরকাশ ।
 গলায় রতনহার তিমির বিনাশ ॥
 কনক অঙ্গ করে ইন্দুবিম্ব হীরা ।
 বাক্যমক্ করে যেন প্রভাতের তারা ॥
 সিনান করায় আনে রাজার কুমারে ।
 গৃহস্থ সাজায় যেন বিবাহের বরে ॥
 রাণীর মলিন মুখ মহাশোকাভূরা ।
 লুক্রিশের মুখ যেন প্রভাতের তারা ॥
 মহামন্ত্র দিলা প্রভু লুক্রিশের কাণে ।
 প্রণতি করিল লুঞ্জে প্রভুর চরণে ॥
 হাসি হাসি কহেন ঠাকুর ভূগপতি ।
 আমার বচন ভূপ কর অবগতি ॥
 পুত্রশোকে তোমাদের চক্ষে পড়ে পানি ।
 তবে পূজা না লইবে ঠাকুর চক্রপানি ॥
 মদনা বলেন মায়া পুতিয়াছি পীকে ।
 ভূপতি ব্যাকুল হইল তনয়ের শোকে ॥
 লুঞ্জেচক্ষু বলে বাপা শোক মায়া তাজ ।
 আমা বধি পূজ ধর্মচরণ-পঙ্কজ ॥
 তুমিয়ে সাধুর চিন্তা সেখে লগ বর ।
 আমা কাটি কর কোটি কুলের উদ্ধার ॥
 পাষাণে বাধিয়া বৃক পাসরিল মায়া ।
 ধরিল বেটার পায় ভূপতির জায়া ॥
 খড়্গ তুলে মহারাজা হানিলেন চোট ।
 কাটিল লুঞ্জের মাথা ভূমে যায় লোট ॥
 বাজিল বিবিধ বাস্ত্র দামামা দগড় ।
 বলিদান দিয়ে রাজা করিলেন গড় ॥
 ঘনঘটা শব্দে সর্বত্র ধর্মজয় ।
 ধূপ-ধূনা-সৌরভ পুরিল পুরময় ॥
 পুরবাসী পরিজন করে হাহাকার ।
 মদনা বাজায় শব্দ অয়জয়কার ॥
 বেটা কেটে ভূপতি খগরে ধরে লো ।
 অসম্ভব নগরে নাগরী জায় মো ॥
 বেদমন্ত্রে সেই রক্ত উৎসর্গিল রাজা ।
 ঠাকুর ভাবেন মোর হইল আত্মপূজা ॥

ছটকট ভূমিতে আছাড়ে বুলে পা ।
 কাটা মুণ্ড কোলে নিল খোলা দাইমা ॥
 লুকাইল মুণ্ড লয়ে মরায়ের সাদি ।
 মনে করে বিরলে বসিয়ে পরে কান্দি ॥
 অতঃপর সন্ন্যাসী বলেন মহারাজ ।
 দ্বিগুণ ভ্রষ্টর অলে নাঞ্ছি সহে ব্যাজ ॥
 কাটহ লুঞ্জের মাংস আমার গোচরে ।
 রাণী গিয়ে রন্ধন করুক স্বরা করে ॥
 এত শুনি নিল রাজা স্তবর্ণের বঁটি ।
 কাটিল লুঞ্জের মাংস করে পরিপাটি ॥
 কাটিল সকল মাংস খণ্ড খণ্ড করে ।
 সাজায়ে কাঞ্চনথালে রাখে ধরে ধরে ॥
 সন্ন্যাসী বলেন রাজা করিলে কল্পনা ।
 মনাস্তর অন্তরেতে করিল মদনা ॥
 আমার সাক্ষাতে রাণী লুকাইল মাথা ।
 আমারে বঞ্চনা রাজা করিলে সর্বথা ॥
 অঙ্গহীন মাংসে রাজা মোর ক্রটি নাঞ্ছি ।
 পারণা দূরেতে থাকু উঠে নয় যাই ॥
 খেয়ে আসি দিল রাণী মুণ্ড ফেলাইয়ে ।
 বিনয়ে চাহিল ক্ষমা ঝ্রিগে ধরিয়ে ॥
 সন্ন্যাসী কহেন ধন্য ভূপতির দারা ।
 ঠাকুর দিবেন শীঘ্র তোর কোলতরা ॥
 সবরে রাজহু গিয়ে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ।
 কুখায় ভ্রষ্টর অলে মন উচাটন ॥
 ভূপতি ভাঙ্গহ মুণ্ড বার কর ঘি ।
 রসাল অঙ্গেল হবে সুরসাল অতি ॥
 ভূপতি বলেন ইহা অসম্ভব কথা ।
 কার্তিক মাসেতে আত্মফল পাব কোথা ॥
 পৌষে মুঞ্জরে গাছ চৈত্রে লোক খায় ।
 বাক্রণীর কালে লোক গঙ্গাজলে দেয় ॥
 সন্ন্যাসী বলেন ভূপ না ভাগ্যহ তুমি ।
 তোমার গড়েতে আত্ম দেখে এলাম আমি ।
 এই দেশের রাজা যবে ছিল যুধিষ্ঠির ।
 তার ভাই আছিল অর্জুন মহাবীর ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজা দিয়াছিল চূড়া ।
 সেই গাছ কাটা গেছে তার আছে গোড়া ॥
 সেই গাছ মুক্তরিয়া ধরিয়াছে ফল ।
 সেই আশ্র আনি রাজা রাখাই অশ্বল ॥
 এত শুনি জায় রাজা নাক্রি দেখে চোখে ।
 হংসধ্বজ রাজা যেন সুধম্বার শোকে ॥
 আশ্রতলায় রাজা করিল গমন ।
 তাহে মাঝা করিলেন দেব নারায়ণ ॥
 মুক্তরেছে মরা গাছ ধরিয়াছে ফল ।
 কিছু কাঁচা কিছু পাকা আশ্রার্থ্য সকল ॥
 শ্রীধর্ম্ম সুরিয়ে রাজা পাতিল অঞ্চল ।
 মায়াধারী ধর্ম্মরাজা দিলেন দশ ফল ॥
 আশ্র লইয়া রাখিলেন মদনার স্থান ।
 স্বরায় রন্ধন রাণী কর সমাধান ॥
 অনাচপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাচমঙ্গল ॥

রোদন সম্বরি মদনা সুল্লরী
 পসিল রন্ধনস্থলে ।
 সহচরী যত আনে মনোমত
 আয়োজন হেমথালে ॥
 তৈল ঘি লবণ বেসার ব্যঞ্জন
 খঞ্জনলোচনা যত ।
 এনে স্বরা করে রাখে থরে থরে
 বাসে ঘর আমোদিত ॥
 আপনি মদনা বাটিল বাটনা
 হিং জীরা মিশাইয়ে ।
 মোহন মোহরি মরিচের গুঁড়ি
 রাখে ধনী সাজাইয়ে ॥
 বিবিধ বকাল অতি সুস্বাদ
 বাটিল আদার ঝাল ।
 এলাচী লবঙ্গ কহিতে সুস্বাদ
 কুসুম নিশা মিশাল ॥

উজ্জল আগুনে চন্দন ইন্ধনে
 যতনে জালিল তিউড়ি ।
 নয়নের লোয় নয়নেতে খোয়
 চাপাল রক্ততর্জি ॥
 স্বত দিয়ে ঢালি মাংস দিল তুলি
 পরিপাটি সান্তুলিল ।
 সাড়া কলকল ভকতবৎসল
 ভাবেতে বিভোর হল ॥
 আদার বেসার সুমোহন তার
 রাখিল স্বরস ঝোল ।
 দিয়ে মরিচ গুঁড়া কিছু ভাজা পোড়া
 কিছু বা করে অশ্বল ॥
 মিশায়ে হিং জীরা মেথি মনোহরা
 রাখিল বিবিধ স্থপ ।
 শাক হুজা খাড়া ভাজা বড়ি বড়া
 তিলকুটা অপক্ক ॥
 খিরগুলি পিঠে অতিশয় মিঠে
 পায়স স্বরস অতি ।
 রাঞ্জে নব ঘট অমৃতের খণ্ড
 পক্কায় পরম প্রীতি ॥
 রন্ধনের গন্ধ সুখা মকরন্দ
 হইল ব্যঞ্জন পঞ্চাশ ।
 অপরঞ্চ যত কহিব বা কত
 কহে কবি রামদাস ॥

তবে মহারাজ করে ভোজনের স্থল ।
 সুবর্ণের পিঁড়ি রাখে গাড়ু ভরা জল ॥
 হেমথালে সাজাইল অন্ন সমুদায় ।
 সুবাসিত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিল তায় ॥
 ভূপতির আবাহনে প্রভু মায়াধর ।
 ভোজনে বসিলা গিয়া পিঁড়ির উপর ॥

ঠাকুর বলেন অন্ন বাড় তিন খালে ।
 তিন জনে ভোজন করিব এককালে ॥
 নিদারুণ বাক্যে বড় বাজিল নির্ধাত ।
 সন্ন্যাসী সমক্ষে রাজা করে ষোড় হাত ॥
 কাতরে বলেন রাজা করি হায় হায় ।
 মা বাপ বেটার মাংস কেমন করে খায় ॥
 সংসারের পশু পক্ষী স্থাবর জঙ্গম ।
 প্রসবিয়া পুন তারে করয়ে ভোজন ॥
 সন্ন্যাসী বলেন শুন অবোধ ভূপতি ।
 নদনদী প্রসবিয়ে গরাসে তোয়নিধি ॥
 ভুঞ্জ গরাসে তার আপন সন্তানে ।
 যজ্ঞ কর্যা যজ্ঞফল দাও কোন্ জনে ॥
 কুবুজি ঘটিল তোর ঘটিল বিপাক ।
 যজ্ঞ হত হইল তোর অন্ন তুলে রাখ ॥
 এত বলি বিদায় মাগে সন্ন্যাসী গোসাঞি ।
 রাণী বলে মহারাজ আর রক্ষা নাঞি ॥
 বিমুখ হয়েন যদি সন্ন্যাসী আপনি ।
 পুত্রবধযজ্ঞ হত আমি অভাগিনী ॥
 রাজা বলে অপরাধ না লবে গোসাঞি ।
 অতঃপর তিন জনে বসি এক ঠাঞি ॥
 রাজা বসে দক্ষিণেতে রাণী বসে বামে ।
 উৎসর্গিয়া দিল অন্ন গোবিন্দের নামে ॥
 শ্রীবিষ্ণু স্মরিয়ে গণ্ডু ব তুণ্ডে তুলিতে ।
 দয়ার ঠাকুর ধর্ম ধরিলেন হাতে ॥
 বর মাগ হরিশ্চন্দ্র তুমি ভাগ্যবান ।
 না হবে না হল দাতা তোমার সমান ॥
 বর মাগ মদনা গো তুমি রাজার বি ।
 যে বর মাগিয়ে লবে সেই বর দি ॥
 মদনা বলেন প্রভু বরে নাঞি কাজ ।
 এই বর দাও মোর মুণ্ডে পড়ু বাজ ॥
 প্রভু গো চরণে মোর এই অভিলাষ ।
 মরিয়া চলিয়া যাই লুইসের পাশ ॥
 এত বলি কান্দে রাণী নয়নে বহে জল ।
 ঠাকুর বলেন বাছা করিব সফল ॥

মদনা বলেন যদি হইলে দয়াবান ।
 অঞ্চলের মণি মোরে ফিরে দেহ দান ॥
 ঠাকুর বলেন ঝিয়ে ভেকে আন তারে ।
 তোর বেটা খেলা করে বাজার ভিতরে ।
 এত শুনি রাজা রাণী চলে ধাওয়াই ।
 বাছুর হারালে যেন বাথানিয়া গাই ॥
 লুঞ্জে লুঞ্জে বলে রাণী ডাকে উচ্চস্বরে ।
 যশোদা যাদবে খুঁজে গোঁহুল নগরে ॥
 যে কালেতে কৃষ্ণচন্দ্র চুরি কৈলা ননী ।
 উদুখলে বাঙ্কিলেন নন্দের গৃহিণী ॥
 বন্ধন ছিড়িয়া হরি গেলেন পলাইয়া ।
 যশোদা আকুল হইল কৃষ্ণকে খুঁজিয়া ॥
 রাণী বলে কোথা বাছা লুঞ্চেচন্দ্র রায় ।
 দেখে এসে ধরে লুঞ্চে মায়েয় গলায় ॥
 সেই অভরণ আছে সেই টাড়াবালা ।
 উৎসর্গিয়া দিয়েছে গলায় আছে মালা ॥
 লুঞ্চে বলে জননি না কর অস্ত্র মন ।
 যোগিবশে যোগেন্দ্র আরাধ্য নারায়ণ ॥
 যখন আমার মাংস রাক্ষি খুইলে খালে ।
 তখন বসিয়ে আসি সন্ন্যাসীর কোলে ॥
 এখানে আমাকে আগে রাখিয়া গাজনে ।
 পশ্চাতে পরম প্রভু গেলেন ভোজনে ॥
 বলিয়ে গেলেন মোরে প্রভু নারায়ণ ।
 জননী ডাকিলে তোরে দিবে দরশন ॥
 এত শুনি মদনার বাড়িল উল্লাস ।
 হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
 কোলে করে নিল পুত্র পরম যতনে ।
 বিলাল বহল রক্ত বেটার কল্যাণে ॥
 শূত্র রথে গেল ধর্ম শূন্তের গোসাঞি ।
 হরিশ্চন্দ্র সম দানো জিতুবনে নাঞি ॥
 শুনি রাণী রক্তাবতী শ্রীধর্মমঙ্গল ।
 নয়নে বহিল তার প্রেম অশ্রুজল ॥
 অপরূপ ভকতিভাবেতে ভরপুর ।
 তুমি সে সাক্ষাৎ ধর্ম দয়ার ঠাকুর ॥

এত বলি করে রজা চরণে প্রণতি ।
 শ্রীধর্মপূজায় রজা হবে পূজবতী ॥
 আশীর্বাদ করি কিছু বলেন পণ্ডিত ।
 বিদায় লইয়া আমি যাই উপস্থিত ॥
 পরে সে আসিব যবে আনাবেন রায় ।
 সামুলা আসিবে সঙ্গে তোমার স্বরায় ॥
 তোমায়ে দিবেন ধর্ম সেবা উপদেশ ।

পূজবর পাইবে কিন্তু হুঃখ অবশেষ ॥
 এত বলি যান গুরু লইয়া গাজন ।
 প্রণতি মিনতি করে পুরবাসী জন ॥
 হরি হরি বল সতে পালা হৈল সায় ।
 নায়েকের প্রতি প্রভু হবে বরদায় ॥
 অনাঙ্কপদারবিন্দ-মধুলুকমতি ।
 রায়দান বিরচিল মধুর ভারতী ॥

ইতি অনাঙ্কমঙ্গল নামক মহাকাব্যে হরিশ্চন্দ্রপালানাম চতুর্থ কাণ্ড ॥

পঞ্চম কাণ্ড

শালে ভর পালা

প্রণতি পরমগুরু ব্রহ্ম নিরঞ্জন ।
 শ্রীধর্মমঙ্গলগীত শুন সব জন ॥
 পণ্ডিতের কথা রাজা বাঙ্কি নিল শিরে ।
 গাজনের আয়োজন করিল ত্বর করে ॥
 আনাল আপনি রায় পণ্ডিত গোসাঞি ।
 সামুলা হৃন্দরী সঙ্গে ধর্মের বড়াই ॥
 পূজকাম সঙ্কল্প করিল রজাবতী ।
 বিধিমতে পূজা করে ঠাকুর যুগপতি ॥
 অতঃপর গুরুর নির্দেশ পেয়ে রামা ।
 মহাপূজা আরম্ভ করিল মনোরমা ॥
 বোল কাটি সাজাইল সন্ন্যাসীর সাজ ।
 সামুলা বলেন শুভ কর্মে কিবা ব্যাজ ॥
 পূজা আয়োজন সব নায়ে ভরে' লয়ে ।
 পূজহ পরমারাধ্য চাম্পায়েতে গিয়ে ॥
 বিদায় মাগিয়া লহ ভূপতির ঠাঞি ।
 অতএব অধিক বিলম্বে কাজ নাঞি ॥

পণ্ডিতের ভারতী রজার মনে ভায় ।
 মনে মানি ময়নানাথের কাছে যায় ॥
 গলায় বসন দিয়ে করে জোড়হাত ।
 তোমার ঠাঞি বিদায় হলাম প্রাণনাথ ॥
 চাম্পায়ে ঘাটেতে ধর্মের পূজা দিব ।
 সাধ আছে সাধিয়ে পূজের বর নিব ॥
 সাক্ষাৎ দেবতা তুমি নাহি দিলে সায় ।
 অভাগীর প্রতি প্রভু না হবে বরদায় ॥
 এত শুনি বুড়া রাজা হৈল হেটমাথা ।
 অবোধ অবলাবুদ্ধি যেতে চাও কোথা ॥
 দূর কর ও সব ভারতী নাঞি কহ ।
 না পাবে ধর্মের দেখা ঘরে বস্তা রহ ॥
 কত মুনি ভগবন্তা করিয়া মরে গেল ।
 শালে ভর শব্দ আপনি করেছিল ॥
 শিব না চিনিল কেমন করতায় ।
 তুমি সে অবলা কোথা দেখা পাবে তার ॥

অশেষ পাইবে কষ্ট বনে বনে ভ্রমি ।
 কোথা থাকে ধর্মদেব নির্ণয় না জানি ॥
 নিরঞ্জন নিরাকার নাঞ্চি হস্ত পা ।
 কোন কালে নাহি শুনি ধর্মের বাপ মা ॥
 স্তূথ দুঃখ যত বল কপালের লেখা ।
 মন দড় থাকিলে দেবতার সঙ্গে দেখা ॥
 দুঃখ পাবে চাম্পাই দুরন্ত দেশ শুনি ।
 সহজে অবলা জাতি তাহাতে তরুণী ॥
 পদে পদে যুবতির বিপদের কাঁটা ।
 উচিত বলিতে পাছে মনে হও চটা ॥
 তুমি গড়াইবে পরপুরুষের সনে ।
 সীতার কলঙ্ক হল লিখে রামায়ণে ॥
 রঞ্জা বলে ভূপতি ভাবনা কর দূর ।
 স্বধর্ম সেবিব আমি শ্রীধর্ম ঠাকুর ॥
 ধর্মমনা হইলে সংসারে কারে ভয় ।
 বিপত্তিকালেতে ধর্ম হবেন সদয় ॥
 বিশেষ সংহতি মোর পণ্ডিত আপনি ।
 সাংজাত ভকিতা সঙ্গে মালতী কল্যাণী ॥
 পুণ্যতোয়া তটিনী ত্রিপুরা মহাস্থান ।
 সেবা সিদ্ধি হলে পাব পুত্র বরদান ॥
 পুত্র বিনে সংসারে সকলি শূন্যময় ।
 পুত্র বিনে কে তারিবে পুণ্য নিরয় ॥
 পুত্র বিনে কে করিবে কুলের উদ্ধার ।
 পুত্র বিনে পিতৃলোক করে হাহাকার ॥
 মরিলে নির্কংশ নাম জীয়েন্তে আঁটকুড়া ।
 এ হতে বেদনা বল কিসে আছে বাড়া ॥
 অগ্নেয়ে বলিয়া লোক নাঞ্চি হেরে মুখ ।
 ভায়ের বচনশেলে বিদরিছে বুক ॥
 পুত্রহীন জনার জীবনে নাহি ফল ।
 ভূপতি বলেন বুঝ সব কর্মফল ॥
 স্তূথ দুঃখ যত কিছু ললাটের লেখা ।
 মন দড় থাকিলে দেবতার সনে দেখা ॥
 শ্রীহরির পাদপদ্মে মজাও মনোভূদ ।
 পূরিবে মনের আশা ঘুচিবে কলঙ্ক ॥

অপক্লপ শুনি নাকি শালে দিবে ভর ।
 আপনি মরিলে বল কে মাগিবে বর ॥
 প্রণতি করিয়া রঞ্জা কহে সবিনয় ।
 মরিলে বাঁচাবে প্রাণে প্রভু দয়াময় ॥
 দশানন রাবণ সেবিল কণ্ঠ দানে ।
 বর দিলা বিধাতা বাঁচাবে তারে প্রাণে ॥
 ঈশ্বর উদ্দেশে যদি মন রহে দঢ় ।
 এ অধিলে তার কোন কর্ম গুরুতর ॥
 অপরূপ হরিশ্চন্দ্র ত্রিলোকে ঘোষণা ।
 তনয় পাইল তার মহিষী মদনা ॥
 ছিঁড়েছিহু পূর্বেতে সংসার-মোহ-পাশ ।
 ভূপতি দিলেন পুনঃ তোমা মায়াফাঁস ॥
 নলিনীদলের জল জীবন চঞ্চল ।
 জলেতে বিধৌক যেন করে টলমল ॥
 মরি কিংবা বাঁচি তার নাঞ্চি পরমাণ ।
 বিশেষ দশমী দশা জরা বিস্তমান ॥
 একান্ত যাইবে যদি শ্রীধর্ম স্মরণে ।
 না দিব অধিক বাধা আইসহ এক্ষণে ॥
 পূজার সামগ্রী যত কর আয়োজন ।
 চাম্পাই করহ যাত্রা দৈলি গুডকণ ॥
 রাণী বলে সে সকল লয়েছি নায় ভরে ।
 এতক্ষণ আছি শুদ্ধ আপনার তরে ॥
 সাক্ষাৎ দেবতা নাথ না হইলে তুট ।
 না হবে সাধনা সিদ্ধ পাব বড় কষ্ট ॥
 প্রদক্ষিণ প্রণতি করিয়া প্রাণনাথে ।
 বিদায় হইল রামা বেত লয়ে হাতে ॥
 সাধু-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান ।
 রামদাস বিরচিল অপূর্ব আখ্যান ॥

সাংজাত ভকিতা সঙ্গে তরুণী চাপিল রঞ্জে
 সন্ন্যাসিনী বেশে রাজরাণী ।
 পূজা আয়োজন কত আদেশে নফর যত
 মায়ে তুলে স্বত মধু চিনি ॥

ধূপ ধূনা পান শুধা কছুরি চন্দন চুয়া
অলঙ্কার আসন অছুরি ।
যত্নে খাশা কীর খণ্ড পুরটের নব দণ্ড
আতপ ততুল খালা ভরি ॥
পূজার পদ্ধতি মত আর যে লইল কত
বর্ণিতে শক্তি আছে কার ।
চলে বাইতি হরিহর ইছা হাড়ী করে ভর
নক্ষর নায়ের কর্ণধার ॥
সামুলা হৃন্দরী আর নছ নামে কৰ্ম্মকার
বহিজে উঠিল দ্বারা করি ।
সাংজাত সন্ন্যাসিচয় ডাকে ধর্ম্ম জয় জয়
জয় দিয়া ছেড়ে দিল তরী ॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজুরব নগরের লোক সব
কলরব করে' আসে ধেয়ে ।
রাগী যায় ছেড়ে দেশ সাজিয়ে সন্ন্যাসিবেশ
শৌকাবেশে কান্দে ছেলে মেয়ে ॥
রাজহুথ রাজগেহ পাসরিয়ে মায়া মোহ
অহরহ মুখে ধর্ম্ম জয় ।
সংসার মায়ার খেলা ভাবিয়ে নৃপের বাল্য
ধর্ম্ম-ভেলা ঝুরছে আশ্রয় ॥
তরল-তরঙ্গ-রঙ্গা তটিনী কালিনী গঙ্গা
পাপভঙ্গা প্রসন্নমূর্তি ।
ভাসিল ধর্ম্মের ভরা কর্ণধার দিল দ্বারা
বাহিয়ে চলিল ক্রতগতি ॥
সাধিবারে মনোরথে তরঙ্গী সলিল-পথে
দিবস যামিনী একাকার ।
রামদাস রস ভণে একগনে যেনা শুনে
বাসনা সফল হয় তার ॥

বাহ বাহ বলিয়ে ডিঙ্গা হল দ্বারা ।
ছুটিল বহিজে যেন গগনের তারা ॥
কালিন্দী বাহিয়া সরস্বতীতে মিলন ।
চলিল দক্ষিণ মুখে ভেবে নারায়ণ ॥

সহজ বাহিয়ে ডিঙ্গা চালায় কৌতুকে ।
জয় ধর্ম্ম বলিয়ে ভকতগণ ডাকে ॥
এইরূপে তরঙ্গী ভাসিয়ে গেল গঙ্গা ।
সাগরের ঘাটে গেল রঞ্জাবতীর ডিঙ্গা ॥
সংকেতমাধব যথা সাগরের কূল ।
সামুলা দেখায় এই মাধব দেউল ॥
শুনিয়ে হইল সুখী ভূপতির দারা ।
পূজিব ত্রিপুরহর কূলে বাঁধ ভরা ॥
সামুলা বলেন রাণী পূজ মহেশ্বর ।
যশোদা পূজিয়ে কোলে পাইল ঈশ্বর ॥
পূর্বে যশোদার নাম দারাবতী ছিল ।
ক্ষীরোদের কূলে হর-গৌরী আরাধিল ॥
গোকুলে করিল কোলে জগতের পতি ।
সাবধানে শঙ্কর সেবহ রঞ্জাবতি ॥
সদানন্দ সেবনে সকল কৰ্ম্ম শিব ।
অচিরে সিদ্ধকামা হয় সব জীব ॥
আশুতোষে তোষ দিদি শ্রীফলের পাতে ।
বাসনা পূরণ হয় পূজ বিধিমতে ॥
শুনি বড় আনন্দ পাইল রাজরাণী ।
রামদাস গায় গীত সুধারসবাণী ॥

শুনিয়ে সামুলায় কথা বহিজে বাজিল তথা
জয় দিয়ে উঠিলেন কূলে ।
মনে ভাবি মহেশ্বর পাইব বেটার বর
শঙ্কর পূজিব কুতূহলে ॥
আগে যায় বাজুরব পশ্চাৎ সাংজাত সব
সামুলায় সঙ্গে রাজরাণী ।
শুভযোগ চতুর্দশী শুচিকায়া ব্রতদাসী
উপবাসী পূজে শূলপাণি ॥
ধূপধূনা দীপ জ্বলে নৈবেদ্য কাঞ্চন-খালে
স্বত মধু চিনি চাপাকলা ।
চন্দন বিষের পাতে পূজা করে ভূতনাথে
বৈদিক বিধানে রাজবালা ॥

আরাধিয়ে পশুপতি করপুটে করে স্তুতি
 অগতির গতি কীর্তিবাস ।
 তুমি ব্রহ্ম নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন
 তুমি এক অবনী আকাশ ॥
 তুমি সংসারের সার মহাক্স অবতার
 তোমা বিনে কে খণ্ডাবে দুখ ।
 জোড় হাতে চাহি বর দয়া কর মহেশ্বর
 নয়নে হেরিব পুত্রমুখ ॥
 আপনার কর্মফলে ভাই হয়ে বক্ষ্যা বলে
 অঙ্গ অঙ্গে সে বচন-বাণে ।
 তুমি শিবময় গুরু তুমি বাহ্যবল্লভরূ
 কৃপা কুরু আপনার গুণে ॥
 এত বলি রঞ্জাবতী হরে বহু কৈল স্তুতি
 বর চাহে মহেশের ঠাঞি ।
 অনাক্ষ-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি
 দয়া কর অনাক্ষ গোসাঞি ॥

শিবপদপঙ্কজ ধ্যান রঞ্জাবতী ।
 নিশিযোগে স্বপনে কহেন পশুপতি ॥
 মোর পূজা এখানে করহ কি কারণ ।
 চাঁপায়ের ঘাটে দেখা পাবে নারায়ণ ॥
 ব্রহ্মা ইন্দ্র বরুণ পবন হতাশন ।
 নিয়বধি আশা করে বাঁহার চরণ ॥
 সেই হরি হরিবে তোমার অকলাগণ ।
 স্বপ্ন দিয়ে সদানন্দ হইলা অন্তর্দান ॥
 স্বপন দেখিল রঞ্জা শেষভাগ রাতি ।
 চাঁপায়ে করিতে পূজা চলে শীঘ্রগতি ॥
 অবসান যামিনী তরণী করে ভর ।
 পূরবে উদয় উষা তরী তর তর ॥
 ঘন ধর্ম জয় ডাকে মনে বড় রঙ্গ ।
 বাহিয়ে চলিল তরী সাগরের সঙ্গ ॥
 হরিণ শার্দূল শিবা দেখে ছুই কূলে ।
 ভয় নাই ভক্তিতা ভাসিয়া যায় জলে ॥

জল স্থল একাকার নাঞি দেখে কুল ।
 অতল অগাধ নীর তরঙ্গসকল ॥
 ভয় নাঞি ভক্তিতা ভাবিয়ে ভগবান ।
 উপনীত হইল গিয়ে চম্পাই যেখান ॥
 এই মহা পুণ্যস্থান চরমের স্থখ ।
 মরিলে তরে সে জীব সংসারের দুখ ॥
 সামুলা বলেন চাঁপায়ের ঘাট ওই ।
 অবধান কর রাণী ইতিহাস কই ॥
 এই গুপ্ত বৃন্দাবন মহানু আশ্রম ।
 পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বাহাতে উল্লসম ॥
 মকরাক্ষ মহিষী যে চম্পাবতী নাম ।
 তার নামে খেয়াতি চাঁপাই পুণ্যধাম ॥
 সেই রাণী নির্মাইল ধর্মের দেউল ।
 ক্ষটিকে বাঁধাল ঘাট সাগরের কুল ॥
 যে কালে পুজিল সে নিরঞ্জন ব্রহ্ম ।
 ব্যাধের ঘরেতে মোর সেই কালে জন্ম ॥
 জাতিস্মরা বর পাইছ তুমি ঋষিগণে ।
 সাত জন্মের কথা মোর গাঁথা আছে মনে
 কানন কাটিয়ে কর স্থানের পত্তন ।
 পুজিলে পাইবে দেখু প্রভু নারায়ণ ॥
 বাঙ্কিল বহিষ্কৃত লয়ে চাঁপাইর ঘাটে ।
 জয় দিয়ে সন্ন্যাসী সকল কূলে উঠে ॥
 অনাক্ষপদারবিন্দ ভাবিয়া কেবল ।
 রামদাস বিরচিত অনাক্ষ-মঙ্গল ॥

ইছা রাণা হাড়ীকে ডাকিয়ে দিল পান ।
 বন কেটে কর তুমি স্থানের নির্মাণ ॥
 ছ হাতে তোড়র দিব ছুই কাণে সোনা ।
 যদি ধর্ম পূর্ণ করেন মনের বাসনা ॥
 এত শুনি ইছা রাণা লইল কুঠার ।
 মাণিকে মণ্ডিত বাঁট হীরা-সুর-ধার ॥
 জয় ধর্ম বলে বীর বৃদ্ধ হানে চোট ।
 ভয়ে ভীম ভক্ত কেশরী যায় লোট ॥

ভক্তক ভক্ত্যর সঙ্গে পলাইয়ে যায় ।
 যুগ সহ তরঙ্গ যুগেজ্ঞ ভরে ধায় ॥
 ভয়ে ভেক ভুজ্ঞ মিশালে রহে মিশে ।
 তরীসে তরল হয়ে নাহি দেখে দিশে ॥
 নানাভাতি বন কাটে ঘাটের উপর ।
 শাল তমাল তাল পিয়াল তরুবর ॥
 হিজোল হেঁতাল কাটে করঞ্জার দল ।
 ঝাউ ঝোপ ঝঞ্ঝার ঝাঁকড়া সেয়াকুল ॥
 যতনে করিল রক্ষা কামিনী কাকুন ।
 মালতী মল্লিকা জবা রকতবরণ ॥
 গুয়া নারিকেল আত্র পনস মধুর ।
 অশ্বথ বিটপী বট বিল স্তপ্রচুর ॥
 পরিপাটি কাটিয়ে করিল পরিসর ।
 উচ্চ করি জগধি বাঙ্ছিল তত্পর ॥
 কপিলার গোময়ে পবিত্র কৈল মাটি ।
 তিনবার চন্দনের দিল ছড়া ঝাঁটি ॥
 রামরম্ভা পুতিয়া পরায় বনমালা ।
 খাটায় ধবল চাঁচা দশ দিক্ আলা ॥
 পূজার যতেক অব্য লয়েছিল নায় ।
 আত্মা পেয়ে ভকিতা উঠে তুলে তায় ॥
 সামুলা বলেন রাণী পূজ ধর্মরাজ ।
 শুভ কর্ণে শীঘ্রতা অন্তরে বটে ব্যাজ ॥
 সামুলা সংহতি সতী শুভক্ষণ বেলা ।
 সন্ন্যাসী সাংজাত সঙ্গে সিনানে চলিলা ॥
 তিন বার কুশজলে করিল বন্দনা ।
 জলে ডুব দিতে হইল পাবকের সোনা ॥
 স্নান করি দিবাকরে দিল অর্ঘ্যদান ।
 অন্তরে শ্রীধর্মপদ একান্তে ধ্যান ॥
 বাহ্য সঙ্গে নৃত্যরঙ্গে আইল গাজনে ।
 পূজিতে পরমার্নাধো বসে সাবধানে ॥
 কপালে রটিল গজামুক্তিকার কৌটা ।
 রাজরাণী সন্ন্যাসিনী গলায় যোগপাটা ॥
 তান্ত্রপাঞ্জে সচন্দন তুলসীমঞ্জরী ।
 সঙ্কল করিল রামা শ্রিয়মা শ্রীহরি ॥

সামুলা বলেন শুভ শুভ রঞ্জাবতী ।
 পঞ্চম বেদেতে ধর্মপূজার পদ্ধতি ॥
 শিখাইল সর্বমতে পূজার বিধান ।
 পুত্রকামা হয়ে রামা সেবে ভগবান ॥
 অঙ্কন্যাস কায়শক্তি ভূতশক্তি হয়ে ।
 আসন করিল শুদ্ধ শ্রীধর্ম ভাবিয়ে ॥
 সাজাইল বখাশাজ্ঞ সর্ব উপচার ।
 ধূপ দীপ আলিয়া করিল অঙ্ককার ॥
 রজত-দেবধাদণ্ডে কনকপ্রদীপ ।
 সাজায়ে নৈবেদ্য যত রাখিল সধীপ ॥
 কমল কনকচাঁপা প্রফুল্ল প্রচুর ।
 সচন্দন তুলসী স্তগন্ধে ভরপুর ॥
 সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষে ।
 প্রকাশি মঙ্গলঘটে পূজে সবিশেষে ॥
 সাংজাত সহিত রামা সেবে ধর্মরায় ।
 অনাত্ম-মঙ্গল কবি রায়দাস গায় ॥

উড়ির তণ্ডুল মিঠা নারিকল
 রচে কীরণগু কলা ।
 শর্করা সন্দেশ নৈবেদ্য বিশেষ
 পান্ত অর্ঘ্য পদ্মমালা ॥
 অঞ্জলি-সরোজে আগে রামা পূজে
 গৌরীহৃত গজানন ।
 হর হৈমবতী লক্ষ্মী সরস্বতী
 দিক্‌পতি দেবগণ ॥
 পূজিল চণ্ডিকা চৌষটি নায়িকা
 আর যত দেব দেবী ।
 করে নতি স্তুতি পূজে রঞ্জাবতী
 ধ্যায় ধর্মপদছবি ॥
 মন্ত্র আবাহনে পূজে নিরঞ্জে
 দয়া কর নারায়ণ ।
 তোমা ধোয়াইয়ে ঘর তেয়াগিয়ে
 লইল তব শরণ ॥

রাজার নন্দিনী তাহে রাজরানী
 ভাসিয়ে আইছ জলে ।
 হয়ে সহোদর দরবার ভিতর
 মোরে বজ্রাবাদ বলে ॥
 তুমি নারায়ণ পতিত-পাবন
 সকলি তোমার মায়া ।
 দয়ার ঠাকুর হুঃখ কর দূর
 মোরে দেহ পদছায়া ॥
 পূজাদি না জানি বড় অভাগিনী
 শিশুমতী হীনতপা ।
 যদি হয় দোষ ত্যজি অভিযোগ
 সন্তোষে করহ কৃপা ॥
 জপ তপ ধ্যান কঠোর বিধান
 ক্রমেতে সাধন করে ।
 শ্রীরামচরণ গীত বিরচন
 গাইল অনাদ্য বরে ॥

রঞ্জাবতী করে পূজা হয়ে একমন !
 ধর্ম জয় ডাকিছে সাংজাত সর্বজন ॥
 সামূলকে সুধাইলা রঞ্জাবতী রানী ।
 দিদি গো কি হবে গতি বল না আপনি ॥
 বল কোন্ সাধনায় পাব প্রভুর দেখা ।
 কি উপায়ে কৃপা করে অর্জুনের সখা ॥
 উজ্জল অনল জালি কর উগ্র তপ ।
 উর্দ্ধপদ অধ তুণ্ডে জিহ্বার কর জপ ॥
 এত শুনি উল্লাসিনী ধর্মব্রতদাসী ।
 করিল কঠোর তপ পুত্র অভিলাষী ॥
 উপরে টান্কায়ে পদ হেটে জালে ধূনা ।
 মুখে মাত্র 'পুর ধর্ম মনের বাসনা ॥
 অনাথের নাথ প্রভু অগতির গতি ।
 অভাগীর বাহা পূর্ণ কর যুগপতি' ॥
 ধূপ ধূনা ধূমেতে আঁধার দশ দিশি ।
 তার মাঝে রঞ্জা ঘেন মেঘে ঢাকা শশী ॥

বাতাসে উড়িলে ধূম প্রকাশে অজ্ঞানভা ।
 চকিতে চমকে ঘেন চপলার প্রভা ॥
 অগ্নি জলে মাথায় টলিয়ে পড়ে ঘি ।
 করিল কঠোর তপ বেণু রায়ের ঝি ॥
 তিন দিন তিন রাজি ভেদ নাঞি জ্ঞান ।
 কেবল জদয়ে ধর্মপদ করে ধ্যান ॥
 তুরী ভেরী মাদল মদল নানা তুর ।
 সম্রাসী সাংজাত সেবে শ্রীধর্ম ঠাকুর ॥
 করিল কঠোর কত শিরে পুড়ে ধূনা ।
 মুখে বলে জয় ধর্ম পূরাও কামনা ॥
 হিন্দোলাতে রঞ্জাবতী রহে অনাহার ।
 উৎকট তপস্তা করে অস্থি হইল সার ॥
 হিন্দোলা করিয়ে সেবা প্রাণ হল শেষ ।
 সামূলার পায়ে ধরে কহেন বিশেষ ॥
 কহ দিদি ধর্মের আমিণী হও তুমি ।
 কোন্ পূজা করিলে ঠাকুর পাব আমি ॥
 সামূলা বলেন রানী পাবে নারায়ণ ।
 কায়-মনোবাক্যে তার করহ সেবন ॥
 নছ নামে কামারে ডাকিয়ে দেয় পান ।
 বিশাশয় বাণ তুমি কষ্টেই নির্মাণ ॥
 হাতে হাত কড়ি লও বেড়ি লও পায় ।
 অনল জালিয়ে ধূনা জালাই মাথায় ॥
 বিশাশয় বাণেতে বিদ্ধ হ আপন গা ।
 বর দিবেন ঠাকুর বেটার হবে মা ॥
 ধন ধর্ম হয় গো অনেক হুঃখ পেলে ।
 যশোদা তপস্তা কৈল কীরোদের কূলে ॥
 এত শুনি নহকে ডাকিয়ে দিল পান ।
 হবি জলে হতাশনে নছ গড়ে বাণ ॥
 উপরে পতঙ্গ পুড়ে ছইখানা হয় ।
 নবরত্ন বাণ গড়ি দিল বিশাশয় ॥
 বাণ দেখি সামূলার শকা হইল মনে ।
 রঞ্জাবতী বলে দিদি বিদ্ধিবে কেমনে ॥
 সামূলা বলেন মতি রাখ ধর্মপায় ।
 অন্ধেতে বিদ্ধিবে বাণ কত বড় দায় ॥

বাণ বিচ্ছেদ রঞ্জারানী ধর্ম জয় বলে ।
 দপ্ দপ্ মাথার উপর ধূনা জলে ॥
 নবুহর কপালে মাথায় ধূনাচুর ।
 হাতকড়ি পায়ে বেড়ি বিষায় ঠাকুর ॥
 জলন্ত অনলে রামা আসে আর যায় ।
 পুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায় ॥
 পথে ঘাটে লোক মোরে বলে আঁটকুড়ী ।
 তার পাকে গোসাঞি মাথায় ধূনা পুড়ি ॥
 দয়ার ঠাকুর প্রভু বেটার বর দাও ।
 নয় অভাগীর হত্যা আর বার নাও ॥
 বয়স বছর বার তের নাঞি পূরে ।
 ভাই হয়ে অভাগীর বক্ষ্যাবাদ করে ॥
 এইরূপে সারা রাত্রি গেল অনাহারে ।
 পুত্র লাগি পাবকে পরাণ পণ করে ॥
 সামুলাকে জিজ্ঞাসিল রঞ্জাবতী রাণী ।
 দিদি গো কি হবে গতি বল না আপনি ॥
 এত ছুখে পাই দিদি সেবি নারায়ণ ।
 কেন মিথ্যা হোল গুরু রামাই বচন ॥
 সামুলা বলেন দিদি মিথ্যা নাঞি হবে ।
 জউঘর সাধিলে ধর্মের কথা পাবে ॥
 ভারতপুরাণ সত্য আছে গো লিখনে ।
 পাণ্ডব পেয়েছে রক্ষা জ্যোয়ের আগুনে ॥
 জ্যোয়ের অনল সাজায়ে বস দিদি ।
 অরশু পাইবে দেখা ধর্ম গুণনিধি ॥
 প্রবোধ মানিয়া রাণী স্থির করে প্রাণ ।
 রামদাস গায় গীত অনাজগুরাণ ॥

কার্পাস অর্ক আনে মধুচক্র
 মোম মণ ছই চার ॥
 প্রাচীর কচির মোহন মন্দির
 মোমেতে মুড়িল ছাদ ।
 জউএর গঠন করে বিরচন
 স্ফটিক নানা ছান্দ ॥
 তুলা শণ পাট রাখে পাটে পাট
 কপাট ভেজায় দ্বারে ।
 চুড়ার উপরে ধ্বজা শোভা করে
 খাম গাঁথা গেরে থরে ॥
 আঁকিল স্থচিত্র মনোহর চিত্র
 দেবাসুর করে খেলা ।
 তপনের কর পড়ে তদুপর
 বিবিধ বর্ণের মেলা ॥
 রোপি রামকলা বনফুল-মালা
 সাজাল ঝালর দিয়া ।
 মধু-মুগ্ধ অলি করে কত কেলি
 কিবা শোভা বিনোদিয়া ॥
 কহে রাজরাণী শুনি দ্বিজমণি
 অগ্নি জেলে দাও তুমি ।
 তোমার কৃপায় পাব ধর্মরায়
 পুত্রবর পাব আমি ॥
 রাণীর উত্তর শুনি দ্বিজবর
 কহে এ কাজ করিবে কে ।
 জীবধের পাপ নরক-সস্তাপ
 আপনি অনল দে ॥

রাণী জোড় করে কহিছে নছরে
 গড়ে দেহ জউঘর ।
 গিয়া নিকেতন দিব নানা ধন
 যদি প্রভু দেন বর ॥
 আদেশে লোহার বনের মাঝার
 জউ ভাঙ্গে শত ভার ।
 দ্বিজের নিষ্ঠুর বাণী শুনি রঞ্জাবতী রাণী
 ডাকিল ভকিতা বার জনে ।
 মুখে ধর্ম জয় বল তোমরা অনল জাল
 অভাগিনী পুড়িবে আগুনে ॥
 ভকিতা বলেন বাণী শুনি রঞ্জাবতী রাণী
 অগ্নি দিব কেমন সাহসে ।

তোমাকে আগুন দিব শেষেতে নরকে যাব
 যাইতে নারিব নিজ দেশে ॥
 সামুলা বলেন বাণী শুন ওগো রাজরাণী
 আপনি অনল লেহ করে ।
 রাম কৃষ্ণ হরি বল আঁচলে অনল জ্বল
 জয় দিয়ে বস জতুঘরে ॥
 (রাণী) আঁচলে অনল জ্বলে হরি হরি মুখে বলে
 অভাগীর আর কেহ নাঞি ।
 জানিলাম এত দিনে আপনি আপন বিনে
 অনাধীরে কে রাখে গোসাঞি ॥
 জানিলাম এত দিনে এ সংসারে তোমা বিনে
 আপনার কেহ নাঞি ভবে ।
 তুমি যদি দিয়ে দেখা বিপদে না কর রক্ষা
 কে তোমা কাঙালসখা কবে ॥
 হৃদ্য আশুন জ্বলে অগ্নি পেয়ে জউ গলে
 উথলে পারক চারি ধার ।
 জউ গলি পড়ে গায় তবু বেটার বর চায়
 ধর্মরাজ দয়ার আধার ॥
 তোমার দয়াল নামে কলক রটিবে ধামে
 প্রভু গো এ বড় মনোবেদ ।
 তোমার চরণ আশে জলন্ত অনলে পশে
 পুড়ে মরি নাঞি ভায় খেদ ॥
 সামুলা সন্ন্যাসিচয় পাইয়া বিষম ভয়
 অন্তরে ধিয়ার ধর্মপদ ।
 অনাত-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি
 নায়কের ঘুচাও বিপদ ॥

দপ দপ আগুন জলিয়া পড়ে গায় ।
 পুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায় ॥
 একাকার ধুন্ধুমার অবনী আকাশ ।
 গুরট পুতলী রামা তাহাতে প্রকাশ ॥
 আমি সম অভাগিনী নাহিক ভুবনে ।
 পুড়ে মরি পতিতে তরাও নিজঙণে ॥

সপাণব কুন্তীরে রাখিলে জতুঘরে ।
 অভাগিনী পুড়ে মরে রাখ কৃপা করে ॥
 জ্যোপদীর লক্ষ্মা তুমি কৈলে নিবারণ ।
 অভাগীর বক্ষ্যাবাদ ঘুচাও নারায়ণ ॥
 স্নুধষা পাইল রক্ষা তপ্ততৈলমাঝ ।
 এবে আমি রক্ষা কর ঠাকুর ধর্মরাজ ॥
 এত বলি ব্রহ্মযোগে ভাবে নিরাকার ।
 ভকতবৎসল মতি বুঝিল রজার ॥
 পবননন্দনে ডেকে দিলেন আরতি ।
 পুত্র লাগি পুড়ে মরে রাণী রজাবতী ॥
 জ্ঞতগতি তুমি গিয়ে রাখহ তাহারে ।
 ভকত মরিলে নাম ডুবিবে সংসারে ॥
 পাইয়ে প্রভুর পান বীর হুহমান ।
 পিতা পুত্রে দুই জনে একই সমান ॥
 চারি মহামেঘ সঙ্গে উরিল গগনে ।
 হুড় হুড় ডাকে মেঘ উত্তরে পবনে ॥
 সঘনে চিকুর হানে তড়িৎ প্রকাশ ।
 ঘন ঘোর গর্জনে গাজনে হল জ্রাস ॥
 আচম্বিতে স্নুগধারেরেতে চালে জল ।
 ডাঙ্গিল জউয়ের ঘর ঝিলি অনল ॥
 বজ্র না লেগেছে আঁচ না লেগেছে কালি ।
 পাবকে বসিয়ে যেন ননীর পুতলী ॥
 সামুলা সন্তাষি কয় শুন ওগো দিদি ।
 মঞ্চসেবা করিলে পাইবে ধর্মনিধি ॥
 এত শুনি সন্ন্যাসী সাংজাত করে ঘটা ।
 আরম্ভে উচ্ছবানন্দ নাম দাড়াই ঘাঁটা ॥
 পুরাণপদ্ধতি মত গীত বাজ নাটে ।
 শুচি হয়ে জাগাইল কামারের কাঠে ॥
 বরণ করিয়ে বৃক্ষে কাটিল কামার ।
 সাজাল সন্ন্যাসী কাটি কাতি স্নুধধার ॥
 উপরে বাঁধিল মঞ্চ দেখে লাগে ডর ।
 অর্ধজৈবান ষটি অতি ভয়ঙ্কর ॥
 রশ্মির কিরণে অগ্নি উথলে প্রচণ্ড ।
 জমে আগি পতঙ্গ পড়িয়ে হয় খণ্ড ॥

উৎকট করিয়ে কেহ বিদ্ধিছে রসনা ।
 ক্রোধের অর্ঘ্য দেয় কাটিয়ে আপনা ॥
 নান করে রঞ্জারাগী দিয়ে অর্ঘ্যদান ।
 শ্রীধর্ম উদ্দেশে পূজা কৈল সমাধান ॥
 ধর্মপাদপদ্মে মন ভুল মজাইয়ে ।
 বলিল করুণাময়ে ব্যাহুলি করিয়ে ॥
 পাপিনী তাপিনী আমি অতি অভাজন ।
 সাক্ষাৎ হইয়া কর সন্তাপ মোচন ॥
 নয় অভাগীর হত্যা নাও প্রভু রায় ।
 কহিয়ে কোমর আঁটি কাঁপ দিল তায় ॥
 রজা বলে সাক্ষাৎ না হল ভগবান ।
 শালে ভর দিয়ে দিদি বিসজ্জিব প্রাণ ॥
 পুত্র বিনা সংসার শ্রাধান যদি হয় ।
 তবে সে এ ছাত্র তম্বু ধর্ম্যে করি ক্ষয় ॥
 সায়ুলা বলেন দিদি সার যুক্তি এই ।
 শালে ভর দিলে সাক্ষাৎ সারাৎসার সেই ॥
 ভক্তের মৃত্যুতে প্রভু নারিবে থাকিতে ।
 বাঁচায়ে পূরাবে বাহ্য সেব বিধিমতে ॥
 দীনের দয়াল ধর্মপদধ্যানে রত ।
 গায় কবি রামদাস গুরুদানত ॥

শালে ভর মনে গুণি সকাভরে কহে রাণী
 • ডাকিয়ে সাংজাত ভক্তগণ ।
 আমার মিনতি ধর যাও সবে নিজ ঘর
 শালে ভরে ত্যজিব জীবন ॥
 আমার লাগিয়ে কেন সতে দুঃখ পাও হেন
 প্রভু মোরে একান্ত নিদয় ।
 যদি প্রভুর দেখা পাই মরিয়ে বাঁচিয়ে যাই
 তবে কিরে যাব নিজালয় ॥
 যাহ অভাগীর বাণী বল বল দ্বিজমণি
 ভূপতিকে দিও উপদেশ ।
 পত্নী পুত্র পরিবার সব মিছে কেবা কার
 আপনি ত জান সবিশেষ ॥

অধিক বলিব কি মায়া পকে পুতেছি
 ভাবিয়াছি সার ধর্মপদে ।
 কি ফল বাঁচিয়ে প্রাণে মরিব প্রভুর ধ্যানে
 মজিব না সংসারসম্পদে ॥
 কল্যাণী মালতী সখী শুন ওগো শশিমুখী
 নতমুখী হয়ে ভাব কি ।
 ফিরে যাও নিকেতনে প্রাণনাথ-ঈশ্বরে
 অসংখ্য প্রণতি বলে দি ॥
 প্রাণনাথে বল' বল' অভাগিয়া দাসী মল'
 বুঝায়ে প্রবোধ দিও সই ।
 মরমে মরমে গাঁধা রহিল মনের ব্যাধা
 প্রকাশিতে পারিলাম কই ॥
 ধর লো মাথার কিরে প্রাণনাথে সমাদরে
 সযতনে করো তাঁর সেবা ।
 আমি ছাড়া আর অন্য তোমরা সহায় ভিন্ন
 এ সংসারে আছে তাঁর কেবা ॥
 পিতা মাতা সহোদর বোঁর ভাণ্যদোষে পর
 পৌড়েশ্বর না লন সংবাদ ।
 ভগিনী গিয়েছে ভুলে ভাই হয়ে বন্ধ্যা বলে
 ভূপ সনে করেছে বিবাদ ॥
 যদি প্রভু মায়াধর দয়া করি দেন বর
 তবে দেখা হবে পুনরায় ।
 শুনিয়ে কাতর বাণী নয়নে বহিল পানী
 কান্দিয়া সাংজাত সতে কয় ॥
 তোমার মা গতি যেই আমাদেরও গতি সেই
 প্রভু যাবৎ না হন সদয় ।
 তোমার মঙ্গল আশে পূজা যোগে পরমেশে
 উদ্দেশে করিব দেহ ক্ষয় ॥
 কান্দে দাসী উভরায় যাবৎ শ্রীধর্ম রায়
 না পূরেন তব অভিলাষ ।
 তোমার প্রহরী ছলে বসে তব পদতলে
 তাড়াইব মশা মাছি তাঁশ ॥
 শুনিয়ে আসন্দ অতি হয়ে রাণী রজাবতী
 আনাইল কালদণ্ড শাল ।

সিন্দুর জবার ঘট। উজ্জল অনলছটা।
অধোমুখে সাজাল বিশাল ॥

ধরমান ক্ষুরধার। ক্ষয় কাঁপে না কার।
দেখে তার ভীষণ সুরতি ।

শিরীষ কুহুমদল। ফুলরেণু পরিমল।
স্বকোমল ভাবে রঞ্জাবতী ॥

উর্দ্ধমুখে অর্ঘ্য দানে। বিনয়ে ব্যাকুল মনে।
দিবাকরে দিলেন আরতি ।

হে প্রভু হে দিবাকর। তুমি অন্ধকারহর।
কৃপা কর আমি হীনমতি ॥

আপনি ধর্মের অঁখি। জগতজনের সাগী।
গ্রহরাজ গগনভূষণ ।

অবলার কম দোষ। ত্যজ প্রভু অতিরোষ।
অর্ঘ্যদান করহ গ্রহণ ॥

স্বর্ঘ্যে করি অর্ঘ্যদান। চিন্তে রামা ভগবান।
সম্বিধান জন্মকমলে ।

হারাইয়ে বাহু ভাবে। মগ্ন হয়ে মহাভাবে।
আত্মরূপ সঁপে ব্রহ্মমূলে ॥

... ..
ভাবেতে বিজোর রাম। হয়ে চিন্তে পুত্রকাম।
দয়ার ঠাকুরে করে স্তুতি ॥

তুমি শিবময় গুরু। ভক্তবাঞ্ছা-কলতরু।
কৃপা কুরু করুণানিধান ।

স্রষ্টা হিতি লয় কর। জীবরূপে দেহ ধর।
লীলা কর অধিলনিধান ॥

বিধি হর পুরন্দর। অশেষ মঙ্গলকর।
অমৃতর তোমারই ত কাম্য ।

শক্তি মুক্তি গতি ভক্তি। শচী শ্রামা শিবশক্তি।
সাবিত্রী গায়ত্রী যোগমায়া ॥

পাপে দাগ পরিভাপ। পুণ্য ছলে হয় তাপ।
পতিতপাবন নারায়ণ ।

তোমার চরণ বই। অস্ত অভিলাষী নই।
দয়া করে দেহ দরশন ॥

তুমি যদি দয়াময়। তবে কেন নিরদয়।
দেখিয়ে দাসীর দুঃখগতি ।

দিয়ে দেখা দেও বর। নয় দিই শাটল ভর।
প্রাণদণ্ড প্রভুর আরতি ॥

তব নাম জপি মুখে। মরিব অধিক হুখে।
বড় হুখে এসেছি চাঁপায়ে ।

তব পদ ধ্যান করা। দ্রাব্য মানি হেন মরা।
অবনীতে নাকি ফল জীয়ে ॥

ধেয়াইয়া ধর্মরূপ। ভাবে মগ্না অপরূপ।
রূপ করা। স্বাঁপ দিল শালে ।

বুকে পিঠে কুটে ফার। মুখে উঠে রক্তধার।
হাহাকার করিল সকলে ॥

মুখে ধর্ম জয় বাণী। জীবন তেজিল রাণী।
শালে ভর করিয়া সাধন ।

অনাচ্ছ-চরণ সেবি। গায় রামদাস কবি।
যথা ধর্ম তথা নারায়ণ ॥

রঞ্জাবতী রাণী মইল শালে দিয়া ভর ।

সম্মনে অবনী কাঁপে স্বর্গ খর খর ॥

সামূল্য সাংজাত ডাকে ধর্ম জয় জয় ।

কাতরে কঠোর তপে উর্দ্ধভূগে রয় ॥

মালিনী কল্যাণী দাসী চামর চুলায় ।

নয়নে গলিত ধারা কান্দে উভরায় ॥

জীহত্যার পাপ গুরু গম্ভীর দর্শন ।

ধেয়ে গিয়ে স্বর্ঘ্যরথ করে আক্রমণ ॥

ভরাসে তরল পূবা ভাবে একি দায় ।

এবা কোন্ পাপ-রাহ আইল হেথায় ॥

রথ এড়ি ধাইয়া চলিল বিষ্ণুপুরে ।

পিছে পিছে ধায় পাপ ধরিতে তাহারে ॥

যেতে না পারিল পাপ বৈকুণ্ঠনগর ।

পৃথিবী ভরিল পাপে কাঁপে থর থর ॥

গো-ব্রাহ্মণ-নিধন-পাপ খণ্ডন সে যায় ।

জীহত্যার নামে ধর্ম আপনি ভরায় ॥

ঠাকুর বলেন ডাকি শুন বীর হুহু ।

ঘুরিছে বিমান মোর কাঁপে বাম তছু ॥

কেবা কোন্ ভক্ত কোথা পড়িল সন্দেশে ।
 হেন কালে দিবাকর কহে করপুটে ॥
 তোমার বিষয়ে প্রভু ঘোর কাজ নাঞি ।
 জীহত্যা-পাপের ভয়ে পলাইয়া যাই ॥
 রক্ষায় পাঠালে মহী পূজার প্রচারে ।
 তিন দিন চাঁপায়ে মরিল শালে ভরে ॥
 গলিত হইল তত্ত্ব নাঞি দিলে বর ।
 ধ্যেয়ে আসে জীহত্যার পাপ ভয়কর ॥
 ঠাকুর বলেন তবে হইয়া সদয় ।
 কৃতার্থ করিব তারে বিলম্ব না সময় ॥
 রত্নময় বিমানে সগণে করি ভর ।
 চাঁপাই চলিলা প্রভু অতি শীঘ্রতর ॥
 বায়ুবেগে বিষ্ণুরথ আইল মহীতে ।
 বিশেষ দরিত্র এক দ্বিজ দেখে পথে ॥
 মুখছবি মলিন দারুণ দৈন্তদশা ।
 প্রভু ভারে ডাকিয়া স্থান সত্য ভাষা ॥
 কোথা যাও দ্বিজবর কিবা প্রয়োজন ।
 দ্বিজ বলে মহাশয় আমি অভাজন ॥
 ধর্মদেবে দিব হত্যা সে বড় নিদয় ।
 জগতে করেছে মোরে শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় ॥
 ভিক্ষার সম্বলে পুষ্টি স্বকণ্ঠে ভরণ্য ।
 দিনান্তেও ভিক্ষা যোগে নাঞি জুড়ে অন্ন ॥
 কাল বড় অপমান পেয়েছি ঠাকুর ।
 ভিক্ষা দেআ দূরে থাক খেদাল কুকুর ॥
 যে মোরে করিল হেন নাছের ফকির ।
 তারে হত্যা দিব আজি করিয়াছি স্থির ॥
 এত শুনি ধর্মরায় হইলা সচিন্ত ।
 একে ত জীহত্যার পাপ না হইল অন্ত ॥
 তদুপরি যদি ব্রহ্মহত্যা পাপ হয় ।
 পাপে পূর্ণ হয়ে ধরা শীঘ্র হবে লয় ॥
 ঠাকুর বলেন বিপ্র কিবা অভিলাষ ।
 বর মেগে লও তব পুরাইব আশ ॥
 ব্রাহ্মণ বলেন প্রভু দাও এই বর ।
 পাপিষ্ঠের উড়ে যাকু ধন রত্ন ঘর ॥

বর দিতে মায়াধর ক্রোধে ধায় বিপ্র ।
 গৃহস্থের ঘরে উপনীত হইল বিপ্র ॥
 সাত সহোদর তারা সাত সদাগর ।
 যা ছিল সকল উড়ে পড়িল সাগর ॥
 বর দিয়া গোসাঞি বালাই ভাবে চিতে ।
 পাছে বিপ্র স্রষ্টা নাশ করে এই মতে ॥
 এত বলি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজ হরে ।
 সাত ভাইয়ে সর্বস্ব দিলেন দয়া করে ॥
 সংসারে স্থখন্য হইল সেই দ্বিজবর ।
 অন্তিমের স্থগতি পেয়ে গেল স্বর্গপর ॥
 অতঃপর চাঁপায়ে চলিলা মায়াধর ।
 মায়াহলে যোগিবেশ ধরিলা জীবর ॥
 প্রভু কন মাকুতি আরতি মোর লাও ।
 লোকদলে কোন ছলে সরাইয়া দাও ॥
 সাংজাত সন্ন্যাসী সব রঞ্জার গাকনে ।
 এমন সময় দেখা দিব কত জনে ॥
 প্রভুর আদেশ পেয়ে হতুমান চলে ।
 রূপী নামে বাঘী যথা আছিল জন্মলে ॥
 নিজা ধায় বাঘিনী নিখাসে বহে ঝড় ।
 মাছি হয়ে কর্ণে দিল বজ্রের কামড় ॥
 জবাকচি আঁখি বাঘী নিজা কইল দূর ।
 যাতনায় ছাড়ে ডাক প্রলয় প্রচুর ॥
 ঘোর ঘোর সঘন শবদে ছাড়ে ডাক ।
 চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক ॥
 সাংজাত সন্ন্যাসী সব শুণিল প্রমাদ ।
 পাউলে পলাইয়া গেল ভাবিয়া বিষাদ ॥
 দাসীঘর ছাড়িয়া প্রাণের মায়া মো ।
 কাছে বসি রহিল নয়নে মুছ্যা লো ॥
 ধর্মধ্যানচিন্ত দেবী সামুলা হৃন্দরী ।
 রহিল শিয়রে বসি ধর্ম ধ্যান করি ॥
 মায়ানিজা কেলিয়া দিলেন ধর্মরায় ।
 তিন জন তিন ঠাঞি পড়িয়া ঘুমায় ॥
 গর্জিয়া বাঘিনী পুনঃ হইল নিজাতুর ।
 রঞ্জার হেরিয়া দশা ব্যাকুল ঠাকুর ॥

হাতে হাতকড়ি আছে বেড়ি আছে পায় ।
তা দেখিয়া ঠাকুর করেন হাস হাস ॥
পূজা হেতু বাছারে পাঠান্ন মহীতলে ।
এত দূর করি কেবা প্রাণ দিল শালে ॥
নিমীলিত নয়ন বসন বৃকে আঁটা ।
বুক ফুটে বেরিয়েছে যমদণ্ড কাঁটা ॥
কোলে তুলি ভগবান্ ভকতবৎসল ।
ঘুচালেন ক্রমে হস্তপদের শৃঙ্খল ॥
গলিয়া গিয়াছে দেহ অতি পচা গন্ধ ।
ঠাকুর বলেন মোর স্থা মকরন্দ ॥
শুধু করে তহু তুলে চাঁপায়ের জলে ।
কুশজল ছিটাইয়া বেদমন্ত্র বলে ॥
বিষম শালের চিহ্ন সিন্দূরে ঢাকান ।
রঞ্জার গায়ের মাংস ধরিল উজান ॥
রস রক্ত সকলি বহিল শিরে শিরে ।
পঞ্চ ভূত পঞ্চ স্থান অধিকার করে ॥
পদ্মহস্ত ব্লাইতে রাণী পাইল প্রাণ ।
প্রাণ দিয়া ভগবান্ হইল অস্ত্রধান ॥
গা তুলে বসিল রামা পাইয়া জীবন ।
রামদাস গায় গীত কৈবর্তনন্দন ॥

উঠিয়া বসিয়া রাণী চারি পানে চায় ।
না হেরি নয়নে প্রভু করে হাস হাস ॥
দেবতা মনুষ্য যক্ষ রক্ষ কি কিয়র ।
মায়া করি কে আইলে গাজন ভিতর ॥
যে জন জীবন দানে জিয়াল আমার ।
তৌহ প্রভু মোর প্রতি হও বরদার ॥
যে হও সে হও প্রভু এসে দেখা দাও ।
নয় অভাগীর হত্যা আরবার নাও ॥
এত বলি রাজরাণী হাতে নিল ক্ষুর ।
যোগিবেশে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর ॥
প্রভু কন তেজ বাছা এ দারুণ পণ ।
কেন ধর্মরাজে বাছা পূজ অকারণ ॥

অদৃষ্ট অচিন্ত্য ধর্ম অনাদি অনন্ত ।
ঠাঁহার উদ্দেশে বৃথা প্রাণ কর অন্ত ॥
চিদরূপ চরণ ধ্যানে হইয়ে সন্ন্যাসী ।
সহস্র বরব আমি চাঁপাইনিবাসী ॥
তথাপি ঠাঁহার আমি না পাছ উদ্দেশ ।
ঠাঁর তরে বাছা কেন পাও এত ক্রেশ ॥
ঘটে পটে নিকটে প্রকটে যার রূপ ।
অল্পরূপে অলক্ষ্য কে বুঝে সে স্বরূপ ॥
রাণী বলে বিকায়ছি ধর্মপদমূলে ।
মজিবে না মনঅলি অন্ত কোন ফূলে ॥
যে লয়েছে স্বরগের পীষুবের তার ।
কাঁজির আশ্বাদে কত তৃপ্তি হয় তার ॥
সারাসার ভাবিয়াছি ধর্মপাদপদ্ম ।
তাহার উদ্দেশে তহু লয় করি অস্ত ॥
অনাথের নাথ তিনি পতিতপাবন ।
জানি জগতের তিনি একই কারণ ॥
শুনিয়াছি তিনি অতি দীনদয়াময় ।
ডাকিলে দিবেন দেখা হইয়া সদয় ॥
এত শুনি ধন্য কন প্রভু মায়াধর ।
তোমা সম নাঞি ভুলি ভুবন ভিতর ॥
আমি ধর্ম বর মাগ যেনা অভিলাষ ।
রাণী বলে বাক্যে তব না করি বিশ্বাস ॥
ফলে ফূলে যদি শোভে ঐ মৃত তরু ।
তবে সে জানিব সত্য বাস্তবতরু ॥
ভক্তাধীন ভগবান্ ভকতবৎসল ।
পলকে প্রকাশি মায়া করিলা সকল ॥
মৃত তরু মুঞ্জরিল নূতন পল্লব ।
পুষ্প পজ মনোহর বিহঙ্গমরব ॥
এত দেখি কহে রঞ্জা কর যোদ্ধ করি ।
বৈকুণ্ঠবিহারী রূপ দেখাও কৃপা করি ॥
সেই ক্ষণে হইলেন চতুর্ভুজধর ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মযুক্ত চারি কর ॥
পুরাতে ভক্তের আশ লক্ষীকান্তরূপ ।
মণিময় কর্ণহার হৃদয়ে কোঁজিত ॥

নবীন নীরদকান্তি ভক্তচিত্ত-চোর ।
 স্তব করে রাজরাণী ঘুড়ি চুই কর ॥
 আপনি অনাথবন্ধ প্রভু দয়াময় ।
 তবে কেন অভাগী এতেক কষ্ট নয় ॥
 অবলা অবোধ আমি অধিক অধম ।
 কি কহিতে জানি তব মহিমার সীমা ॥
 প্রভু গো তাপিনী তাপে এই বর চায় ।
 অস্তে যেন স্থান পাই ওই রাজ্য পায় ॥
 ভরসা ভবের আসা ভক্ত ঐ পদ ।
 ভাবিলে ভঞ্জন হয় সকল বিপদ ॥
 এত বলি রাজরাণী লুটাইল ক্ষিতি ।
 ধন্থ ধন্থ ভূপতির দারা ভাগ্যবতী ॥
 আশীষ করিয়া প্রভু কহেন নিশ্চয় ।
 পুত্র কোলে পাবে বাছা কন্তপতনয় ॥
 তোর পুত্র হবে বাছা সেবক আমার ।
 তাহা হইতে হবে মোর পূজার প্রচার ॥
 রাণী বলে সদয় যদি হইলে ধর্মরাজ ।
 কি কব আপন দুঃখ মনে ভাবি লাজ ॥
 পতি মোর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সনাতন ।
 আমার বয়স হের প্রথম যৌবন ॥
 প্রভু কহে বাসরে নাগর সহ রণে ।
 রতিপতি বলিয়া স্মরিবে পঞ্চবাণে ॥
 মিলিবে রাজার দেহে রতিপতি কাম ।
 তাহাতে জন্মিবে পুত্র লাউসেন নাম ॥
 ভক্তের প্রায়ে আশা প্রভু অস্বর্জ্যন ।
 রামদাস বিরচিত শ্রীধর্মপূরণ ॥

বর পেয়ে রাজরাণী চৌদিক নেহালে ।
 দুই দাসী নিজা যায় পড়ে পদতলে ॥
 শিয়রে সামুলা দেখে নাঞি বাহুজ্ঞান ।
 একে একে রাজরাণী সকলে চিয়ান ॥
 আশ্চর্য্য মানিয়া সতে ডাকে ধর্মজয় ।
 সাংজাত ভকিতা সব আইল তথায় ॥

দ্বিজ বলে কেমন দেখিলে জগন্নাথ ।
 রজা বলে যে কিছু সে তব আশীর্বাদ ॥
 সবিশেষ বিস্তার বলিল রজাবতী ।
 সকলে বলিল ধন্থ তুমি ভাগ্যবতী ॥
 অবশেষ পূজা শেষ বিসর্জন ঘটে ।
 পণ্ডিত দিলেন ফোঁটা সত্বর ললাটে ॥
 দক্ষিণা প্রদানি দ্বিজে খুলে যোগপাটা ।
 আন্তর গাজনে আজ বাস্ত ঘোর ঘটা ॥
 প্রভুর প্রসাদ সতে করিয়া ভোজন ।
 চাপিল তরণী করি শ্রীধর্ম স্মরণ ॥
 জয় দিয়া কর্ণধার ছাড়িল তরণী ।
 ছুটিল নক্ষত্রবেগে সলিল-সরণী ॥
 ভয় নাঞি ভরসা ভবেস্ত্র অমূল্য ।
 সলিলসরণে ডিগা পাইল পাক্সল ॥
 কত বন পূর্বত সরিং কত গ্রাম ।
 একে একে পার হল কত কব নাম ॥
 বহিয়ে উজান ভাটি সরিতে বুক ।
 সরস্বতী পাইল কালিন্দী তরী-যোগে ॥
 বিদেশ বহিয়ে দেখে স্বদেশ ময়না ।
 আনন্দে বাজিয়ে উঠে মঙ্গলবাজনা ॥
 স্বদেশ পাইয়া ভুলে প্রবাসের দুখ ।
 চাঁদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় স্নুখ ॥
 বাজিল তরণী লয়ে কালিন্দীর ঘাটে ।
 ধর্ম জয় ডাকে কত বাস্তভাণ্ড উঠে ॥
 রাজরাণী আইল যদি উঠিল ঘোষণা ।
 আনন্দে অবধি নাই দক্ষিণময়না ॥
 দাসী গিয়া রাজাকে কহিল সমাচার ।
 ধর্মপূজা করি রাণী আইল তোমার ॥
 হাসি হাসি দাসীকে কহেন নরপতি ।
 এত দিন কোথায় আছিল রজাবতী ॥
 দাসী বলে চাপায়ে ধর্মের পূজা দিল ।
 ঠাকুর দিয়েছে বর রাণী ঘরে আইল ॥
 রাজা বলে এত দিন পূজা মায়াধরে ।
 কেমন হয়েছে পুত্র দেখাবে আমারে ॥

এত শুনি ছুই দাসী হাসে খল খল ।
 বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল ॥
 বৃদ্ধ হলে ভূপতি পাগল হলে পারা ।
 তোমার দোষ নাঞি তোমার বয়সের খারা ॥
 কি বোল বলিলে রাজা খেয়ে লাজের মাথা ।
 তুমি হেথা রাণী সেখা পুত্র হৈল কোথা ॥
 উপলক্ষ্য কেবল ঠাকুর দিল বর ।
 বংশধর হবে বৃদ্ধ বঞ্চহ বাসর ॥
 হেন কালে রাজরাণী নমে পতি-পায় ।
 আশীর্বাদ করি রাজা বারতা শুধায় ॥
 তদবধি ভেবে শ্রিয়ে তনুমাত্র সার ।
 জীবনবিহীন যেন মীনের আকার ॥
 শয়নে স্বপনে মোর গমনে ভোঞ্জে ।
 কেবল তোমার কথা পড়ে মোর মনে ॥
 স্বামীর সম্বন্ধে রাণী স্মধুর ভাবে ।
 নাথ হে সকল সিদ্ধ তব শুভাশীষে ॥
 করিছ কঠোর কত কিবা কব রায় ।
 কোনমতে প্রভু তায় নহে বরদায় ॥
 অবশেষে প্রাণ দিছ তীক্ষ্ণ শালবাণে ।
 যোগিবেশে এসে প্রভু জীয়াইলা প্রাণে ॥
 পরে পুন নানা ছলে করি বিড়ম্বন ।
 চতুর্ভুজ হৈলা তবে দেব নারায়ণ ॥
 অতঃপর অধিনীরে দিয়ে পুত্রবর ।
 অস্তর্জান হয়ে যান বৈকুণ্ঠনগর ॥
 শুনিয়ে ভূপতি অতি হৈলা হৃষ্টচিত্ত ।
 ভুবনে রাখিলে শ্রিয়ে পরম মহত্ব ॥
 এত বলি ভূপতি সাংজাত সর্কাজনে ।
 যথাযোগ্য তুষিলেন বসন ভূষণে ॥
 পণ্ডিতে দিলেন দান দক্ষিণা প্রচুর ।
 সাথুলা আধিনী পাইল স্তবর্ণের চূড় ॥
 অপর চেলির শাড়ী বিজুলি-বাহার ।
 রাণী দিল নানাবিধ রত্ন অলঙ্কার ॥
 আশীর্বাদ করি যান আপনার ঘরে ।
 ইনাম অশেষ দিল নায়ের নকরে ॥

ইছারাণা হাড়ি পায় স্তবর্ণ তোড়র ।
 বালা পেয়ে ঘর গেল বাইতি হরিহর ॥
 অনাদিপদারবিন্দ-মধুলুকুমতি ।
 গায় কবি রামদাস মধুর ভারতী ॥
 নবীন লাবণ্যময়ী নবীন যুবতি ।
 দিন দিন নব ভাব ধরে রঞ্জাবতী ॥
 পতির পরশরূপ তপন-কিরণে ।
 কমল প্রকাশে রজ উৎপলে স্তব্ধে ॥
 তিন দিন ভ্রমর বিচ্ছেদে জর জর ।
 পদ্মিনী পরাণে ভয় পায় গুরুতর ॥
 সরমে মরমে মরি একি এল পাপ ।
 তাপিনীর ভাগ্যে কত আর আছে তাপ ॥
 ঋতুমতী হৈল রঞ্জা সখীরা জানিল ।
 চতুর্থ দিবসে রাণী স্নানেতে চলিল ॥
 কস্তুরী চন্দন চূয়া তিলরস নিশা ।
 সংঘটিত সঙ্গিনী সঙ্গে ভবেন্দ্র ভরসা ॥
 কালিন্দী গঙ্গার জলে নামে রঞ্জাবতী ।
 তিন ডুব দিতে অকৌপ্রকাশিল জ্যোতি
 স্নান করি পতির চরণে করে নতি ।
 রক্তনের আয়োজন করে গুণবতী ॥
 স্নমিষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন রাঁধি কৈল স্নান ।
 চর্য্য চূষ্য লেহ্য পেয় পঞ্চ রস তায় ॥
 ভূপতি ভোজন করে বসিয়ে কৌতুকে ।
 রসিক সুরস ভাষে পেয়ে রসিকাকে ॥
 থাকিতে অধরস্থ্য বদনকমলে ।
 অন্নরসে প্রেয়সি কতু কি মন ভুলে ॥
 পাইলে পদ্মিনী বন্ধু মধুর দর্শন ।
 অস্ত্র রসে অভিলাষ করে কি কখন ॥
 কামের কামুক তুর করিয়ে সন্ধান ।
 খঞ্জননয়নে কেন্দ্র পটাক্ষের বাণ ॥
 ওই দেখ মধুকালে বত মধুকর ।
 মধুপান করে বসে ফুলের উপর ॥

নবীন রসালাহুঁরে রসে স্বরসিক ।
 প্রিয়া সহ প্রেমালোপ করিতেছে পিক ॥
 অধিক বলিব কিবা তুমি রসবতী ।
 সুরস ভোজনে অঙ্গে সুখোদয় অতি ॥
 রসের নাগর রায় জানে কত ছলা ।
 ভাবের ভাবিনী তার সহজে অবলা ॥
 ফুটিল লজ্জার হাসি পক বিদ্যাধরে ।
 বাপিল বদনচন্দ্র বসন অধরে ॥
 সে বিভাবিভাবে যেই ভাব আবির্ভাব ।
 সুপ্রেমিক বিনে তার কে বুঝিবে ভাব ॥
 বীণাবেণুনিদান বিদ্যাদ ভাবে স্বরে ।
 রসিকা সুরস ভাবে রসিক নাগরে ॥
 পরিমলপূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে ।
 যট যটপদ তার মকরন্দ লুটে ॥
 পদ্মিনী কখন যদি করে অহুযোগ ।
 ভ্রমর ছাড়ে কি তার স্বভাব সন্তোষ ॥
 রসিকার ব্রহ্মতেতে রসিকের হাস ।
 নাগর নাগরী নব নব পরিহাস ॥
 ডুবিল পদ্মিনীসখা পশ্চিমের পারে ।
 কুমুদিনী কান্ত জাগে গগন উপরে ॥
 দাসীদেৱে নিকটে ডাকিয়া অনন্তর ।
 ইন্দ্ৰিতে প্রকাশে রাণী বসিব বাসর ॥
 আনন্দে প্রবেশে দাসী বাসরমন্দিরে ।
 আশিয়া রতনদীপ সুপ্রদীপ করে ॥
 সুখদ শয়নশালা নয়নমোহন ।
 কপাট কাঠাম তার স্নগন্ধি চন্দন ॥
 কত কাচ কাঞ্চন রঞ্জন চাকুশিলা ।
 অকমক্ করে কত অঁধারে উজলা ॥
 স্থানে স্থানে হিরা মণি মুকুতার পাতি ।
 গগনের তারা যেন রাখিয়াছে গাঁথি ॥
 মল্লিকা মালতী মালা কেতকী কোড়ুকী ।
 ছলল বহুল বেল চাঁপা চন্দ্রমুখী ॥
 যথাযোগ্য সাজায়ে করিল পরিপাটি ।
 ছঁড়াইয়ে চন্দন নন্দন কৈল মাটি ॥

পুরট পালক পাতে অনঙ্গমোহন ।
 রচিল বিনোদ লাগি বিনোদ শয়ন ॥
 পাটের মশারি তার বিজুরির হার ।
 বিছাইল পরিপাটি পাটি পরিকার ॥
 ছুকুল পাছড়া পাতে পাটের থোপনা ।
 শয়ন স্থানির পরে যেন পয়ঃক্ষেণা ॥
 কস্তুরি চন্দন চূয়া রাখে বাটা ভরি ।
 পুরট সাপুড়া পুরা তাছুলের বিড়ি ॥
 অচন্দ্র ময়ূরপাখা চামর স্তম্বর ।
 শর্করা সমেশ সেব্য স্নিগ্ধ ক্ষীর সর ॥
 কর্পূরমিশ্রিত বারি অতি সুশীতল ।
 সে শোভা নেহারি কত যোগী টলমল ॥
 বাসরের শোভা হেরে দাসীর মন হরে ।
 কাতর হইল অতি কম্পের শরে ॥
 অপরূপ নিধুবন রমণীর ছলা ।
 দৌঁহে দৌঁহাকার ধরে জড়াইয়া গলা ॥
 উরসিজ অঙ্কুর কলিকা করে কর ।
 ধরাপর ধরাধর অধরে অধর ॥
 চন্দ্রমা লাগিয়া যেন চকোরীর বন্দ ॥
 ঘন ঘন অঘন চরণ পরিবন্ধ ॥
 আলিঙ্গন সহযোগে স্বরতসন্তোষ ।
 অবশেষে পরস্পর হৃদ অহুযোগ ॥
 হাসি হাসি রাজা যথা করিল গমন ।
 বাসর সাজাহু রায় কর গে শয়ন ॥
 পালকে বসিতে রাজা অনঙ্গে অবশ ।
 নিজার পদার যথা প্রাচীন বয়স ॥
 ঢলে পড়ে শয়নে এলায় সর্ব গা ।
 নিজায় কাতর রাজা মুখে নাঞ্চি রা ॥
 ভূপতি যামিনী বামে ঘূমে দিল মন ।
 কবিবর ভাবে হায় এ কি অলক্ষণ ॥

নাগর নিজার ঘোরে দাসী এসে স্বরা করে
 নাগরীয়ে স্ববেশে সাজায় ।

অঁচুড়ি চাঁচর কেশ বেণী বিরচিল বেশ
লাঞ্জে ফণী কুণ্ডলিনী তায় ॥

বেণীশিরে দিল মণি ফণী শিরে অহুমানি
কনকচম্পক ছই পাশে ।

নানাবিধ পরিবন্ধ স্নগন্ধি স্নেহের গন্ধ
মকরন্দ ভাবি অলি আসে ॥

মণি-মুকুতার মালা কবরী বেড়েছে ভাল
উজলা আকাশধনু ছটা ।

সীঁতায় সিন্দূরশোভা নব ঘনে ক্ষণপ্রভা
ললাটে প্রভাত-রবি ফোটা ॥

শুক-নাশা আশামূলে হীরার বেসর দোলে
চাঁদ কোলে চকোরীর খেলা ।

অলকার মাঝে মাঝে গোরোচনা-বিন্দু সাজে
মেঘ মাঝে তারকার মেলা ॥

প্রবাল-লোহিতাধরে তাড়ুলের রাগ ধরে
পক বিধে শুকচক্ষু যোগ ।

তাড়ুলে দশন রঞ্জে সিন্দূরে মুকুতা গঞ্জে
বীজপুরে করে অহুযোগ ॥

বদনমণ্ডল-শোভা তাহারে বাধানে কেবা
চাঁদ কি তুলনা তার হয় ।

লোচন খঞ্জন তুল স্রুতিমূলে হীরা তুল
ভুরুযুগে ভ্রমর খেলয় ॥

স্বধামাধা বাকি ছাঁদে কোকিল বসিয়া কাদে
বীণা বেণু পায় অপমান ।

হাসিতে মুকুতা খসে মদনের মন রসে
কটাক্ষে যোগীর ভাঞ্জে ধ্যান ॥

করে শোভে বাজুবন্ধ হীরা মণি পরিবন্ধ
মণিময় কেহুর কঙ্কণ ।

নবীন চাঁপার কলি পরিপাটি করাজুলি
কনক অঙ্গুরী স্রশোভন ॥

গলে গজমতি হার হীরা মণি মাঝে তার
বিধু বিন্দু মাণিক মাহুলি ।

গরশে পতির কর প্রকাশর পয়োধর
নানা চিত্রবিচিত্র কাঁচুলি ॥

করিকর রজ্জা তরু জিনিয়া যুগল ঐ
স্ববলিত স্নলকণ অতি ।

চরণকমল-দলে নখমণিখণ্ড জ
সুরঞ্জিত অলঙ্কার ছাতি ॥

পরিধান পাটশাটী অঙ্গে শোভে পরিপা
নীলাধর প্রভাত পুষায় ।

করে ধরি ফুলমালা প্রবেশে শয়নশা
কবি রামদাস রস গায় ॥

কাছে বসি করে রজ্জা পদসম্বাহন ।

কপাটের আড়ে রহে দাসী ছই জন ॥

চরণ চাপিয়া পতির গায়েতে দিল হাত ।

রাণী বলে গা তোল গা তোল প্রাণনাথ ॥

গা তোল হে প্রাণনাথ ধর খাও শুয়া ।

গায়েতে চন্দন দিল মিশাইয়া চুয়া ॥

চুয়া দেয় গায় তেলে চন্দনের ছড়া ।

গঙ্গাজলে ভাসে ঘেঁষটিক বাসি মড়া ॥

উঠ উঠ বলিয়া ডাকিছে কাণে কাণে ।

ভাত ঘুমে পড়ি রাজা কিছুই না জানে ॥

হইলে বয়স ভাটি সব হয় খাট ।

রাজা বলে ধ্রুপসী খানিক কাল কাটি ॥

এত বলি বুড়া রাজা ঘুমে দিল মন ।

রতিপতি বলি রাণী করিল স্মরণ ॥

পালিতে প্রভুর আজ্ঞা রতিকান্ত স্মর ।

বৃদ্ধ রাজার শরীরে আসিয়া করে ভর ॥

গা তুলিল বুড়া রাজা ছই প্রহর রাতি ।

পালকে বসিল ঘেন মদমত্ত হাতী ॥

দেখিয়া রাণীর রূপ বুড়া রাজা চান্দে ।

চাঁদ পেয়ে রাহু ঘেন গরাসিতে আসে ॥

রাণীকে করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন ।

মদনে মাতিয়া করে বদন চুখন ॥

কত ছলা করে রাণী বিবিধ প্রবন্ধ ।
 হুঁকিবে রসিক জনা আনে লাগে ধ্বজ ॥
 কহিতে সে সব কথা নাহিক জুয়ার ।
 ধরিয়া কমলকলি কাঁচুলি খসায় ॥
 মদনে স্মরিয়া মনে করে রসকেলি ।
 পদমূল পেয়ে যেন মেতে গেল অলি ॥
 রমণী রতির স্থখ জানিল রমণে ।
 পুরিল মনের আশা রতি সহ রণে ॥

অলসে আবেশ রায় পড়িল চলিয়া ।
 সামোটে বসন রাণী সরম পাইয়া ॥
 খস্তা গেছে কেশবেশ বসন ভূষণ ।
 হৃগন্ধ জলেতে করে বদন শোধন ॥
 রাজা রাণী শয়নে রহিল বাসঘরে ।
 শালে ভর পালা সাক হইল এত দূরে ॥
 অনাশ্রপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাশ্র-মঙ্গল ॥

ইতি অনাদি-মঙ্গল মহাকাব্যে শালে ভর পালা নামে পঞ্চম কাণ্ড সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠ কাণ্ড

লাউসেন জন্ম ও চুরিপালা

প্রথমহ পরমারাধ্য পরম ঈশ্বর ।
 পতিতপাবন প্রভু দয়ার সাগর ॥
 রামরাজি পোহাইল ঈশ্বর উদয় ।
 দেখিতে দেখিতে বেলা হইল দণ্ড ছয় ॥
 তখনও রাজরাণী বাসরে ঘুমায় ।
 শিরেরে বসিয়া দাসী কল্যাণী চিয়ায় ॥
 গা তুলিয়া রাণী কৈল আন আরোহণ ।
 নান করিবাবে চলে সঙ্গে দাসীগণ ॥
 তৈল হরিক্রা চুয়া চন্দন আমলকী ।
 লইল হৃগন্ধি দ্রব্য হইয়া কোড়কী ॥
 শ্রীধর্ম ভাবিয়া রামা জলে ডুব দিল ।
 কাঁচা সোনা-কচি জিনি অঙ্গজ্যোতি হইল ॥
 অর্ঘ্য দানে পুজিল ঠাকুর যুগপতি ।
 গলায় বসন দিয়া রাণী করে সজ্জি ॥
 ওহে ধর্ম ঠাকুর দীনেরে দয়া কর ।
 কপট ভাজিয়া দাও এক পুত্র বর ॥
 এত যদি রজাবতী করিল শ্রবণ ।

হেন কালে বৈকুণ্ঠে জানিল নারায়ণ ।
 উনকোটি দেবতা বসে বৈকুণ্ঠ ভূবন ॥
 বরুণ কুবের শিব যম হতাশন ॥
 প্রজাপতি পুরন্দর পবন সহিত ।
 বীণা হাতে নারদ আপনি উপস্থিত ॥
 মহা মন্দ শুনি শিখা ডুবুরের নাদ ।
 পঞ্চমুখে গান শিব রাখার বিবাদ ॥
 একমুখে আগাপ হুমুখে প্রতিধরে ।
 আর দুটী বদনে গোবিন্দনাম করে ॥
 কপালে তিলকটাদ ফণী অহঙ্কর ।
 শিবের কাণেতে শোভে ধূতীর ফুল ॥
 এইরূপে বার দিলা যত দেবগণ ।
 হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ ॥
 আমার পুত্রার হেতু কোন্ মহাজন ।
 রজাবতীর গর্ভে গিয়া লভিবে জনম ॥
 এত শুনি দেবগতা হইল হেঁটমাথা ।
 দেবতা মহাশয় হবে অসম্ভব কথা ॥

কলিতে নিম্নিত হবে যত দেবগণ ।
 দেবতা মনুষ্য হবে এ কথা কেমন ॥
 এত শুনি হনুমান কহে বোড়করে ।
 কস্তুরের পুত্র যাক অবনী ভিতরে ॥
 কস্তুরপনন্দন শুনি মনোহুঃখে কঁাদে ।
 কোন্ পাশে পড়ি গিয়া সংসারের ফাঁদে ॥
 প্রভু বলে ভয় নাই অবনী যাও তুমি ।
 অল্পগত তোমার সংহতি রব আমি ॥
 ব্রহ্মার শক্তি নাঞি পশ্চিম উদয় দিতে ।
 ধর্মপূজা প্রকাশ হইবে তোমা হইতে ॥
 অতঃপর সুনিপুত্র ত্যজিল জীবন ।
 অবনীতে জন্ম লইতে করিলা গমন ॥
 দুই নারিকেল প্রভু দিয়া হনুমানে ।
 কহিলেন ভাসাও লয়ে কালিনী উজানে ॥
 শুনিয়া পবনমুখ নারিকেল নিল ।
 কালিনী নদীর জলে ভাসাইয়া দিল ॥
 ধর্ম ধ্যানে জলে যথা দাগাইয়া সতী ।
 উজান বহিয়া ফল গেল শীঘ্রগতি ॥
 ফলিল প্রভুর বাণী ভাবি নৃপদারা ।
 আনন্দে নয়নে কত বহে অশ্রুদারা ॥
 বড় নারিকেল ধরি সূর্য্যে অর্ঘ্য দিল ।
 ছোট নারিকেল রাণী আপনি খাইল ॥
 গর্ভবাসে জন্ম নিল কস্তুরপতনয় ।
 তা দেখিয়া বৈকুণ্ঠে নাচেন মান্নাময় ॥
 প্রথম-মাসের গর্ভ প্রকাশ না জানি ।
 পথে যেতে লোক সব করে কাণাকাপি ॥
 দুই মাস নিবড়িল তিন মাস পায় ।
 পাইলে শীতল মেজে পড়িয়া ঘুমায় ॥
 সঘন মুখেতে জল ঘন উঠে হাই ।
 কি দশা অন্তরে মেনে দিলেন গোসাঞি ॥
 কীণ কটি ফুল হল উদর হল উচ ।
 হইল মলিন মুখ ঘন দুই কুচ ॥
 চারি মাসে চঞ্চল হইল বিধুমুখী ।
 সর্বদা সুরস সঙ্গ পাইলে বড় সুখী ॥

পাঁচ মাসে পঞ্চায়ত খায় রাজরাণী ।
 মনঃসাধ খেতে চায় সাঁতোলা আমানি ॥
 মনঃসাধ সদাই খাইতে চায় খই ।
 করঞ্জা অম্বল তার আর জোঁদা দই ॥
 ছয় মাসে শিশুর হইল পূর্ণ অঙ্গ ।
 আনন্দ অবাধি নাঞি নব রস রঙ্গ ॥
 ময়না নগরে মহা আনন্দের ধ্বনি ।
 শালে ভর দিয়া গর্ভবতী হইল রাণী ॥
 সাত মাসে সাত ভাজা দিল অল্প জন ।
 রাজা দিল রাণীকে অনেক আভরণ ॥
 ইষ্টবন্ধু কুটুম্ব বান্ধব আদি যত ।
 ভোজ্য সাধ ভূজ্যেতে আনিল নানামত ॥
 কত কব লেখাজোখা নাহিক তাহার ।
 একো একো জনা আনে শত শত ভার ॥
 নয় মাস নিবড়ে উপনীত দশ মাস ।
 প্রসববেদনা আসি হইল প্রকাশ ॥
 খসে পড়ে কোমর দুখায় সর্ব গা ।
 মেখেতে পড়িয়ে বলে মরি ওগো মা ॥
 হীরে দাই খেয়ে এল সূতিকার শালে ।
 পেটে তৈল জল দিয়া পীরে দাই বলে ॥
 প্রথম পোয়াতী হল সবগুলি ঠোঁট ।
 এখুনি প্রসব হবে চাঁদপারা বেটা ॥
 দশ চারি তোমারে ঠেকিবে এসে দুখ ।
 পাসরিবে দেখিয়ে বেটার চাঁদমুখ ॥
 রাণী বলে দিদি গো আর কত বা সহিব ।
 এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব ॥
 প্রসবব্যথায় রাণী অতি কষ্ট পায় ।
 জননীজঠরে শিশু আঁধি নাঞি চায় ॥
 ধ্যানমগ্ন আছে শিশু জানি নারায়ণ ।
 চিয়াতে বৈকুণ্ঠী মায়া পাঠাল তখন ॥
 ভূমিষ্ঠ হইয়ে শিশু পড়ে ভূমিতলে ।
 পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গড়াগড়ি বলে ॥
 প্রসন্ন হইল পৃথ্বী দেবের উল্লাস ।
 দাই বলে রাণী গো পুরিল অভিলাষ ॥

তুলিয়া রাখিল লয়ে কাঞ্চনের খালে ।
 চন্দ্রকান্ত মাণিক জিনিয়া অল জলে ॥
 নাড়ীচ্ছেদ করি দিয়া করাইল স্নান ।
 চাঁলের খণ্ডেতে আঁতুড় জালায় সাবধান ॥
 দাইকে পরিতে দিল জোড়া পাটশাড়ী ।
 গলায় হেমহার দিল কানে কনককড়ি ॥
 বুড়া রাজা সমাচার পাইল দেয়ানে ।
 দুহাতে বিলায় ধন যত আসে মনে ॥
 বেদবিধি যতেক আছিল কুলধর্ম ।
 যতনে সাধিল রাজা যত জাত-কর্ম ॥
 প্রতি ঘরে তৈল বিলায় প্রতি ঘরে মাছ ।
 প্রতি ঘরে বসন ভূষণ নানা সাজ ॥
 পথেতে পথিক যায় ফিরাইয়ে আনে ।
 তৈল হরিজা মাথায় সোনা দেয় কানে ॥
 রজক নাপিতে রাজা দিল জামা জোড়া ।
 ভাটকে বক্ষিস্ হোল টাকোনের ঘোড়া ॥
 শুভক্ষেণে দেখে রাজা পুত্রের বদন ।
 বুড়া কালে বেটা হল আনন্দিত মন ॥
 আনন্দ অবধি নাঞি ময়না নগরে ।
 গোকুলে গোয়ালী যেহু নন্দের ছয়ারে ॥
 আনন্দ বাধাই খেন কৃষ্ণের জন্মেতে ।
 গোবিন্দ দেখিয়ে নন্দ লাগিল নাচিতে ॥
 জনম সফল হৈল বলে নন্দরাণী ।
 গোকুলসম্পদ বিধি মিলাইল আনি ॥
 সানন্দে চুষ্টিতে রঞ্জা পুত্রের বদনে ।
 চাম্পায়ে প্রভুর আজ্ঞে পড়ে গেল মনে ॥
 রঞ্জা বলে মোয় পুত্র লাউসেন নাম ।
 রূপে শুণে কেবল যেন অযোধ্যার রাম ॥
 দাসী দিয়ে রাজাকে বলেন কিরে দিয়া ।
 গোউড় নগরে লোক দেহ পাঠাইয়া ॥
 এত শুনি সেন রায় আনন্দিত হৈল ।
 মদীপত্র লয়ে রাজা লিখিতে বসিল ॥
 স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান ।
 মহারাজা মহাশয় সাগর সমান ॥

লিখিল মঙ্গল পাতি পাজ বরাবর ।
 বারতা লিখিল গোড়ে জাতি হোল ঘর ॥
 বার দিন মাসের তারিখ দিল তার ।
 মনে কব্বে গোড় নগরে কেবা জায় ॥
 রজক নাপিত দৌহে করিল গমন ।
 পণের সখল কড়ি দিল বার পণ ॥
 রামদাস নাপিত রজক চিনিবাস ।
 বিদায় হইয়া যায় মনেতে উল্লাস ॥
 পার হল কালিন্দী পদ্মা দরশন ।
 রাজা মেটে ছাড়াইল দেখিল উচালন ॥
 সুগমালা আমিনী করিল পাছুমান ।
 ছাড়াইয়া গেল তবে দেশ বর্জমান ॥
 দেখাদেখি কর্জনা রাখিল কত দূরে ।
 কাহুত্যাগ এড়াইয়ে গেল বাদলপুরে ॥
 ভৈরবী গজার জল নায়ে হয়ে পার ।
 উপনৌত হল গিয়ে রাজদরবার ॥
 বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গোড়েশ্বর ।
 অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর ॥
 যোল পাজ বসিয়াছে পাঠক ব্রাহ্মণ ।
 কৃষ্ণকথা শুনিতে রাজার গেছে মন ॥
 বহুদেব দৈবকী যে কালে কারাগারে ।
 গোবিন্দ জনম লৈল গোকুল নগরে ॥
 ভূমিষ্ঠ হইল হরি কোলে করে নিল ।
 যমুনা পেরুয়ে নন্দের গোকুল লয়ে গেল ॥
 এই উপাখ্যান শুনে রাজা গোড়েশ্বর ।
 রজক নাপিত গেল তার বরাবর ॥
 পাতি দিয়ে রাজাকে করিল নমস্কার ।
 কর্ণসেনের পুত্র হল কর আশীর্বাদ ॥
 রাজাকে কহিয়ে তবে মহাপাত্রে কয় ।
 তোমার ভাগিনার কথা জানিবে মহাশয় ॥
 পড়িয়ে মঙ্গলপাতি রাজা হরষিত ।
 রাজপুরে উঠিল কত আনন্দের গীত ॥
 গায়ে হতে জামা জোড়া খুলে সব দিল ।
 তখন টাকোন ঘোড়া পুরস্কার হল ॥

বর্গসেনের জ্ঞাতি আর ছিল বড় জন ।
টাকা সিকি প্রতৃতি কনক আভরণ ॥
বোনের হৈল বেটা রাণী ছুটে হৈয়া ।
বসন ভূষণ পাঠান দাসীদের দিয়া ॥
বলনে বাঁধিল বোকা রজক নাপিত ।
গায় কবি রামদাস ধর্মের সঙ্গীত ॥

শালে ভর দিয়ে রজা হল পূজবতী ।
আনন্দ বাধাই লয়ে চলিল রমতী ॥
রজক নাপিত দৌড়ে করিল গমন ।
পাত্র মাছদিয়া ভাবে মনে মন ॥
প্রতিজ্ঞা করিলু এখন বাঁকা কোথা রয় ।
লাউসেন ভাগিনা হল কি হবে উপায় ॥
যে হয় উচিত পাছু করিব বিধান ।
রজক নাপিত বেটার করি অপমান ॥
দরবার হইতে বিদায় লয়ে যরা ।
দড়বড়ি দিগার পাঠাল চাপি ঘোড়া ॥
ন কড়ি রজক নাপিত লয়ে যায় ।
মেরে ধরে কাড়ি লহ আমার আজ্ঞায় ॥
আজ্ঞা পেয়ে ধাইল নামেতে বকিজির ।
ধাইল দক্ষিণ মুখে হাতে অসি ধরে ॥
মনঃস্থখে রজক নাপিত করে গতি ।
ধাওধাই আগুলিল দিগার হৃদয়িত ॥
কেড়ে নিল বসন যতেক ছিল গায় ।
রজক নাপিতে ধরি পড়িয়া কিলায় ॥
বাজুবন্দ সুবর্ণ সকল কাড়ি লয় ।
ডাকাডাকি ছজন রাজার দোহাই দেয় ॥
রজক নাপিত দৌড়ে পলাইল ঘর ।
ভায়েই গুণ শুনে রজা কপালে হানে কর ॥
ছুটমতি মহাপাত্র মনে যুক্তি করে ।
কোন মতে ভাগিনা গাঠাই সম্বরে ॥
রাজার অন্তরে আগে জন্মাই বিরাগ ।
পশ্চাৎ ঘুচাব ভাগিনা সম্বন্ধের দাগ ॥

পাত্র বলে মহারাজ শুন মন দিয়া ।
ধন বিলাইলে রাজা কিসের লাগিয়া ॥
তোমার রিপু হল রাজা রজার নন্দন ।
তার হাতে হবে রাজা তোমার মরণ ॥
দৈবকীনন্দন যেমন কংস রাজার অরি ।
লাউসেন নিবে তোমার ধন প্রাণ হরি ॥
অতএব ভূপতি তুমি শুন মন দিয়া ।
ময়না নগরে চোর দেহ পাঠাইয়া ॥
চুরি করে এমন দিকু লাউসেন রায় ।
পশ্চাৎ বিহিত বাহা করিব উপায় ॥
রাজা বলে শুভকামা তুমি চিরকাল ।
সাবধান ভাই পরে না ঘটে জ্ঞান ॥
পাত্রেই হকুম পেয়ে চোর চারি জনে ।
বিদায় হইয়া চলে অতি সন্মোহনে ॥
সম্মানীয় বেশে চারি কোটাল ছুরত ।
দক্ষিণময়না মুখে ধাইল তুরত ॥
দেখাদেশি কর্জনা করিল পাছ্যান ।
উপনীত হল এসে দেশ বর্জমান ॥
সম্বর গঙ্গা দামোদর তড়ে হয়ে পার ।
উত্তরিল উড়ের গড় পুরনের ধার ॥
দেখিল কালিন্দী গঙ্গা হকুল গভীর ।
রাজহংস খেলা করে কোথা মন্দ নীর ॥
মেট্য বলে এমন গড় কোথা নাঞ্চি দেখি ।
উড়ে যেতে না পারে উপরে কাক পাখী ॥
এমন ছুর গড় কেমনে দিব হানা ।
কেমনে করিব চুরি পাত্রেই ভাগিনা ॥
মহামায়া ভাবিয়া কালিন্দী হয়ে পার ।
ময়না নগরে পশে বেলা নাঞ্চি আর ॥
বেলা নাঞ্চি বিস্তর পতল পানে চায় ।
আগুন করিয়া বসে বকুলতলায় ॥
মারীচ সমান হুজ করিল আরত ।
কালিন্দী গঙ্গার তীরে চোরেদের দত্ত ॥
নিদে বলে দেবীপদ পুজি এসে ডাই ।
এ কাল বিপত্তিবারি তবে তরে বাই ॥

হাসিল করিলে কার্য্য বিশেষ সম্মান ।
 নতুবা রাজার ঠাঞি বাইবে পরাণ ॥
 উভয় সঙ্কট ভাবি পূজ মহামায়া ।
 সচন্দ্রন জ্বালাল উপচার দিয়া ॥
 কাল বর্ষ ছাগল করিল বলিদান ।
 মহাবিভা জপ করে হয়ে সাবধান ॥
 মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা ।
 অরণ করিতে দেবী হল উপনীতা ॥
 বর মাগ বাছা রে বলিলেন বাগ্মণী ।
 স্তব করে নিদে মেট্যা হয়ে কৃতান্তলি ॥
 নম নম জয় জয় যশোদানন্দিনী ।
 কংসের বিনাশকালে শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী ॥
 সংসারের সার মা তোমার রাজা পা ।
 পড়েছি বিপদ ঘোরের পার কর মা ॥
 ভবানী বলেন বাছা চাহি লও বর ।
 আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূসর ॥
 নিদে বলে মহামায়া তোমার কপায় ।
 চুরি করে লয়ে যাব লাউসেন রায় ॥
 লাগিবে নিছুটী ঘোর ঘুমে অচেতন ।
 সিঁদ কেটে লয়ে জাব রক্তার নন্দন ॥
 এত শুনি ভবানী হইল হেঁটমাথা ।
 ওই বর দিতে বাপু আমি নই দাতা ॥
 নিদে বলে আজ্ঞা কর যাই চুরি করে ।
 দেবী বলে দৈব হেতু হারাবে তাহারে ॥
 বর দিয়ে মহামায়া হইল অস্তর্দ্ধান ।
 নিদে মেট্যা করে তবে পুরেতে পয়ান ॥
 বাম হাতে তুলে নিল ইন্দুরের মাটি ।
 সাত বার তাহাতে ছোঁয়ায় সিঁদকাটি ॥
 শুন রে ইন্দুরমাটি বাক্য শুন মোর ।
 ময়না নগর জুড়ে লাগ আঘোর ঘোর ॥
 শয়নে গমনে আর বসে ঘেবা খায় ।
 দোহাই কালীর আজ্ঞা নিছুটী পড়ে তায় ॥
 ছ মাসের নিদাটি যদি না লাগে হেতাই ।
 ভোজরাজের আজ্ঞা কুতর্কের দোহাই ॥

মজ পড়ি ফুঁক দিয়া উড়াইল মাটি ।
 ময়না নগরে ঘোর পড়িল নিদাটি ॥
 ঘুমায় বনের পশু পক্ষী বৃক্ষভালে ।
 মকর কুন্তীর মীন নিজা যায় জলে ॥
 পড়ুয়া পণ্ডিত আর পসারি পাটারি ।
 যুবতি যুবক ঘুমায় হাটুয়া বাজারি ॥
 কর্ণসেন রাজা ঘুমায় হয়ে অচেতন ।
 কল্যাণী মালতী আদি ঘুমায় সর্কজন ॥
 রজাবতী ঘুম যায় স্তম্ভিকার শালে ।
 চয় দিনের পুত্র তার লাউসেন কোলে ॥
 ছয়ারে ছয়ারী সব পড়িয়া ঘুমায় ।
 কপাটে লাগিল খিল ধর্ম্মের মায়ায় ॥
 রাজার ছয়ারে চোর দিল দরশন ।
 শ্রীধর্ম্মপুরণ কবি রামবিরচন ॥

ছয়ারে কপাট বন্ধ দেখি চোরগণ ।
 উপায় চিন্তিল কিসে প্রবেশে ভবন ॥
 নেড়ে চেড়ে দেখে তখন কপাটেতে খিল ।
 চলে যেতে নারে তায় ছুরত্ব অনিল ॥
 নিদে মেট্যা মনেতে ভাবিয়া গজমাতা ।
 যোগিনীর হাড়খানি ঝার করে তথা ॥
 কপাটে তুলিয়া দিল যোগিনীর হাড় ।
 কালিকা দেবীর দোহাই কপাটের খিল ছাড় ॥
 আপনি খুলিয়া দিলেন ব্রহ্মার জননী ।
 পাইল মহল চোর প্রসঙ্গ সরণি ॥
 রাজার মহলে চোর চারি পানে চায় ।
 প্রবাল মুকুতা হীরা গড়াগড়ি যায় ॥
 পথে যেতে নানা স্থানে জলে রত্নমণি ।
 চোর বলে সবা হতে এই বেটা ধনী ॥
 মরকতমণ্ডিত বহা মোহন মন্দিরে ।
 রজাবতী ঘুম যায় নিছুটীর ঘোরে ॥
 কেবল খেলিছে শিশু কনককমল ।
 রূপে ঘর আলো করে হাসে খল খল ॥

রূপ দেখে চোর সব ভাবে মনে মন ।
 বশোদায় কোলে যেন নন্দ্রের নন্দন ॥
 অপরূপ রূপ দেখে প্রসন্ন মূর্তি ।
 প্রভাতকমল কিবা জলধরপতি ॥
 অন্ধের গঠন চাকু হস্ত পদাঙ্গুল ।
 তুমুহুতি শোভা করে সোন্দালের ফুল ॥
 রূপ দেখে বিচার করিল চোর সব ।
 সাক্ষাৎ দেবতা শিশু মায়ায় মানব ॥
 গোবিন্দ আনিতে যেন অক্রুরের ভাগ্য ।
 পাত্রেয় আশ্রয় মোর মানিলাম শ্লাঘ্য ॥
 নিদে মেট্যা বলে ভাই ছাড় দয়া মায়া ।
 নতুবা মারিবে পাত্র সব ছেল্যা মেয়া ॥
 পাপপুণ্য অতেব পাত্রেয় লাগে দায় ।
 চুরি করে লয়ে বাই লাউসেন রায় ॥
 এত বলি শিশুকে তুলিয়ে নিল কোলে ।
 সরোবরে মালী যেন পদ্মফুল তুলে ॥
 বাহির বাজারে চোর চঞ্চল চরণে ।
 লাউসেনে কোলে লয়ে গেল ততক্ষণে ॥
 লেগেছে নিদ্রুটি ঘোর কেহ নাহি জাগে ।
 লুট করে লয় বাহা পায় পুরোভাগে ॥
 দোকানী দোকানকোণে যায় গড়াগড়ি ।
 চিড়া মুড়ি নাড়ু বাজ্জে বিছায়ে পাছুড়ি ॥
 আনন্দে লইল বাকি আর যত পায় ।
 কালিন্দী হইয়ে পার গৌড়মুখে ধায় ॥
 ব্রহ্মপুর ছাড়ায়ে পছমা দরশন ।
 রাজ্যমাটি ছাড়াইয়ে গেল উচালন ॥
 সুশ্রুমালা আমিলা করিল পাছুয়ান ।
 ছাড়াইয়ে গেল তবে দেশ বর্জমান ॥
 ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন ।
 হেনকালে বেলা উদয় হইল তখন ॥
 চোর বলে চিড়া মুড়ি বয়ে কষ্ট পাই ।
 নদীজলে স্নান করে আগে এস খাই ॥
 সেনের বদন দেখে করে হাস হাস ।
 রাজার চাকরি করি বুণা কাল যায় ॥

মেট্যা বলে শিশুটাকে কোলে আন ভাই ।
 হাপুতীর বাছার বদনে চুষ খাই ॥
 নিদে বলে ফেলাইয়ে রাখ বেণাবনে ।
 গোটা চারি কাছাড়ে নয়ত মারি সেনে ॥
 ছাঁচি বেণাবন তায় উচ্চ চারি হাত ।
 তার উপরে বিছাল বসন পারিজাত ॥
 তার উপরে লাউসেনে খুইল যতনে ।
 ছায়া করে দিল ঢাল পাছুরি বসনে ॥
 বাঁজিবেণাবনে সেন ঘুমে দিল মন ।
 স্নান করে চোর সব আনন্দিত মন ॥
 ঘাটে ফেলে হেত্য়োর যতেক কোমরবন্দ ।
 স্নান করে চোর সব পরম আনন্দ ॥
 কেহ স্নান দান করে কেহ করে তপ ।
 কেহ স্নানমন্ত্র পড়ে কেহ করে স্তব ॥
 কালিন্দীর মাটি এনে কেহ করে ফেঁটা ।
 ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে চোরেদের ঘটা ॥
 মধ্যখানে বিছাইল পাটের পাছুড়ী ।
 ভোজনে মজিল লয়ে চিড়া নাড়ু মুড়ি ॥
 কৌতুক করিয়ে সবে রামরস ধায় ।
 ক্ষুধায় কাতর কাদে লাউসেন রায় ॥
 অন্তর্বাসী অন্তরে জানিলা নারায়ণ ।
 পবননন্দনে ডাকি কহেন তখন ॥
 চুরি করে লয়ে যায় রঞ্জার কুমার ।
 ক্ষুধায় কাতর শিশু বহে অশ্রুধার ॥
 ধর্মের সেবক বলে আমি ব্যথা পাই ।
 যাত্রা কর এখনি শিশুর মুখ চাই ॥
 কালে কালে করি বীর ভরসা তোমার ।
 তোমার কল্যাণে হল নীতার উদ্ধার ॥
 লক্ষণের শক্তিশেলে তুমি প্রাণদাতা ।
 লাউসেন সঙ্কটে রাখ ঝাঁট গিয়ে সেধা ॥
 এত শুনি শঙ্করচিল হইল হতমান ।
 আকাশে মিলিয়া পক্ষ বায়ুবেগে ধান ॥
 চিল হয়ে লাউসেনে তুলে লইল কোলে ।
 পুকুর গাবালে যেন পক্ষী লয় চিলে ॥

অৰ্জুন সারথি নাথ রথে আছে চেয়ে ।
 লাউসেন কোলে বীর তথা গেল ধেয়ে ॥
 ধর বলে লাউসেনে কোলে এনে দিল ।
 অৰ্জুনসারথি হরি কোলে করে নিল ॥
 রঞ্জার স্বদয়নিধি হেরিয়ে ঠাকুর ।
 কোতুক বাড়িল চিত্তে আনন্দ প্রচুর ॥
 ভক্তের বদনশশী করিতে চুষন ।
 উগলে অমৃতরস অম্মিল নন্দন ॥
 কর্পূরের স্নান হল ধর্মের বদনে ।
 সীতার পুত্র লব কুশ যেন তপোবনে ॥
 লাউসেন রহিল গিয়ে বৈকুণ্ঠ নগরে ।
 নিদে বলে মেট্যা ভাই চল ঘাই ঘরে ॥
 এত বলি যাত্রা কৈল চোর চারি জন ।
 লাউসেন আনিতে গেল যেথা বেণাবন ॥
 ঢাল খাঁড়া বসন ভূষণ আছে পড়ে ।
 সকল রয়েছে কিন্তু ছেলে গেছে উড়ে ॥
 ধাওয়াই খুঁজে বুলে চোর চারি জন ।
 ঝোড় ঝরুর দেখে আর যত বেণাবন ॥
 কেহ বলে কিছু নয় খাইল শূগলে ।
 কেহ বলে শাদুল সারিগু গেল গালে ॥
 কেহ বলে না ভাই বনেতে হল হারা ।
 চাঁদ ভ্রমে চকোর গিলিয়া গেল পারা ॥
 কেহ বলে তা নয় পাছুরি ছিল ঢাকা ।
 না জ্ঞানি চোরের ঘরে কেহ দিল ডাকা ॥
 মিছা কেন খুঁজে বুলে পথে কষ্ট পাই ।
 কুকুরের রক্ত নিয়ে পাত্রেয়ে দেখাই ॥
 পথে যেতে ফেলাইয়া দিল চিড়ামুড়ি ।
 কালিয়া কুকুর তথা গেল দড়বড়ি ॥
 অময়ক কুকুর করয়ে জল পান ।
 খড়গ দিয়ে মেট্যা তারে কৈল ছুইখান ॥
 যাইতে গোউড়রাজ্য মনে হল স্মরা ।
 কুকুরের শোণিত লইল এক সর। ॥
 বার দিয়ে বসেছে গৌড়ের নয়পতি ।
 হেন কালে চোর গিয়ে করিল প্রপত্তি ॥

চুরি করে লয়েছিলাম লাউসেন বীরে ।
 হৃদ্য বিনে মরে গেল পথের মাঝারে ॥
 দামোদরে ফেলাইয়া দিলাম বর্জ্যমানে ।
 এনেছি তাহার রক্ত দেখে বিস্তমানে ॥
 এত শুনি মাছদিয়া হাসে খল খল ।
 কিছু হোক ভাগিনা গেল যে রসাতল ॥
 রাজার কপালে দেয় শোণিতের ছিটে ।
 রাম রাম বলিতে কুকুরের ডাকা উঠে ॥
 কুকুরের প্রায় ডাকে রাজা গোড়েশ্বর ।
 পাড় বলে এটা পারা কুকুরের জার ॥
 মহারাজা আপনি জানিলেন মনে মনে ।
 পরহিংসা মহাপাপ হইল এত দিনে ॥
 পরীক্ষিত রাজাকে হইল ব্রহ্মশাপ ।
 কৃষ্ণকথা শুনি রাজার ধ্বংস হল পাপ ॥
 ভাগীরথীর গর্ভে রাজা বাঁধে যোগটল ।
 তথাপি তাহার শিরে খাইল ভুজঙ্গ ॥
 নিস্তার পাইল রাজা ভারত অবশে ।
 সেই মত মহারাজা ভাগবত শুনে ॥
 হেমতুলা অনেক ব্রাহ্মণে করে দান ।
 মুক্ত হল মহারাজা শুনিয়ে পুরাণ ॥
 নিদে মেট্যা চোর গেল আপনার ঘরে ।
 সমস্তোবে শিরোপা দিল সরবন্ধ জীরে ॥
 রজনী প্রভাত হল ময়না ভুবনে ।
 অনাস্ত-মঙ্গলগাথা রামদাস ভণে ॥

কালনিজা হল দূর জাগিল ময়নাপুর
 ছয় দণ্ড রবি বসে পাট ।
 গৃহস্থের কুলবালা দেখিয়ে গগনে বেলা
 লাজ পেয়ে কাজ সারে ঝাট ॥
 আজি কেন এতক্ষণ ঘুমে রৈল অচেতন
 অস্ত্র দিন এমন না হয় ।
 তবে রাগী বিশ্বমুখী ধীরে ধীরে মেলে আঁধি
 কতক্ষণে আগে দাসীঘর ॥

খুঁজে বুলে রজাবতী আপন কোলের নিধি
 গৃহ মাঝে চারি পানে চায়।
 না দেখিয়ে লাউসেনে কপালে ককণ হানে
 পুরজন সকলে স্থায় ॥
 হিয়ার পুতলি মোর হরে নিল কোন্ চোর
 কোন্ দোষে বিধি হল বাম।
 যদি নিধি দিলে কোলে কেন প্রভু হরে নিলে
 অভাগীর পুরাইল কাম ॥
 পুত্রশোকে কাঁদে রাজা রাজ্যের যতেক প্রজা
 পুরবাসী আশ্রয় স্বজন।
 ধাওয়াই করে রব খুঁজে বুলে লোক সব
 বিষাদে ব্যাকুল বড় মন ॥
 শোকাকুলি নৃপদারা নয়নে গলিত ধারা
 বাঁছুর হারায়ে গাই যেন।
 পড়লী যত বুঝায় রাণী কান্দে উভরায়
 জীয়ন্তেতে মরা কর্ণসেন ॥
 রতিপতি মনোভবে শব্দর হরিল যবে
 শোকাকুল কৃষ্ণের রমণী।
 না শুনে প্রবোধবাপী শোকে অচেতন রাণী
 বলে প্রাণ ত্যজিব এখনি ॥
 ওহে প্রভু ধর্মরায় ছলনা বুঝা না যায়
 প্রাণে রাগা দিলে কোন্ লাগি।
 যদি নাহি পাই শুন কোলে হারানিধি পুন
 হত্যাপাপ সঁপিবে অভাগী ॥
 হারা হয়ে আঁখিতারা হৈল বাউলীপারা
 ধর্মরাজ জানিল সকল।
 ঐশ্বর্যচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি
 পুণ্যকথা অনাদি-মঙ্গল ॥

পুত্রহারা ব্যাকুল হইলা রাজরাণী।
 হেন কালে বৈকুণ্ঠে জানিলা চক্রপাণি ॥
 ঠাকুর বলেন হুই দুই শিশু লাও।
 রাণী রজাবতী কাঁদে তার কোলে দাও ॥

পুত্রশোকে ধর্মদানী রাণী যদি মরে।
 না হবে আমার পূজা অবনী ভিতরে ॥
 আগে দিও কর্পূরে পশাৎ লাউসেনে।
 বাচাও রজার মতি চিনে বা না চিনে ॥
 আঁজা পেয়ে দুই শিশু কোলে করে নিল।
 লব কুশ সঙ্গে যেন বান্দ্রীকি চলিল ॥
 বেগবন্ত ধৈর্য এল পবননন্দন।
 ময়না নগরে আসি দিল দরশন ॥
 নানাজাতি কুল ফুটে মালীর মালকে।
 শোয়াল যুগল শিশু দুই উচ্চ মকে ॥
 চাপাকুলে ঢাকা দিল চাপা-কুচি অঙ্গ।
 ধরিল দৈবজ্ঞ বেশ মনে বড় রঙ্গ ॥
 কক্ষ তলে পাঁজি পুথি কপালেতে কোঁটা।
 গজেন্দ্র গমন দ্বিজ কক্ষে যোগপাটা ॥
 উপনীত হইল হুই রাজার বসতি।
 আশীর্বাদ করি বলে তুমি ভাগ্যবতী ॥
 শুনি নাকি পুত্র হারা হয়েছে তোমার।
 খড়ি পাতি বুঝি রাণী ফলাফল তার ॥
 রজা বলে বাছা মোর আসিলে বসতি।
 সোনাতে বাঁধাব খুঁজি কপা দিয়ে পুথি ॥
 হুই বলে ভাই তোর বাধাইয়া লেঠা।
 চোর পাঠাইয়ে তোর হরিয়াছে বেটা ॥
 বড় ভাগ্যে ঠাকুর রাখিল যে তাহার।
 বেটা তোর শুয়ে আছে বকুলতলায় ॥
 পুরীর পশ্চিম ভাগে মালীর মালকে।
 ফুলের শব্যায় শুয়ে আছে উচ্চ মকে ॥
 এত শুনি রজারানী যায় ধাওয়াই।
 বাছুর হারাএ যেন বাধানিয়া গাই ॥
 আগে আনি কর্পূরে দেখাল হুইমান।
 দেখ দেখি এই কিনা তোমার সন্তান ॥
 রাণী বলে কলেবর কিছু নয় ভিন।
 কেবল কপালে নাড়ি ধর্মপদচিন ॥
 হেথা লাউসেনে বীর কোলে করি নিল।
 ধর বলি রজাবতীর কোলে ফেলি দিল ॥

হুই পুত্র ভোমার তরে দিয়াছেন ঠাকুর ।
 হু জনার নাম রাখ লাউসেন কর্পূর ॥
 আপুনি পাঠাল প্রভু সেনের দোসর ।
 সাবধানে হুত্বনে পালহ অতঃপর ॥
 হুত্বমান অস্ত্রজ্ঞান হয়ে গেল চলে ।
 লাউসেন কর্পূর দৌহে রাণী নিল কোলে ॥
 আনন্দে রাণীর হুই চক্ষে বহে ধারা ।
 ধর্মপদ থিরায়ে প্রথমে নৃপদারা ॥
 আনন্দ অবধি নাঞি ময়না ভুবনে ।

খন বিলাইল রাজা পুত্রের কল্যাণে ॥
 পুত্র পেয়ে বুড়া রাজার বাড়িল উল্লাস ।
 হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল আকাশ ॥
 লাউসেন কর্পূর বাড়ে শশিকলা প্রাঙ্গণ ।
 হরি বল সম্ভ্রান্তি সঙ্গীত পালা সার ॥
 চুরি পালা সমাপ্ত হইল এত দুরে ।
 গায় কবি রামদাস অনাত্তের বরে ॥
 যে বা গায় যেবা শুনে যে জন গাওয়ায় ।
 সভারে করিবেন কৃপা প্রভু কালুরায় ॥

ইতি লাউসেনজন্ম ও চুরি পালা নামে ষষ্ঠ কাণ্ড সমাপ্ত ॥

সপ্তম কাণ্ড

আখড়া পালা

নমো নিত্য নিরঞ্জন শ্রীধর্ম ঠাকুর ।
 যার নাম নিলে খণ্ডে পণ্ডিতক প্রচুর ॥
 হুই পুত্র পালন করিছে রজাবতী ।
 নন্দের গৃহিণী যেন রাণী যশোমতী ॥
 জননীর কোলে বাড়ে লাউসেন বালা ।
 গুরুদ্বন্দ্বকে বাড়ে যেন নব শশিকলা ॥
 সদাই শয়নে সেন ঘুমে অচেতন ।
 তিমির করেছে আলা কনকমণ্ডপ ॥
 ছয় চাঁদ পরিপূর্ণ করাল ভোজন ।
 রাজা দিল বেটাকে অনেক আভরণ ॥
 চরণে মকর খাড়ু চক্রে পরকাশ ।
 দশবান সোনা অঙ্গে হইতে চায় দাস ॥
 মনসাথে খেলে কত রজার ছালাল ।
 গোকুল নগরে যেন শ্রীরাম গোপাল ॥
 লাউসেন কর্পূর হু তাই আজিনাতে খেলে ।
 মায়ের বদন চেয়ে গড়াগড়ি বলে ॥

ভাঁটা হাতে হুই ভাই সদাই গড়াগড়ি ।
 ধূলায় ধূসর তল্ল করে ছড়াছড়ি ॥
 সম্মেতে সন্ধিয়া শত খেলে কুতূহলে ।
 উল্লাসে গোবিন্দগান করে সবে মিলে ॥
 লাউসেন ভাঁটা ছোঁড়ে কর্পূর লুফে লয় ।
 ধাওয়াই কর্পূর দাদার হাতে দেয় ॥
 ঠেলাঠেলি বালকের ধরিল চিকুর ।
 হুই চারি জনায় ধরি কিশায় কর্পূর ॥
 বড়ই দুরন্ত হল দেখে রাজারানী ।
 করিল বিচার শুরু আনি দ্বিজমণি ॥
 ক খ অক শিখিলেন সিদ্ধির বানান ।
 শব্দ পড়ি হুই ভাই হইল সিআন ॥
 অভিধান সন্ধির মূল বিচারয়ে পুথি ।
 কর্পূরের বদনে সদাই সরস্বতী ॥
 তর্ক পড়ে লাউসেন কর্পূর পড়ে টীকা ।
 পড়িল অনেক বিছা নাটক নাটিকা ॥

শিখিল রাজার নীতি অকবিতা যত ।
 পুরাণ জ্যোতিষ বেদ মন্ত্র তন্ত্র কত ॥
 পাঠ পড়ি পণ্ডিত হইল দুই ডাই ।
 কর্ণসেন বলে রিষ্ঠা শিখাইতে চাই ॥
 বিজ্ঞা বিনে গতি নাই জানে সর্বজন ।
 রাজপুত্র হইলে চাই শিখাইতে সরণে ॥
 ডাকায়ে আনিল রাজা জয়পতি মণ্ডলে ।
 কোথা আছে মল্লবীর কহিবে তৎকালে ॥
 এমন বিস্তর মল্ল আছে এইখানে ।
 জগতে কহিলে যার নাম নাহি জানে ॥
 রমতী সহরে আছে মল্ল সারেঙধল ।
 বার বছর হতে ধরে বাইশ হাতীর বল ॥
 কর্ণসেন বলেন বিলম্ব নাহি সয় ।
 গতায়াত রমতী সহরে কেবা যায় ॥
 খেতে শুতে অন্তরে বাড়িল খুকখুকি ।
 মল্লযুদ্ধশিক্ষক উত্তম নাঞি দেখি ॥
 সদাই বাড়িল চিন্তা বিষাদিত মন ।
 হেন কালে বৈকুণ্ঠে আনিল নারায়ণ ॥
 কত কোটি দেবতা বসে বৈকুণ্ঠ সভায় ।
 বরুণ কুবের শিব অম্বর গীত গায় ॥
 প্রজাপতি পুরন্দর পাবক পবন ।
 নারদ গোবিন্দগুণ গানেতে মগন ॥
 মুহুম্ম শুনি শিক্ষা ডুবুরের রব ।
 পঞ্চমুখে গান নাম পার্শ্বতীবল্লভ ॥
 এইরূপে বসেন যতেক দেবগণ ।
 হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ ॥
 লাউসেনের মল্লগুরু হবে কোন্ জন ।
 বিচারিয়া দেবগণ কহেন তখন ॥
 হুম্মান লাউসেনের হবে মল্লগুরু ।
 বলে বলবন্ত হুম্মান দানে কল্লতরু ॥
 ঠাকুর বলেন শুন বীর হুম্মান ।
 মল্লবেশে কর তুমি মরনা পয়ান ॥
 তোমা সম মল্লবীর তুলনা নাহি আর ।
 সাগর লজ্জিয়া সীতা করিলে উদ্ধার ॥

তুমি সিদ্ধু বেঁধেছিলে গাছপাখর দিয়ে ।
 বিভীষণে ভুলাইলে নানা কথা কয়ে ॥
 আদেশে অজ্ঞানাত ধরে মল্লরূপ ।
 হরি হর বিধাতা আপনি ইচ্ছা চূপ ॥
 অতি বুদ্ধরূপ হইল বীর হুম্মান ।
 নাসিকা শিকর হুম্মর গলিত নয়ান ॥
 বীরবেশে বীরেন্দ্র সদৃশ চলে মাল ।
 চরণে চলিতে কাঁপে আকাশ পাতাল ॥
 বার দিয়ে বসেছে ভূপতি কর্ণসেন ।
 মল্লগুরু আসিয়ে সম্মুখে দেখা দেন ॥
 দেখিয়ে ভূপতি অতি আনন্দ হৃদয় ।
 সম্মুখে শুধান রাজা মল্লের পরিচয় ॥
 অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনান্তমঙ্গল ॥

রাজার বচনে হুম্ম পরিচয় দেন ।
 অযোধ্যা নগরে থাকি শুন কর্ণসেন ॥
 জগতে বিদিত মোর রামদাস নাম ।
 যে জন আদরে ডাকে তারে নই বাম ॥
 আমার প্রধান শিষ্য ভীমমল্ল নাম ।
 ভারতে বিখ্যাত বীর সর্বগুণধাম ॥
 হেন কালে রঞ্জাবতী করে নিবেদন ।
 লাউসেন কর্পুরে মোর শিখাবেক রণ ॥
 সঁপিলাম বাছা ছুটি তোমার ঐ পায় ।
 সর্বকাল শুনেছি গুরুর আছে দায় ॥
 এত বলি রঞ্জাবতী করিল গমন ।
 লাউসেন কর্পুর যথা খেলে দুই জন ॥
 রঞ্জা বলে বাছাধন খেলা কর দূর ।
 মিলায়েছে মল্লগুরু অনান্ত ঠাকুর ॥
 একমনে সেবা কর গুরুর চরণ ।
 গুরুভক্তি বিজ্ঞালাভ কহে সর্বজন ॥
 কড়ি খেলা পাশা খেলা অতি অলক্ষণ ।
 পাশা খেলে দুঃখ পাইল পাণ্ডব পঞ্চ জন ॥

নল রাজা দময়ন্তী গেল বনবাস ।
 বৃদ্ধা মল্ল দেখে সেনের উপজিল হাস ॥
 একু চড়ে মল্লকে মারিতে পারি যায় ।
 এত বলি লাউসেন মায়ের পানে চায় ॥
 তাহা শুনি হাসে বীর পবননন্দন ।
 আমারে না চিনিলে ময়নার তপোধন ॥
 নিঃশব্দে যাবৎ প্রকাশ নাঞি হয় ।
 তাবৎ সমাজে লোক ভাল মন্দ কয় ॥
 এত বলি বীর হইল যজ্ঞের আশুন ।
 অবতার মূর্তিমন্ত যেমতি অর্জুন ॥
 বীরদাপে ভূতলে মারিল বীরমুঠি ।
 চলিতে ময়নার কাঁপে কুড়ি হাত মাটি ॥
 সোলসাতের পাষণ বাঁ হাতে করে শুঁড় ।
 কর্পূর বলেন দাদা মল্ল বীর-চুড়া ॥
 সম্ভাষে দু ভাই পড়ে মল্লগুরু পায় ।
 আশীষ করিয়ে বীর অমনি উঠায় ॥
 ময়না উত্তরে আছে আখড়া মন্দির ।
 সরণ শিখাতে যান হুম্মান বীর ॥
 হুম্মান সরণ শিখান হাতে হাতে ।
 চলন বুলন গতি উল্লঙ্ঘন হাতে ॥
 এগোয় পেছোর দৌহে উরুতে চাপড় ।
 দুটি হাত বুকেতে গুরুর পায় গড় ॥
 চাকার ভাঙরি প্রায় ঘুরে পায় পায় ।
 আশী হাত লাক দিয়ে গড়াগড়ি যায় ॥
 কসরত করিয়ে লঙ্কায় যায় হাতী ।
 চলিতে চরণচাপে কাঁপে বহুমতী ॥
 বিক্রমে বিবিধ প্যাচ শিখে দুটি ভাই ।
 দস্তে চিবাইয়ে ভাজে লোহার কলাই ॥
 নিভাড়িয়া সরিষা মাখায় মাখে তেল ।
 চাপড়ে ভাঙ্গিল লোহার পাঁচ বেল ॥
 ধুইবিজা অসিবিজা কলক লাঠারি ।
 শিখাল অনেক বিজা কহিতে না পারি ॥
 গজবাজিবিজা আর রথের চালনা ।
 লাউসেন কর্পূর দৌহার পুরিল বাসনা ॥

হুম্মান বলে বাছা শিখিলে সরণ ।
 বিদায় হইয়ে যাই অযোধ্যা জুবন ॥
 পরিবার বান্ধব পড়িল মোর মনে ।
 তুমি অবতার ধর্মপূজার কারণে ॥
 পূজার পদ্ধতি যত শিখাইল ধীর ।
 পরিচয় পেয়ে তুই লাউসেন বীর ॥
 প্রেমে গদগদ হয়ে পড়ে বীরের পায় ।
 আশীষ করিয়ে পুনঃ পেনেরে উঠায় ॥
 সেন বলে গুরুদেব না ছাড়িও দয়া ।
 বীর বলে প্রভু যে আপনি তোর সয়া ॥
 বিপত্তে পড়িয়ে বাছা করিলে স্বরণ ।
 অবশ্য আমার দেখা পাবে সেই জন ॥
 বিদায় হইতে বীর চলে রাজার ঠাঞি ।
 রাণী শুনে বারতা আইল ধাওয়াই ॥
 ছুটিয়ে আইল পুনঃ ময়নার রাজা ।
 মনে করে কি ধনে মল্লের দিব পূজা ॥
 পুরট ভাঙনে নিল অপূর্ব রতন ।
 সোনা রূপা অপরূপ বসন ভূষণ ॥
 মল্লগুরুসম্মুখে রাখিল রত্নাবতী ।
 রাজা রাণী দুই জনে করিল মিনতি ॥
 রূপা করি রাখ বীর দাসীর আদাস ।
 বেশী নয় থাক হেথা দুই এক মাস ॥
 এত শুনি তখন কহেন মল্লগুরু ।
 রায় কর্ণসেন তুমি দানে কল্লতরু ॥
 কি করিব বসন ভূষণ রূপা সোনা ।
 রামনাথ আমার কেবল উপাসনা ॥
 সীতা রাম স্ররণে হয়েছি উদাসীন ।
 সুশিব রামের নাম জীব যত দিন ॥
 আশীষ করি বাছা তোর হক চিরজীবী ।
 বলে বলবন্ত তেজ্ঞে স্বিষামের রবি ॥
 এত বলি হুম্মান হইল অকর্জান ।
 অহুমনে বুঝিল প্রভু বড় রূপাবান ॥
 কৃতার্থ মানিল সত্তে বাড়িল কুশল ।
 সুখী হল রাজাবাসী বাসিন্দা সকল ॥

রজাবতী ছুই পুত্রে কোলে করে নিয়ে ।
 কৈদ নাঞ্চি বাপখন বলিল বুঝায়ে ॥
 শুক তোর যত বত শিখাল সরণ ।
 সেই সব অভ্যাস করহ অক্ষুণ্ণ ॥
 এত শুনি খেলা করে লাউসেন কর্পূর ।
 পদচাপে পাথর পর্বত করে চূর ॥
 বাহুবলে উপাড়ে বিরাট তরুলতা ।
 হাতীকে তুলিবে শূন্য কত বড় কথা ॥
 কর্পূর বলেন দাদার বুকে নিব বল ।
 বাম হাতে তুল দেখি পাথর জগদল ॥
 এত শুনি লাউসেন পাষণ নিল তুলে ।
 ছ মাসের শিশু যেন কেহ নিল কোলে ॥
 ডান হাতে লুকে পাষণ বাম হাতে ধরে ।
 শিশু যেন কদম্ব গেঁড়ুয়া খেলা করে ॥
 দিনে দিনে দৌতাকার বাড়িল বীরপনা ।
 ধরিতে সূর্য্যের রথ করিল বাসনা ॥
 এইরূপে খেলে দৌহে হয়ে হরষিত ।
 নিবারিল বরিষা শরৎ উপনীত ॥
 আশ্বিনে অম্বিকা পূজা অকালবোধন ।
 জয় জয়কার জুড়ি এ তিন ভুবন ॥
 আশ্রপল্লবে ঘট করিল অর্চনা ।
 দুয়ার উপরে লোক লেপে আলিপনা ॥
 কারু ঘরে নট নাচে কারু ঘরে গীত ।
 দান ধ্যান কেহ করে দুর্গার পিরীত ॥
 হাটে ঘাটে বাটে হইল জয় জয় ধ্বনি ।
 কৈলাসে ভবের কাছে বসিয়ে ভবানী ॥
 আনন্দে খেলেন পাশা গোসাঞ্চি সংহতি ।
 বিদায় মাগেন মাতা হরষিত অতি ॥
 খেলা রেখে ধরে দেবী মহেশের পায় ।
 ভূমি আশ্রা দিলে হে দেখিব বাপমায় ॥
 সপ্তমী বাইব আমি অষ্টমী রহিব ।
 নবমীর পূজা লয়ে দশমী আসিব ॥
 অনাচপদারবিন্দমধুলুকুমতি ।
 রামদাস বিরচিল মধুর ভারতী ॥

শঙ্কর বলেন গৌরি শুন মন দিয়ে ।
 বাইবে বাপের বাড়ী বড়াকে রাখিয়ে ॥
 তোমা বিনে সাজে নাঞ্চি কৈলাসনিধির ।
 তিলেক না হেরে তোমা পরাণ কাতর ॥
 তবে যদি যেতে চাও নেয়রের ঘরে ।
 জয়মঙ্গল খড়গখানি দিয়ে বাও মোরে ॥
 মনের ভরমে পাছে খড়্গা দেহ দান ।
 তার বলে অশুর হইবে বলবান ॥
 এত শুনি সাজে দেবী স্বজন সংহতি ।
 সিংহরথে চাপিয়া চলিল ক্ষুণ্ণগতি ॥
 রতনঘাঘর ঘাঁটা বিশাল বাজনা ।
 অভয়া অম্বিকা রূপে কি দিব তুলনা ॥
 ব্রহ্মার ভবনে দেবী উপনীত হইল ।
 সাবিত্রী সহিত ব্রহ্মা পূজিতে লাগিল ॥
 চারি মুখে চারি বেদ পড়িল স্তম্বর ।
 চরণকমলে ভক্তি মাগিল বিস্তর ॥
 তবে দেবী উপনীত বৈকুণ্ঠ ভুবন ।
 লক্ষ্মীর সহিত পূজা দিল নারায়ণ ॥
 নারদ চরণে ধরি হরিভক্তি চায় ।
 অমরাবতীতে ইন্দ্র পূজি রাণা পায় ॥
 চরণে বক্রণ দিল পঙ্কজের মালা ।
 স্বর্গেতে হুন্দুভি বাজে নাট্য গীত কলা ॥
 তবে দেবী উল্লাসে আইল মহীতলে ।
 পরিপাটি পূজার পদ্ধতি দেখ্যা বুলে ॥
 বারাগনী দেখিল কাঁড়ুব কলিক ।
 গউড় সহরে সদা আনন্দতরঙ্গ ॥
 চিত মজাইয়ে পূজে গোড়ের ঠাকুর ।
 চারি দণ্ড বিলম্ব হইল বিক্রমপুর ॥
 মউলায় নাম মায়ের মউলা-রজ্জ্বী ।
 সেখালায় নাম মায়ের উত্তরবাহিনী ॥
 বরদার গড়ে নাম ত্রিসর্বমঙ্গলা ।
 বেতারগড়ে নাম হৈল রজ্জ্বী বিশালা ॥
 বিশালাকী নাম হৈল রাজবলহাটে ।
 একাকার ছাগল মহিষ মেঘ কাটে ॥

দেখিতে দেখিতে চণ্ডী করিল গমন ।
 দক্ষিণ-ময়নারাজ্যে দিল দরশন ॥
 ময়না অমরাবতী অবনীৰ সার ।
 কলিযুগে ধৰ্মপূজা বধায় প্রচার ॥
 আখড়া মন্দিরে খেলে রঞ্জার কুমার ।
 ধৰ্ম জয় দিয়ে বীর ছাড়ে হুহুকার ॥
 চকল হৈল দেবী কাঁপে সিংহরথ ।
 হেন কালে পদ্মমুখী করে দণ্ডবত ॥
 পদ্মা বলে দেবি গো অস্তুর কেহ নয় ।
 কস্তুর মূনির পুত্র রঞ্জার তনয় ॥
 ধৰ্ম বিনা লাউসেন অস্ত্র নাঞি জানে ।
 অতএব তোমার পূজা নাহিক এখানে ॥
 এত শুনি ভবানী কোপেতে অগ্নি জ্বলে ।
 পদ্মার তরেতে দেবী তবে কিছু বলে ॥
 আপনি পুজিল মোরে শ্রীরাম ঠাকুর ।
 তবে কেনে মূৰ্খ বেটা পূজা করে দূর ॥
 অধিলে অধিকা যেবা না করে অর্চনা ।
 সেই বেটা কিবা জানে হরির ভজনা ॥
 আমার ভজনা বিনে হরিভক্তি নাঞি ।
 আপনি অনন্ত পূজা দিচ্ছিলেন গোসাঞি ॥
 যুগে যুগে হৈয়াছিল যতেক অবতার ।
 কেবা নাঞি পূজিছিল চরণ আমার ॥
 যত বল দেবতা সতাকে আমি জানি ।
 কৃষ্ণ অবতারে পূর্ণমাসী ঠাকুরাণী ॥
 অর্জুন আমাকে জানে সুধরা সুরথ ।
 আমা সেবি জাহ্নবী পাইল ভগীরথ ॥
 সকল পুরাণে আগে মোর নাম লিখে ।
 আমি উদ্ধারিয়ে দিলাম রামের সীতাকে ॥
 মোর পূজা নাঞি করে এ কথা কেমন ।
 জটা মেয়ে হৈয়ে তার ছলে নিব মন ॥
 তবে যদি চিনে সেন পেয়ে ধৰ্মজ্ঞান ।
 হাতে আঁড়ে জয়মঙ্গল খাণ্ডা দিব দান ॥
 এ বেশ লাভ্য আর এই স্থা হাসি ।
 ভুলিলে ইজিতে সেন হবে ভস্মরাশি ॥

এত বলি হৈলা চণ্ডী জৈলোক্যমোহিনী ।
 যেই মতে পীযুষ হরিল চকুপানি ॥
 কীরোদ মথনে যবে অষ্ট লোকপাল ।
 দেবতা অনুরে যুদ্ধ বাড়িল জঞ্জাল ॥
 অমৃত হরিতে বিষ্ণু হইলা মোহিনী ।
 সেইরূপ তখন হৈলা নারায়ণী ॥
 রাজা কড়ি কাঞ্চন জিনিয়া স্তবরণ ।
 সে রূপ লাভ্য হেরে মূরছে মদন ॥
 অলিগণ ধায় মুখপদ্মের সৌরভে ।
 গলায় পরশমণি সূক্তামালা শোভে ॥
 বেড়িল মল্লিকামালা গন্ধরাজ চাঁপা ।
 বিচিত্র খোঁপার মধ্যে হীরা হেমরূপা ॥
 ময়ূরপেখম ছান্ধে খোঁপার বাহার ।
 পরিপাটি নাসার বেসর চমৎকার ॥
 ধ্বজনগঞ্জন চক্ষে অঞ্জন শোভন ।
 কটাকে মূনির মন করে বিমোহন ॥
 কাণে শোভে কর্ণপুর কপালে সিন্দূর ।
 ছটা দেখে সূর্য্যের কিরণ যায় দূর ॥
 সিন্দূরের বেড়ী দিল চন্দনের রেখা ।
 প্রথম দিনে উদয় ঘেন কুমুদের সখা ॥
 কঙ্কলের বিন্দু এক দিল তার কোলে ।
 নব জলধর বেন বিষ্ণুদতলে ॥
 অষ্ট আভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি ।
 বাছিয়া পরিল দেবী অপূৰ্ণ কাঁচুলি ॥
 নানা চিত্র বিচিত্র তায় কাঁচুলি লিখন ।
 শোভা করে দক্ষিণে কালার বৃন্দাবন ॥
 তরুলতা-বেড়া কুঞ্জ তায় নানা ফুল ।
 মধুপানে আকুল উড়িছে অলিকুল ॥
 একো একো তরুশূলে একেক গোপিনী ।
 গোবিন্দের শ্রিয়তমা রাধা বিনোদিনী ॥
 কদম্বের তলে কৃষ্ণ মুরলী বাজায় ।
 শুনিয়া বাঁশীর রব যমুনা উজায় ॥
 ব্রজের রাখাল যত শ্রীদাম সুদাম ।
 জামলী ধবলী গাভী বংশ অম্বপাম ॥

তার কাছে লেখা আছে বসনহরণ ।
 গোকুলে যতেক লীলা না যায় গণন ॥
 যমুনায় কুলে রাখি বসন ভূষণ ।
 জলকেলি করে যত গোপনারীগণ ॥
 হেন কালে বসন লইয়া বনমালী ।
 কদম্বের ডালে বসে বাজান মুরলী ॥
 ছই হাত তুলি গোপী হইলা উলঙ্গ ।
 নব নটবর শ্রাম করে কত রঙ্গ ॥
 তার কাছে লেখা আছে রাসবিহার ।
 ধরিয়া শ্রামের গলা মেলা গোপিকার ॥
 রসবতী রাধিকা রঙ্গিণী সখী সব ।
 অষ্ট সখী অষ্ট কুঞ্জ মদন উৎসব ॥
 নানা পদ্ম বাস্ত্র বাজে করে রসগান ।
 তার পাশে শোভে রাধিকার বাম্য মান ॥
 অপূর্ব ব্রজের লীলা অতি অমুপাম ।
 রাধিকার পায়ে ধরি সাধিতেছে শ্রাম ॥
 যতেক ব্রজের লীলা লিখেছে সকলি ।
 আয়ানের ভয়ে হয়েছেন কৃষ্ণ কালী ॥
 লিখিল নিকুঞ্জশোভা যত পক্ষিগণ ।
 কোকিল সারিকা শুক খঞ্জনী খঞ্জন ॥
 চটক চটকা ফিড়া ডাহক কাঠঠুরি ।
 কৃষ্ণবর্ণ লিখন অতুল সারি সারি ॥
 ধাতুক ধাতুক টিয়া ডাহক ডাহকী ।
 লিখিল অনেক পক্ষী রহংকলিঙ্গখী ॥
 সরল কুরল কাগ মনোহর ভাষা ।
 দোয়েল পিপিকাম ডাকে নলবনে বাসা ॥
 টুনটুনি ময়না বাবুই খেলা করে ।
 খানহুলহুলি কত ধাত্তের উপরে ॥
 গোদা ডাকই গগনেতে গোবিন্দগুণ গায় ।
 গুড়ুক পক্ষী লেখা আছে গুড়ি গুড়ি যায় ॥
 রামসারস ভাটীসাক আছে বুড়ি পাঁচ ।
 মাছরাঙ্গা উড়িছে সুখেতে নড়ে মাছ ॥
 বাহুড় তপস্বী করে উভ ছই পা ।
 মন্থর পেখম ধরে পেয়ে মেঘের রা ॥

উড়ে যায় চাতক গগনে যায় শম্ব ।
 মন্থর দিয়েছে ডাড়া পলায় ভুজঙ্গ ॥
 পার্শ্বতীয় পক্ষী তার শিখরিয়া ডাঙ্গা ।
 তাতারা তিত্তিরী কক রাইমণি রাঙ্গা ॥
 নানাজাতি পক্ষী আছে যেন সব সাঁচা
 বসিয়া বকুলডালে মাথা নাড়ে পেঁচা ॥
 সজ্জাক হরিণ হরি তরঙ্গ তরঙ্গ ।
 তেসারি মাহত পিঠে জুঝাক মাতঙ্গ ॥
 অপরূপ কাঁচুলি নির্মাণ সক্রজাত ।
 কুলে খেলে বানর তুলিয়া ছই হাত ॥
 অপূর্ব কাঁচুলী দেবী অশ্বতে রূপিল ।
 ভবানী বলেন ভাল বেশ রয়ে গেল ॥
 বাহুমূলে বাজুবন্ধ কনকবলয় ।
 কেশরিডুমুক জিনি মাজা শোভাময় ॥
 রামরম্ভা জিনি উরু কমলচরণ ।
 কনক নৃপুংস্বনি অবগমোদন ॥
 বিচিত্র বসন পরে নাম গুয়াচেটি ।
 বাইশ হাত বসন বাঁ হাতে হয় মুঠি ॥
 নাসার উপরে নাসা তায় দিল চুয়া ।
 নাপান করিয়া খায় গরু দশ গুয়া ॥
 বিমান সহিত দাসী রহিল গগনে ।
 ভগবতী চলিল ছলিতে লাউসেনে ॥
 মরাল মাতঙ্গ জিনি মন্থরচলনী ।
 ভূমে যেন চন্দ্ৰ ছাড়ি আইল রোহিণী ॥
 নাগরিয়া বালক খেলে লাউসেন সনে ।
 ভবানী বলেন দেখা দিব কত জনে ॥
 এমন সময় আমি কি করি উপায় ।
 মায়াসুখা ফেল্যা দিল বালক পলায় ॥
 স্কুধায় কাতর হয়ে সন্তে গেল ঘর ।
 আপনি কপূরচন্দ্ৰ পলায় তৎপর ॥
 সবে মাংস রহিলেন ময়নার তপোধান ।
 মহামায়া কাছে তাঁর করিলা গমন ॥
 অভয়ায় ছলা ধর্ম জানিলেন মনে ।
 মায়াবিদ্যা ফেল্যা দিল রঞ্জার নন্দনে ॥

শ্রলসে আবেশ সেন করিল শয়ন ।
 ধীরে ধীরে মহাদেবী দিলা দরশন ॥
 লাউসেনের রূপ দেখ্যা করে অহুমান ।
 হেরিয়া কনককান্তি ছুড়াইল প্রাণ ॥
 দেবতালক্ষণ বত সেনের শরীরে ।
 সার্থক ধর্মের পূজা রজাবতী করে ॥
 চন্দন সহিত কত শ্রীফলের পাতে ।
 কত যুগ পুঞ্জিল আমার প্রাণনাথে ॥
 সঙ্গ সঙ্গ কথা কয় পায়ুকের কণা ।
 বচন বলিতে যেন খসে রূপা সোনা ॥
 গা তুল গা তুল রায় কত নিজা যাও ।
 শিয়রে স্তম্ভরী ডাকে ফিরে নাঞি চাও ॥
 নানাবিধ নাপানে ডাকিছে যেন ঘন ।
 মনস্থখে লাউসেন ঘুমে অচেতন ॥
 কঙ্কণঝকারে ঘন নৃপরের রায় ।
 উঠিয়া বসিল সেন চারি পানে চায় ॥
 গরম স্তম্ভরী কত সন্মুখে দেখিল ।
 বিশেষ লাভণ্য হেরি বিস্ময় মানিল ॥
 মনে চিন্তে হবেন উর্ধ্বশী তিলোত্তমা ।
 রাখাকান্ত ছাড়িয়া আইল বৃষ্টি রমা ॥
 বিচ্যৎ আসিল বৃষ্টি ছাড়ি জলধর ।
 ইজ্রাণী আইল নয় ছাড়ি পুরন্দর ॥
 ত্রৌপদী আসিবে কেন ত্যজিয়া অর্জুন ।
 নয়ৎহন রূপ কার যজ্ঞের আগুন ॥
 দেবী না মান্ধবী তুমি দেহ পরিচয় ।
 যক্ষী বিভাধরী বৃষ্টি হইবে নিশ্চয় ॥
 এত শুনি ভগবতী হাসি হাসি কর ।
 জিজ্ঞাসিলে সেনরায় দিই পরিচয় ॥
 গোলাহাটে শুনেছ সুরিক্ষে বাণেশ্বর ।
 গুয়া পড়া দিয়া রাখে ছকুড়ি নাগর ॥
 সুরিক্ষে নামেতে তার আছে এক চেড়ি ।
 তার সঙ্গে সদাই নাগর ডেড় বড়ি ॥
 তার ছোট ভগিনী এলাম হেথাকারে ।
 এ'নব যৌবন রায় ভেটিতে তোমারে ॥

নাম শুনে সঁপিযাছি দেহ প্রাণ মন ।
 সাক্ষাৎ দর্শনে ধন্ত মানিহু জনম ॥
 প্রেমেতে মজিব দৌহে একই পরাণ ।
 নিরবধি থাকিব তোমার বর্ন্তমান ॥
 আমি দিব চাক্র অঙ্গে কস্তুরী চন্দন ।
 তুমি দিবে মোর অঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন ॥
 যদি বল এ দেশে ধরিবে লোকে ছল ।
 এ দেশ ছাড়িয়া তবে অস্ত্র দেশে চল ॥
 হেন দেশে যাব যেথা কারেও না জানি ।
 আশ্রম বাঁধিব যেন গৃহস্থ গৃহিণী ॥
 বলিতে কহিতে কত অপাঙ্গ সন্ধান ।
 বিশেষ লাভণ্যে কত বিবিধ নাপান ॥
 দেখিয়া শুনিয়া সেন কর্ণে দিল হাত ।
 তিনবার সন্তরণ করিল রাখানথ ॥
 পরম স্তম্ভরী তুমি আমি কোন্ হার ।
 ভাল দেখে ভজ গিয়া রাজার কুমার ॥
 শিশুকাল হতে আমি ধর্মের সন্ন্যাসী ।
 শুক্রবার দিনে আমার ধর্ম একাদশী ॥
 শনিবার হইলে তবে জল আমি খাই ।
 ধর্মের সেবক আমি স্তম্ভ নাঞি চাই ॥
 বিধি মোরে বঞ্চিত করিল পাপরসে ।
 বাসি ফুলে কতু কি ভ্রমর আসি বসে ॥
 পাবকে পুরট কুচি রূপের তুলনা ।
 রাঙ সনে মিশাল করিতে চাও সোনা ॥
 ব্রহ্মচর্য বিশেষ ধর্মের ধ্যানরত ।
 পরনারী ছুঁইলে সকল ধর্ম হত ॥
 বস্ত্রবশে নহি আমি অতি সভ্য জন ।
 ধর্ম ছাড়া কখন অধর্ম নাঞি মন ॥
 ঘরে যাও সতি কন্তে নিবৃত্ত কর মন ।
 কুলীন বামুনের মেয়ে এ কথা কেমন ॥
 আপনার ঘরে যাও ছাড় নানা ছল ।
 বয়সে তরুণী তুমি আমি নববালা ॥
 ঈশ্বর হাসিয়া দেবী কহে আরবার ।
 বীণা বেগুরব নিশি বিনোদ ঝঙ্কার ॥

বৃকের মাঝারে তুলে কাঁপিয়া কাঁচুলি ।
 আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি ॥
 এস দেখি দুজনে দাঁড়াই এক ঠাঞি ।
 আমি রাখা তুমি যেন নাগর কানাই ॥
 দলিত অঙ্গন করি পরিব নয়নে ।
 চাঁপা ফুল বলি তোমা রাখিব নোটনে ॥
 এহেন সুন্দরী রামা তোমা যোগ্য বটে ।
 ভাগ্যবান হইলে তার ঘরে বসে জোটে ॥
 চৌটাপনা জানি নাঞি অন্ত মেয়ের পারা ।
 বিশেষ আমার মন পিরীতের ভরা ॥
 অহল্যার পারা আমি দ্বিচারিণী নই ।
 যদি বস বিরলে মনের কথা কই ॥
 চল রায় দুজনে করিব স্তখে ঘর ।
 তোমার ছোট ভাই মোর সাধের দেওর ॥
 ভাল খাওয়াইব রাজা ভাল পরাইব ।
 খাব নাঞি বলিলে বদনে তুলে দিব ॥
 সংসারে পুরুষ নারী বিধির স্বজন ।
 উভয়ে অভেদ আত্মা একই জীবন ॥
 সে নারী পরশে কর অধর্মের ভয় ।
 ছি ছি হে নাগর কথা তোমার যোগ্য নয় ॥
 এত শুনি সেনরাজা করে হাস হাস ।
 এমন জ্ঞান কেনে দিলে ধর্মরায় ॥
 লাউসেন বলে শুন অর্গবিজ্ঞাধরী ।
 তোমাকে ইলেম দিলাম মাগিক অঙ্গুরী ॥
 সাত রাজার ধন লইয়া করহ গমন ।
 অহুচিত একান্ত রহিতে এতক্ষণ ॥
 এত শুনি ভবানী হাসেন খলখল ।
 বৃষ্টিহু রাজা হে তোমার মনের বত বল ॥
 ধন দেখাইয়া রাজা তুলাইলে তুমি ।
 সবাই ধনি হে বড় কান্দালিনী আমি ॥
 অক্ষণ কমল দল বক্রণের কুচি ।
 কার ধনে ঘর করে অমরার শচী ॥
 কার ধনে বিলাস করএ মন্দোদরী ।
 কার ধনে ঘর করে কুবের ভাগারী ॥

আঠার ইন্দের ধন পায়ের পাণ্ডলী ।
 বাইশ ইন্দের ধন গলার মাছলী ॥
 কতক্ষণে দুঃখের ভারতীগুলো কই ।
 এদেশেতে ঘর নয় হে সিংহলেতে রই ॥
 আমার সোআমী হন বৃদ্ধ অতি বড় ।
 ধুতুরা সঞ্চল প্রভুর আর সিদ্ধি নড় ॥
 নিরবধি থাকে সেই শম্মানে মশানে ।
 একদিন কোরেছিল হলাহল পানে ॥
 আছে একজন তায় হরস্তু সতিনী ।
 নিরবধি থাকে সোআমীর মাথার মণি ॥
 সতীনের আলাপ রহিতে নারি আমি ।
 দাসী কোরে কেবল সংহতি রাখ তুমি ॥
 এসেছি অনেক আশে শুনি তোমার নাম ।
 ভজিহু একান্ত তোমা পূরাও মনস্কাম ॥
 ঘরবাড়ী সকল ভজিহু তোমা আশে ।
 তুমি না রাখিলে বৃকে যাব কোন্ দেশে ॥
 সেন বলে দূর দূর দ্বিচারিণী মাগী ।
 তোমা সম সংসারেতে নাহিক অভাগী ॥
 কোথা থাক চঞ্চল চরিত্র নয় ভাল ।
 ছাড়িলে স্বামীর পদ পায় পরকাল ॥
 সেবিলে পতির পদ অর্গে পায় পূজা ।
 অসতী হইলে তার নরকেতে সাজা ॥
 কহিতে উচিত পাছে মনে ভাব দুখ ।
 কোনো কালে অসতীর নাহি হেরি মুখ ॥
 সতী সম সুধম্মা সংসারে নাঞি আর ।
 সাবিত্রী হইতে হইল স্বকুল উদ্ধার ॥
 ভুলসীমহিমা বল কে কহিতে পারে ।
 যার সাপে ভগবান শিলাকূপ ধরে ॥
 স্বামীর চরণে মিলে সব তীর্থকল ।
 সব ধর্ম কর্ম সতীর করতল ॥
 অতএব ভজ গিয়া পতির চরণ ।
 নহে অন্ততরে যাও যাহা লয় মন ॥
 ভবানী বলেন রায় গালি দাও তুমি ।
 বত আছে যতি সতী সব আমি জানি ॥

লব্ধ নাহিক কার ভারতমণ্ডলে ।
 ইয়া চণ্ডাল রাহ চাঁদে কেন গিলে ॥
 কল আছে যতি সতী নার্নলোক নরা ।
 সতী সেহ হয় পীণের পসারা ॥
 শ্রবের কলঙ্ক গায় বিভূতি ভূষণ ।
 গানের কলঙ্ক কেন বেড়ে তারাগণ ॥
 আমি নই তারা সতী অঙ্গরা অঙ্গনা ।
 রামায়ণে শুনেছি সীতার সতীপনা ॥
 গোপিকা ভজিল দেখ নন্দেই নন্দনে ।
 মন্দোদরী ভজিল দেওর বিভীষণে ॥
 কুন্তীর সমান সতী কে আছে সংসারে ।
 পঞ্চ পতি লয়ে তার বউ কেলি করে ॥
 জলের ভিতর দেখ কমলের ডাঁটা ।
 তায় কেন বিধাতা কলঙ্ক দিল কাঁটা ॥
 গোহুলে কৃষ্ণের কথা সব জানি আমি ।
 কোন্ লাজে হরিল হে আপনার মামী ॥
 তুমি যার পূজা কর অনাস্ত গোসাঞি ।
 বাপে ঝিয়ে ঘর করে কি তার বড়াই ॥
 একে একে সভার বারতা দিব কোয়ে ।
 কেবল এসেছি রায় তোমার মুখ চেয়ে ॥
 এত শুনি সেন রাজা ভাবেন অন্তরে ।
 ভবানী এসেছে পারা ছলিতে আমারে ॥
 মেয়ে হয়ে কেমনে ভারতকথা কর ।
 ব্রহ্মার জননী ধ্যানে জানিল নিশ্চয় ॥
 করবোড়ে কহে চণ্ডী কত জানি ছলা ।
 আর কেহ নও তুমি ঐসর্কমঙ্গলা ॥
 ক্ষম অপরাধ মাগো ক্ষম অপরাধ ।
 কৃপা করি কর হাসে অভয় প্রসাদ ॥
 কুবচন বলনে বলেছি বারে বার ।
 চক্ষু খরি দেখি যেন দিবসে আঁধার ॥
 বাঙালী বলেন বাছা চাহি লও বর ।
 আর কেন শুব কর ধূলায় ধূসর ॥
 তুমি যে ধর্মের দাস ধন্ত চরাচরে ।
 ধর্ম বলে তরিলে মোর মায়াব সময়ে ॥

সেন বলে ও কথা প্রত্যয় নয় মনে ।
 দশভূজা রূপ আগে দেখিব নয়নে ॥
 এত যদি নিবেদিল ময়নার রাজা ।
 সেই ক্ষণে অধিকা হইল দশভূজা ॥
 ডানি পদ সিংহের উপরে স্থাপিত ।
 মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কীকিত ॥
 শোভা করে দক্ষিণে কাঞ্চিক লম্বোদর ।
 জয়া বিজয়া অঙ্গে চুলায় চামর ॥
 দশ করপদ্মে শোভে দশ প্রহরণ ।
 দেখি করবোড়ে সেন করে নিবেদন ॥
 ভবানী ভবের ভয় ভঙ্জনকারিণী ।
 জগতজননী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥
 অভয়া অধিকা তারা তুমি দয়াবতী ।
 ছেলেয়ে ছলনা ভাল হইল ভগবতী ॥
 সম্প্রতি সদয়া যদি হইলা সেবকে ।
 হাতের হাত্যারখানি দেহ মা চণ্ডিকে ॥
 এত শুনি ভবানী হইলা হেঁট মাথা ।
 এই খঞ্জা দিতে বাপু আমি নই দাস্তা ॥
 অনাদি-পদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিচরিল অনাস্ত-মঙ্গল ॥

অশ্রু বর মাগ রে আমার বরাবর ।
 চল রাজা কর্যা যাই ইস্তের উপর ॥
 সেন বলে ও ছার বয়েতে কাজ নাই ।
 তোমার কৃপায় মোরে রাখিবেন গোসাঞি ॥
 শুনিয়া ভক্তের কথা উপজিল দয়া ।
 অমনি হাতের অসি দিলেন অভয়া ॥
 খঞ্জা দিয়া ভগবতী করিলা আশীষ্য ।
 আজি হইতে লাউসেন তুমি মোর শিষ্য ॥
 প্রথমে করিবে বধ মাল সারেড ধল ।
 জালন্দায় বধে বাবে বাঘ কামদল ॥
 গোলাহাটে জিনিবে হুরিকে বালেশ্বর ।
 হাতী বধে যেও রে গোউড়ের ভিতর ॥

কাঁউরে কর্পূরধল সঙ্গে হবে রণ ।
 কলিকাকে বিভা কর ময়নার রাজন ॥
 লোহার গণ্ডা হানিবে তুমি শিমুলার গড়ে ।
 দাসী বিভা দিব আমি কুমারী কানড়ে ॥
 লোহাটা বন্ধর ইচ্ছা যাবে সম্বর ।
 বারমতী পূজা দিবে হাকন্দ ভিতর ॥
 বর দিয়া ভগবতী হইল অন্তর্দান ।
 হেনকালে পদ্মা সখী যোগায় বিমান ॥
 দেখিতে দেখিতে রথ উঠিল কৈলাস ।
 যেখানে আছিল দেবী ভান্ডড় কৃষ্ণিবাস ॥
 এস এস ভবানী বৈসহ মোর কাছে ।
 এ হেন সোনার গায় ধূলী কেন আছে ॥
 সাধ করে গেলে তুমি পূজা দেখিবারে ।
 মনে করে কি ধন এনেছ বুড়ার তরে ॥
 এত বলি ছুজনে বসিল কুতূহলে ।
 গান গেয়ে নারদ আইল হেনকালে ॥
 নারদ ভাবেন স্নেহে বসেছে মামা মামী ।
 কোন্দল জুড়িয়া রক্ত দেখে যাব আমি ॥
 নারদ বলেন মায়া শুন মন দিয়া ।
 কহিব মামীর কথা বিরলে বসিয়া ॥
 তোমাকে সবাই বলে দেবের দেবরাজ ।
 মামী হতে হল তোমার দেশ জুড়ে লাজ ॥
 মামী হতে গেল তোমার কুলের বড়াই ।
 আর মেনে তোমার ঘরে জল খাব নাঞি ॥
 অবনীতে গেল মামী পূজা দেখিবারে ।
 কার সঙ্গে ভাব করে খড়্গ দিল কারে ॥
 সেই খড়্গে বিত্তর অস্ত্রর গেছে হানা ।

খড়্গ দান পাইলে স্বর্গেতে দিবে থানা ॥
 এত শুনি শব্দর কোপেতে কম্পমান ।
 দুর্গার তরেতে তবে জুড়িল বাখান ॥
 তেঁই আমি চন্দন দেখিছ তোমার গায় ।
 ভিখারীর মাগ হৈয়া এত সাধ যায় ॥
 সর্বকালে দুর্গা হইল বুদ্ধি স্বতন্ত্র ।
 বৃদ্ধ ভাতার যুবতি মাগ কেমনে হবে ঘর ॥
 যুবতি স্বামীর কথা অমৃতের কণা ।
 বৃদ্ধ স্বামীর কথা যেন পোড়া ঘারে হুনা ॥
 জনমভিখারী আমি ভিক মেগে খাই ।
 কেবল বদনে রাখাকুক্ষ গীত গাই ॥
 ঐশ্বাতে করিয়া ভিক্ষা আনি নানা ঠাঞি ।
 মাগিব বৈকালে বল্যা ঘরে ভাত নাঞি ॥
 নিদারুণ বচনে পীড়ার কৈল কালি ।
 সকল কথায় দেয় বুড়া বল্যা গালি ॥
 বোলচাল বচনশুলা সহিতে নারি আর ।
 সকল তেজিয়া করি জপাসন সার ॥
 এত বল্যা শব্দর বাঞ্ছেন খুলি কাঁথা ।
 চরণে ধরিয়া কাঁদে জগতের মাতা ॥
 লাউসেনে দিয়েছি খড়্গ অস্ত্র কেহ নয় ।
 কলিকালে যাহা হতে পশ্চিম উদয় ॥
 এত শুনি নাচিল ভান্ডর কৃষ্ণিবাস ।
 তবে মেনে হইল মোর চৈত্রের সন্ন্যাস ॥
 হরগৌরী মিলন হইল কৈলাস নগরে ।
 আখড়া পালা সাজ গীত হইল এত দূরে ॥
 হরি হরি বল ভাই ধর্মের সভায় ।
 গায় কবি রামদাস শ্রীধর্মকৃপায় ॥

ইতি সপ্তম কাণ্ড সমাপ্ত ॥

অষ্টম কাণ্ড

ফলা-নিৰ্ম্মাণ পালা

খাঁড় পেয়ে লাউসেন আনন্দ অন্তর ।
হেন কালে আইল তথা কর্পূর পাতর ।
কর্পূর বলেন দাদা শুন মন দিয়া ।
আখড়াতে কোথাকার আসে কার মেয়া ॥
সৰ্কলোকে বলে তোমায় ধর্মের তপস্বী ।
আখড়াতে আসে যায় কাহার রূপসী ॥
কহিব এ সব কথা জননী জনকে ।
অনুচিত এত দোষ ধর্মের সেবকে ॥
পরশিলে পরদারা পাতক বাচয় ।
পুরাণে প্রপঞ্চ জুড়ে হেন কথা কয় ॥
পরনারী পরশে মরে লকার রাবণ ।
এত শুনি হাসি হাসি লাউসেন কন ॥
ভবানী দিলেন খড়্গ আর কেহ নয় ।
কর্পূর বলেন দাদা প্রত্যয় নী হয় ॥
অবশ্য কহিব কথা জননীর তরে ।
সেন বলে হেন অসি আছে কোথাকারে ॥
অতঃপর বিবরিয়া কহেন সকল ।
ধনু ধনু করে কর্পূর প্রেমিতে আগল ॥
বাপে মায়ে কহিল সকল বিবরণ ।
জনম মানিল ধনু আনন্দিত মন ॥
কর্পূর বলেন দাদা অর্জুন সমান ।
অসিযোগ্য ফলা আগে করাহ নির্মাণ ॥
যাইব গোউড় দেশ অধিক নহে পথ ।
যেই পথে গজাকে আনিল ভগীরথ ॥
ঘরে বসি দুই ভাই কার্য্য করি কি ।
রাজার দরবারে চল পরিচয় দি ॥
কোন্ কর্ম না করেছে ধনঞ্জয় ভীম ।
যেখানে সেখানে গিয়ে করেছে মহিম ॥

বৃষকেতু মহাবীর বলে সৰ্কলোকে ।
কোন্ কর্ম না করেছে অর্জুন সমকে ॥
কর্পূরের ভারতী সেনের লাগে মনে ।
অমনি দাঁড়ায় গিয়ে পিতা যেইখানে ॥
ঢাল না পাইলে বাপা না রহিব ঘরে ।
কর্পূর সহিত যাব দেশ দেশান্তরে ॥
কর্ণসেন বলে বাছা ফলা দিব আমি ।
ভাণ্ডারে যেমন ইচ্ছা বেছ্যা লও তুমি ॥
এত শুনি লাউসেন উল্লাসিত মন ।
হুভায়ে ভাণ্ডারঘরে পশিল তখন ॥
দেখিলেক ঢাল পড়ে আছে বিশাশয় ।
ঘুনে জারা জরা তায় করেছে সঞ্চয় ॥
এক আনে এক ভাঙ্গে কর্পূর ঘোগায় ।
লাউসেনের বাম হাতে গুঁড়া হয়ে যায় ॥
জবাচুর করি ভাঙ্গে এক লক্ষ ফলা ।
বাপের কাছেতে গেল লাউসেন বালা ॥
ভাণ্ডারে যতেক ঢাল সব পুরাতন ।
ফলঙ্গে হইল চুর ভাণ্ডার হোল শূন ॥
বুঝাইয়ে লাউসেনে ভাবেন উপায় ।
জয়পতি মণ্ডলে ডাকি কহিলেন তায় ॥
ফলা না পাইলে বাছা যাবে বৃন্দাবন ।
গৌড়ের ভূপতির তরে পাঠাও লিখন ॥
বিনয়বিশেষ যোগ্য করিয়া বন্দনা ।
লিখিবে কুশলবার্তা পত্রের বয়নামা ॥
পরিপাটি ফলা এক পাঠাবে স্বরায় ।
অভয়া অসিযোগ্য লাউসেন চায় ॥
জয়পতি বলেন রাজা তথা কেন বাবে ।
দুই দিন বিলম্বে বিচিত্র ঢাল পাবে ॥

নহু নামে কামার বাজারে করে ঘর ।
 আমার পড়সি বটে গ্রামের উত্তর ॥
 গুণবান কামিলা গুণেতে নাঞি সীমা ।
 সগাই নির্মাণ করে স্ববর্ণপ্রতিমা ॥
 সেই গড়ে দিবে কলা ইথে নাঞি আন ।
 আপনি ডাকিয়ে তারে স্বরা দেও পান ॥
 ডাকাতে দরবারে কর্মী দিল দরশন ।
 বিশেষ বুঝিয়ে রাজা বলেন তখন ॥
 ঘর ছেড়ে যেতে চায় লাউসেন বালা ।
 তুমি এক নির্মাণ করিয়ে দেহ ফলা ॥
 প্রথমে বক্শিষ দিয়ে বলে আর বার ।
 স্বরায় আনিলে কলা পাবে পুরস্কার ॥
 নিকেতনে কামার করিল স্থান পূজা ।
 মনে মনে জপ করে দেবী দশভুজা ॥
 ফলার কাঠের তরে কোন্ পথে যাব ।
 মনে অজুমান করে কোথা গেলে পাব ॥
 পান্ধুরা কুঠার বাস তুলে নিল করে ।
 চলিল মলয়াবন মরনা নগরে ॥
 সারি সারি তরুলতা সুশোভিত বন ।
 কুহরে কোকিলকুল জুড়ায় শ্রবণ ॥
 তরুলতা পশুপক্ষী কৃষ্ণগুণ গায় ।
 ধীরে ধীরে বহে কত মলয়ার বার ॥
 অমনি হানিল চোট আমলার গাছে ।
 গলানারায়ণ বৃক্ষ ডাকে তার কাছে ॥
 চোট খেয়ে তরুর ডাকে পরিজ্ঞাহি ।
 তিন বার দিল কর্ণসেনের দোহাই ॥
 তরু বলে কামিলা এমন বুদ্ধি কেন ।
 আমারে কাটিতে বুদ্ধি দিল কোন্ জন ॥
 এত শুনি কর্মকার করিল গমন ।
 অশ্বখ বৃক্ষেতে চোট হানিল তখন ॥
 তরু বলে ওহে কর্মী এ নহে উচিত ।
 ঐত্যাগবত্তের কথা নহি বিদিত ॥
 বর্ণভেদ ব্রাহ্মণ যেমন ভেদ গুরু ।
 নারায়ণব্রহ্মণ অশ্বখ কলতরু ॥

বিশেষ বৈশাখ মাসে যেবা দেয় জল ।
 দেবতার সভায় সে বসিতে পায় স্থল ॥
 এইরূপ দৈববাণী করিয়ে শ্রবণ ।
 কদম্বতলায় নহু করিল গমল ॥
 সাত পাঁচ ভেবে ছুখে করিল শয়ন ।
 হেন কালে বৈকুণ্ঠে আনিল নারায়ণ ॥
 কৃপাবান হয়ে প্রভু বহেন স্বপনে ।
 আমার বচন কর্মী শুন সাবধানে ॥
 বনে বনে বেড়ায়ে পেয়েছ বড় দুখ ।
 ওই বৃক্ষ চেয়ে দেখ তোমার সমুখ ॥
 চোরপলিতার গাছ ভুবনে প্রকাশ ।
 ইহা দিয়া ফলা গড় বাহা অভিলাষ ॥
 গা তুলিয়া দেখ বাছা আমি জগন্নাথ ।
 শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এই চারি হাত ॥
 এত বলি ঠাকুর হইল অন্তর্দান ।
 গা তুলিল কর্মকার বড় গুণাবান ॥
 গা তুলিয়া কর্মকার চারি পানে চায় ।
 চোরপলিতার গাছ এক দেখিবারে পায় ॥
 তরু বলে কামিলা তোর মুখ চাই ।
 সময় পড়েছে তাই প্রসন্ন হয়ে যাই ॥
 আমার দুঃখের কথা কর অবধান ।
 ব্রহ্মশাপে বৃক্ষ হয়ে আছি এইধান ॥
 আমারে কাটিয়া কর শাপ বিমোচন ।
 এত শুনি কর্মকার উল্লাসিত মন ॥
 দুই পাশ কাটিয়া করিল সমতুল ।
 বৃক্ষের বরণ দেখে চাম্পাকচি ফুল ॥
 বরাত করিয়ে কাঠ মাথায় তুলিল ।
 তরণী উপরে চাপি বাসায় চলিল ॥
 প্রায়শ্চুত কামার বসিল নিকেতনে ।
 বনিতা আনিয়ে জল পড়িল চরণে ॥
 পঞ্চ রসে ভোজন করিল বড় দুখে ।
 শয়ন করিল গিয়ে বড়ই কৌতুকে ॥
 নিদ্রা তেজি স্ত্রীতা ধর্যা চোরশ করে কাঠ ।
 সারা দিন ধর্যা-তবু না হোল কোন ঠাঁট ॥

বিশেষ রাজার ঠাঞি নইলাম পান ।
 পরিতাপে হইল কর্মী আকুল পরাণ ॥
 ঞ্জালঘরে কাঠ রাখে পেয়ে মনোহুৎ ।
 কর্মকার নিজা যার মনে নাঞি হুৎ ॥
 কর্মকার নিজা যার আপনার ঘরে ।
 ঠাকুর ভাকিয়া বলেন বিশায়ের তরে ॥
 লও বাছা বিশাই আমার পুশপান ।
 লাউসেনের ফলা গিয়ে করহ নির্ধাণ ॥
 আপনি দিয়েছে অসি ভকতবৎসলা ।
 তুমি সে অসিয় যোগ্য গড়ে দেহ ফলা ॥
 ভল্লকে চাপিয়া বিশাই করিল গমন ।
 কর্মকারের বাড়ী এসে দিল দরশন ॥
 পাঁচ বর্ষের হেত্যার সঙ্গে পাকুরা বাটালি ।
 তুলি মালী তপন সাজায়ে নিল ডালি ॥
 ভল্লক বাঙ্জিল লয়ে শালের দুয়ারে ।
 দেখিল ফলার কাঠ আছে শালঘরে ॥
 নেড়্যা ঝেড়ে কাঠখানি কইল সমতুল ।
 বিশাই বলে হও তুমি আশি মণের মূল ॥
 ঠুকুর ঠুকুর শব্দ হাতুলির ধ্বনি ।
 বিশাই গড়ন গড়ে কেই নাঞি জানি ॥
 গতায়ত করে লোক সরণি নিয়ড়ে ।
 কেহ বলে নহু কামার গড়ন পারা করে ॥
 রজত কাঞ্চে আগে করিল জড়িত ।
 হীরা মণি মাণিক মুকুতা দিল কত ॥
 দেবকর্মী দেবের দুর্ভাগ্য বত খনে ।
 ঢালের উপরে লিখে বত আসে মনে ॥
 অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনাদি-মঙ্গল ॥

বিশাই আনন্দচিত্তে তুলি কাঠি লগ্যা হাতে
 প্রথমে লিখিল নৈরাকার ।
 নাঞি হুৎ নাঞি পা ঞ্জতাক্তি নাঞি রা
 আপে আপ আপুনি অপার ॥

কদয়েতে অহুমানি লিখে ব্রহ্মা পন্নবানি
 মরালবাহনে বার হিতি ।
 লক্ষী নারায়ণ সঙ্গে গোলোক লিখিল রঞ্চে
 ষেতপদে শোভে সরস্বতী ॥
 লিখে শিব শশিকলা বাবছাল অস্থিমালা
 ত্রিশূল ডব্বর শোভে করে ।
 যুধিক যমুর পিঠে শকরের সন্নিকটে
 লিখিল কার্তিক লছোদরে ॥
 পবন বরুণ যম সহস্রগোচন সোম
 নারদ ঋষি হরিগুণ গায় ।
 অঙ্গরা বিমরী সঙ্গে শচীকে লিখিল রঞ্চে
 তিলোত্তমা উর্বশী সবায় ॥
 স্বর্ণ লিখিয়া রাখে পাতাল ভাবিয়া দেধে
 পাতালেতে বলির বসতি ।
 অনন্ত বাসুকি আর সহস্র মন্তক যার
 ফণাতে ধরেছে বহুমতী ॥
 সূর্য্যবংশে মহাতেজা লিখে দশরথ রাজা
 অযোধ্যায় বাহার নিবাস ।
 তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রূপে গুণে অহুপাম
 দৈব হেতু গেল বনবাস ॥
 বিমাতা কেকয়ী পাকে বনবাস দিলা তাকে
 সঙ্গে সীতা অহুজ লক্ষণ ।
 সত্য লাগি গেল বন পুত্রশোকে অচেতন
 দশরথ ত্যজিল জীবন ॥
 বনে হারা হইল সীতা সূত্রীব হইল মিতা
 জাঙ্গাল বাঁধিল সিদ্ধুজলে ।
 বধ করি দশাননে রাজ্য দিলা বিভীষণে
 সীতারে আনিল চতুর্দোলে ॥
 অযোধ্যায় রাম রাজা আনন্দিত খত প্রজা
 লিখিল বাস্মীকি মহামুনি ।
 উগ্রসেনের সূতা নন্দচুলাগের মাতা
 নাম তার দৈবকী ঠাকুরাণী ॥
 তাহার গর্ভেতে হরি করিলেন কৃপা করি
 কৃষ্ণ পদ্ম ভদ্রপদ মাস ।

ভরা অষ্টমী তিথিতে আইলেন পৃথিবীতে
গাইল কৈবর্ত রামদাস ।

কৃষ্ণলীলা লিখে যত কত বা বাখানি ।
চতুর্ভুজ রূপে জন্ম যবে চক্রপাশি ॥
ভূমিষ্ঠ হইতে কৃষ্ণ কোলে কর্যা নিল ।
নিশিযোগে বসুদেব গোকুলে চলিল ॥
বাড়িল যমুনা নদী হয়ে শতধার ।
বসুদেব ভাবেন কেমনে হব পার ॥
শিবাক্রমে দৈবরী যমুনা হইল পার ।
সেই পথে গেল দ্বিজ কোলেতে কুমার ॥
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জনে ঘোর রাতি ।
মায়া রূপে বাহুকি মাধায় ধরে ছাতি ॥
যুমে বড় কাতর গোকুলের লোকজন ।
নন্দায়ে গিয়া বসু দিল দরশন ॥
বশোদার কোলে কল্যা দেখিল নয়নে ।
কোলে নিল সেই কল্যা থুয়া নারায়ণে ॥
বিলম্ব না করে বসু বচন বলিতে ।
মথুরা নগরে গেলা কাদিতে কাদিতে ॥
শীঘ্রগতি কর দূত কংসের চরণে ।
আনিতে হুকুম দিল অসুচরণে ॥
দেবকীর কোল থেকে কল্যা নিল বলে ।
কাছাড়িতে পাথরে আপনি কংস তুলে ॥
হাত হইতে গিয়ে দেবী গগনের পথে ।
অষ্টভুজা হয়ে চণ্ডী বসে সিংহরণে ॥
গগন হইতে দেবী ডাক দিয়া বলে ।
তোমার রিপু রইল গিয়া নন্দের গোকুলে ॥
ঢালের উপরে লিখে পুতনা রাক্ষসী ।
নন্দের বাড়ীতে যায় হইয়া রূপসী ॥
দৈবকীর কোলে হরি দেখিয়া নয়নে ।
দেখি দেখি বলি কোলে নিল নারায়ণে ॥
পমোদরে কালকূট আছিল মিশাল ।
দ্রুত ধরি চুষ তার দিলেন গোপাল ॥

মরি মরি পুতনা রাক্ষসী ডাক ছাড়ে ।
মরিয়া পড়িয়া গেল নন্দালয় জুড়ে ॥
বলরামের সহিত হরি খেলেন অন্ধনে ।
রোহিণী বশোদার প্রেম বাড়ে দিনে দিনে ॥
স্বয়ং অবতার কৃষ্ণ বাহ্যাকল্পতরু ।
বালক সহিতে হরি গোষ্ঠে রাখে গরু ॥
তালবন কুমুদবন মধুবনে খেলা ।
বকাসুর অকাসুর বধে কত কলা ॥
এই সব বিশাই লিখিল মনোমত ।
দানখণ্ড লিখে গেল যেন ভাগবত ॥
কদম্বের তলে হরি রহে দানছলে ।
মায়া পেতে কোতুকে রহিল কুতূহলে ॥
গোকুলের যত গোপী সাক্ষাৎ পসরা ।
বড়াই সঙ্গে রাধা তখন চলিল মথুরা ॥
রাধা ঠাকুরাণী যান সভাকার মাঝে ।
দধির পসরা মাথে গতি গজরাজে ॥
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
রামদাস গায় গীত অনাচ্ছ-মঙ্গল ॥

হাতে ধরি গোপীনাথ গোপীরে রহায় ।
পসারা লুটিয়া হরি দধি কেড়ে খায় ॥
বলিছে বড়াই বুড়ী করিয়া চাতুরি ।
হাসিয়া রাধার হাত ধর্যা রাখে হরি ॥
গোবিন্দের পরাক্রম করিল লিখন ।
বাম করে করিয়াছে গোবর্দ্ধন ধারণ ॥
দাবানল নির্বাণ লিখিল তার পাশে ।
কালিদহে কালিয়া নাগের প্রাণ নাশে ॥
লিখিল বসন্তরাস করিয়া প্রকাশ ।
গোবিন্দ লইয়া কত গোপীর উল্লাস ॥
তার মাঝে রাধিকার বিপর্যয় মান ।
পায়ে ধর্যা কৃষ্ণচন্দ্র সে মান ভাঙ্গান ॥
এইরূপ লিখে কত গোবিন্দের খেলা ।
বিশেষ বসনচুরি যমুনার লীলা ॥

নহুল সহদেব লিখে দক্ষিণবিরাট ।
 যুধিষ্ঠিরচরণে লিখিল রাজপাট ॥
 ক্রৌঞ্চের শরশয্যা লিখে কুরু-উরুভঙ্গ ।
 অশ্বখামার অপমান ক্রৌঞ্চদীর রঙ্গ ॥
 ক্রৌঞ্চদীর লঙ্কানাশ পাণ্ডবের বন ।
 লিখিল বিশেষ কর্যা কুরুক্ষেত্র রণ ॥
 সেতুবন্ধ লিখিল রাবণ দশানন ।
 ইন্দ্রজিতের বধ কুন্ত কর্ণের পতন ॥
 লক্ষ্মণের শক্তিশেল বানরের বিষাদ ।
 লিখিল রামের লীলা গুণিতে প্রমাদ ॥
 দশ মহাবিন্দা লিখে দশ অবতার ।
 রাজা গোউড়েশ্বর লিখে রাজদরবার ॥
 লিখিল বিচিত্র চিত্র ফলার উপর ।
 ষোল পাত্র বার ভূঞা দরবার ভিতর ॥
 রাজা কর্ণসেন লিখে রাণী রঞ্জাবতী ।
 লাউসেন কর্ণুর লিখে ময়না অধিপতি ॥
 কালু বীর লিখে লক্ষ সামন্ত ঝকড় ।
 মাহাদিয়া পাত্র লক্ষের পায়ে করে গড় ॥
 দুই গালে চুন কালি লিখিল মাহুর ।
 মাখার উপর নগদী করি বেটুয়া কুকুর ॥
 মাতুল ভাগিনা বাদ হবে নিরস্তর ।
 তার পাকে অপমান ঢালের উপর ॥
 ঢাল গড়া সাঙ্গ হইল ফুঁরাইল কালি ।
 চারি চাঁদ সম্মুখে লিখিল হরিতালি ॥
 দেবতা দানব নয় করিয়া লিখন ।
 লিখিল বনের পশু আর পক্ষিগণ ॥
 তরু লতা লিখিল স্তম্ভাক চারি ভিতে ।
 ফুল ফল মঞ্জরী সুরমা শোভে তাতে ॥
 কত যে আঁকিল কর্ম্ম তার শেষ নাঞি ।
 বড় ভাগ্যে সংক্ষেপে তার ছয় মাসে গাই ॥
 মাজিয়া ঘষিয়া ঢাল বাঁপিল বসন ।
 অবসান হল নিশি উদিত তপন ॥
 বিশাই চলিয়া গেল দেবতার পুরে ।
 ময়না নগরে হেতা নিশি গেল দূরে ॥

নিজা তেজি কর্ণকার বিবাদিত মন ।
 আপনার শালঘরে করিল গমন ॥
 বিশায়ের গড়ন যতেক কারখানা ।
 বর্ণক পড়িয়া যেন কত রূপা সোনা ॥
 বসন ঘুচায়ে ঢাল দেখিল কামার ।
 বিশ্বকর্ম্মার কর্ণ বলা বনিল দশবার ॥
 অল্পম চিত্র দেখ্যা মানিল বিস্ময় ।
 সেনের সহায় ধর্ম্ম জানিল নিশ্চয় ॥
 দড়বড়ি ঢালখানি তুলে নিল মাথে ।
 খাণ্ডাখাই চলিল ময়নার রাজপথে ॥
 অপরূপ দেখিতে লোকের সীমা নাঞি ।
 প্রশংসা করিয়া যশ শতমুখে গাই ॥
 বলিতে কহিতে কর্ম্ম দরবারে আইল ।
 প্রণতি করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥
 আমার বচন রাজা কর অবগতি ।
 অল্পকূল তোমার তনয়ে যুগপতি ॥
 দেখে শুনে কর্ণসেন উল্লাসিত চিত্ত ।
 রঞ্জাবতী রাণী অতি হল হরষিত ॥
 গুণিগণ বাখানি করে দেখ্যা গুণপনা ।
 রাণী ভাবে পরিপূর্ণ মনের বাসনা ॥
 শিরে শিরোবন্ধ দিল গায়ে জামা জোড়া ।
 বক্সি বিশেষ হল টাঙ্গোনিয়া ঘোড়া ॥
 কত নিধি কঠেতে কনককণ্ঠহার ।
 অপরূপ বিশেষ করিল পুরস্কার ॥
 বিদায় লইয়া নছ চলে গেল ঘর ।
 লাউসেন কর্ণুর আইল দরবার ভিতর ॥
 ঢাল লয় লাউসেন খড়গ সমতুল ।
 বিধি বিষ্ণু আপনি ইহার যান মূল ॥
 জয় ধর্ম্ম বলা ঢাল করিল গ্রহণ ।
 মনে যত আসে করে ঢালের সাজন ॥
 স্বর্ণের ঘুন্তুর দিল ঢালের উপর ।
 হাড়িয়া চামর দিল অতি মনোহর ॥
 অসিফলা ধরিল ময়নার তপোধন ।
 ফললা মারিয়ে উঠে উপর গগন ॥

বীরদাপ দেখিয়ে রাজারানীর উল্লাস ।

হরি হরি বল ভাই ধর্মের সভায় ।

অনান্তমঙ্গল গায় কবি রামদাস ॥

এত দূরে সম্ভ্রান্তি সন্ধ্যাত পাল্য সায

ইতি অষ্টম কাণ্ড সমাপ্ত ।

নবম কাণ্ড

মাল-বধ পাল্য

দিনে দিনে বীরদাপ করে দুই ভাই ।

গোউর সহর চল এই ডঙ যাই ॥

কর্পূর বলে ঘরে বস্ত্রা কার্য্য করি কি ।

রাজার দরবারে চল পরিচয় দি ॥

মামা ত পাত্তর বটে মেসো গোড়েশ্বর ।

নিকট কুটুম্ব সভে নহে স্বতস্তর ॥

পার যদি ছাড়াইয়া আনিতে ময়না ।

তবে ত বুঝিব দাদা তোমার গুণগনা ॥

ভারতে তোমারে দেখি দ্বিতীয় অর্জুন ।

অদেশ বিদেশে ঘোষে তোমার সঙ্গুণ ॥

তোমার সমান বীর ঘরে রয় বসি ।

কি করিবে তবে রার অভয়ার অসি ॥

কর্পূরের ভারতী সেনের লাগে মনে ।

বিলম্ব কি ভাই আর চল মোর সনে ॥

পিতামাতার চরণে বিদায় নিয়ে আগে ।

কালিকে করিব যাত্রা নিশা শেষভাগে ॥

যোড় করে পিতারে কহেন ছুটি ভাই ।

আজ্ঞা কর গোউড় সহর দৌহে যাই ॥

ঘোল ঘর জ্ঞাতি আছে গোউড় ভুবনে ।

পরিচয় করি গিয়া তা সভার সনে ॥

কর্পসেন বলে পুত্র সে দুর্গম দেশ ।

পথে যেতে বাপধন পাবে বড় ক্লেশ ॥

বিশেষ ভল্লুক ব্যাধ দহ্য অতিশয় ।

বালক স্বভাব বাছা মনে বাঁসি ভয় ॥

তোমরা হৃদয়মণি নয়নের তারা ।

ভিল আধ না দেখিলে হই জ্যাস্তে মরা ॥

তোমারে বিদায় দিয়ে না রবে জীবন ।

দশরথ মৈল যেন রামে দিয়ে বন ॥

তোমারে বিদায় দিতে আমি নাঞি জানি ।

কি বলে সুধাও আগে রঞ্জাবতী রাণী ॥

তোমার লাগি মর্যাছিল শালে দিয়া ভর ।

মাগহ বিদায় বাছা তার বরাবর ॥

এত শুনি ছুটি ভাই করিল গমন ।

ছু ভাই বন্দিল গিয়া মায়ের চরণ ॥

ছুটি ভাই ধরিল মায়ের দুই করে ।

লব কুশ জানকী যেমন শোভা করে ॥

কর যোড় করিয়া কহেন ছুটি ভাই ।

আজ্ঞা কর গোউড় সহরে দৌহে যাই ॥

তোমার পুণ্যের জোরে হব সভাজয়ী ।

পৌরুষ কি আছে যদি ঘরে বসে রই ॥

এ কথা বারাল যদি লাউসেনের তুণ্ডে ।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রঞ্জাবতীর মুণ্ডে ॥

রাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ ।

তোমার বাল্যই লয়ে ধনে পড়ুক বাজ ॥

এত ধন নাঞি আঁটে তোমার বাপধন ।

তোমাকে চাহিয়া ধন কি আছে এমন ॥

চৌক মর্যাই টাকা বাছা ভাণ্ডার ভিতর ।

ধন কেল্যা বান্ধিতে পার দক্ষিণ সাগর ॥

জুবর্ণের বাঁধা ঘাট লহরী খেলায় ।
 কত কোটি কাকন দেশে গড়াগড়ি যায় ॥
 এত খনে লাউসেন তোমাকে নাঞি আঁটে ।
 তোমার লাগি হুতা কেট্যা বেচিব হাটে হাটে ॥
 সেন বলে জননি গো কহি যে তোমায় ।
 কুণ্ডল যে জন, খায় বাপমায়ের উপায় ॥
 পুত্রের প্রাণান ধর্ম পিতার পালন ।
 কত কাল বসে খাব পিতার অর্জন ॥
 রাণী বলে বাপখন জান নাঞি তুমি ।
 গোউড়পথের ছুংখ বলে দিব আমি ॥
 পথে পথে সদাই দারুণ দাবানল ।
 কত গণ্ডা নদী আছে অগম অভল ॥
 হরিণ মহিষ বাঘ চরে পালে পাল ।
 সিংহরাজ শার্ঙ্গল বিস্তর হরিয়াল ॥
 সে দেশের পথ নয় এ দেশের পারা ।
 পথে বসে বিস্তর আছেয়ে ছেলেধরা ॥
 আসিবে তোমার মামা লইতে আমারে ।
 মায়ে পোয়ে যাইব তোমার মায়াঘরে ॥
 সেন বলে তুমি মনে না করিও শঙ্কা ।
 রাম যেমন করে গেছে রাবণের লঙ্কা ॥
 রঞ্জাবতী বলে তেন শক্তি কাহার ।
 সিদ্ধু বাঁধি রামচন্দ্র সেনা কৈল পার ॥
 সেন বলে আমার সহায় সেই জন ।
 ক্রি করিবে অস্ত্র দেবতা নয়গণ ॥
 থাকিতে প্রভুর ফলা অভয়ায় আসি ।
 জ্বিলোকের মধ্যে কারে নাঞি ভয় বাসি ॥
 তবে ছুংখ অথ মা গো কপালের লিখন ।
 লজ্জার হাতে খেন সিংহের মরণ ॥
 এত বলি সবিনয়ে চাহিল বিদায় ।
 গড়বড়ি খরিল মায়ের ছুটি পায় ॥
 বেশি নয় এক পক্ষ রব মেসোখরে ।
 পরিচয় দিয়ে পুন আসিব যে ফিরে ॥
 তবে রাণী দানীঘেরে শুধায় উপায় ।
 লাউসেন কর্পূর অনাথা করে যায় ॥

বাছারে না দেখে চক্ষে বাঁচিব কেমনে ।
 কি করিলে থাকে বাছা আপন ভবনে ॥
 কল্যাণী মালতী বলে শুন ঠাকুরাণি ।
 তোমার ছেলে ঘরে থাকে ঐযথ ভাল জানি ॥
 ডান হাত ভেঙ্গে রাখ আর ডান পা ।
 ঘরে বসে খোঁড়া পোকে নিতুই দেখ মা ॥
 অলক্ষণ দেখিলে সে চাঁদপারা মুখ ।
 পাসরিবে অবশ্য চান্দ্রায়ের বত ছুংখ ॥
 কল্যাণীর ভারতী রঞ্জার লাগে মনে ।
 কাঁদিয়া দাঁড়াল গিয়া রাজা বেইখানে ॥
 কাঁদিয়া কাতরে রাণী কহিল বারতা ।
 মোর বাক্য রাখ রাজা খাও মোর মাথা ॥
 মাল দিয়ে হু ভায়ের ভাঙ্গাহ দুই পা ।
 গোউড়ে যাওয়া অবশ্য ঘুচিবেক স্বরা ॥
 দিবানিশি দেখি দৌহার সে চাঁদবয়ান ।
 অভাগিয়া জননীর জুড়াবে পরাণ ॥
 রমতী সহরে মাল নাম সারলধল ।
 তাহারে আনাও রায় দেখি বুদ্ধিবল ॥
 সুবুদ্ধি রাজাকে আসি কুবুদ্ধি ষটিল ।
 সত্য মানি রমণীর কথায় ভুলিল ॥
 পাতি দিয়ে রাজদূত পাঠাল তৎপর ।
 গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর ॥

আজ্ঞা পেয়ে রাজদূত বাঁজিল পরাণা ।
 ধাবকের বেশে এড়াই দক্ষিণ ময়না ॥
 পার হল কালিন্দী পছমা দরশন ।
 রাজমাটি ছাড়াইল দাখিল উচালন ॥
 হুণ্ডমালা আমিলা করিল পাছরান ।
 রাজহাট পার হয়ে গেল বর্জমান ॥
 ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার ।
 উপনীত হল গিয়া রাজধরবার ॥
 হেনকালে রাজদূত করেছে জোহার ।
 ঘোড়হাতে সকল কহিল সমাচার ॥

পাগে ছিল পরমানা দিল পাঞ্জের করে ।
 মুদা ভেঙ্গে পরমানা পড়ে ধীরে ধীরে ॥
 ভাগিনার কথা শুনে হেঁট মাথা করে ।
 কংসের যেমন যুক্তি কৃষ্ণ বধিবারে ॥
 এত দিন ভাগিনা বাঁচে কিছুই না জানি ।
 এইবার ভাগিনা বেটা হারাবে পরাণি ॥
 মল্ল পাঠাইয়া দিব মোর মনে লয় ।
 বোন রজাবতী যেন আঁটকুড়ী হয় ॥
 পাজ বলে শুনরে কোটাল ইঞ্জরাল ।
 মাল সারঙ্গধলে ডেকে আনরে তৎকাল ॥
 আজ্ঞা বন্দি কোটালিয়া করিল গমন ।
 মালের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
 আখড়াশালেতে খেলে মাল সারঙ্গধল ।
 চারি দিকে পড়েছে পাষাণ জগদল ॥
 নিরবধি আখড়া সদাই ঠাটবাট ।
 চারি দিকে পড়ে আছে পাষাণ মালকাঠ ॥
 হেনকালে রাজদূত করিল জোহার ।
 হুকুম পাঞ্জের ভাই চল রাজদ্বার ॥
 হুকুমে হঁসার হয়ে চল সাত মাল ।
 চলে যেতে পারে কাঁপে আকাশ পাঁতাল ॥
 তিনবার সম্মুখেতে করিল তসলিম ।
 কি করিতে হবে রায় কহিবৈ স্মরিত ॥
 পাজ বলে শুন ওহে মল্ল সাত জন ।
 মল্লবেশে যাবে চল যখনা ভুবন ॥
 মল্লবৃদ্ধ শিখিবেন আমার ভাগিনা ।
 শিখাইলে সাতশত পাইবে মাহিনা ॥
 যে কিছু সেখানে পাবে যতনে লইবে ।
 আমার কাছে আইলে তার দশ গুণ পাবে ॥
 তারপর মাহুদে কহিছে কানে কানে ।
 কাছাড়িয়া মেরে এস ভাগিনা লাউসেনে ॥
 আমার ভাগিনা বলি না করিহ ভয় ।
 ভয়ী রজাবতী যেন আঁটকুড়ী হয় ॥
 অনাস্তপদারবিন্দমধুলুকমতি ।
 রামদাস গায় গীত মধুর ভারতী ॥

সাত মাল সঙ্গে করে ধাইল সারঙ্গধল ।
 পদভরে মেদিনী করয়ে টলমল ॥
 নেড়া মাথা বিরূপ দেখিয়া লাগে ভর ।
 গৌফের বলনি যেন হাড়িয়া চামর ॥
 লোহার মুদগর হাতে বৃকে মারে ঘা ।
 মণিরামকমলে ভূষিত সব গা ॥
 বীরমাটি বিশেষ ভূষিত সব গায় ।
 বীরখটি কটিতটে পাগড়ি মাথায় ॥
 আগে আগে ধাইল আরিন্দা শিকাদার ।
 ভৈরবী গজার জল নায়ে হল পার ॥
 ডান দিকে নাড়ুগ্রাম দক্ষিণে নাগুরী ।
 আমিনা সরাই রেখে এল মোগলমারি ॥
 দিবানিশি চলে যায় যখনা ভুবনে ।
 দেখাদেখি উত্তরিল গড়মান্দারনে ॥
 ধূলটান্ধি প্রভাপপুর করিল প্রবেশ ।
 মানকর ছাড়াইল কাসজোড়া দেশ ॥
 কালিনী গজার জল নায়ে হয়ে পার ।
 উপনীত হল গিয়া যখনা বাজার ॥
 ফুলের বাগান সব দেখা যায় চেয়ে ।
 ভ্রমিছে ভ্রমরা সব কৃষ্ণ গুণ গেয়ে ॥
 সধবা বিধবা আদি যত মেয়োগণ ।
 নৃতন-কলসী-ছটা অঙ্গের বরণ ॥
 অতিবৃদ্ধ বাল্য যুবা রসিকসমাজ ।
 বিজাভাট চক্রবর্তী বৈষ্ণব কবিরাজ ॥
 বার দিয়া বলেছে ভূপতি কর্ণসেন ।
 মল্লগুরু আগিয়ে সম্মুখে দেখা যেন ॥
 মাল সব আড়ালে দাঁড়াল সারি সারি ।
 ভাল কিংবা শালগাছ তুলনা দিতে নারি ॥
 হেনকালে রজাবতী সমাচার পাই ।
 বাপেদের সম্মুখে মাংসের বলে ভাই ॥
 মা বাপের কুশল কহ ভায়ের কল্যাণ ।
 মায়ের বারতা কহ জুড়াক মোর প্রাণ ॥
 সুধাইল রজাবতী এ সব বারতা ।
 মাল বলে ভাল আছে তোমার মাতাপিতা ।

তারপর রজাবতী নিবেদন করে ।
 খোঁড়া করে লাউসেনে রেখে বাবে ঘরে ॥
 কহিতে ও সব কথা জন্ম বিদরে ।
 এমন কাছাড় দিবে প্রাণে নাঞি মরে ॥
 ঘুচে যেন দূরদেশ যাবার বারনা ।
 তবে যে তোমারে দিব দ্বিগুণ মাহিনা ॥
 তপস্তার ধন মোর লাউসেন কর্পূর ।
 কণে না দেখিলে প্রাণ করে ছুর ছুর ॥
 বহু কষ্টে ঘুচিয়াছে কলকের কাঁটা ।
 বাহিরেছে দাদার বচনশেলপাটা ॥
 আমার মাথার কিরে খোঁড়া করে রাখ ।
 প্রাণে নাঞি মরে যেন সাবধান থাক ॥
 রাজারে এ সব কথা জানারে কাজ নাঞি ।
 না জানি কি বলে পাছে মনে ভাবি তাই ॥
 এত বলি রজাবতী করিল গমন ।
 পাঁচ মণ সিদ্ধি দিচ্ছি যোগায় তখন ॥
 বাসায় গিয়া মাল সব মনে যুক্তি করে ।
 আগে চল দেখে আসি লাউসেন বীরে ॥
 দেখিলে বুঝিতে পারি জয় পরাজয় ।
 আগে বল বুঝে নিলে ভুল ভাল হয় ।
 তার পরে স্নান রন্ধনে মন দিব ।
 আগে চল লাউসেনের বল বুঝে নিব ॥
 জান নাকি তার গুরু বীর হুম্মান ।
 নষ্টে ছিঁড়ে সবারে করিব খান খান ॥
 এত বলি মাল সব করিল গমন ।
 আখড়ামন্দিরে গিয়া দিল দরশন ॥
 মাল সব আড়ালে দাঁড়াল সারি সারি ।
 পর্কতের চূড়া কিবা কীচকের অরি ॥
 সম্মুখে আছাড় খেয়ে পড়েছে কর্পূর ।
 পাথরের মন্দির নড়িছে ছুর ছুর ॥
 কর্পূর বলেন দাদা দেখ বার হয়ে ।
 কোথাকার মাল সব এঁ দাঁড়াইয়ে ॥
 এই সব মাল দেখি বমদরশন ।
 নিশ্চয় এদের হাতে তোমার মরণ ॥

পরিচয়ে কাজ নাঞি চল পলাইয়া ।
 পরাণ উড়িল দাদা মালকে দেখিয়া ॥
 হেন কালে লাউসেন আগু হয়ে কয় ।
 কোথাকার মাল তোরা দেহ পরিচয় ॥
 কোথা হতে আইলে হে তোমার নাম কি ।
 মাল বলে শুন সেন পরিচয় দি ॥
 সারঙ্গধন আমার নাম জগতে বিদিত ।
 এই ছয় শিষ্য এদের নাম ইচ্ছজিত ॥
 গোড়ুড় সহরে থাকি দিরস রজনী ।
 আইলাম তথা হতে তোমার নাম শুনি ॥
 বাহুবলে তোমারে করিলে পরাজয় ।
 জগতে হইবে তবে আমার বিজয় ॥
 পাত্তের হুকুম তোমার লইব মহলা ।
 মোর হাতে বাঁচ যদি, তবে যে ধুলাখেলা ॥
 এত শুনি কহে সেন বীর গুণধাম ।
 এত দিনে তোমাকে ভবানী হল বাম ॥
 ভাল গুরুগিরি দেখাইতে আলি হেথা ।
 হারি যদি তবে ত সাবাস তোর কথা ॥
 জান না কি মোর গুরু বীর হুম্মান ।
 নখে ছিঁড়ে সভাকে করিব খান খান ॥
 মল্ল বলে কিবা তোর দেখান মন্থ ॥
 বালকের সনে বাদ সে নহে বীরত্ব ॥
 সেন বলে এই দণ্ডে পাইবে প্রতিফল ।
 এক চড়ে বুঝে লব কার কত বল ॥
 এত শুনি বেগে ধায় বীর সারঙ্গধল ।
 পদভরে মেদিনী করিছে টলমল ॥
 খেয়ে গিয়ে পলাইয়া রহিল কর্পূর ।
 এইবার দাদাকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর ॥
 লাউসেন মালেতে পড়িল ধরাধরি ।
 বিবাদে ঠেকিল যেন কুঙ্কর কেশরী ॥
 হাতাহাতি করিয়া করিছে মালসাট ।
 ফলজ মারিয়া দৌছে ছাড়ে সিংহনাদ ॥
 ধরাধরি হুজনে মাথার চুসাচুসি ।
 পায়ে পায়ে পাছাড়ি বাহতে কষাকষি ॥

ছুই জনে মহাযুদ্ধ অকালপ্রমাদ ।
 পবন গরুড়ে যেন হইল বিবাদ ॥
 গজ কঙ্কপেতে যেন ঘোরতর রণ ।
 সেইরূপ বিবাদ করিল দুই জন ॥
 রায় দশাননে যেন বাজিল হানাহানি ।
 সেই মহাপ্রলয় সকল মুখে তুনি ॥
 চাহিতে চাহিতে চক্ষে জলিছে চিকুর ।
 কৃষ্ণের যুদ্ধেতে যেন বৃষ্টিক চাপুর ॥
 মালক মারিয়া রায় করে ঘোর রণ ।
 বীরদাপে বহুমতী কাঁপায় ছজন ॥
 বয়স চায়াল সেনের টুটে গেল বল ।
 মহাকোপে বৃকে বসে বীর সারসখল ॥
 মটমটি শব্দে ভাজিল হাত পা ।
 পাষণ বৃকে দিয়ে বলে হুখে নিজা যা ॥
 মালসাট মারে মল্ল জিনিয়া সমর ।
 ভোজনে বসিল গিয়া হরিষ অন্তর ॥
 সেনের বিপত্তি দেখি কর্পূর পাভর ।
 শিরে হাত দিয়া কাঁদে আকুল অন্তর ॥
 অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল ॥

দেখিয়া সেনের হুঃখ কাঁদয়ে কর্পূর ।
 কি দশা করিলে প্রভু অনাদ্য ঠাকুর ॥
 তখন বলিলাম দাদা চল পলাইয়া ।
 উপায় প্রভুর পদ একান্ত ভাবিয়া ॥
 দক্ষিণ চরণ গেল আর ডানি হাত ।
 বিপদের কালে দাদা ডাক জগন্নাথ ॥
 জ্যোপদীর লজ্জা নিবারণ কৈল যে ।
 মনে মনে ডাক দাদা উদ্ধারিবে সে ॥
 হিংসায় পুতনা পাইল কৃষ্ণের শরীর ।
 কামে গোপী পায় কৃষ্ণ ধর্মে যুধিষ্ঠির ॥
 ভক্তিবলে নারদ পেয়েছে নারায়ণ ।
 পুত্রভাবে যশোদা পেয়েছে সেই জন ॥

এত যদি কর্পূর উপায় বলে দিল ।
 প্রভুপদপঙ্কজ সেন ভাবিতে লাগিল ॥
 জয় জয় পরমকারণ নারায়ণ ।
 সঙ্কটে পড়েছি প্রভু রাখ হে জীবন ॥
 গো-ধন রাখিলে প্রভু গোবর্দ্ধন বরি ।
 স্নানধারে রক্ষা কৈলে তপ্ত তৈলে হরি ॥
 পাণ্ডবে করিলে রক্ষা জ্যোতের আশনে ।
 কি করে কাতরে ডাকে রক্ষ নিজগুণে ॥
 শিলাপাটে সঙ্কটে জীবন বাহিরায় ।
 সেবক স্মরণ করে হও বরদায় ॥
 এত বলি লাউসেন গোবিন্দ ধ্যান ।
 হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিল ভগবান ॥
 ঠাকুর বলেন শুন বীর হনুমান ।
 মল্লযুদ্ধে লাউসেন হারায় পরাণ ॥
 গা তুলিয়া যাও বাছা বীর হনুমান ।
 তুমি গিয়া লাউসেনে কর পরিজ্ঞান ॥
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবননন্দন ।
 সেনের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
 দেখিলেন সেন রাজা বড় পরাজয় ।
 জলন্ত অনল হইল পবনকনয় ॥
 বৃকের পাষণধান হাতে করি নিল ।
 যাও বলি দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দিল ॥
 ধূলা ঝাড়ি বীরবর সেনে নিল কোলে ।
 লাউসেন পড়িল গুরুর পদতলে ॥
 আশীর্বাদ করে গুরু বত আসে মনে ।
 পরশিতে বল বাড়ে মল্লের নিধনে ॥
 মোরে পাঠাইয়া দিল ভক্তবৎসল ।
 আমি দিলাম তোমার গায়ে বাইশ হাতীর বল ॥
 এই বাক্য বলিতে সেনের হৃদয় হাত পা ।
 স্নমেক পর্তুত জিনি লাউসেনের গা ॥
 বিদায় হয়ে বৈকুণ্ঠে গেলেন হনুমান ।
 লাউসেন রাজা কইল গৃহেতে পয়ান ॥
 পঞ্চ রসে ভোজনে বসেছে সাত মাল ।
 সেন রাজা ঠাড়াইল যেন যম কাল ॥

সেন বলে মাল বেটা ভাত খাও তুমি ।
 ধর্মের তপস্বী বেটা মরে গেলাম আমি ॥
 গোড়ুড় নগরে তোরা না ফিরিবি আর ।
 ময়নাতে লাউসেন হয়েছে অবতার ॥
 রুঘিল সারঙ্গধল চকল মেদিনী ।
 হেন কালে ছয় শিষ্য ঘোড় করে পাশি ॥
 তুমি শুক আমরা শিষ্য জগতে বিদিত ।
 তোমার কৃপায় নাম পাইলাম ইজ্জতিত ॥
 আমরা থাকিতে দেব তুমি কেন যাবে ।
 ছেলে বেটার কাছে গিয়া বুঝা লজ্জা পাবে ॥
 বুড়া বলে বাপসব কোন কালকে আর ।
 একবারে লাউসেনে মারহ আছাড় ॥
 এত শুনি চারি মাল খেয়ে যায় রণে ।
 পতঙ্গপতন ঘেন যজ্ঞের আঁশনে ॥
 চারি দিকে বেড়ে কেহ না পারে ধরিতে ।
 আকাশ অধিক উচু দেখে চারি ভিতে ॥
 হেট মাথা করিতে পাতালে দেখে পা ।
 স্মরক পর্বত জিনি লাউসেনের গা ॥
 একবারে চারি মাল লাউসেনে তোলে ।
 কলার কান্দি ধরিয়া যেমত বাহুর ঝোলে ॥
 তা দেখিয়া সেনরাজা বিক্রমে বিশাল ।
 কঁাকে তুলে চাপিয়া মারিল চারি মাল ॥
 ছেড়া দিতে দূরে পড়ে খাইয়া কাছাড় ।
 মাথাঝ খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হল হাড় ॥
 আর দুই মাল তখন খেয়ে আইল রণে ।
 পায়ে ধরি দুই জনে সুরার গগনে ॥
 বলকে বলকে রক্ত উঠে মুখ বেয়ে ।
 বালক মারিতে মল্ল পড়ে আছাড় খেয়ে ॥
 ছয় শিষ্য মরিল বুড়া রুঘিল আপনি ।
 সেন বলে মল্ল বীর তোরে ভাল জানি ॥

মোর হাতে আজি তোর অবশ্য মরণ ।
 সংসার খুঁজিয়া দেখ প্রাণ বড় ধন ॥
 মাল বলে বিনা যুদ্ধে ভক নাঞি দিব ।
 আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মরিব ॥
 কিন্তু তোর যোগ্যতা জেনেছি পূর্বাপর ।
 নিশ্চয় আমার হাতে যাবি যমঘর ॥
 এত বলি খেয়ে যায় বীর সারঙ্গধল ।
 পদভরে মেদিনী করিছে টলমল ॥
 ষোলসালের পাষণ নিল ধরি ছই করে ।
 সামাল বলিয়া ফেলে সেনের উপরে ॥
 লাউসেন প্রতি আছে দৈব অমুকুল ।
 পাষণ লুফিয়া নিল কদম্বের ফুল ॥
 পুনরপি সেই পাষণ নিল সদাকর ।
 লগ বলি ফেলে দিল মালের উপর ॥
 পর্বতসমান পাষণ বায়বেগে ধার ।
 সামালিতে নারে মালের পড়িল মাথায় ॥
 তা দেখিয়া সেন রাজা হরিষ অন্তর ।
 পায়ে ধরি তুলে মারে শূন্তের উপর ॥
 শূন্তেতে তুলিয়া দিল গোটা চার পাক ।
 চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥
 রেয়েটি পাথরে রাজা মারিল আছাড় ।
 তেজিল জীবন মাল চূর্ণ হল হাড় ॥
 মাল সারঙ্গধল যদি ত্যজিল জীবন ।
 মুক্ত হয়ে চলে গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
 মাল টেনে ফেলে দিল কালিন্দীর জলে ।
 মাল জিনি ছই ভাই বসে তরুতলে ॥
 স্নান কেগি তর্পণ কৈল কালিন্দীর জলে ।
 রামকৃষ্ণ খেলে যেন বমুনীর কূলে ॥
 এইখানে মালবধ পালা হল সার ।
 রামদাস গায় গীত গাওয়ায় কালু রায় ॥

ইতি অনাদি-মঙ্গল নামক মহাকাব্যে মালবধ নামক নবম কাণ্ড ॥

দশম কাণ্ড

বান্ধজন্ম পালা

প্রথমহ পরাংপর পরম ঠাকুর ।
যার নামে অশেষ আপদ্ যায় দূর ॥
হরি বলি শুন ভাই শ্রীধর্মসঙ্গীত ।
শুনিলে আপদ্ থণ্ডে মানস সম্প্রীত ॥
কর্পূর বলেন ভাই বিলম্বে কাজ নাঞি ।
এই দাপে দাদা হে গোড়ে চল যাই ॥
বীর বধ করিল বাড়িল বীরপণা ।
ইনামে আনিব রাজ্য দক্ষিণ মথনা ॥
মামা মেসো হয় অতি নিকট সখক ।
দরবারে গেলে বড় বাড়িবে আনন্দ ॥
মামা সে ছরস্ত অতি কুটিল অতিশয় ।
অভেব ব্যক্ত বেশে যাইতে বাসি ভয় ॥
কাজ নাঞি নফর লঙ্করে স্ববাহনে ।
গুপ্তবেশে অবশ্য যাইব গুপ্ত গনে ॥
অধিক বিলম্বে আব নাঞি প্রয়োজন ।
অতঃপর কর ভাই পণের আয়োজন ॥
সেন বলে জীয়ে থাক কর্পূর পাতর ।
তোমার ভরসা মনে করি নিরন্তর ॥
শ্রিরে বান্দে শিরবন্দ গায়ে পট্টজোড়া ।
হাতে নিল মহাফলা অভয়ার খাড়া ॥
প্রবণে কুণ্ডল পরে তিমিরে কল্পে আলা ।
ললাটে তিলক যেন নব শশিকলা ॥
গলাতে কনকহার হীরামণি তায় ।
বাহুযুগে বাজুবন্ধ কত শোভা পায় ॥
নানাবিধ অলঙ্কার বীরের সাজন ।
সংহতি কর্পূর নিল কত গ্রহরণ ॥
পণের সখল বান্ধে মাণিক গণ্ডা দশ ।
অতঃপর কহে বীর হইয়া হরষ ॥

গোড় নগরে যদি যাব দুই জনে ।
এ সব ভারতী যেন মাতা নাঞি জানে ।
কর্পূর বলেন দাদা তু বড় অজ্ঞান ।
মায়ে না বলিলে নিশ্চয় হারাবে পরাণ ॥
মায়ের সমান গুরু নাহি জিজ্ঞাবনে ।
ঘোল তীর্থের ফল বলে পিতার চরণে ॥
মা বাপের চরণে বিদায় মেগে চল ।
তবে জানি ধর্ম তব হবে পক্ষবল ॥
এত বলি বাপে গিয়া করিল প্রণাম ।
দশরথ দেখি যেন লক্ষ্মণ শ্রীরাম ॥
করযোড়ে দুই ভাই বলিছে বচন ।
আজ্ঞা কর যাই দৌহে গোড়ভবন ॥
কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাঞি জানি ।
তোদের বিদায় দিব্যেজ্ঞাবতী রাণী ॥
পুত্রের প্রতাপে বাড়ে পিতার গৌরব ।
গোবিন্দ হইতে যেন নন্দ্র বৈভব ॥
যাইতে নাহিক মানা আসিবে তৎপর ।
রজাবতী রাণী শুনি কপালে হানে কর ॥
বাপধন বাছা রে বালাই লয়ে মরি ।
বদনে বদন দিয়া বলেন সুন্দরী ॥
মোর বাক্য বাপধন শুন মন দিয়া ।
রাজার চাকর হবে মোর মাথা ধেয়া ॥
রাজার চাকর হোথা কি করিবে কাজ ।
তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়ু বাজ ॥
চক্ষের পলকে বাপ তিলে হই হারা ।
তোমার কারণে আছি পাগলিনী পারা ॥
তবে যদি একান্ত যাইবে দূরদেশ ।
অভাগী মায়ের কথা শুন সবিশেষ ॥

দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আগে যাত্রা কর স্থির ।
 তবে ত হইবে বাছা ঘরের বাহির ॥
 এত বলি রক্তারাবী প্রবোধি নন্দনে ।
 দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আনি কহিল গোপনে ॥
 কান্দিয়া কাতরে কত কয় পায় পড়ি ।
 লাউসেন কর্পূর বাছা যায় বাড়ী ছাড়ি ॥
 বল্যা কয়্যা লাউসেনে ঘরে রাখ তুমি ।
 যাহা চাহ তাহা দিয়া সন্তোষিব আমি ॥
 গা তুলিল গ্রহবিপ্র কক্ষে লয়ে পুথি ।
 দরবারগৃহে দ্বিজ চলিল ঝটিতি ॥
 লাউসেন কর্পূর যথা দোলুজ ছয়া রে ।
 গ্রহচার্য্য উপনীত হইল তথাকারে ॥
 পাজি হাতে করিয়া করিল আশীর্বাদ ।
 অমূল্য সদাই হউক রাধানাথ ॥
 পরিমাণ পবিত্র কেবল গঙ্গাজল ।
 রূপে শুণে সাক্ষাতে করিতে পারি নল ॥
 আজিকার সংবাদ রাজা করি নিবেদন ।
 পঞ্জিকা ধরিয়া আজি করিছ গণন ॥
 উত্তরমুখেতে যাত্রা করিবে ছুটি ভাই ।
 অমঙ্গল দেখিয়া এলাম গাথাই ॥
 নিশ্চয় যাইবে বটে গোড় নগরী ।
 বার বছর যাত্রা নাঞি দেখিছ বিচারি ॥
 পঞ্জীর গণন রাজা ঠেলা নাঞি যাবে ।
 না জানি নিষেধ যদি বড় ছুখে যাবে ॥
 এত শুনি সেনরাজা হেসে কয় কথা ।
 বার বছরের ঋড়ি তুমি পাইলে কোথা ॥
 সখচ্ছরের ঋড়ি কেহ না পারে গুণিতে ।
 বার বছর যাত্রা নাঞি মানিব কিমতে ॥
 গোড় যেতে যাত্রা নাঞি ষাটশ বছর ।
 তোমারে বধিয়া যাত্রা দেড় প্রহর ভিতর ॥
 এত বলি হাতে নিল চণ্ডীর আভর ।
 ভয় পেয়ে বিপ্র তথা কাঁপে থর থর ॥
 অপরাধ ক্ষমা কর শুন মহাশয় ।
 মুনীনাথ মতিভ্রম পুরাণেতে কয় ॥

ভিখারীর অপরাধ একবার রাখ ।
 দশক ভুলিয়া রাজা পড়িল বিপাক ॥
 এত বলি বিপ্র বহু স্তুতিবাদ করে ।
 কর্পূর বিনয়ে বলে লাউসেনের তরে ॥
 ব্রাহ্মণের দোষ কিবা এনেছে জননী ।
 বলিয়া দিয়াছে যাহা কহে সেই বাণী ॥
 সর্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শুন তপোধন ।
 অপরাধ এর কিবা না বধ ব্রাহ্মণ ॥
 এত শুনি গ্রহবিপ্র গা তুলে দাঁড়ায় ।
 গায়ে হতে জামাজোড়া দিল যুবরায় ॥
 কতবিধ বসন ভূষণ দিল দান ।
 দ্বিজ বলে হোকু সেন তোমার কল্যাণ ॥
 পাজি হাতে পুনর্বার করিল গমন ।
 শুভ তিথি শুভ লয় কৈল তপোধন ॥
 এখন করহ যাত্রা কহিছ তোমারে ।
 আপনি সারথি যার খেব গদাধরে ॥
 শ্রীহরি বলিয়া রাজা বাড়াইল পা ।
 কাছাড় খাইয়া পড়ে খোলা দাই মা ॥
 তুমি যাবে লাউসেন গোড় মধুপুর ।
 ঘরে রেখে যাবে আমার প্রাণের কর্পূর ॥
 দিনে দশবার বাছা চিড়া মুড়ি খাও ।
 তিলেক বিলম্ব হলে কাঁদিয়া বেড়াও ॥
 লাউসেন বলে মাতা না মানিও ভয় ।
 তোমার আশীষে হব সর্বস্বতরে জয় ॥
 কুখা পেলে কর্পূরে যতনে খাওয়াইব ।
 রাজি হলে বুকেতে করিয়া শোয়াইব ॥
 প্রবোধ হইয়া রক্তা করিল আশীর্বাদ ।
 মাথা খাও আসিবে রহিয়া দিন সাত ॥
 সংহতি সহায় সদা হবেন শরীরায় ।
 মামা মেসো দেখা কর্যা আসিবে স্তরায় ॥
 এত বলি বেহুে দিল গঙ্গাজল নাড়ু ।
 শরুয়া সন্দেশ আর পুষ্কটের গাড়ু ॥
 ছুটি ভাই মিলনে থাকিবে এক ঠাকুর ।
 কর্পূরের সজ্জেতে বিরোধ করো নাঞি ॥

কর্পূর পরাণ মোর লাউসেন তত্ব ।
 তোমরা কেবল জেন রাম আর কান্ধ ॥
 কান্ধিতে কান্ধিতে মাতা দিলেন বিদায় ।
 গড় করি লাউসেন গোড় চলে যায় ॥
 গোড় করিল যাত্রা রজার নন্দন ।
 শশিবিম্বমুখ অরি করিল স্বরণ ॥
 লাউসেন বিদায় হইল উঠিল ঘোষণা ।
 মাথায় হাত দিয়া কান্ধে দক্ষিণ ময়না ॥
 আট বর্ষ লোক কান্ধে বুরষে নয়না ।
 জয়পতি মণ্ডল কান্ধে যতেক দেয়ান ॥
 বুড়া রাজা কর্ণসেন চলিয়া পড়িল ।
 দশরথ দশা যেন রাম বনে গেল ॥
 গোবিন্দ মথুরা গেলা ছাড়িয়া গোকুল ।
 ব্রজের গোপগোপী যেন হইল আকুল ॥
 রজাবতী রাণী কান্ধে শূন্ত হল ধাম ।
 কোশল্যা কান্ধেন যবে বনচারী রাম ॥
 দেব দ্বিজ গুরুজন বন্দিয়া সকল ।
 ধর্মের বন্দিল ছুটি চরণকমল ॥
 লাউসেনের পাছু যায় অহুজ কর্পূর ।
 সীরাম সংহতি যেম লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥
 পার হল কালিনী পছমা দরশন ।
 রাজ্যমাটি ছাড়াইল দাখিল উচালন ॥
 গুরুগতি চলে যায় গোপনীয় গনে ।
 কর্জনা পিছনে রাখে এড়িয়া বর্জ্যমানে ॥
 কত পথে সরিৎ সরণি হয়ে পার ।
 প্রবেশে রজনীমুখ মঙ্গলা বাজার ॥
 তামুলির ঘরে নিশি করিয়া যাপন ।
 কৃতার্থ করিল তারে দিয়া আলিঙ্গন ॥
 জ্ঞান পূজা সকল সারিয়া নিশিষেয ।
 কোতুকে করিল যাত্রা গউড় উদ্দেশে ॥
 কত দূর যেয়ে বলে লাউসেন রায় ।
 দিশে নাঞি পাই কোন্ গ্রাম দেখা যায় ॥
 কোন্ পথে যাইলে গউড় যাব স্রায় ।
 কহিবে কর্পূর যেন নহে দিশেহারী ॥

কর্পূর বলেন দাদা করি নিবেদন ।
 পশ্চিম হইয়া গোড় ছ মাসের গন ॥
 ছ দিনে উত্তরি যদি এই পথে যাই ।
 বিশেষ আছএ ভয় কহিতে ডরাই ॥
 ইহ রাজ্য দেখা যায় আলিঙ্গা নগর ।
 উদ্দেশে রাজার নাম বাঘ কামদল ॥
 বাঘটা হইয়া রাজা ধরে দণ্ড-ছাতা ।
 দশ মুখ হয়ত বাঘের কই কথা ॥
 অতএব ওই পথে না যাব কখন ।
 যাইলে এ পথে ভাই অবশ্য মরণ ॥
 সেন বলে দীর্ঘ পথে দেবী অতিশয় ।
 শীঘ্রগতি চল যাই আমার আশ্রয় ॥
 বিলম্বে বিশেষ বাড়ে মায়ের বেদন ।
 পথ পানে চেয়ে করে দিনের গণন ॥
 কহ ভাই কর্পূর বাঘের বারতা শুনিব ।
 বা হয় উচিত পরে তাহাই করিব ॥
 হরিণ মহিষ বাঘ রাজার শিকার ।
 বাঘটা কেমনে পাইল রাজ্য অধিকার ॥
 কেবা দিল রাজটীকা ছত্র সিংহাসন ।
 কহিবে কর্পূর ভাই এ কথা কেমন ॥
 কর্পূর বলেন দাদা নিবেদন করি ।
 বাঘটা হইল কিসে রাজ্য অধিকারী ॥
 অমরা নগরে রাজা নাম শচীকান্ত ।
 মন দিয়া শুন দাদা বাঘের বৃত্তান্ত ॥
 একদিন অমরায় হল দেবঠাট ।
 ইন্দ্রপুত্র কলাধর ওসারিল নাট ॥
 আশু হয়ে বায়েন জরাপে দিল ঘা ।
 নেটদের সভার ধরণে নয় গা ॥
 ছহাতে সোনার বাঁশী বিনোদ ছাওনি ।
 গীত শুনি ভুলিল সকল দেব মুনি ॥
 শিব বলে কলাধর ভাল গায় গীত ।
 দিব্য বেশভূষা কত পড়ে চারি ভিত ॥
 সকল দেবতা বলে সভার ভিতর ।
 ভগবতী চেপে এলা বাঘের উপর ॥

কৌতুকী হইল বড় ব্রহ্মার জননী ।
 ভাল বলি বর দিতে চাহেন তখনি ॥
 তুমি দেখিয়া কলাধর হেসে হেসে বলে ।
 তোমার ঠাক্রি বর নিব এসো সন্ধ্যাকালে ॥
 ভাল বোল বলিলে তুমি যে স্থধামুখী ।
 বাঘের উপর মেয়ে চাপে কতু নাঞ্চি দেখি ॥
 এত শুনি কোপে তাপে কাঁপেন ভগবতী ।
 অভিলাষ দিল দেবী বুঝি তার মতি ॥
 বাঘ বাহন দেখিয়া হাসিল কলাধর ।
 তুই বেটা জন্ম লবি বাঘিনী উদর ॥
 আমার যৌবন দেখি রমণে অভিলাষ ।
 গুরু মানুষ ধরে খাবি বনে করবি বাস ॥
 এত শুনি কলাধর বাঁশী ফেলাইয়া ।
 ভগবতীর পায়ে ধরে ধরনী লোটাইয়া ॥
 ক্ষম অপরাধ মাগো ক্ষম অপরাধ ।
 কৃপা করে দাও মোরে অভয় প্রসাদ ॥
 কুবচন বদনে বলেছি বারে বার ।
 তাহার উচিত সাজা হইল আমার ॥
 মন্দমতি মহামোহে হয়েছি যে ব্রাস্ত ।
 অতএব কৃপা করি কর শাপান্ত ॥
 দেবী বলে মিথ্যা নয় আমার বচন ।
 বাঘকুলে হইবেক অবশ্য জনম ॥
 কলাধর বলে মা গো বাঘ হব আমি ।
 কত দিনে মুক্ত হব বলে যাও তুমি ॥
 বাহুলী বলেন যাবৎ নহে লাউসেন অবতার ।
 তত কাল তোমার জন্মে অধিকার ॥
 লাউসেন হবে এসে কস্তপনন্দন ।
 তার হাতে হইবেক তোমার মোচন ॥
 এত বলি ভগবতী হইল অন্তর্দ্বান ।
 সেই দণ্ডে কলাধর ত্যজিল পরাণ ॥
 রূপী নামে বাঘিনী জন্মে বাস করে ।
 পঞ্চ ঋতু অবতার গুপ্ত বাসরে ॥
 বাঘ আর বাঘিনী স্থখে সঙ্গ যায় ।
 কলাধর আসিয়া জন্ম নিল তার ॥

প্রথম মাসেতে গর্ভ হইল বাঘিনী ।
 গুরু মানুষ ধরি ধরি খাইল আপনি ॥
 অনাতপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাত্মমঙ্গল ॥

প্রসবসময় আসি হইল উপনীতা ।
 জন্মে পড়িয়া বাঘী খায় কষ্ট ব্যথা ॥
 পায়ে চানাতানি করে বড় বড় ঝোড়ে ।
 পরিভ্রমি তাক ছাড়ে তারাদীঘীর পাড়ে ॥
 জবাচুর করি ভালে যত বেণাবন ।
 প্রসব হইল বাঘিনী অনেক যতন ॥
 ভূমিষ্ঠ হইল যদি বাঘ কামদল ।
 পদভরে মেদিনী করিছে টলমল ॥
 বাতাসে ফুলয়ে দেহ দশগুণ লেজ ।
 অবনীতে পড়্যা ধরে ঐরাবত তেজ ॥
 জনমিয়া বাঘ বলে জননীর তরে ।
 ক্ষুধা পাইল মাতা গো আহার দাও মোরে ॥
 এত শুনি বাঘিনী বাছাকে নিল কোঁকে ।
 পয়োধরযুগল বাঘের দিল মুখে ॥
 বাঘ ভাবে দুগ্ধ খাব দিয়া গো চুমুক ।
 মা পাছে মরিয়া যায় বিদরিয়া বুক ॥
 গোটা চারি মহিষ আন গোটা চারি গাই ।
 ছাগল গাড়োল আন পেট পূরে খাই ॥
 এত শুনি বাঘিনী বাছাকে খুঁয়ে বনে ।
 উপনীত হল গিয়া গোড় ঘেঁইখানে ॥
 ভৈরবী গন্ধার ঘাটে বাঘিনী করে থানা ।
 বলদ বেপারি যেতে রাজার আছে মানা ॥
 গউড়ে হইল বড় বাঘের অঞ্জাল ।
 আক্রাস করিতে চলে যথা মহীপাল ॥
 বাঘের উপরে সাজে সিপাই সর্দার ।
 চারি দিকে সাজিল যতেক আসোআর ॥
 হুতজালে আখটি কাননে জাল এড়ে ।
 চারি দিকে সিপাই সর্দার বন ঝাড়ে ॥

কর্ণফল কে এড়াবে দৈবের ঘটন ।
 জালে পড়ি বাঘিনী ত হারাল জীবন ॥
 বাঘ কামদল হেথা হইল নিধান ।
 তিন দিনের বাঘশিশু ক্ষুধায় অজ্ঞান ॥
 বেণাবনে পড়ে বাঘা ঘূমে অচেতন ।
 অতঃপর শুন দাদা করি নিবেদন ॥
 জালদা নগরে রাজা জ্ঞানদ শিখর ।
 শিকার করিয়া ফিরে বনের ভিতর ॥
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজার হৈল ক্ষীণ তনু ।
 গগনে তখন বেলা দ্বিযামের ভানু ॥
 হরি নামে নকরে রাজা কহেন ডাকিয়া ।
 তারাদীঘী হতে জল দ্বারা আন গিয়া ॥
 পাইয়া রাজার আশ্রয় করিল গমন ।
 তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥
 জল ভরে নফর জলের সাড়া শুনে ।
 বাঘ ভাবে জল বুঝি খাইছে হরিণে ॥
 উঠিয়া বসিয়া বাঘ মুখ তুলে চায় ।
 দেখিল রাজার নফর জল লয়ে যায় ॥
 বাঘ ভাবে এর সঙ্গে মায়া করে যাব ।
 গোটা চারি হাতী ঘোড়া পেট পূরে খাব ॥
 এইরূপে বাঘটা যুক্তি করে মনে ।
 ধূলায় ধূসর তনু পড়ে রহে গনে ॥
 অতি ক্ষীণতর তনু গুরুতর গা ।
 হরিদাস ভাবে বুঝি নকুলের ছা ॥
 কুড়াইয়া বাঘছানা বাঁকিল বসনে ।
 পান্ডভাত খাব এরে গোড়ায়ে আগুনে ॥
 বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর ।
 মহারাজা যথা আছে হাতীর উপর ॥
 পান হেতু জল কারি লইল মহাভাগ ।
 কাপড় চিরিয়া তখন বাহির হল বাঘ ॥
 বাঘ দেখি হরষিত হইল রাজন ।
 নফরে চাহিয়া কিছু বলেন বচন ॥
 রাজা বলে বাঘছানা তুমি কোথা পেলে ।
 পালন করিব এরে তুলে দেও কোলে ॥

চকল নয়নে বাঘ চারি পানে চায় ।
 কড়মড় করে দন্ত লাক দিতে যায় ॥
 তা দেখিয়া মহারাজ পুলক অন্তর ।
 বাঘছানা তুলে নিল হাতীর উপর ॥
 পাছে যে পড়িবে প্রমাদ না ভাবিল রায় ॥
 আপনার অরি বাঘে আপনি নিয়ে যায় ॥
 সিপাই সর্দার গেল আপনার ঘরে ।
 বাঘ লয়ে গেল রাজা মহাল ভিতরে ॥
 সাত রাণী সহিত যেখানে চম্ভাবতী ।
 বাঘ লয়ে উপনীত হল শীঘ্রগতি ॥
 রাজা বলে চম্ভাবতী দেখ না আসিয়া ।
 বিধাতা লিখেছে পুত্র তোমার লাগিয়া ॥
 সাত রাণী বক্ষ্যা আছে কারো পুত্র নাঞি ।
 আমার কপালে পুত্র দিয়েছে গোসাঞি ॥
 হরষিত সাত রাণী পুষে বাঘছানা ।
 গলায় রতনহার কানে কাঁচা সোনা ॥
 বাঘের গায়েতে দিল চন্দন হলুদ ।
 রোজ করে দিল বাঘের ষোল গাভীর দুধ ॥
 রাজরাণী বাঘছানা কোতুকে নাচায় ।
 সঙ্গে করি নফরে নগ্নরূপে ফিরায়ে ॥
 নগরিয়া শিশু সব নিয়ে খেলা করে ।
 ভাবকি দেখায়ে বাঘা যায় তাড়া করে ॥
 ভন ভন আসে যত মানুষের গন্ধ ।
 বাঘ বলে এই বুঝি স্নান মকরন্দ ॥
 ক্ষীর খণ্ড চাঁপা চিনি আর নাহি খায় ।
 ঘন ঘন বাঘা রাজরাণীর পানে চায় ॥
 বাঘের সঙ্গেতে যায় বারটা নফর ।
 কেহ বা বাতাস করে দু হাতে চামর ॥
 একদিন গেল বাঘ দেখিতে বাজার ।
 দশ জনে টানিয়া রাখিতে নারে আর ॥
 তরজে গরজে বাঘা কাঁপে থর থর ।
 গৌরশুলা উড়ে যেন পগারিয়া সর ॥
 ঘোর ঘোর শব্দে শার্দূল ছাড়ে ডাক ।
 চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক ॥

দেখিয়া অনর্থ হল রাজার ভিতর !
 বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর ॥
 ঝুলে ঝোলে ভোজনে বসেছে মহারাজা ।
 পরিপাটি ব্যঞ্জন খাসীর মাঁস ভাজা ॥
 হেনকালে বাঘশিশু দেখিল সম্মুখে ।
 বেটা বলা ভাজা মাঁস তুলে দিল মুখে ॥
 খাইয়া খাসীর মাংস লোভাইল বাঘ ।
 রাজার ভাবিব ঘাড় মনে করে তাক ॥
 বিপদ বুঝিয়া রাজা ভাবিলেন চিতে ।
 আছাড়িয়া বাঘটাকে কেলে দশ হাতে ॥
 তর্জনে গর্জনে বাঘা কাঁপাইল ধরা ।
 প্রথমে ধরিয়া খাইল খোপের পায়রা ॥
 শোণিত লাগিল দাঁতে লোভাইল বাঘ ।
 দিনে দিনে সহরে বিষম হল লাগ ॥
 গোষ্ঠে ধরে গোধন যুবতি ধরে ঘাটে ।
 রাজপথ সরানে মানুষ ধরে মাঠে ॥
 জালন্দায় হৈল বড় বাঘের জঙ্ঘাল ।
 আত্মস করিতে চলে যথা মহীপাল ॥
 কেহ বলে গুজ্রশোকে না দেখি নয়নে ।
 কেহ বলে বনিভা ধরিয়া গেল বনে ॥
 রাজা বলে বাপ সব নাঞি কাঁদ আর ।
 বাঘ বন্দী করিব জাঁতা গড় রে কামার ॥
 এত শুনি কামার হইল ফলবান ।
 তর্জনি করিল গিয়া জাঁতার নির্মাণ ॥
 সুন্দর গড়িল জাঁতা গলাবন্ধ কল ।
 অজা মেঘ রাখিয়া শিকায় রাখে জল ॥
 লোভার্ত্ত হইয়া বাঘা করিল আহার ।
 দুয়ারে দারুণ খিল দিলেক কামার ॥
 শাস্তবুদ্ধির মহাকল জানে সর্বজন ।
 অশাস্ত হইলে হয় দুঃখের ভাজন ॥
 জাঁতায় ঠেকিয়া গেল বাঘ কামদল ।
 বাইশাঙ্গে তুলে নিল পড়ের ভিতর ॥
 কাঁপুরিয়া পড়ে বাঘা রাগে অজ কুলে ।
 খাঁচার ভিতর বাঘা দাঁদাড়িয়া কুলে ॥

রাজা বলে কাল হবে ভৈরী একাদশী ।
 সারাদিন বাঘটাকে রাখ উপবাসী ॥
 এই ব্রত করে যত সংসারের নর ।
 কৈলাসেতে ব্রতধারী পার্বতী শঙ্কর ॥
 একাদশী নিবড়িল হইল দ্বাদশী ।
 পারণা করিতে প্রভু হল অভিসারী ॥
 শঙ্কর বলেন গৌরী শুন মন দিয়া ।
 পরিপাটি রন্ধন সকাল কর গিয়া ॥
 ক্রোধ প্রকাশিয়া দেবী কহেন শঙ্করে ।
 রন্ধনের আরোজন কিছু নাঞি ধরে ॥
 সকলে তোমার কহে কুণ্ডের ভাগুরী ।
 তোমার এ সব মায়া বুঝিবারে নারি ॥
 শিব বলে কাল এনেছি সাত পুড়ো ধান ।
 দেবী বলে গণার ইন্দুর করিল জলপান ॥
 শিব বলে কুলি আন ভিক্ষা হেতু যাব ।
 হেনকালে কার বাড়ী কোথা গেলে পাব ॥
 শঙ্করী বলেন প্রভু আমি সঙ্গে যাব ।
 কেমন মাগিবে ভিক্ষা স্বচক্ষে দেখিব ॥
 হর গৌরী করে দৌহে বুধে আরোহণ ।
 জালন্দা নগরে যান রাম বিরচন ॥

দূর হতে দেখা যায় জালন্দার শোভা ।
 ইন্দ্রের অমরা যেন বকুলের আভা ॥
 বার মাস বহে তথা বসন্তের ধারা ।
 শিব বলে হেদে গৌরী ইন্দ্রের অমরা ॥
 বুধ লয়ে বাহুলী রহিল তরুন্তলে ।
 মন বুঝিবারে শিব চলে কুতূহলে ॥
 নাচিতে নাচিতে উড়ে বিভূতির গুঁড়া ।
 কেহ বলে পাগল হয়েছে বুঝি বুড়া ॥
 সঘন শিলায় রব বাজিছে ডুব্বর ।
 রামকৃষ্ণ নারায়ণ গাঞ্জন ঠাকুর ॥
 নাচিতে নাচিতে হর করিল গমন ।
 দক্ষিণ দুয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥

বেলা নাঞি আকাশে দেহান ভেঙ্গে গেছে ।
 সিংহ নামে ছয়ারে ছয়ারী বসে আছে ॥
 ঠাকুর বলেন দ্বারি পায়ের ধূলা নে ।
 পারণার ভিক্ষা কিছু মোরে এনে দে ॥
 কহিবে রাজার ঠাঞি গিয়া স্বরা করে ।
 কাশীবাসী সন্ন্যাসী উপবাসী তোমার ঘরে ॥
 রাজার সঙ্গে দেখা করে করিব পারণা ।
 শীত্ৰগামী কহ আসি রাজার বাসনা ॥
 এত শুনি ছয়ারী চরণে করে ভর ।
 ছয়ারী চলিয়া গেল মহাল ভিতর ॥
 রাজা রাণী বসে খেলে পরম কৌতুকে ।
 ছয়ারে দাণ্ডাল গিয়া ছুটি হাত বৃকে ॥
 আমার বচন শ্রুত কর অবধান ।
 ছয়ারে দাণ্ডায়ে এক যোগী মূর্ত্তিমান ॥
 উপবাসী আছে সেহ চাহিছে পারণা ।
 কোথ করি কহে রাজা করিয়া চলনা ॥
 বল গিয়া তিথারীয়ে রাজা নাঞি ঘরে ।
 নিতি কত ধন পাব ভগুদের তরে ॥
 এত শুনি ছয়ারী ত করিল গমন ।
 শুনাইল যোগিবরে রাজার বচন ॥
 শিব বলে মোর কাছে ভাণ্ডালে হে তুমি ।
 অন্তরে রাজার ঠাঁট বুঝিয়াছি আমি ॥
 রাজমদে দুর্কৃত্তের বেড়েছে অহকার ।
 অচিরে পশু হতে যাবি ছারখার ॥
 ক্রোধে কম্পবান হর হৈল বিকল ।
 তরুতলে ঈশ্বরী হাসেন খল খল ॥
 শঙ্কর বলেন দেবি চল ঘরে যাই ।
 কেমনে যাইবে দিন বুঝি নাঞি পাই ॥
 দেবদেবী হুই জনা করেন পয়ন ।
 জাঁতার ভিতর বাধা জুড়িল ক্রন্দন ॥
 অভয়ায় রাজা পদ ভাবিরা অন্তরে ।
 আপন হৃৎথের কথা জানায় কাতরে ॥
 পশু হয়ে জন্মিয়ে আহার নাঞি পাই ।
 মনোহুখে জঠর-অনলে পুড়ে যাই ॥

অতিশাপে অভাগারে পাঠালে অবনী ।
 উদ্ধারের পথ মা তোর রাজা পা ছথানি ॥
 আশিলি যদি মা কাছে উদ্ধারিয়ে নে ।
 ভোলার ঘরণী হয়ে তুলে থাকিসনে ॥
 অনাহারে পিঞ্জরে পরাণ বাহিরায় ।
 বনের পশুকে জুড়া করুণার ছায় ॥
 এত শুনি শিব গিয়া ঘুচাল কুলুপ ।
 দেখিতে দেখিতে বাঘ হইল বিরূপ ॥
 বাহির হইল বাঘ নাহি ছিল সাড়া ।
 স্বভাবদোষে শিবের বলদে করে তাড়া ॥
 শিব বলে রক্ষা কর গণেশের মা ।
 প্রায় বুঝি ধরে খায় শার্দূলের জা ॥
 এত শুনি বাঙ্গলী ধাইল কোপানলে ।
 বাঘের কোমরে পা দিলেন অবহেলে ॥
 বাঁ পায়ের ঘায়ে তার ভাঙ্গিল কাঁকালে ।
 তদবধি বাতাসে বাঘের দেহ ছলে ॥
 কৈলাস নগরে শিব করিল পয়ান ।
 বর দিয়ে ভগবতী হল অন্তর্দ্বান ॥
 অনাগুপদারবিন্দ শিরে করি ধ্যান ।
 রামদাস গায় গীত শ্রী শ্রী পুরাণ ॥

বাঘ বলে কালি গেছে ভৈরবী একাদশী ।
 পারণা করিব আজি হৈল ষাদশী ॥
 কায়স্থ কারকুন যথা করে লেখাপড়া ।
 হেনকালে শার্দূল আসিয়ে দেয় তাড়া ॥
 হাতিশালে হাতী খায় ঘোড়াশালে ঘোড়া
 ছয়ারী খাইল সেক সৈয়দ জাড়া ॥
 বেটা বলে পুষ্কেছিল চন্দ্রাবতী রাণী ।
 বাঘের মুখেতে দেয় ক্ষীর সর ননী ॥
 রাজপুরে রাণী খায় আর পরিজন ।
 দাসী চেড়ী বাদী সব গেল জলপানে ॥
 প্রাণ লয়ে পলাইল জল্ললশিখর ।
 বাঘেতে লুটিল রাজ্য জালন্ধা নগর ॥

মানুষের ঘাড়ে পড়ে বিদ্রিমা তাল ।
 গরু নর খরি করে বাঘ একগাল ॥
 বালক যুবতি খায় আর বুড়ী বুড়া ।
 মাঝারি কামড় মেরে করে যায় গুঁড়া ॥
 বাকুইকে খরিয়া খায় পানের বরোজে ।
 পদ্মবন মধ্যে যেন মত্ত করিরাজে ॥
 চাষা গোপ খরি খায় কারস্থ ঠাকুর ।
 বোল ফুরাইল যত ভুজ ও ময়ূর ॥
 পথিক হাটিলে ধরে কলু আর তেলী ।
 তাড়াতাড়ি ফুলবনে ধরে খায় মালী ॥
 মাথায় কামড় মারে দেবী অমুকুল ।
 সাজি হতে বাঘছা মাথায় পরে ফুল ॥
 তেঁতুলে বাগদৌ মেটে মাজি অবসান ।
 সবাকারে খরি বাঘা করিল জলপান ॥
 প্রাণ লয়ে পলাইল যত ছিল আর ।
 যারে দেখে কাছে আগে ঘাড় ভাঙে তার ॥
 তথা হতে কামদল করিল গমন ।
 তাঁতিপাড়ায় গিয়া বাঘা দিল দরশন ॥
 তাঁতি ভায়া তাঁত বুনেন ঘন মাথা নাড়ে ।

লাফ দিবে কামদল পড়ে তার ঘাড়ে ॥
 ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় দিয়ে চুমকুড়ি ।
 হুতা ফেলি তাঁতি বেটা যায় গুড়ি গুড়ি ॥
 লাফাইয়া ধরে বাঘা করিয়া গর্জন ।
 মিঞাদের মহলে গিয়া দিল দরশন ॥
 বাঘকে দেখিয়া বিবি আই উই বলে ।
 তোবা তোবা হাজি মিঞা বাঘ পাছে গিলে ॥
 বাঘের তরাসে লুকায়ে রৈল বানী ।
 বিবি সব লুকাইল কোণে হল গাদি ॥
 হাঁপালে বাঘটা গিয়া খরিল খোঁপায় ।
 হুতাশে একিদাহারা আরজে খোঁদায় ॥
 গোধন মানব দেশে নাহি একজন ।
 রাজপাটে বাঘ গিয়া বসিল তখন ॥
 বিশালার বরে বাঘা হইল ছরস্ত ।
 রাজ্য ধন অধিকার পাইল একান্ত ॥
 এ কথা কর্পূর কয় লাউসেনের তরে ।
 এইরূপে রাঘ রাজা জালন্দা নগরে ॥
 এইখানে বাঘজন্মপালা হল সায়া ।
 অনাথমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

ইতি বাঘজন্মপালা নামে দশম কাণ্ড সমাপ্ত ॥

একাদশ কাণ্ড

বাঘ-বধ পালা

ধর্মপদে রাধ মতি ধর্ম বলীয়ান ।
 ধর্মবলে ভাসে শিলা প্রহ্লাদ প্রমাণ ॥
 হরি হরি বল রে ভাই বুধা জন্ম গেল ।
 ভ্রমে মারাকাঁস জীব গলেতে বাঁধিল ॥
 কি কর্ম করিলে ভাই ভবেতে আসিয়া ।
 হরিপদে রাধ মতি নামেতে মজিয়া ॥
 যে নামেতে চতুর্ভুজ অনায়াসে মিলে ।
 ভবসিদ্ধ তরে জীব যায় অবহেলে ॥

কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই ।
 এ পথ ছাড়িয়া নয় অস্ত্র পথে যাই ॥
 এ পথে বিরোধ হবে আমি ভাল জানি ।
 অস্ত্র পথে চল যাই ময়নার গুণমণি ॥
 সেন বলে ওরে কর্পূর মন কথা নাঞি ।
 মনে মনে জপ ধর্ম অনাথ গোসাঞি ॥
 বাঘ দেখে তরাসে পলায়ে যদি যাব ।
 মহারাজা জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥

মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা ।
 জালন্ধার বাঘের ভয়ে পালাল ভাগিনা ॥
 অতএব বাঘ দেখে যেতে চাই ভাই ।
 মনকথা নাই রে কর্পূর ছোট ভাই ॥
 বলিতে কহিতে দৌড়ে করিল গমন ।
 পালিতে পিতার সত্য রাম যেন বন ॥
 কত দূরে কর্পূর চঞ্চল হয়ে গনে ।
 তরাসে আছাড় খেয়ে পড়ে মাঝখানে ॥
 কাছাড় খাইয়া বালা ডাকে পরিজাই ।
 বাঘ গিলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই ॥
 কর্পূরের বচনে সেন বাঘ বলে খুঁজে ।
 নকুলের ছা এক দেখে পড়ে আছে ॥
 প্রাণ হল চঞ্চল চরণ নাঞি চলে ।
 বক উড়িয়া যায় যদি তারে বাঘ বলে ॥
 শুকাইয়া গেল বৃক চলিতে না পারি ।
 ফিরে ঘরে যাই চল প্রাণ বড় কড়ি ॥
 কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই ।
 সত্য কর আগে তবে তোমায় সজে যাই ॥
 যখন যাইবে তুমি শার্দূলের কাছে ।
 পরম যতন করে রেখে যাবে গাছে ॥
 এই সত্য কর দাদা তবে সজে যাই ।
 নতুবা কহিলাম তোমায় কে কাহার ভাই ॥
 এত শুনি সেনরায় আনন্দিত হইল ।
 পূর্বমুখ হইয়া রাজা সত্যে দাণ্ডাইল ॥
 সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য যদি করি আন ।
 এই সত্য লজ্জাইলে নরকে পয়ান ॥
 বহুমতী শস্ত হরে কপিলা হরে ক্ষীর ।
 ব্রাহ্মণেতে বেদ হরে ইজ্র হরে নীর ॥
 এই সত্য লজ্জি যদি এড়াইয়া যাই ।
 খজোতে কাটিয়া গাভী গন্ধাতে ভাসাই ॥
 সত্যবন্দী হইল ময়নার তপোধন ।
 হেনকালে কর্পূর করিছে নিবেদন ॥
 কর্পূর বলেন এখন গাছে রাখ ভাই ।
 সেন বলেন না ভাই কতক দূর যাই ॥

এত শুনি পথে বসে কর্পূর পাতর ।
 সেন যত ডাকে তারে না দেই উত্তর ॥
 তা দেখিয়া সেনরাজা বড় দুঃখ পাইয়া ।
 সম্মুখে শাঙ্গলী বৃক দিল দেখাইয়া ॥
 উঠিতে শিমুল গাছে ছড়ে যায় বৃকে ।
 কান্দিয়া কর্পূর কহে দাদার সম্মুখে ॥
 একে সে শিমুলকাঁটা করাতের ধার ।
 কর্পূরের বৃক চিরে হইল ছারখার ॥
 কর্পূরের বৃকে বয় কধিরের ধার ।
 ওড়মালা কেবলি গাঁগিল মালাকার ॥
 হেটমাথা হইয়া বৈসে কর্পূর পাতর ।
 কহিবারে লাগিল দাদার বরাবর ॥
 এইমাত্র সত্য কর্যা পাসরিলে তুমি ।
 মহাভারতের কথা সব জানি আমি ॥
 পঞ্চ ভাই কাননে গেলেন যুধিষ্ঠির ।
 সরোবরে অর্জুন আনিতে গেল নীর ॥
 এক দণ্ড বিলম্ব দেখিয়া সরোবরে ।
 ভীমকে পাঠায়ে দিল গদা যায় করে ॥
 তারপর যুধিষ্ঠির গেলেন আপুনি ।
 নিখঞ্জে পুরুষে প্রাণ টিল মহামুনি ॥
 জলপান হেতু মুনি পাইল চৈতন ।
 সেই কালে বলে গেছে ব্যাসের বচন ॥
 বড় সহোদর হয় পিতার সমান ।
 পুত্রভাবে অহুজ পালেন অভিরাম ॥
 পালিতে পিতার সত্য রাম গেল বন ।
 পাণ্ডবের বনবাস তার নিদর্শন ॥
 বিভীষণ সত্যে বন্দী রাবণের অরি ।
 সত্য পালে দাতা কর্ণ পুত্রবধ করি ॥
 হরিশ্চন্দ্র হইল কেন ব্রাহ্মণের দাস ।
 সত্য না পালিলে দাদা হয় সর্বনাশ ॥
 হেন সত্য লজ্জ্য দাদা বড় দুঃখ মনে ।
 কলিযুগ প্রায় হইল এত দিনে ॥
 গাছে তুলে রাখিবে যে কয়েছিলে পথে ।
 সেন বলে এস ভাই উঠ মোর কাছে ॥

ওই যে কদম্বগাছ সহজে সরল ।
 ভালপালা চারি দিগে ভিমির প্রবল ॥
 পল্লির গাছেতে তোমারে তুলে রাখি ।
 সত্যে পার হইলাম ধর্ম তুমি সাক্ষী ॥
 কর্পূর বলেন দাদা এ কথা কেমন ।
 ভাল ভেঙ্গে চৈকা যায় রাখ না তেমন ॥
 কাকুতি মিনতি দাদা পায়ে করি গড় ।
 গাছের সহিত বাঁধ বুকেতে কাপড় ॥
 বাঘ দেখ্যা তরাসে তলায় পাছে পড়ি ।
 শাঙ্গুল আসিয়া পাছে করে তাড়াতাড়ি ॥
 ভাল ভাঙ্গি ঢাকা দিয়া রাখ চারি পানে ।
 কর্পূর বলেন যেন বাঘ নাহি জানে ॥
 এত শুনি হাসেন ময়নার ভপোধন ।
 কর্পূর সহিত বান্ধে বুকেতে বসন ॥
 আপনার খসায় যতেক অভরণ ।
 জামা জোড়া খসাইল বসন ভূষণ ॥
 বাঘ হত্যাকালে চাই সিংহের ইপাল ।
 গায়ে জামা উলিয়া পরিল যুগছাল ॥
 সেন বলে কর্পূর ভাই গাছে থাক তুমি ।
 এই দণ্ডে বাঘটাকে দেখে আসি আমি ॥
 কর্পূর বলেন দাদা পাঁচ দণ্ড রব ।
 ছয় দণ্ড দেখিলে বাড়ীকে চলে যাব ॥
 মায়ে গিয়া কহিব তোমার সমাচার ।
 জালিয়ায় বাঘে খেলে লাউসেন তোমার ॥
 সেন বলে হকু ভাই মোরে বাঘ খেলে ।
 তিন মাসের পথ তুমি ময়নাকে গেলে ॥
 এত বলি প্রবেশিল বনের ভিতর ।
 তাড়কা বধিতে যেন যায় রঘুবর ॥
 রঘুনাথ গেল পঞ্চ বৎসরের কালে ।
 তাড়কা বধিল রাম রামায়ণে বলে ॥
 একে একে খুঁজে দেখে লতা আর পাতা ।
 ঝোড়ে বাড়ি মেরে বলে বাঘ বেটা কোথা ॥
 একে একে খুঁজিল লোকের ঘর বাড়ী ।
 দক্ষিণে দিলেন দেখা কলাবন ঝাড়ি ॥

ছুইটি দেউলে দেখে মাণিক গোপাল ।
 এমন দেশেতে বাঘা করে ঠাকুরাল ॥
 ময়নগোপাল আর দেবী দশভূজা ।
 বিংশতি বৎসর আছে নাঞ্চি হল পূজা ॥
 হেন স্থানে বাঘ নাঞ্চি দেখি সদাগর ।
 পুনরপি গেল গড়খানার ভিতর ॥
 আশী হাত পরিসর আছে গড়খানা ।
 সেইখানে বাঘটা সনাই করে খানা ॥
 রাজের ভিতরে বাঘ বার ক্রোশ যায় ।
 এত দূর লক্ষিয়া আহার নাঞ্চি পায় ॥
 যেই দিন বাঘটা আহার না পায় ।
 মড়া মছুষোর হাড় পড়িয়া চিবায ॥
 অনাঙ্ক-পদারবিন্দমধুলুকমতি ।
 রামদাস বিরচিল মধুর ভারতী ॥

মড়া মাছুষের হাড় পড়ে পরিতপ্রমাণ ।
 লক্ষ চিহ্ন পড়ে আছে বজ্জা সমান ॥
 হেন স্থানে বাঘ নাঞ্চি দেখি সদাগর ।
 পুনরপি গেল রাজপাটের উপর ॥
 রাজপাট উড়ে গেছে শিমুলের তুলা ।
 পরশপাথর পড়্যা গায় মেখে ধূলা ॥
 পোষা পক্ষী খেয়েছে পড়ে আছে খাঁচা ।
 সোনা রূপা মণি কত পরশ হীরা কাঁচা ॥
 হেন স্থানে বাঘ নাঞ্চি দেখি সদাগর ।
 কাছাড়িয়া ফেলিল ভূমেতে গাণ্ডি শর ॥
 গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা ।
 জল বিনা সেনরাজার শুকাইল গলা ॥
 সেন বলে বনের ভিতরে দুঃখ পাই ।
 যমুনা দীঘীর ঘাটে জল গিয়া থাই ॥
 এত বলি সেনরাজা করিল গমন ।
 যমুনা দীঘীর ঘাটে দিল দরশন ॥
 দেখিল দীঘীর জলে ফুটেছে কমল ।
 ফুল দেখ্যা মনে হৈল তরুতবৎসল ॥

এই ফুল লইয়া ধর্মের পূজা দিব ।
 এইখানে অবশ্য বাঘের দেখা পাব ॥
 বলিতে কহিতে সেনের বাড়িল আনন্দ ।
 ঘাটে রাখে হেত্যার স্বতক কোমরবন্দ ॥
 তিন ডুব দিতে রাজার অঙ্গ হৈল জ্যোতি ।
 অর্ঘ্যদানে পুজেন ঠাকুর যুগপতি ॥
 দীনবন্ধু দীনের দয়াল ভগবান ।
 বিপত্তো পড়িয়া করি তোমার ধ্যান ॥
 তুমি না রাখিলে প্রভু কে রাখিবে আর ।
 ভবসিদ্ধি তারিতে তরণী তুমি সার ॥
 এত বলি সেনরাজা গোবিন্দ ধ্যান ।
 হেন কালে বৈকুণ্ঠে জ্বলিল ভগবান ॥
 তক্তের কাতর বাক্য শুনিল ধর্মরায় ।
 ভাঙিল বাঘের নিজা চারি পানে চায় ॥
 নিজাভঙ্গ হৈল বাঘ ঘন ছাড়ে হাই ।
 মনে করে কেমন মহুবাগন্ধ পাই ॥
 জল খেতে কামদল করিল গমন ।
 পাথরে বসিল নখ চলিতে চরণ ॥
 চলে যেতে হাত পা ভাকে মটমটি ।
 হাতে পায় নখ যেন মৎস্তকাটা বটি ॥
 চলে যেতে গাছ পাথর পায় করে শুঁড় ।
 দাক্ষণ বাঘের মাতা যেন বিষ পড়া ॥
 কামদল চুম্বক ভেদায় গিয়া জলে ।
 দেবগজ যেমন সাগরে জল তুলে ॥
 জল খেতে ঘাড়িলি দিলেক গোটা দুই ।
 পাড়ে মৎস্ত পড়িল চিতল বাটা রুই ॥
 জিহ্বা বাড়াইয়া বাঘ করে জলপান ।
 জিবটা ফিরায় ঘন যেন খড়মধান ॥
 উত্তর ঘাটেতে বসি বাঘ জল খায় ।
 দক্ষিণ ঘাটেতে দেখে লাউসেন রায় ॥
 এতক্ষণে ঘুচিল মনের ধুকধুকি ।
 ধুক ধরিতে আসে লাউসেন ধাক্কী ॥
 হেনকালে কামদল হইল বিদায় ।
 দাক্ষণ গহন বনে পড়িয়া ঘুমায় ॥

চলে যেতে খুণার পড়েছে টাঙ্গা জল ।
 সেই পথে চলিল ময়নার বীরবল ॥
 কত দূরে গিয়া রাজা হারাইল দিশে ।
 তরুলতা ফুলেছে অনেক উলু কেশে ॥
 উর্দ্ধ হয়ে বীরবর চৌদিকে নেহালে ।
 মনে করে কেন রে বকুল কেন হেলে ॥
 বাণ নাঞ্চি বাতাস নাঞ্চি তরু কেন হেলে
 কিছু নয় বাঘ যেটা এই তরুতলে ॥
 নিদাক্ষণ নিশ্বাসে দাক্ষণ বহিছে ঝড় ।
 তার পাকে তরুলতা করে মড় মড় ॥
 চিন্তিয়া মানস পন্থে প্রভু নারায়ণ ।
 বাঘের সম্মুখে সেন দিল দরশন ॥
 বাঘটা পড়িয়া আছে পর্বত সমান ।
 মাথায় ঠেকেছে লেজ উভ দুই কান ॥
 বাঘ দেখে উড়ে গেল গায়ের রক্ত ।
 কেবা আছে শার্দূল সম্মুখে বয় পথ ॥
 সেন বলে এখন উপায় করি কি ।
 যে করে গোবিন্দ একে এক চোট দি ॥
 এত বলে হাতে লইল চণ্ডীর আঁতর ।
 তার পর মনেতে জুইল বীরবর ॥
 নিজাগত জনে নাই করিতে হেত্যার ।
 অশ্বখামা বধে দেখ পাণ্ডবকুমার ॥
 পাইল বিশেষ দাগা অর্জুনের কাছে ।
 বিশেষ কাহিনী দেখ পুরাণেতে আছে ॥^১
 অপরঞ্চ রণসঙ্গে যে হয় কাতর ।
 হেত্যার করিতে নাঞ্চি তাহার উপর ॥
 যুবতি নারীকে হাত যেই পাণী তুলে ।
 পঞ্চম পাতকী সেই বিশ্বামিত্র বলে ॥
 গোমাংস ভক্ষণ করে হইয়া গিধিনি ।
 গয়ায় উদ্ধার নাঞ্চি যমুনা জিবেণী ॥
 বিচক্ষণ গণিল ময়নার যুবরায় ।
 নেজ ধর্যা কামদল বাঘকে চিয়ায় ॥
 নেজে ধর্যা মুরায় চাপিয়ে ধরে নাক ।
 চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥

তবু নিজা নাঞি ভাঞ্জে এত অপমানে ।
 উঠ উঠ কামদল ডাকে কানে কানে ॥
 সেন বলে সাক্ষী থাক অনাক্ষ গোসাঞি ।
 চাপড়ে চিয়াব পত্ত মোর দোষ নাঞি ॥
 চাপড়ের ঘাঘ যদি পত্ত বেটা মরে ।
 এই হত্যা লাগিবে গিয়া ধর্মের উপরে ॥
 তিন বার অনাক্ষচরণে করে গড় ।
 উঠ বল্যা হেনে দিল চিয়ান চাপড় ॥
 চাপড় খাইয়া বাঘ কাঁপে থর থর ।
 সেন বলে বাঘ বেটা গেল ষমঘর ॥
 চাপড় খাইয়া বাঘ জলে কোপানলে ।
 জোঁধভরে পড়ে এসে লাউসেনের ঢালে ॥
 কামড় মারিতে ঢালে নিবারিল মন ।
 ঢালের উপরে দেখে বিচিত্র লিখন ॥
 পরিপাটি মূর্তিমন্ত কৃষ্ণ অবতার ।
 বাঘের লোচনে বহে জাহ্নবীর ধার ॥
 মাথা নাড়ে কথা কর মাহুঘের পারা ।
 দেবতা গুরু বক্ষ কিল্লর কিল্লরা ॥
 মায়া করা আসিল কে ঠিক দুপুর বেলা ।
 বদনে তুলিয়া দিব ঘেন্ঠাচাঁপা কলা ॥
 সেন বলে দূর বেটা অরণ্য বেরাল ।
 রাজার সম্মুখে তোর এত ঠাকুরাল ॥
 আমি কে জানাই শুন পরিচয় দি ।
 জানিবে আমার মাতা বেণুরায়ের ষি ॥
 কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি ।
 আমার মায়ের নাম রাণী রজাবতী ॥
 মহাপাত্র মায়া হল মেসো গোঁড়েশ্বর ।
 লাউসেন কর্পূর মোরা ছই সহোদর ॥
 অস্ত্র জন ভেটে তোরে প্রাণ আপনার ।
 আমি ভূপে দিব ডালি লেজ কান তোমার ॥
 বাঘ বলে সেনরাজা তোর বিজ্ঞা কি ।
 আঁটকুড়ি হবে ষুঝি বেণুরায়ের ষি ॥
 যে কাজে এসেছ বাছা সেই কাজে যাও ।
 হাপতির বাছা কেন পরাণ হারাও ॥

তোর মায়া মাহুদিয়া বড় দুষ্টমতি ।
 অপবাদ তুলে দিল বক্ষা রজাবতী ॥
 পুত্র কাম্য করা রজা শালে ঢালে গা ।
 রূপী নামে বাঘিনী আমার ছিল মা ॥
 পূর্বকথা মনে হল তেঁই তোরে কই ।
 আমরা পত্তর জাতি বড় খল হই ॥
 পূর্বপরিচয়কথা কহে কামদল ।
 রামদাস বিরচিল অনাক্ষমঙ্গল ॥

কহে কামদল ছই মহাবল
 কি দেখাস্ ধহু তীর ।
 বাহুকি বরণ ছেড়ে দেয় গন
 তুই কোন্ ছার বীর ॥
 হাদে রে বালক ভালো প্রাণে সক
 কি দেখাস্ খাঁড়া ঢাল ।
 আমার বিক্রম জানে কাল ষম
 আর অষ্ট লোকপাল ॥
 হরি হর বিধি চন্দ্র সূর্য আদি
 তারে শকা নাঞি করি ।
 আসে যুগগণ করি রক্তপান
 মনাসিব উদর পুরি ॥
 জালাল শিখর রাজ্যের ঈশ্বর
 বৈষ্ণবংশে ছিল রাজা ।
 স্মৃতি স্মর সত্যে যুযিষ্ঠির
 পুত্র সম পালে প্রজা ॥
 রাজার যুযতি নামে চন্দ্রাবতী
 আমাদের পালিয়াছিল ।
 (রাণী) মাখাত হলুদ ঘোল গেয়ের ছধ
 রাজা রোজ করে দিল ॥
 বিভূতি ভূষণ অঙ্গেতে লেপন
 পালকে ঢালিতাম গা ।
 বারটু নফর সন্মুখে আমার
 করিত চামরে বা ॥

রাজার যুবতি	নামে চন্দ্রাবতী	অতি স্নেহীণ	তর্জন গর্জন
আমারে পালিয়াছিল।		বাণ যত অঙ্গে বাজে।	
মাছুষের গন্ধ	পশুর আনন্দ	রক্ত জর জর	ফুলে কলেবর
তার ঘাড় ভেঙ্গে খাইল ॥		ঘন ঘন বাঘ গাজে ॥	
রাণী মরে গেল	রাজা ভয় পাইল	দস্ত কড়মড়	নিশাস বহে ঝড়
দেশ দেশান্তরে গেল।		প্রায় বাঘের ডাক।	
আসিয়ে ভবানী	গণেশ-জননী	* * *	
মোরে রাজ্য কর্যা খুইল ॥		জলন্ত দেউটি	জলে দুটি আঁধি
মানব গোধান	করেছি ভক্ষণ	সারি সারি দস্তগুলা।	
আর যত হাতী ঘোড়া।		যেমন ক্রমাণ	করিয়া যতন
বিশতি বাজার	করেছি সংহার	মকরে বেচিছে মুলা ॥	
আর বিশাশয় পাড়া ॥		দস্ত বন বন	শব্দ ঠন ঠন
(তোর) মামা মাছদিয়ে	লঙ্কর লইয়ে	সেনেরে বাঁপিতে যায়।	
প্রাণ লয়ে গেল গোড়ে।		শার্দূল বিষম	যেন কাল ঘম
দিহু এক তাড়া	খেহু হাতী ঘোড়া	সিংহ যুগে যেন ধায় ॥	
মন্ডার জিনেছে হাড়ে ॥		হু হাত তুলিয়া	কক্ষণা করিয়া
তোমাকে দেখিয়া	কিছু হল দয়া	সেনেরে বাঁপিল আসি।	
তুই নববালা শিশু।		বুঝা বীরবর	ফেল্যা ধম্মশর
তোরে যদি খাই	শুন সেন ভাই	ভুজতে ধরিল অসি ॥	
গেট না ভরিবে কিছু ॥		ধর্যা খাড়া ফলা	ভাবিয়া বিশালা
শার্দূল বচন	শুনি তপোধন	বাঘেরে হুইল চোট।	
খল খল সেন হাসে।		হইল দুই ভাগ	মরে গেল বাঘ
অনাদি-চরণ	লইয়া শরণ	কধিরে ধরণী লোট ॥	
গাইল রামের দাসে ॥		হয়ে দুই ভাগ	লোটাইল বাঘ
		রকতে ধরণী ভাসে।	
		রঘুর নন্দন	গীত বিরচন
		গাইল রামের দাসে ॥	

শার্দূল-বচন শুনি তপোধন
 ধহুকে জুড়িল বাণ।
 করি বীরদাপ হাতে কাল চাপ
 ঘন ঘন ডাকে হান ॥
 খুব চোক শয় বিক্ষে বীরবর
 বাঘটা লুফিয়ে লেই।
 হু হাতে ধরিয়ে দস্তেতে ভাঁজিয়ে
 দূরেতে ফেলিয়ে দেই ॥

মরা বাঘ ভূমে পড়্যা খুলায় লোটার।
 কাটা মুণ্ড ভবানী ভবানী গীত গায় ॥
 জয় দুর্গা বাসলি রক্ষিণি রণমা।
 মরণ সময়ে এসে দে গো পদছা ॥
 ভগবতী কৈলাসে জানিল হেন কালে।
 ভক্তেরে রক্ষিতে মাতা আইলা রণস্থলে ॥

দেখিল বাঘের মাথা পড়েছে ধূলায় ।
বেটা বলি ভগবতী কোলে নিল তায় ॥
কাঁটা মুণ্ড জুড়ে দিল স্বস্তির উপর ।
ভবানী বলেন বাছা মেগে নে রে বর ॥
বাঘ বলে ভবের আরাধ্যা ভগবতী ।
তোমার রাজ্য পায় যেন রহে মোর মতি ॥
দয়া করে এই বর দেহ মহামাই ।
লোহার হেত্যায়ে যেন মরে নাঞি যাই ॥
যত বার কাটিবে ময়নার সদাগর ।
কাটা মাথা জোড়া লাগিবে স্বস্তির উপর ॥
ভবানী বলেন আমি দিলাম এই বর ।
শেষ কাল হলে যেও বৈকুণ্ঠ নগর ॥
বর দিয়ে কৈলাসে গেলেন দশভুজা ।

বাঘ বলে কোথা গেলে লাউসেন রাজা ॥
মনে কর আমি পারা গেহু যমঘর ।
তোমারে বধিয়ে আজি ভরির উদর ॥
ভাইএর উদ্দেশে রাজা লাউসেন যায় ।
পথ আশুলিয়ে বাঘা গরাসিতে চায় ॥
বাঘ বলে ওরে বেটা বেঁচে যাবি কোথা ।
এই ত কামড় মের্যা কোলে খাই মাথা ॥
নখে ছিড়ে খাব তোর কবির কলিজা ।
সরোবরে তুলে যেন কেহ সরসিজে ॥
মাথার মগজ খাব আর খাব মাস ॥
ছেলেন যেন জ্যৈষ্ঠ মাসে থায় তালশাঁস ॥
সেন বলে ছুট পশু এত অহঙ্কার ।
অবিলম্বে এখনি যাইবে ছারেখার ॥
অতিদর্পে হত হল লকার রাবণ ।
হিরণ্যকশিপু মৈল রাজা দুর্বোধ্যন ॥
অপরূপ কংসাসুর কি দশা তাহার ।
এখনি আমার হাতে যাবে যমদার ॥
পলাইয়া যা রে বেটা হিমালয়গিরি ।
যেথায় বিরাজ করে শঙ্কর গৌরী ॥
ফল মূল খাইবি খাইবি গজাজল ।
হরিণী মহিষ পাবি আহার সকল ॥

বাঘ বলে হিমালয়গিরি পাছু যাব ।
আগে তোর বুকের কলিজাখানা খাব ॥
এত শুভা লাউসেন ধরকে জুড়ে তীর ।
বাঘের সম্মুখে যুঝে লাউসেন বীর ॥
শরগুলি চিয়াড় পাটল চন্দ্রবাণ ।
দাঁতে ভেঙ্গে বাঘটা ফেলিছে কনকান ॥
তরঙ্গে গরজে বাঘা কাঁপে থর থর ।
গোঁকগুলা উড়ে জেন পগারিষা শর ॥
ঘোর ঘোর শবদে শাদুল ছাড়ে ডাক ।
চৈত্র মাসে বাজে যেন গুণা দশ ঢাক ॥
অনান্তপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
রামদাস বিরচিত অনান্তমঙ্গল ॥

তা দেখিয়া কুপিল ময়নার তপোধন ।
বাঘের উপরে এড়ে কত প্রহরণ ॥
ঘন ঘোর গর্জনে বাঘা ছাড়িল হাঁপাল ।
জয় ধর্ম বলি সেন ধরে খাঁড়া তাল ॥
খেদাড়িয়া লাউসেন বাঘেরে দিল চোট ।
পড়িয়া বাঘের মুণ্ড ভূমে যায় লোট ॥
লাফ দিয়া জুড়ে মুণ্ড স্বস্তির উপরে ।
মরিয়া না মরে বাঘ ভবানীর বরে ॥
যত বার কাটে মুণ্ড তত বার উঠে ।
সিংহের বিক্রম যেন তারা হেন ছুটে ॥
মহারাজা লাউসেন ডাকিছে বারবার ।
বাঘকে কাটিল রাজা একশত বার ॥
মরিলে না মরে বাঘ হইল বিষম ।
সেন বলে এই বেটা কালান্তক যম ॥
বাঘের সঙ্গেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ।
বলভান্ধা হইল ময়নার সদাগর ॥
এগার বছরের রাজা টুটে গেল বল ।
মহাকোপে গায়ে পড়ে বাঘ কামদল ॥
লাফ দিয়ে বাঘটার চাপিল গিয়া পিঠে ।
মাছত চাপিল যেন কুঞ্জের পিঠে ॥

কহিল শাৰ্দ্ধূল ছুই অলস অনল ।
 অভয়ায় বরে ধরে বিক্রম প্রবল ॥
 ঢাল ঢাকা পড়িল ময়নার তপোধন ।
 উপরে বসিল বাঘ চাপিয়া চরণ ॥
 খাবা দিয়া ছরস্ত ধরিতে যায় ষাড়ে ।
 সমরকুশলী রায় রহে ফলা আড়ে ॥
 হতাশে হট্টারে সেন পড়িল কায়দায় ।
 ফলকে ঝাড়িয়ে ফেলে উঠিবারে চায় ॥
 বাঘ বলে সেনরাজা বৈচে যাবে কোথা ।
 এই ত কামড় মেরে ভেঙ্গে খাব মাথা ॥
 ঢালের ভিতরে বলে ময়নার অধিকারী ।
 তোমার শক্তি বাঘ কি করিতে পারি ॥
 চারি মাস বই যাব গোউড় সহর ।
 বরিষা বন্ধিতে বেটা তুই হলি শর ॥
 লাউসেন বাঁধেতে এতেক কথা হয় ।
 মুখে মাজ কহে কথা অন্তরে বড় ভয় ॥
 ঢালের ভিতরে রাজা লাউসেন কান্দে ।
 জয় জগন্নাথ বলি বুক নাঞি বাঁধে ॥
 বিপত্ত্যে পড়িয়ে রাজা করিল স্মরণ ।
 এইবার রাখ মোরে দেব নারায়ণ ॥
 কি দশা করিলে প্রভু গোবিন্দ ঠাকুর ।
 গাছে তুলে রেখে আইলাম প্রাণের কর্পূর ॥
 হাতে হাতে সঁপে দিল মা আমারে তাই ।
 কেমনে যাইবে দেশে হেন চোট ভাই ॥
 আপনি মরিয়া যাই তার নাঞি দায় ।
 কর্পূরে কল্যাণ করি রাখ ধর্ম্মরায় ॥
 সবটে পড়িয়া প্রভু হারাই পরাণ ।
 বিপত্তিবারিধি মাঝে কর পরিজ্ঞান ॥
 পাণ্ডবে করিলে রক্ষা দুর্ব্বাসা পারণে ।
 প্রহ্লাদে করিলে জ্ঞান যজ্ঞের আশ্রনে ॥
 অনাথের নাথ হরি ভক্তত বচ্ছল ।
 ছরস্ত দেবীর দাস বাঘ কামদল ॥
 জননীরে দিলে প্রাণ জৌষর অনলে ।
 স্বধর্ম্মার জীবন রাখিলে তপ্ত তৈলে ॥

এত বলি সেন রাজা গোবিন্দ ধোয়ান ।
 হহুয়ানে ডাকিয়া কহেন ভগবান ॥
 বাঘ যুদ্ধে সেনরাজা হয়েছ ফাঁপর ।
 ফলা-ঢাকা পড়ে আছে বনের ভিতর ॥
 কাঁট যাহ গা তুলিয়া বীর হহুমান ।
 তুমি গিয়া লাউসেনে কর পরিজ্ঞান ॥
 পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পবননন্দন ।
 পবনগমনে বীর করিল গমন ॥
 শ্বেত মাছি হয়ে বসে সেনের কর্ণমূলে ।
 উপদেশ হহুমান কহে কানে কানে ॥
 আমি হহুমান তোরে পরিচয় দি ।
 আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি ॥
 আমি আশ্রবনে রামের দেখে এলাম সীতা ।
 স্ত্রীবেবর সঙ্গে রামের কর্যা দিলাম মিতা ॥
 আমি সিদ্ধ বাজিলাম গাছ পাথর দিয়ে ।
 বিভীষণকে ভুলাইলাম নানা কথা কয়ে ॥
 বাঘ কামদলে আছে পার্শ্বতীর বর ।
 কাছাড়িয়া মার ওরে যাক্ স্বঘর ॥
 লাউসেন হহুয়ানে এত কথা হয় ।
 ঢালের উপরে বাঘ কান পেতে রয় ॥
 একজন আছিল ছলনধূকন হইল ।
 নিশ্চয় প্রমাই বুঝি ফুরাইয়ে এস ॥
 এই যুক্তি মনে করে বাঘ কামদল ।
 ঢাল ঠেলে উঠিল ময়নার বীরবল ॥
 তর্জনে গর্জনে বাঘা আসে মহাতেজে ।
 লাফ দিয়া লাউসেন ধরিল তার লেজে ॥
 লেজে ধরে শৃঙ্গেতে ঘুরায় তপোধন ।
 রক্ষ ভগবান বলে ডাকে যেন ঘন ॥
 শৃঙ্গের উপরে রাজা ঘন দেই পাক ।
 চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের ঢাক ॥
 রাম রাম ঘন ডাকে ময়নার ঠাকুর ।
 হরি যেন গোষ্ঠ মাঝে বধে বৎসাহর ॥
 রেইটি পাথরে রাজা মারিল আছাড় ।
 মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হৈল হাড় ॥

বাঘ কামদল যদি তেজিল জীবন ।
 মুক্ত হএ চলে গেল ইন্দের ভুবন ॥
 ময়ূ বাঘ ভূমে পড়ে ধলায় লোটায় ।
 ভায়ের উদ্দেশে রাজা লাউসেন যায় ॥
 কর্পূর কর্পূর বলে ডাকে যনে যনে ।
 তা শুনিয়া কর্পূর ভাবিছে মনে মনে ॥
 ছল কর্যা বুঝি যক্ষ ফিরিছে মায়ায় ।
 দাদারে সংহার কর্যা আইল এথায় ॥
 এইরূপে কর্পূর যুক্তি কর্যা মনে ।
 কর্পূর মিশাল হৈল কদম্বের সনে ॥
 কদম্বতলায় গেল ময়নার ঈশ্বর ।
 না দেখে অজুজে রাজা হইল কাঁফর ॥
 ঢাল খাড়া পাগড়ি বসন পড়ে আছে ।
 সকল আছে এইখানে ভাই নাঞি গাছে ॥
 এইখানে কর্পূর ভাই এখনি আছিল ।
 হারে কর্পূর ভাই মোর কোন্ দেশে গেল ॥
 দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ অজুজ কর্পূর ।
 নয় আমি প্রাণ তেজি খাইয়া মাহুর ॥
 হাহারে কর্পূর ভাই বালাই লয়ে যাই ।
 কোথা গেলে পাব রে কর্পূর ছোট ভাই ॥
 কর্পূর বলেন তোমার কোন্ দেশে ঘর ।
 কি নাম তোমার কহ শুনি অন্তঃপর ॥
 সেন বলে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে যদি ।
 জানিবে আমার মাতা রাণী রঞ্জাবতী ॥
 কর্পূর বলেন তবে দাদা এলে ভাই ।
 কান্ধে করে লও দাদা তবে নেবে যাই ॥
 সেন বলে এস ভাই তবে কান্ধে করি ।
 অর্জুনের রথে যেন চকুভূজ হরি ॥
 কর্পূর বলেন দাদা এত বিলম্বন ।
 কহ দেখি বাঘটাকে দেখিলে কেমন ॥
 সেন বলে ঐ বনে মারিয়াছি বাঘ ।
 হের দেখে তার কাছে উড়িছে সব কাগ ॥
 লাউসেন কর্পূর দোহে করিল গমন ।
 বাঘের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥

দক্ষিণে বাতাসে শার্দূলের কান উড়ে ।
 তা দেখিয়ে কর্পূর কাছাড় খেয়ে পড়ে ॥
 কান্দে বালা কর্পূর মাথা করে হেট ।
 দাদা বুঝি পলাইবে মোরে দিয়া ভেট ॥
 এত শুনি লাউসেন সরস বয়ান ।
 লাক দিয়া ধরিল বাঘের ছই কান ॥
 তা দেখিয়া কর্পূর বালার লাজে বড় রাগ ।
 কিল মেরে বলে দাদা আমি মারি বাঘ ॥
 এতক্ষণ বৈচে ছিল বাঘ কামদল ।
 আমার কিলেতে বাঘ গেল যমঘর ॥
 সেন বলে তোমার বালাই লয়ে মরি ।
 কত দুঃখ পাইলে ভাই এস কান্ধে করি ॥
 ভায়ের হাত হইতে লইল খড়্গাখান ।
 খড়্গ দিয়া বাঘের কাটিল নাক কান ॥
 ফলায় নিসান বান্ধে নখ লেজ কান ।
 বাঘ বধি ছই ভাই গৌড়পথে যান ॥
 ঘুচাল পথের শব্দা বধিয়া শার্দূল ।
 অতিশ্রমে লাউসেন হইলা আকুল ॥
 বাঘযুক্ত পরিশ্রম চলে যেতে নারি ।
 তারাদীঘীর জল ভাই আন এক ঝারি ॥
 কর্পূর বলেন দাদা তাহা আমি নারি ।
 ভাই হয়ে নফরের মত বই ঝারি ॥
 বাঘ মরিল দাদা গো বাঘিনী আছে বনে ।
 আমাকে পাঠায়ে জীবে এই তোমার মনে ॥
 সেন বলে এমন কথা কেন কহ তুমি ।
 তোমারি বদনে ভাই শুনিয়াছি আমি ॥
 একমাত্র আছিল হরম্ব কামদল ।
 তাহারে বধিছ সে ত গেল যমঘর ॥
 আমার বচন ভাই কর অবধান ।
 জল আনি কর্পূর ভাই রাখহ পরাণ ॥
 এত শুনি ঝারি হাতে করিল গমন ।
 তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥
 অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাস্তমঙ্গল ॥

ছম ছম চাহনি চরণ নাঞি চলে ।
 বগ যদি উড়ে যায় তারে বাঘ বলে ॥
 তক্লত! ফুলেছে অনেক উল্কেশে ।
 শেওড়া ঝোঁপ দেখ্যা বলে ঐ বাঘ বসে ।
 ঢেউয়ে উলটিয়ে পড়ে উগলের পাতা ।
 কর্পূর ভাবিছে সব নাগ তুলেছে মাথা ॥
 দেখিল দীঘীর জল পাতি সতীদহ ।
 কর্পূর ভাবিল পারা এই কালিদহ ॥
 এইখানে হরি বসি চরাল বাছুর ।
 এইখানে বধ মেনে হইল বৎসাসুর ॥
 যত কিছু শুনিছি দেখিছ জগমাঝে ।
 সত্য বটে এই কথা ভারতে লেখা আছে ॥
 ঢেউয়েতে কমল ভাসে মৃণালের দল ।
 কর্পূর ভাবিল সব সাপের গরল ॥
 এত ভাবি ঝারি হাতে না লইল জল ।
 উত্তর ঘাটেতে গেল চরণ চপল ॥
 জল ভরে কর্পূর জলের উঠে সাড়া ।
 হেনকালে দুটা মাছ আইল গাঙ্গাধাড়া ॥
 সাপ সাপ বলে কর্পূর পাড়ে গিয়ে উঠে ।
 ফেলে দিল সোনার ঝারি তারাদীঘীর ঘাটে ॥
 ঝারি ফেলি কর্পূর ডাকিছে পরিত্রাই ।
 বাঘে খেলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই ॥
 হেথা বাঘবৃদ্ধে শ্রীশ্র ময়নার তপোধন ।
 সিজ গাছতলায় রাজা করিল শয়ন ॥
 লাউসেন নিদ্রা যায় মনসাতলায় ।
 রবির কিরণ চাঁদবদনে নিশায় ॥
 বিষহরি ঠাকুরাণীর দয়া হল মনে ।
 আদ্যাস করেন দেবী যত দেবগণে ॥
 আদেশ করিল দেবী হাণ্ডাপাতুরে ।
 লাউসেনের কপালে দু নাগ ফণা ধরে ॥
 কর্পূরে দেখিয়া নাগ লুকাইল বনে ।
 কাঁদে বালা কর্পূর কাছাড় সেইখানে ॥
 দাদা দাদা বলে কাঁদে কর্পূর পাতর ।
 যজ্ঞ পড়ি তাগা বাঁধে কপাল উপর ॥

তিন বার অনাদ্যচরণে করে গড় ।
 উঠ বল্যা হেনে দিল চিয়ানচাপড় ॥
 চাপড় খাইয়া সেন ডাকে পরিত্রাই ।
 কর্পূরে বলেন কোথা জল আন ভাই ॥
 কর্পূর বলেন দাদা কোথা পাব জল ।
 তারাদীঘীর জল সব সাপের গরল ॥
 যেই সাপ দেখে এলাম তারাদীঘীর জলে ।
 সেই সাপ খাইয়াছিল তোমার কপালে ॥
 কাল সাপের বিষে ভাই মরেছিলে তুমি ।
 ভাগ্যবলে গোটা চারি ময় জানি আমি ॥
 সেন বলে জীয়ে থাক কর্পূর পাতর ।
 তোমার ভরসা মনে রাখি নিরন্তর ॥
 আমি বলি কল্যাণ কুশলে থাক ভাই ।
 যাকু মেনে সোনার ঝারি লইয়া বালাই ॥
 এত বলি দুটি ভাই করিল গমন ।
 আশু যায় কর্পূর পশ্চাতে তপোধন ॥
 পাহাড়ে উঠিয়া কর্পূর করে বীরদাপ ।
 হাত বাড়াইয়া দেখায় ঐ কালসাপ ॥
 কর্পূর বলেন ওই নাগ তুলেছে মাথা ।
 সেন বলে না ভাই কপালের পাতা ॥
 কর্পূর বলেন জল বহুই গুস্তীর ।
 নেব নাঞি দাদা জলে আছেয়ে কুস্তীর ॥
 না মানে নিবেধ রাজা করে স্নানদান ।
 অর্ঘ্যদানে পুজেন ঠাকুর ভগবান ॥
 লাউসেন জপ করে ভাবে বহুবীর ।
 আচম্বিতে মেনের পায়ে ধরিল কুস্তীর ॥
 দাক্ষণ কুস্তীর জলে মারে আউফাল ।
 টেনে লয়ে লাউসেনে নামায় পাতাল ॥
 কুমারের চাকপারা ঘুরে বলে জল ।
 টেনে লয়ে লাউসেনে নামাল রসাতল ॥
 কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ হল সারাদিন ।
 কাদা পারা জল হল মুড়াইল মীন ॥
 ইপালে মরিল যত লরে ছিল মাছ ।
 কুস্তীর ভাসিল যেন খাজুরের গাছ ॥

কখন কুন্তীর ভাসে খেনে সেন উঠে ।
 সেন যেন সোনার কমল জলে ফুটে ॥
 কুন্তীরে কুন্তরে যুদ্ধ হইল যেমন ।
 লাউসেন স্মরণ করে গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥
 করীরে কাতরে কৃষ্ণ করিলেন পার ।
 বিপত্তো পড়িয়ে সেন ভাবে করতার ॥
 পাহাড়ে পড়িয়া কঁাদে কর্পূর পাতর ।
 আইর বালক যেন কৃষ্ণের দোদর ॥
 অঙ্গুর সঙ্গে যবে হরির সংগ্রাম ।
 সামাল সামাল হরি ডাকে বলরাম ॥

কর্পূর বলেন দাদা উঠ বীরদাপে ।
 উঠ না আরায় কুন্তীরাকে কক্ষে চেপে ॥
 হৃৎকারে উঠে সেন কুন্তীর লইয়া ।
 ভূঞেতে মারিল আছাড় মাথায় ঘুরায়া ॥
 হেত্য়ার তুলিয়া তুণ্ডে মারে এক চোট ।
 পড়িল কুমীরের মাথা ভূমে যায় লোট ॥
 দন্ত উপাড়িয়া চালে বাঁধিল নিশান ।
 এইখানে বাঘবধ পালা অবসান ॥
 এইখানে বাঘবদ পালা হল সায়া ।
 রামদাস গাইল যে গাওয়াল কালুরায় ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নামক ধর্মপুরাণে বাঘবধ নামে একাদশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বাদশ কাণ্ড

জামতি পালা

তারাদীঘীর ঘাটে রাজা বধিল কুন্তীর ।
 গোউড় করিল যাত্রা লাউসেন বীর ॥
 ঘাটে বসে দুই ভাই করি জলপান ।
 কর্পূর বলেন দাদা বেলা অবসান ॥
 গা তোল কোমর বাঁধ লাউসেন ভাই ।
 বেলুনাকি আকাশে গোউড় যেতে চাই ॥
 এত বলি গা তুলে দুই ভাই দড়বড়ি ।
 পরিল পাটের জড়া মাথায় পাগড়ি ॥
 বাঙ্কিল পটুকা তায় রাখানাম লেখা ।
 তিনবার সঙরিল সেন অর্জুনের সখা ॥
 কর্পূর সাজিল যেন পুণ্ড্রিমার শশী ।
 লাউসেন রবি আগে প্রতাপ প্রকাশি ॥
 আগে আগে যান সেন পশ্চাতে কর্পূর ।
 রাঘবের সঙ্গে যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥
 পাছু পাছু কর্পূর বালা ধাই দিয়ে যান ।
 বামি হাতে জলের ঝারি পিছে ফলাধান ॥

এস ভাই কর্পূর এস রে কাছে কাছে ।
 মহীমণিশিখরে মিশাল হও পাছে ॥
 প্রকাশ রজনীমুখ নাহি পাই আশা ।
 আগে ওই গ্রামে চল করি গিয়া বাসা ॥
 বড় বড় গাছ দেখি গুবাক নারিকেল ।
 কোন্ গ্রাম দেখ্যা যাও আগু হএ বল ॥
 এত শুনে কর্পূর বালা লাফ দিয়ে উঠে ।
 বদনে ভারতী ঘেন খইগুলা ফুটে ॥
 ওই রাজ্য দেখা যায় জামতি নগর ।
 ষোল শত বারুই ও দেশে করে ঘর ॥
 দান ধান পুণ্য কর্ম করে কদাচিত ।
 মেয়েরা মালিক, সদা কৌতুক নাটগীত ॥
 দেশে নাই পুরুষ বিদেশে সর্ব নর ।
 কেহ পক্ষ কেহ সপ্ত দ্বাদশ বৎসর ॥
 জামতির জায়া নয় হে পুরুষের বশ ।
 যার তার সনে কথা মনের হরষ ॥

সর্বকাল স্বতন্তর বাকুইদের মেয়ে ।
 যথায় পুরুষ শুনে তথা যায় ধৈর্যে ॥
 পলাইয়া যাই চল এই পথ ছাড়ি ।
 বাকুইদের বউ পাছে করে ভাড়াভাড়ি ॥
 তোমার রূপ দেখে দাদা তুলে রবে গনে ।
 চাঁপা ফুল বলে তোমায় রাধিবে লোটনে ॥
 হৃদের মাঝে তুলে থুবে কাঁপিয়ে কাঁচুলি ।
 তারা হবে পদ্মফুল তুমি হবে অলি ॥
 দেখিতে নারিব দাদা তোমার অবস্থা ।
 কেন বা জামতি যাবে খেয়ে আমার মাথা ॥
 তোমাকে রাধিবে দাদা দেখে রূপবান ।
 মোর প্রাণ যাবে ভাই নিতুই ভেনে ধান ॥
 সেন বলে এস ভাই আন কথা নাই ।
 মনে মনে জপ ধর্ম অনাক্ত গোসাঞি ॥
 ধর্ম্মেতে থাকিলে মতি কারে আছে ভয় ।
 ধর্ম্মবলে জয়ী হল কুস্তীর তনয় ॥
 যুবতির বোলেতে আমারে করে কি ।
 ভ্রুলাতে নারেছে চণ্ডী হেমন্তের কি ॥
 কর্পূর বলেন দাদা সে নয় তেমন ।
 সহজে অবলা জামতি বড়ই চেমন ॥
 সেন বলে অবশ্য জামতি দেখে যাব ।
 মহারাজা জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥
 মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা ।
 জামতির মেয়ের ভয়ে পালাল ভাগিনা ॥
 অতএব জামতি দেখে যেতে চাই ভাই ।
 মনঃকথা নাও রে কর্পূর ছোট ভাই ॥
 গদাধর ভূপতি দেখিব দরবারে ।
 বড় পুণ্য হবে ভাই দেখিলে ভাহারে ॥
 এত বলি ছুটি ভাই করিল গমন ।
 জামতির দক্ষিণে দিলেন দয়শন ॥
 জামতির দক্ষিণে যমুনা সরোবর ।
 চারি পাড় উচ্চ তার পর্বত সোশর ॥
 কামিলা রচিল ঘাট বিচিত্র নির্মাণ ।
 সাজায়েছে পরিপাটি রংগেটি পাখাণ ॥

মন্দ বয় পবন উথলে চেউ উঠে ।
 কদম্ব বকুল বৃক্ষ আছে চারি ঘাটে ॥
 কত ফুটে কদম্ব বকুল বার মাস ।
 মধু মাসে গায় গীত অলির উল্লাস ॥
 কোকিল উগারে গীত কাল কুটী তায় ।
 ডালে বসে জ্বরী জ্বর গীত গায় ॥
 ধাতুকা ধাতুকী ডাকে বহু কাল মক্ষী ।
 বরষা সম্মুখে ডাকে জলচর পক্ষী ॥
 কদম্ব তলায় দৌহে দিল দরশন ।
 তবে কিছু কর্পূর করেন নিবেদন ॥
 কর্পূর বলেন দাদা আর কোথা যাব ।
 পরিপাটি ঠাঞি দেখে এইখানে রহিব ॥
 সমীরণ সমান দেখহ এই স্থল ।
 গজাজল সমান যমুনাদীঘীর জল ॥
 অতঃপর সেন ভাই বৈস এই ঠাঞি ।
 পুরবাসী পরের বাড়ীতে কাজ নাঞি ॥
 আগে বসে কর্পূর কাছেতে টেসে ফলা ।
 রূপের পাবকে যেন জামুতি হৈল আলা ॥
 তরুতলে ছুটি ভাই করিল মোকাম ।
 প্রমাণ করিতে পারি কৃষ্ণ বলরাম ॥
 পশুপক্ষী রহিল বদন পানে চেয়ে ।
 জল ভরিতে আইল নব বাকুইদের মেয়ে ॥
 লজ্জানীলা কুলবতী পরম রূপসী ।
 কামকান্তা কাঁখে কিবা কনককলসী ॥
 লোচনী ললিতা লতা আর মুগ্ধদরী ।
 তারার কাঁখে শোভা করে রজতগাগরী ॥
 হরিপ্রিয়া হৈমবতী কলসী লগ্নে যায় ।
 তার যেন বচন কোকিলে গীত গায় ॥
 মেঘমালা সঙ্গে আইল অমলা বিমলা ।
 প্রধানা নয়ানী আইল নব শশিকলা ॥
 কল্পিণী রোহিণী রতি সতী সত্যভামা ।
 পার্কতী তুলসী নারী আর তিলোত্তমা ॥
 হুভদ্রা হুশীলা শীলা বাণের তনয়া ।
 চিত্রবতী অরুন্ধতী আইল বিজয়া ॥

আইলা ইজের নারী সাধিকা রাধিকা ।
 প্রকৃত বদনে যার সোহাগে কলিকা ॥
 মবুলগমনী আইল কুরদনয়ানী ।
 যমুনাদীঘীর ঘাটে আইল সব ধনী ॥
 কাথের কলসী সব পাথরে রাধিয়া ।
 কেহ শব্দ সোনা মাজে উষ্ম হাসিয়া ॥
 কেহ রঞ্জে অন্ধ-ভঞ্জে হেসে লুট যান ।
 পুতুরঘাটে বিশেষ বড় মেয়েদের নাপান ॥
 কেহ কারো টেনে ফেলে বুকের অঘর ।
 কেহ কারে জল ছিঁচে হরিষ অস্তর ॥
 হাসিতে খেলিতে সবে চতুর্দিকে চার ।
 লাউসেন কর্পুরে দেখে কদম্বতলায় ॥
 লাউসেনের রূপ দেখে হৈল অচেতন ।
 কৃষ্ণেতে মজিল যেন গোপিকার মন ॥
 উর্জীর মন যেন মজিল অর্জুনে ।
 সঙ্কেতে পুড়িছে প্রাণ রাধিব কেমনে ॥
 স্বপ্নের শাণ্ডী কেটে দিব উহার পায় ।
 গড়াইয়া যাব গো নাগর যথা যায় ॥
 আপনার পতিনিষ্ঠা করে যত ধনী ।
 মন দিয়ে শুন তার অঙ্গ কাহিনী ॥
 অনাচপদারবিন্দ ভরস কবল ।
 রামদাস গান গীত অনাচমঙ্গল ॥

এক যুবতি বলে সই কি কহিব তোরে ।
 টাকা পেয়ে আমার বাপ দিল বুড়া বরে ॥
 আর যুবতি বলে সই আমার ভাতার বুড়ো ।
 ঘটকালি কর্যা গেছে নির্কণ্ঠে খুড়ো ॥
 পাটশাক পুকের খাড়া রাধি বেই দিনে ।
 খেতে নারেন বুড়া কান্ড বসে কানেন কোণে ॥
 সাধ করে বুড়া হাত নাহি দেই গায় ।
 পাকা কাঁঠাল কোলে যেন জঘ কী ঘুমায় ॥
 আর যুবতি বলে মিন্সের পিঠে বোরাল-কুঁজ ।
 কানের কাছে মোয়ের বাসা সদাই পড়ে পূজ ॥

আর যুবতি বলে সই গোলা মোর পতি ।
 গোদের সেবা করে মোর গেছে সারা রাত্তি ॥
 তাকে চেয়ে হৈল মোর নিদ্রাশ্রয় শেল ।
 একা গোদে গেছে মোর হৃৎগতার তেল ॥
 দাদি আর স্নাত্তি সে বড়ই অজ্ঞান ।
 কুকুন্দে ভাতার যার অভাগা কপাল ॥
 আর যুবতি বলে সই আমার ভাতার কালা ।
 কালার সনে ঘর করে গো সদাই বাড়ে জালা ॥
 দিনের বেলা যখন তখন ঠারে ঠারে কই ।
 রেতের বেলা বড় দুঃখ পুড়ে মরি সই ॥
 সাধ করে কালা পতি রাধি মেনে কোলে ।
 কোলে থেকে সকল ঘর হাতাড়িয়ে বুলে ॥
 মেঘমালা সখী বলে শুন সাক্ষাতিনী ।
 তোমা সভা হৈতে বড় আমি অভাগিনী ॥
 মা বাপ কখন বিভা দিল শিশুকালে ।
 বেপারে গেলেন পতি ডুবে মৈল জলে ॥
 নিদ্রাশ্রয় পোড়া প্রাণ কান্দে তার শোকে ।
 রাত্তি হৈলে পড়ে থাকি ছুটি হাত বুকে ॥
 আর সখী বলে সই কি কহিব তোকে ।
 এইরূপে অর্ধেক যৌবন গেল মিছা পাকে ॥
 পাট পড়মীর ঘর সই না বেকুই দিবসে ।
 খাটো ভাতার ঢেঁকা মাগ দেখে লোকে হাসে ॥
 আপনার পতিনিষ্ঠা করে সব ধনী ।
 হেন কালে হেসে হেসে বলিছে নয়ানী ॥
 শিবরাম বাকুরের বউ নয়ানী নাম ধরে ।
 বলিতে লাগিল সেই স্বজাতির তরে ॥
 ঘর চল সই গো নিবর্ত কর মন ।
 কুলীনের বউ মোরা এ কথা কেমন ॥
 পরের রূপ দেখে তোমরা পড়ে গেলে ভোলে ।
 বাস নাই গন্ধ নাঞি শিশুলের ফুলে ॥
 সাধ করে পরি যেন শিশুলের ফুল ।
 ভেয়তি জানিবে পরপুরুষের ফুল ॥
 এত বলি জল লয়ে সতে গেল ধরে ।
 নয়ানী চলিয়া গেল আপনার পুরে ॥

নয়ানী বলেন হ্যাঁদে শুন ঠাকুরাণি ।
 সেক্ষের কলনীতে শুক্ নাই কিছু পানি ॥
 নিশাতে আইলে ঘরে গালি দিবে মোরে ।
 কোলের বালকে রাখ আমি বাই জলে ॥
 এত বলি বালক মাগী শাওড়ীকে দিয়া ।
 আপনায় ঘরে আইসে বেশের লাগিয়া ॥
 বার মাসে তের ফুল চৈত্রে ছুটে ভাঁটি ।
 একে একে এলাইল গের্ভার যত গাঁটি ॥
 হাতে করি নিল মাগী রসের দর্শণ ।
 সুখ নেহালিয়া দেখে বজ্রিশ দশন ॥
 বজ্রিশ দশনে তার পড়েছে বিজলি ।
 বসন্তের ফুলে যেন মধু পিয়ে অলি ॥
 স্রবণের চিকণি দিয়া আঁচড়িল কেশ ।
 পরিপাটি কুণ্ডল করিল নানা বেশ ॥
 পরশমণি খোঁপাখানি মউরপেকম ছাঁদে ।
 রন্ধের বেলা রন্ধে কড়ি পড়ে মদন কাঁদে ॥
 বেড়িল মলিকামালা গন্ধরাজ চাঁপা ।
 বিচিহ্ন খোঁপার মাঝে হীরা হেমকাঁপা ॥
 রূপের আবক দিতে জিকুবনে নাকি ।
 নাকচোনা নাকে নত মেয়ের বড়াই ॥
 নাকে পরে নাকচোনা ছকানে কাটা কড়ি ।
 গোরা গায় চাঁপার মালা বাই বলিহারি ॥
 নয়নে কঙ্কল লইল কপালে সিন্দূর ।
 ছটা দেখে স্রবণের কিরণ যায় দূর ॥
 সিন্দূরের বেড়ি দিল চন্দনের রেখা ।
 প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সখা ॥
 কাজলের বিন্দুকা দিল তার কোলে ।
 নব জলধর যেন বিকৃত হতলে ॥
 সিন্দূরে মাজিয়া পরে অষ্ট অলঙ্কার ।
 তাড়বালা বাকুবন্দ মূল্য নাকি যার ॥
 পাভলি বউমি বালা দোহতি তেহতি ।
 রসকাঠি সহিত পরিল মণিপাতি ॥
 অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি ।
 বাছিয়া পরিল মাগী অগুরু কাঁচলি ॥

নানা চিত্র আছে তার অপূর্ব লিখন ।
 শোভা করে দক্ষিণে কানন বৃন্দাবন ॥
 লতার বেষ্টিত পাতা তার নানা ফুল ।
 কৃষ্ণবর্ণ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে অলিফুল ॥
 রাসলীলা গোষ্ঠলীলা বসনহরণ ।
 তার কাছে লেখা আছে যত পক্ষিগণ ॥
 লক্ষের কাঁচলি মাগী আরোপিল গায় ।
 রূপের সৌরভে কত অলিগণ যায় ॥
 খাসা শুয়া লৈল মাগী আর পাকা পান ।
 রাখা যেন গোবিন্দেয়ে ভেটিবারে যান ॥
 ঘরে হতে নয়ানী বাহিরে দিল পা ।
 কোলের বালক ডাকে কোথা যাও মা ॥
 তা শুনিয়া বাকুই ঠেঁটা হইল ক্রোধপানা ।
 ক্রোধ করি বালকের গালে মারে ঠোনা ॥
 ফিরে ঘরে যা রে বেটা ফিরে ঘরে যা ।
 ঘরে যারে ছুট ছেলে বাপের মাথা খা ॥
 ছুঙ্কের বালক যদি ফিরে নাকি যায় ।
 গোটা চারি ঠোনা মেয়ে কোলে নিল তার ॥
 চরণে চরণে যায় রতিনাথ সখা ।
 রাম সন্তাষিতে যেন বাঁধে স্রবণখা ॥
 লাউসেন কর্পূর যায় খোঁড়ি সহরে ।
 ডাড়াইল নয়ানী গিয়ে অষ্ট করিবরে ॥
 অনাস্তপদারবিল ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাদিমঙ্গল ॥

বোল চাল নাকি মাগী হেসে দুচুইয়েল ।
 স্রবণপ্রতিমা যেন লম্বুখে দাঁড়াল ॥
 পদ্মফুল তুলিতে করী পসারিল বাছ ।
 পূর্ণিমার চাঁদ যেন পরাসিল রাছ ॥
 কর্পূর বলেন ওরে লাউসেন ভেয়ে ।
 পথ আগলিল ঐ বাকুইদের মেয়ে ॥
 পঞ্চমীর চাঁদে পড়ে টস টস মউ ।
 হেসে হেসে কথা কয় বাকুইদের বউ ॥

কোন দেশে ঘর হে তোমার নাম কি ।
 তোমাদের জননী তেঁহ কোন রাজার কি ॥
 এত শুনি সেনরাজা হেঁটমাথে কয় ।
 কী কাজ তোমার সনে দিব পরিচয় ॥
 পথে বনে কথা নাঞ্চি যুবতির সনে ।
 অর্জুন হয়েছে নষ্ট শুনেছি পুরাণে ॥
 এত শুনি নয়ানী ত হেসে হেসে কয় ।
 ছুঃখী হয় দিতে কেবা নিজ পরিচয় ॥
 পরিচয় দিতে কেন হেঁট কর মাথা ।
 বাপের নির্ণয় নাঞ্চি নাম জানিবে কোথা ॥
 কর্পুর বলেন শুন লাউসেন ভেয়ে ।
 জারজাতা বলে ওই বাকুইদের মেয়ে ॥
 পরিচয় করে চল থেকে কাজ নাই ।
 বাড়িল অনর্থ এই আমি দেখতে পাই ॥
 এত শুনি সেনরাজা পরিচয় দেন ।
 নিবাস ময়না মোর পিতা কর্ণসেন ॥
 পিতামহ কনকসেন ভুবনে খেয়াতি ।
 মাতা মোর মহারাধা রাণী রজাবতী ॥
 এত শুনি নয়ানীর চক্ষেতে ভাসে লো ।
 তোমার বাপ আমার যথেষ্ট বোনপো ॥
 তোমার বাপ যখন ৫ গউড়দরবারে ।
 মাসী বলে দিন চারি ॥ কিত মোর ঘরে ॥
 সেই সন্ধ্যাক্ষেতে রাজা তুমি মোর নাতি ।
 আজি চল বাসা লভে আমার বশতি ॥
 ঐ যে বড় বড় দেখ আনাদের ঘর ।
 ঘরের প্রধান জুই সদাই স্বতন্ত্র ॥
 স্বতন্ত্র শাওড়ী আমার আজাকারী ।
 নিম্ন পতি ঘরে নাঞ্চি ঢাকার বেপারি ॥
 চল রায় আমার বাড়ীকে চল তুমি ।
 দাসী হয়ে চরণ সেবির আজি আমি ॥
 উপকারী লোক আমি করি উপকার ।
 কারো সনে কপট রাজা নাহিক আমার ॥
 তোমাকে দেখিয়া দয়া হইল আমার ।
 ননে করি লজ্জা রাজা যাইব তোমার ॥

চল বনে ছুজনে করিব স্থখে ঘর ।
 তোমার ছোট ভাই হে মোর সাথের দেওর ॥
 কর্পুর সহিত আমি দিব গুয়া পান ।
 আজি হইতে তোমায় আশ্রয় একই পরাণ ॥
 ভাল খাওয়াইব রাজা ভাল পরাইব ।
 খাব নাঞ্চি বলিলে বদনে তুলে দিব ॥
 এত শুনি সেনরাজা কর্ণে দিল হাত ।
 তিনবার সোঁতরণ করিল রাখানাথ ॥
 পরমা স্তম্ভরী তুমি আমি কোন্ হার ।
 ভাল দেখি ভজ গিয়ে রাজার কুমার ॥
 বিধি মোরে বঞ্চিত করেছে পাণরসে ।
 বাসি হলে কমল ভরম নাহি বসে ॥
 কাকনপাবককচি রূপের তুলনা ।
 রাজের সনে মিশাল করিতে চাও সোনা ॥
 ধর্ম ছেড়ে কর কেনে অধর্ম্মেতে মন ।
 ধর্ম্মবলে সাবিত্রী পায় পতির জীবন ॥
 ঘর যাও সতি কষ্টে নিবর্ত্ত কর মন ।
 কুলীনের বউ তুমি এ কথা কেমন ॥
 কুলের গৌরব রাখ ছাড় ঠাঁট ছলা ।
 তোমার বয়স একুশ আমি নববালা ॥
 নয়ানী বলিছে রাজা আর কোথা যাব ।
 তোমা বিনে এক ডগ আমি নাঞ্চি জীব ॥
 এস দেখি ছুজনে ঝাঁড়াব এক ঠাঞি ।
 আমি রাখা তুমি বেন নাগর কানাই ॥
 দলিত অঙ্গন করি পরিব নয়নে ।
 হার বলি হিয়া মাঝে থুইব যতনে ॥
 লুকারে রাখিব তোমায় কাঁপিয়া কাঁচুলি ।
 আমি হব পদ্মকুল তুমি হবে অলি ॥
 তবে যদি এ দেশে কুটুম্ব ধরে চল ।
 এ দেশ ছাড়িয়া তবে অন্ত দেশে চল ॥
 প্রাণ গেলে তোমায় আমি ছেড়ে নাঞ্চি দিব ।
 তোমা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব ॥
 এত শুনি সেনরাজা বিষম বচন ।
 কর্পুর চাহিয়া কিছু বলেন বচন ॥

অনাদ-মঙ্গল

কপূর বলেন মাগি তিন ছেলের মা ।
লুকায়েছে বরেন্দ্রে বসনে ঢেকে পা ॥
সেন বলে ও আমার রজাবতী মাও ।
নিবেদিলাম আপন বাঁকীতে চলে যাও ॥
তা শুনিয়ে নয়ানী হইল হেঁটমাথা ।
পঞ্চমীর চাঁদে যেন হইল মলিনতা ॥
মাগী বলে এখন উপায় করি কি ।
ছেলে মেরে বৈদেশীকে বাদ তুলে দি ॥
পুত্র যাকু মরিয়া ভাতার গেছে বনে ।
বৈদেশী নাগর আজি দেখিব নয়নে ॥
ছুঙ্কের বালক বলে দয়া নাই অন্তরে ।
কক্ষে ছিল বালক ধরিল ছুটি করে ॥
ছুঙ্কের বালক বলে দয়া নাঞি মনে ।
পায়ে ধরে কাছাড় মারিল মাঝ গনে ॥
আরবার শিশুর গলায় দিল পা ।
মরে গেল শিশু তবু ডাকে মা মা মা ॥
বালক মারিয়া মাগী ফেলিলেক দায় ।
মিথ্যাবাদ তুলি দিল বৈদেশীর গায় ॥
অনাভপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
রামদাস গান গীত অনাভমঙ্গল ॥

যাও রে জামতির লোক বৈদেশী বল করে ।
পথে তাকা দিল মোর স্নেহের উপরে ॥
পথে বল করিয়া আমার জাত খায় ।
এত বলি বাকুই ঠেঁটা উত্তরড়ে খায় ॥
জামতি নগরে মাগী গেল খাণ্ডাখাই ।
বস্তুর শাওড়ী ডাকে আর বাপ ভাই ॥
জামতি ভাঙ্কিয়ে পড়ে সেনের উপর ।
পবন বেগেতে খায় না দেখে অধর ॥
কত দূরে কপূর বিপদ দেখে গনে ।
তরাসে আছাড় খেয়ে পড়ে মধ্য গনে ॥
কপূর কাছাড় খেয়ে পড়ে ।
তরাসে লুকাই গিয়া শেওড়াগাছের ঝোড়ে ॥

শেওড়াঝোড়ে লুকাইয়ে রহিল কপূর ।
এইবার দাদাকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর ॥
ধর ধর বলিয়া চারি দিক এল বেড়ে ।
চড় মেরে কাণের স্তবর্ণ নিল কেড়ে ॥
গরুড়মণি কেড়ে নিল আর কণ্ঠমালা ।
রতনহার কেড়ে নিল বাজুবন্দ বালা ॥
আনিয়ে নায়ের কাছি বাঁধে পেঁচমোড়া ।
ঠেকা মেরে কেলে বন্দুকের মেরে হুড়া ॥
জামতির রাজা হয় বাকুই গদাধর ।
লাউসেনে বেঁধে লয় তার বরাবর ॥
সেই বড় ভণ্ড রাজা না করে বিচার ।
বন্দীখানা দিতে বলে বৈদেশী কুমার ॥
তরুণী পশ্চিমে গত হইল সন্ধ্যাকাল ।
বিচারের কাল নয় খাজনার জঞ্জাল ॥
আজি তাকে বন্দী করে রাখ কারাগারে ।
প্রভাতে করিব বিচার হলে দরবারে ॥
রাজার হুকুম পেয়ে কোটালিয়াগণে ।
লাউসেনে বেঁধে ফেলে বজ্রিশ বাঁধনে ॥
হাতে দিল হাতকড়ি চরণে নিগড় ।
বুকেতে চাপাল শিলি অতিশয় বড় ॥
ডানি পাশ নাড়িতে গতে মাংস কাটে ।
বামপাশ নাড়িতে শিলি শেল খুটে ॥
চুলকলা টেনে বাকুই গলে তোকদড়ি ।
গোবিন্দ দিয়ান কল কারাগারে পড়ি ॥
মনে ভাবে ন্যূনতম কপোলে দিয়ে হাত ।
বঁধু বাঁধা হইল কেমনে খাণ্ডাখাত ॥
পুত্র পুত্র মিয়াধামে ভাতার মনে ।
বৈদেশী নাগর মোর রহিল বন্ধনে ॥
আঁচলে ঝাঁপিয়া নিল গজাঙ্গল নাড়ু ।
পদ্মচিনি হুইল আর পুরটের গাড়ু ॥
লাউসেন রাজা যথা কারাগার ভিতরে ।
কুঞ্জরগমনে মাগী যায় ধীরে ধীরে ॥
সকল কথ্য কয় পৌষের কথা ।
কত হে কোমল প্রাণে পাইলে বেদনা ॥

উঠে পরাণনিধি হিয়ার মাণিক ।
 তোমার পারা ভাগ্যবান্ কে আছে অধিক ॥
 চেষ্টাপনা জানি না হে অন্য মেয়ের পারা ।
 বিশেষ আমার প্রাণ পৌরিতের ভরা ॥
 নিবেদন করি নাথ নিকতনে চল ।
 আমার মাধার কিয়ে যদি কিছু বল ॥
 আজ্ঞা কর এখনি বাইবে মোর বাড়ী ।
 হুঃখ দূর করি তোমার ঘুচাইয়ে বেড়ি ॥
 জামতির রাজা বটে মোর আজ্ঞাকারী ।
 আপনার হুকুমে বেড়ি কেটে দিতে পারি ॥
 এত শুনি সেনরাজা করে হায় হায় ।
 এমন জ্ঞান কেদে দিলে ধর্ম্মরায় ॥
 মাঝপথে দশবার বলেছি জননী ।
 আবার আইলি কেনে তুই বিচারিণী ॥
 কুলবতী হয়ে কেনে কুলটার ধারা ।
 সোআমীর পদ পূজ সাবিজীর পারা ॥
 পরনারী পরশে পাশক বাড়ে অতি ।
 কাজ নাঞি বাক্যব্যয়ে ঘরে যাও সতি ॥
 নয়ানী বলিছে ভাল বুঝাইলে নীত ।
 ভাল জানি ইতিহাস নাথীর চরিত্র ॥
 অহল্যা কুন্তীর কথা ধোঁ ॥ নাঞি জানে ।
 শ্রৌণদীর পক্ষ পতি পুণ্য বাধানে ॥
 অপরূপ তারা আমার রাণী ॥ আশীষী ।
 দত্তী সাক্ষী বলে কেনে মোর জগ ভরি ॥
 কি কাজ তোমার সনে অতঃকাল ॥
 পরপুরুষে পিতা কেনা পরনারী বেধ ॥
 তুমি সে জননী তার কহে যুবরায় ॥
 বিবাদ ভাবিয়া মাগী হইল বিদায় ॥
 সঙ্গের পড়িয়া সেন ভাবে নিরঞ্জন ।
 কোথায় পাণ্ডবসখা বিপদভঞ্জন ॥
 কি দশা করিলে মোর অনাথ্য ঠাকুর ।
 কোথায় রহিল হায় প্রাণের কর্পূর ॥
 আপনি মরিয়া বাই তার নাই কর্পূর ।
 কর্পূরে কল্যাণে রাখ প্রভু ধর্ম্মরায় ॥

বিষম বন্ধনে প্রভু প্রাণ যায় ফেটে ।
 এত দুঃখ ছিল হার আমার ললাটে ॥
 যা মরি পাইল আশা শালে দিয়ে ভর ।
 বেবুজের দায়ে পক্ষে বাই যমঘর ॥
 তুমি সে দয়ার নিধি পতিতপাবন ।
 একান্ত শ্রীকান্ত তোমার লইলাঙ শরণ ॥
 কৃপা করি কর প্রভু এ বিপত্তো পার ।
 তবে সে তোমারে জানি করুণা অবতার ॥
 এইরূপে লাউসেন গোবিন্দ ধেয়ান ।
 শূন্যভরে চমকে উঠেন ভগবান ॥
 ঠাকুর বলেন শুন বীর হুয়মান ।
 জামতিতে লাউসেন হারায় পরাণ ॥
 ষাট বাহ পা তুলিয়ে পবননন্দন ।
 তুমি গিয়ে রক্ষা কর রজার রতন ॥
 এত শুনি হুয়মান করিল গমন ।
 জামতির কারাগারে দিল দরশন ॥
 দেখিলেন সেনরাজা বড় পরাজয় ।
 অসন্ত অনল হইল পবনতনয় ॥
 বুকের পাষণধান তুলিয়া কেলিল ।
 নিদারুণ বন্ধন মোচন কর্যা দিল ॥
 ধলা দূর করি কোলে নিল লাউসেনে ।
 আশীষাদ কবে শুক মত আসে মনে ॥
 প্রভুর আজ্ঞাচ বাছা আমি এসেছি ।
 আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি ॥
 আমার প্রতাপকথা শোনে হৃদয়নে ।
 বোন তুচ্ছ গদাধর কেবা ভাবে গণে ॥
 ডগু চারি এখানে বিলম্ব করা তুমি ।
 গদাধরে স্বপনে কহিয়ে আদি আমি ॥
 যত কিছু খুঁজা পেড়ে সব গিলে পাবে ।
 বিদায় হয়ে সকালে গোড়িড় চলে যাবে ॥
 এত বলি হুয়মান করিল গমন ।
 রাজার শিরের গিরা কহিছে বন্ধন ॥
 এত কেনে কৃপতি তোমার অহকার ।
 ভাল মন্দ চোর সাধু না কর বিচার ॥

কলিধূগে হইতে চায় পশ্চিম উদয় ।
 তার পাকে এসেছেন কল্পপতনয় ॥
 ধর্মের তপস্বী বাঁধা আছে কারাগারে ।
 বেবুড়ার বচনে বন্দী কর কি বিচারে ॥
 যত কিছু গেছে তার দশগুণ দিবি ।
 তবে ত আমার ঠাক্রি প্রাণ রক্ষা পাবি ॥
 তৎকাল ছাড়িয়া দেহ রঞ্জার নন্দন ।
 কমা চেয়ে লহ তার ধরিয়া চরণ ॥
 তবে যদি আমার ভারতী কেহ ঠেলে ।
 জামতি ভাসাব কালি সাগরের জলে ॥
 জান নাঞি হুতুমন্ত বলবন্ত বাড়া ।
 লঙ্কাকাণ্ডে শুনিয়াছ আমি লঙ্কাপোড়া ॥
 এত বলি হুতুমান হইল অন্তর্ধান ।
 গা তুলিল মহারাজ প্রত্যাগ বিহান ॥
 পাজ মিজ লয়ে রাজা বসিল দেয়ানে ।
 কহিবারে লাগিল সভার বিজ্ঞমানে ॥
 রাজা বলে অবধান কর দরবার ।
 কালিকার বন্দী সেহ রঞ্জার কুমার ॥
 কোথা আছে বন্দী সেই আনিবে এখনি ।
 আজ্ঞা পেয়ে কোটালিয়া বাইল তুনি ।
 বন্দীঘরে যেখানে মনোর তপোদন ।
 আঁধার ঘরে ঘলে যেন মাণিক বতন ॥
 কোটাল সেনের কাছে জুড়ে ছুটি হাত ।
 জানি নাই অজ্ঞার কহ অপরাধ ॥
 হুবচন বদনে বলেছি ব্যর্থবার ।
 চক্ষু দব্যা দেখি যেন দিবসে আঁদার ॥
 সেন বলে কোটালিয়া তোর দোষ নাঞি ।
 জনমের কালে তুংখ লিখেছে গোসাঁকি ॥
 এত শুনে কোটালিয়া হাত জুড়ে কহা ।
 রাজদরবারে যাজ্ঞা কর মহাশয় ॥
 কোটালের বচনে গা তেলে তপোদন ।
 ধর্মজয় বলি লঙ্কা করিল গমন ॥
 লাউসেন সহর দিয়ে যায় ।
 রমণী পুরুষ দেখে বলে হার যায় ॥

দেখ দেখি সুরত সুরত হাত পা ।
 যত কেনে জয় এহার যত বাপ মা ॥
 আমরা মরিয়া যাই লইয়ে বালাই ।
 কেমনে বাঁচিবে উহার বাপ মা ভাই ।
 অনাদ্যপদারবিন্দমধুলুকমতি ।
 রামদাস গায় গীত মধুর ভারতী ॥

বলিতে কহিতে সেন দরবারে আইল ।
 সেনে দেখি গদাধর সন্ত্রমে উঠিল ॥
 এস এস বলিয়ে ডাকিছে লাউসেনে ।
 হাতে ধরি বসাইল আপন সিংহাসনে ॥
 কোন্ দেশে ঘর হে ভোমার নাম কি ।
 ভয় নাই বল হে আমি ছেড়ে দি ॥
 এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন ।
 ময়না বসতি মোর পিতা কর্ণসেন ॥
 পিতামহ কনকসেন ভুবনে খেয়াতি ।
 মাতা মোর মহারাধ্যা রাণী রঞ্জাবতী ॥
 মহাপাজ মামা মোর মেসো গোড়েশ্বর ।
 লাউসেন কর্পুর মেজরা হুই সহোদর ॥
 এত শুনি গদাধরো চক্রে পড়ে লো ।
 তবে বাপু সশঙ্কে হু লে ভাইপো ॥
 ভোমাদের পূর্বকল অজয় ঢেকুর ।
 ইচ্ছাই হইতে যে রাড়ো বাপ গেল বহু দুর ॥
 এ কথা রাড়ো কহিবে না তুমি ।
 যত ধন ধনেছি তা সব তোর আগি ॥
 এত শুনি গদাধর দশগুণ বহু ॥
 লাউসেনে লাউসেন গোড়ে চলিল ॥
 যাজ্ঞাকর লাউসেন গড়ুড় সহর ।
 নয়ানী বাইল যেন মন্ত করিবর ॥
 ডাক ছেড়ে বলে মাগী ডাকর ডাকর ।
 দরবারে রাজা পাজ সবাই বর্কয় ॥
 বালক মারিা আমার ফেলিল কোথায় ।
 গণে বল কহিয়া আমার জাতি খায় ॥

না করে বিচার রাজা বন্দী ছেড়ে দিলে ।
 আমার বালক মইল কি বোল বলিলে ॥
 এত শুনি রোববুত হইল নৃপমণি ।
 কহ বাপু লাউসেন কেমন কথা শুনি ॥
 বালক মারিয়া উহার কোথা ফেলে দিলে ।
 গথে বল করে কি উহার জাতি খেলে ॥
 এত শুনি সেনরাজা হাত যুড়ি কর ।
 ঐ যদি বলে আমি কেমনে বলি নয় ॥
 আমার বচন রাজা কে মানে প্রত্যয় ।
 ধর্মদেব মোর সাক্ষী স্তন মহাশয় ॥
 মরা শিশু বলে যদি পাইয়া জীবন ।
 তবে ত প্রমাণ বটে আমার বচন ॥
 শিশু যদি বলে মাতা মেরেছে আপনি ।
 আপনার লোক বটে যে জান আপনি ॥
 আমি যদি মারি মাথা কাটিবে আমার ।
 বিশ্বয় মানিল সব রাজদরবার ॥
 মৃত শিশু আনাইল রাজার আজ্ঞায় ।
 কোলে করি লাউসেন শোয়াল তাহার ॥
 ধ্বংস কাণ্ডার করি ঘেরে চারি ধার ।
 যোগময় হইল সেন ভাবে চরিতার ॥
 দয় কর অগম্য অগন্তের গতি ।
 যনাথবান্ধব তুমি ভকতো গতি ॥
 হস্তিন কুষ্ঠীরে মারি রাখি স্বররাজে ।
 আপনীর রাখিলে লজ্জা সমাজে ॥
 গবিয়া তোমার পদ দু'রাখি ॥
 তোমার প্রসাদে সি পাইবে জীবন
 আপনীর লজ্জা দূর করি কৈলে তুমি
 সহস্র লক্ষ্য করি তৈকিয়াছি আমি ॥
 ধর্মদেব রাখিলে বাক্য দয়াল শ্রীহরি
 স্তবের মধ্যে নরসিংহরূপ ধরি ॥
 স্তবের রাখিলে মান জয়ত্রয় বধে
 কে হৃদ্য আচ্ছাদিয়ে অস্তচলপথে ॥
 ধাম্য দীনবন্ধু পতিতপাবন ।
 কান্ত তোমার পদে নিলাম শরণ ॥

না জীয়ালে এই শিশু না রাখিব প্রাণ ।
 এই শিশু জীয়াইয়া দেহ ভগবান ॥
 শিশুর বদনে সেন দিল অর্ঘ্যজল ।
 প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু হাসে খল খল ॥
 মরা যদি প্রাণ পায় দেখে সর্বজন ।
 কেহ বলে এ জন দ্বিতীয় নারায়ণ ॥
 বাস্তভাণ্ড বাজে কত জয়জয়কার ।
 সেনেরে মিলিল আসি কর্পূর কুমার ॥
 লাউসেন কর্পূরের বদনে চুম খান ।
 কত দুঃখ পেলে ভাই শুকায়েছে বয়ান ॥
 প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু বলিল সভায় ।
 নয়ানী ভাবিছে আজি আছে কত দায় ॥
 তুলনী গণ্ডকীশিলা আর গন্ধাজল ।
 বালকের করে তুলে দিল পুষ্পদল ॥
 রাজা গুরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দরবারে ।
 যদি মিথ্যা বল তবে যাবে ছারখারে ॥
 মিথ্যার সমান পাগ নাহি চরাচর ।
 নরকে পচিবে যাবৎ চক্ষু দিবাকর ॥
 বহুমতী বলে আমি সত্যের ভার বই ।
 যে মিথ্যা বলে তার ভার নাহি সই ॥
 সত্যধর্মবলে বৃদ্ধির স্বর্গবাস ।
 সত্য কথা বল বাপু মনের অভিশাস ॥
 এত শুনি সেই শিশু হাত জুড়ি কর ।
 অবধান কর ওগো রাজা মহাশয় ॥
 রাজসভা স্তন আর স্তন নয়মণি ।
 এর দোষ নাঞি মোরে মেরেছে জননী ॥
 আমি শিশু বলে' মায়ের দয়া নাই মনে ।
 মায়ের দয়া আচ্ছাদ মারিল মাঝ গনে ॥
 অদ্য জননী গলায় দিল পা ।
 কুমায়ের দোষ নাঞি মেরেছেন মা ॥
 কুলটা মায়ের কথা ক'র ॥
 ধর্মময় হু ভাই না হেরে এক ॥
 এত শুনে নয়ানী ত মাথা করে হেট
 খাইল কর্পূর বালা ভাদে দিলে ভেট ॥

নয়ানী বলিছে পুনঃ জাতি মোর ধায় ।
 তাহার বিচার রাজা কর এ সভায় ॥
 এত শুনি কর্পুর কোপেতে কম্পমান ।
 খড়্গ দিয়ে নয়ানীর কাটে নাককান ॥
 সূৰ্পণখা নামেতে রাবণের ভগিনী ।
 রামেরে যজ্ঞাতে এল নবীনযৌবনী ॥
 নাক কান কাটিল তার ঠাকুর লক্ষ্মণ ।
 নয়ানীর নিদাক্ষণ করিল তেমন ॥
 কাটিল সাধের কাঁপ মাথার লোটন ।
 পাঁচচুলা করে গালে কালি আর চুন ॥
 ঐ রক্তের রক্তী যারা ঐ নায়েতে ভরা ।
 নয়ানীর দশা দেখে সব জীয়েছে মরা ॥

নানা জনে নানা কথা টিটকারি
 পরপূৰ্ণবে মন মজালে ঐ দশা তারি
 তিন ছেলের মা বুড়ো মাগী পিরীত
 সজ্জন পথিকে পথে ধরিয়ে মজায়
 গদাধর লাউসেনে কোলে করি নি
 নারায়ণ বলিয়ে সেনের পূজা দিল
 রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা
 পবিত্র করিলে গুর তোমরা হই ভা
 অনাঙ্গপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাঙ্গমঙ্গল ॥
 হরি হরি বল ভাই ধর্মের সভায় ।
 এইখানে জামতিপালা হল সায় ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল মহাকাব্যে জামতি পালা নামে দ্বাদশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥

ত্রয়োদশ কাণ্ড

গোলাহাট পালা

প্রথম পরাংপর পরম ঠাকুর ।
 যার নামে অশেষ আপদ যায় দূর ॥
 অতঃপর শুন ভাই ধর্মের সঙ্গীত ।
 শুনিলে পাতক খণ্ডে মানস সম্মীত ॥
 সাদরে আনিয়া রাজা জামতি নগরে ।
 গদাধর লাউসেনে পুঙ্কে সমস্ত
 গলায় গরুড়মণি রতনের হার ।
 নানা ধন দিল গেনে মূল্য নাহি বার ॥
 আশুদরি বিদায় করি ঐ জনে
 কতকগুলি পুঙ্কে টালিল গোড়ুগনে ॥
 গেন দাদা না যাব তোমার সঙ্গে ।
 কেমন তুলিলে দাদা বাকুই বউয়ের সঙ্গে ॥

অতএব তোমার কণ্ঠে যেতে বাসি
 আজ্ঞা কর কিংবা মন্য আশ্রয়
 কহিব মায়ে দাখি তেঁকার বারত
 জামতিবন্দী ছিল লাউসেনে
 প্রোক্তি তোমার কাছে কল্যাণ
 দিয়া তোমার করিই খালা
 দাদার ইচ্ছা দেখে যেনে এলাম
 সেন বলে সাবাসি ভাই তোর সাহ
 কল্যাণ কল্যাণ কর্পুর থাক রে সদা
 কোন পথে গিয়েছিলে আশু দেখি
 এত শুনি কর্পুর হইল হেটমাথা ।
 কতকগুলি মিনা চাকুরির কথা ॥

কপূর বলেন শুন লাউসেন ভেয়ে ।
ভয় হইল ভরসা অমনি গেল ধৈর্যে ॥
তরুণতা ফুলেছে অনেক উলু কেশে ।
রাজিযোগে ধৈর্যে গেলাম না পাইছু দিশে ॥
সেন বলে জীয়ে রহ কপূর পাতর ।
তোমার ভরসা মনে রাখি নিরন্তর ॥
আমি বলি কল্যাণে কুশলে থাক ভাই ।
তোমার বালাই লগ্নে আমি মরে যাই ॥
ছোট ভাই বলে তোমায় করেছিলাম হেলা ।
বুঝিতে নারিছু কপূর বিদ্যাতার খেলা ॥
বলিতে বলিতে রাজা মকরন্দ বোলে ।
প্রাণধন বলিয়ে কপূরে নিল কোলে ॥
বলিতে কহিতে দৌড়ে কত দূর যায় ।
গোলাহাট নিকটে আসিয়ে উত্তরায় ॥
সেন বলে শুন রে কপূর ছোট ভাই ।
কান্ গ্রাম দেখা যায় দিশে নাহি পাই ॥
যারিকেল শুবাক ওই পরিসর বাট ।
বল প্রাসাদচূড়া শুনি গীত নাট ॥
যাবে মাঝে ওই কত রমণীর ঠাট ।
কপূর বলেন দাদা ওই গোলাহাট ॥
এ দেশে রাজার নামে রিক্ষে বাণেশ্বরী ।
যবলা প্রথরা নারী র ছার জঁহরী ॥
চাঁদ বুড়ি নাগর আগে গোলাহাটে ধরা ।
মুগ্ধ শুনে একজন চরিত্রী ॥
চাঁদ বুড়ি নাগর সাঁরা রক্ষা নন্দন ।
লায় চাঁপার মা অষ্ট আভরণ ॥
রিক্ষে নন্দন তার আছে এক নন্দিনী ।
গাহান সঙ্গে নগর সদাই দেড় বুড়ি ॥
জীমাকে রাখিবে দাদা দেপে রূপমান ।
যার প্রাণ যানে দাদা নিত্য ভেদে ধান ॥
সেন বলে যুবতির বর্ণিতে করে কি ।
লাতে নেরেছে চণ্ডী হেমন্তে কি ॥
কপূর বলেন দাদা সে নয় হেমন্ত ।
হস্তে অবলা দ্বাতি বড়ই তিম্ন ॥

সেন বলে অবশ গোলাহাট দেখে যাব ।
মহারাজ জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥
মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা ।
বেশ্যার ডরেতে মোর পালান ভাগিনা ॥
অতএব গোলাহাট দেখে যাব ভাই ।
চিন্তিতে ভাবিলে ধর্ম কোন চিন্তা নাই ॥
কপূর বলেন দাদা স্বভাব নাহি ছাড় ।
শুকদেব হইতে তুমি কোন্ শুণে বড় ॥
শিব দেন জ্ঞান যারে বল্লকার তীরে ।
বাসের মন্দিরে যবে লুকাইল ডরে ॥
তবে মহামায়া তারে বিড়ম্বিল শেষে ।
তার মহাধান গেছে কদলীর দেশে ॥
সংসারে বিষম বড় নারীর মিলন ।
সর্পের বিষেতে যেন বৈষ্ণব মরণ ॥
বেশ্যার পরশে পাপ না যায় ধ্বংস ।
দেখিলে অনেক পুণ্য মুনির লিখন ॥
পরশ করিয়াছিল মহামুনি রাজা ।
তারে বাম হইল পার্বতী দশভুজা ॥
শনিবারে সিদ্ধপুরে লাগিল আশুন ।
ভাগ্যে পুণ্যবান্ প্রাণ পাইল তরুণ ॥
সেন বলে হোক ভাই আছে নারায়ণ ।
এত বলি ছুটি ভাই করিল গমন ॥
সেন বলে দেখে যাব গোলাহাট সখর ।
দেখিব কেমন রাজা হরিক্ষে বাণেশ্বর ॥
এত বলি গোলাহাটে ছুটি ভাই যায় ।
নগর দক্ষিণ গনে দাঁড়াল যুবরায় ॥
হারাবতী মালিনী নটিনীর নফর ।
নটিনী করেন পূজা পার্বতী শঙ্কর ॥
হারাবতী বিনে নটী জল নাঞি পান ।
হারাবতী মালিনী তার পুষ্প জোগান ॥
লয়ে হারাবতী নটিনী নটিনী ॥
বিচিত্র সুখম সব হেমহা ॥
বোঝেনেক পথ যায় ফুলের সৌগন্ধ ॥
মন মন করবে তার স্বপ্ন মকরন্দ ॥

লাখে লাখে উড়ে বসে আকুলিত অলি ।
 কর্পূর বলেন দাদা হের এস বলি ॥
 দেখ না অপূর্ব মালা মালিনীর ঠাঞ্জি ।
 মালা লেহ পূজা দিব অনাক্ত গোসাঞ্জি ॥
 এত বলি ছুই ভাই করিল গমন ।
 মালিনীর কাছে গিয়ে দিল দরশন ॥
 মালিনী দেখিয়া সেনে করে অহুমান ।
 স্বর্গ হইতে বুঝি এল ভগবান ॥
 না হলে গোবিন্দ এত রূপ ধরে কে ।
 স্বদয়ে জন্মিল মোহ শুক মুখ দেখে ॥
 পরিচয় বিশেষ জানিতে মালিকানী ।
 করজোড় করি বলে ভক্তিমাধা বাণী ॥
 কোন্ দেশে নিবাস বল কাহার তনয় ।
 কি নাম তোমার বটে কহ মহাশয় ॥
 কোন্ বংশে উৎপত্তি কাজ কর কি ।
 তোমার জননী হন কোন রাজার বি ॥
 এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন ।
 মঘনা নিবাস মোর পিতা কর্ণসেন ॥
 মহাপাত্র মামা আমার যেসো গোঁড়েশ্বর ।
 লাউসেন কর্পূর মোরা ছুই সহোদর ॥
 এত শুনি মালিনীর চক্ষে পড়ে লো ।
 তবে তুমি হইলে আমার সইপো ॥
 তোমার মামার ঘর রমতি সহরে ।
 আমার মাঘের বাড়ী তাহার ছয়ারে ॥
 তোমার মাঘের সঙ্গে করিভাম খেলা ।
 আইবুড় কালে দৌড়ে করেছি সয়েলা ॥
 তুমি আমার সইপো আমি তোমার মাসী ।
 সইয়ের ঘরে বেটা পুত্রপুত্র ॥
 আজন্ম হইলু বন্দ্য বেটার কাঙাল ।
 একদিন হবে তোঙ্গল আমি ॥
 আমার বাড়ী থাকিবে কলিঙ্গ ॥
 তোমরা যেন রাম আর হরি ॥
 পাঁচ শত চাঁপাফুলে মালা পরাইব ।
 নারায়ণ বলিয়া তোমায় তুলে দিব ॥

কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই ।
 বাসা লব মালিনীর বাড়ীতে চল যাই ॥
 মালিনী বলেন বাপ এই মোর ঘর ।
 বিধাতা করেছে মোরে রাজার নফর ॥
 পুষ্পের যোগান দিয়া আসি গিয়া আমি ।
 ওই দেখা যায় বাড়ী যাও বাছা তুমি ॥
 এত বলি মালিনী চলিল সম্বর ।
 মালিনী চলিয়া গেল হরিকেশর ঘর ॥
 জোগাইয়া ফুলমালা হইল বিদায় ।
 চাল কড়ি বেঁধে নিয়ে আসিল আলায় ॥
 মালাকার মালা গাঁথে হরিদাস নাম ।
 নয়ন ভরিয়ে দেখে কৃষ্ণ বলরাম ॥
 পাশ্চ অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন ।
 লেপিল কনক অঞ্জে অশুভ চন্দন ॥
 পাঁচ শত চাঁপাফুলে পরাইল মালা ।
 বেষ্টিত তারার হার যেন শশিকলা ॥
 পরিপাটি ভোজন করাল দুটি ভাই ।
 রহিল মালীর বাড়ী ভাবিয়া গোসাঞ্জি ॥
 হেনকালে তথায় আইল ভাজনবুড়ী ।
 রামদাস বলে সকল কণ দেড়ি ॥

বুড়ী বড় রসিকা বদ নাঞ্জি দাত ।
 অন্ন বিনে শুকায়ে তার আঁত ॥
 তৈলবজ্জিত শরশ্রবণ ॥
 অতি দ্রুত গড়ে শোভে শি বসন ॥
 গলিমাংস রামস কাঁপিয়া শঙ্ক ॥
 এক নাঞ্জি চলিতে বাঁপে উৎসব ॥
 দশনবজ্জিত মুখ লহ লহ হাসে ।
 হাসিয়া হাসিয়া কয় মালিনীর পাশে ॥
 হীরা কে তোমার বাড়ী কাহার তনয় ।
 আঁধার করেছে আলো রূপের ছটার ॥
 হরিকে গুরিকে হতে তুমি ভাগ্যবতী ।
 অপরূপ নাগর তোমার বসতি ॥

হুরিকে আপনি পূজে পার্শ্বভী শকর ।
 নাহি দেখে কভু সেই এমন নাগর ॥
 এত শুনি হারাবতী কোণে কম্পমান ।
 ভাঁজনবুড়ীয়ে কত জুড়িল বাধান ॥
 অধিক বয়স মোর লাজের সময় কোথা ।
 পাগলী হইলি বুড়ী খেলি লাজের মাথা ॥
 তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ আছে ।
 যে যার স্বভাব তার নাঞি কভু যুচে ॥
 দূর ছার পাগলী বুড়ী তোকে বলি কি ।
 আমার দুটি সইপো কাল এনেছি ॥
 এত শুনি ভাজনবুড়ী করিছে উত্তর ।
 সইয়ের গোয়ে পেয়েছ বিদেশী নাগর ॥
 মালিনীর বেটি ঠেটি চুপ দিয়া থাক ।
 দিনে তোমার সইপো রাজে বকে রাখ ॥
 ভ্রাস বেশ লেপন করিতে আমি যাই ।
 ভুলাইয়ে লয়ে যাব মুখে দিয়ে ছাই ॥
 এত বলি বুড়া মাগী করিল গমন ।
 মীনকেতনের বাণে হল অচেতন ॥
 ঘর ছাড়্য সকল বেচিতে গেল বুড়ী ।
 মেটে পাথর বেচে পাঁচ পাচ গণ্ডা কড়ি ॥
 চরকা পাইজপাতা চিট দেড় বুড়ি ।
 ঘর ছাড়্য বেচে পাই পশ পণ কড়ি ॥
 ততঃপর চলে গেল মালিনীর ঠাঞি ।
 সাঁ বিনে সইয়ের মজনে নাঞি ॥
 বুড়ী বলে কি কর যা মাগীকা সই ।
 পূর্বের পিরিয়ে লোম মনের কণ কই ॥
 হীরে মাণিক্য করে নাগর হুই জ
 ভুলাইয়ে তারে সকল জীবন ॥
 শোলা কেটে গড়ে দিবে অষ্ট আভরণ ।
 এত বলি শুণে দিল কড়ি দশ পণ ॥
 মালিনী হাসিয়া লয় সরস বয়স্ক ।
 শরতের শোলা কেটে করে খান খান ॥
 শোলার পাগুলি গড়ে শোলার গড়ে হার ।
 শোলার মাড়লি গড়ে অষ্ট সিলকার ॥

হুই ভুজে শোলার শব্দ অপূর্ব দর্শন ।
 রাংতার সিকের আঁটা স্বর্ঘ্যের বরণ ॥
 শোলার কাঁটি পরিপাটি দেখিতে উজ্জল ।
 রাংতার সহিতে চরণে পাতামল ॥
 নাকচোন। নাকেতে হ কাণে কাটা কড়ি ।
 ঘর গেল বুড়া মাগী শুণে দিয়ে কড়ি ॥
 বয়সে জরতী দশা ভাবে যুবা বেশ ।
 আপনার কুঁড়েতে গিয়ে করিল প্রবেশ ॥
 অনাদ্য গোবিন্দপদ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাত্মমল ॥

বুড়াকালে ঘন কাশি বৃকে বাজে শেল ।
 সম্মুখ সাঁতায় মাখে তিন কড়া তেল ॥
 চিকনি চিকনি বলে পড়ে গেল সাড়া ।
 বার হল চিকনি তার তিনটে ছিল দাঁড়া ॥
 কেশ আঁচড়িতে বুড়ী বতনে বসিল ।
 তিলভুঞ্জে ক্ৰবাণ যেন লাঙ্গল জুড়ে দিল ॥
 চুল নাঞি শণ দিয়ে বান্ধিল লোটন ।
 হাত ভুলাইয়ে দেখে টেকো বাঁইন ॥
 শোলার আভরণ অঙ্গে পরে দড়বড়ি ।
 সিন্দূর বিহনে পরে নাটফেলের ডড়ি ॥
 অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে পরে গলমাণি ।
 কাজল বিহনে বসে চুঁতা ঠাড়িব কাঁজি ॥
 তিনখানি চেনা মালি হইল কপসী ।
 উলুবন হতে বসে বসে চিচাশী ॥
 কড়ি ধরে বুড়া মাগী করিল গমন ॥

॥ ভবেন্দ্র দাস ১৯৩০ ॥

যে বুড়াল নাঞি মাগী হেনে টুট গেল
 পূর্ণ আভরণ ন সন্ধান ॥
 হেনে যে মাগীকায় পৈচায় রা ।
 কপূর বলেন দাদা পেতিমীর মা ॥
 মাগী বলে নাতি কে চেয়ে দেখ ফিরে ।
 বয়ে বালিয়ে বাড়া ঠিলি না দুরে ॥

কোন ছার জীবন যৌবন বালির বাধ ।
 রাহু গরাসিলে হে মলিন হয় চাঁদ ॥
 কি করিবে রূপ গুণ কি করিবে বেশে ।
 নিতুই নূতন স্বধ নারী রহিরসে ॥
 সেন বলে শুন রে কপূর ছোট ভাই ।
 এই বুড়া মাগী সব মেয়ের বালাই ॥
 কর্পূর বলেন দাদা কাণ পেতে শুন ।
 বুড়া মাগীর দোষ নাঞি মাটিধানার গুণ ॥
 এমন বয়েস মাগী চরিত্র এমন ।
 না জানি যুবতিকালে করেছে কেমন ॥
 সেন বলে কুমতি কুবেশ ত্যজ দূরে ।
 দুই দিন পরে যাবে শমনের পুরে ॥
 এই বেলা অভাগিনি ধর্ম্যে দেহ মন ।
 নিরন্তর মনে ভাব গোবিন্দচরণ ॥
 ছাড়ি পাপবাসনা রসনা নামরসে ।
 অস্ত্রমে সদগতি পাবে যাবে স্বর্গবাসে ॥
 বুড়ী বলে ও সব কাহিনী খুয়ে রাখ ।
 চরণের দাসী বলে একবার ডাক ॥
 রতিকলা শিখাব জানাব প্রেমরস ।
 যেহে গৌবিন্দ গোপাল হিঁসে বস ॥
 কাচ ঘেঁষে সেনের বচন নাহি ভুল ॥
 বজ্রের আগুনে যেন পতঙ্গ আকৃতি ॥
 ঘন ঘন কর্পূর দাদার পানে চায় ।
 নয়নভঞ্জিতে সেন মনোভাব কয় ॥
 গা তুলিল কর্পূর যেন সাক্ষাৎ অনিল ।
 চুলে ধরে বুড়া মাগীর ঘাড়ের ফিল ॥
 কিল খেয়ে বুড়া মাগী উঠে দিল রড় ।
 শোনার 'মতি'র কথা শুনি মনস্তাপ ॥
 চড় ধরে বুড়া মাগী গাইল মনস্তাপ ॥
 ভরম ভেঙ্গে গেল সেন চৈতন্য ॥
 বুড়ী বলে ভাল থাক ॥
 এখনি কলি যেরে সুরিক্ষের ধর ॥
 এতে নারে ধায় উদ্ধ্বাসে ॥
 শ্রীধর্মপূরণ কবি রামদাস ভাবে ॥

বুড়ী বলে শুন রামা সুরিক্ষে সুরিক্ষে ।
 অপরূপ সন্দর নাগর এলাম দেখে ॥
 সুরিক্ষে সুরিক্ষে আর মালিনী হারাবতী
 যেন চাঁদ উদয় হয় পূর্ণিমার রাত্তি ॥
 নূতনযৌবনী সব রূপের নিছনি ।
 কটাক্ষে চাহিলে মন হরে দেব মুনি ॥
 বুড়ী বলে শুন রামা সুরিক্ষে সুরিক্ষে ।
 অপরূপ সন্দর নাগর এলাম দেখে ॥
 কি কহিব তাহার রূপের নাঞি সীমা ।
 দশ মুখ হলে কহি তাহার মহিমা ॥
 নবীন কিশোর দুই সন্দর পুরুষ ।
 রামায়ণে শুনেছ যেমন লব কুশ ॥
 বদন শরতের শশী অধর হিজুল ।
 তম্বুচি শোভা করে সরিষার ফুল ॥
 ললাটকলকে যেন ভ্রময়ে ভ্রমর ।
 রাজদণ্ড টিকা আছে তাহার উপর ॥
 মোহন মুকুতাকচি বজ্রিশ দশন ।
 সূচাক চিকুর কাল শিরে স্ত্রশোভন ॥
 দেখিলে সে রূপ কাস্তি মদন মোহিত ।
 প্রথমে আপনি গেলা করিতে পিরিত ॥
 অতএব হোমার ভাণ্ডার নাঞি গর ।
 হরগৌরী পূজিয়ে পাল বায়ে দোর ॥
 এত কাল সার্থক হলে দশভূজা ।
 তুমি যেমনি সন্দর তেমন রাজা ॥
 অভাব পনে সাক্ষাৎ পসরা ।
 যেন কুঙ্করশনে চলিল ॥
 মনে - কল্পনা তোমারো হই হিত ॥
 তে রাখার হইল সম্মীত ॥
 ন্যাস বেণী করিয়ে পসরা মেজে যাই ।
 তুমি রাখা কাকুরাণী আমি যে বুড়াই ॥
 এত জন নারী রূপের পরিপাটি ।
 মতায় সাজিল যেন অমরার নটী ॥
 হলিচা উপরে সেন সপ্তম মহলে ।
 পানি গুয়া অবিভক্ত বদনকমলে ॥

প্রথমঘোষনী সব চাঁপাকুচি গা ।
 স্ববর্ণের তুলিচা উপরে রাখে পা ॥
 আভরণের পেঁড়ো দাসী রাখিল তার কাছে ।
 কাচ মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে ॥
 হাতে করে ধরে দাসী বিমল দর্পণ ।
 মুখ নেহালিয়া দেখে বজ্রিশ দশন ॥
 স্ববর্ণের চিকুনি কেশ করিল মার্জন ।
 কানঘোড়া করিয়া বাজিল গোবোচনা ॥
 দাসী বিনাইয়া বাঞ্ছে রসের ভাবন ।
 মদন মোহিতে যেন রতির সাজন ॥
 সাবধানে পরে নটী অষ্ট আভরণ ।
 কাঁচুলি পরিল কষে উরজশোভন ॥
 কতখানি কারু ভায় হিরে পরিসর ।
 বিনতানন্দন মণি মদন সরোবর ॥
 এক ঠাঞি গোবুল মথুরা বৃন্দাবন ।
 রাখা কোলে করি নাচে ত্রীনাথারমণ ॥
 রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায় ।
 অধরে তাহ্ন লরাগ বড় শোভা পায় ॥
 খাসা সাজা গুয়া পান সাজাল পসরা ।
 কক্ষ দরশনে গোপী চন্দ্র মথুরা ॥
 হরিকেশ গুরিকে সঙ্গে হিরে তীরবতী ।
 সহর ভিতরে পামা চলে দ্বিজগতি ॥
 কদম্বতলায় গিয়ে রাখি পসরা ।
 শ্রাম অভিসারে যেন পসরা ॥
 পরকেন জিনি শব বিছাল সুন্দরী ।
 তার উপর বসি হরিকে বাণেশ্বর ॥
 ভাইনে কক্ষেরে গুরিকে তার বামে
 রাখা যেন নিকুকে ভেটিল গিয়া প্রাণে ॥
 মের কানিনী জিনি পদম সন্দরী ।
 উরুশী জিনিয়া রূপ ইন্দ্রের অপসরী ॥
 নটী সব রইল সাজি কদম্বতলায়
 মালিনীর বাড়ী হেথা লাউসেন রায় ॥
 কর্ণব বলেন শুন লাউসেন ভাই ।
 বিদায় হয়ে মালীর বাড়ী গোউড় চল বাই ॥

অতএব শুনিল সেন কর্ণবের বচন ।
 মাসি আজ্ঞা কর বাই গোউড় ভুবন ॥
 এত শুনি মালিনীর চক্ষে বহে লো ।
 কোলে করে তুলিল যুগল সহপো ॥
 তোমা দোহে দেখিয়া পাইলাম বড় সুখ ।
 বিদায় দিতে আমার বিদরে যায় বুক ॥
 গোউড় গমনপথে বাসা লবে আসি ।
 সেন বলে তথাস্ত বিদায় হই মাসি ॥
 এত বলি বিদায় হইল দুই জনে ।
 দুই ভাই চলে যায় গোলাহাট গনে ॥
 গোলাহাট সহর দিয়া দুই ভাই যায় ।
 বসেছেন নাগরী নাগর গীত গায় ॥
 বুদ্ধ বুদ্ধ মাধল বাজিছে পরিপাটি ।
 কত ঠাঞি নট নাচে কত ঠাঞি নটী ॥
 নাগরী তুলিছে কত নাগরের কোলে ।
 দপ্ দপ্ দিবসে কত রতনবাতি অলে ॥
 দেখে ভাই কর্ণব দেখে রে অপরূপ ।
 হরিসুতে হরি গিলে হরি বড় ভূপ ॥
 লাউসেন কর্ণব সহর 'য়ে যায় ।
 কদম্বতলায় নটী দেখিবারে পায় ॥
 লাউসেন কর্ণব গেলেন তাব কাছে ।
 ত্রীনাথ মকুতা মিশাল হয় পাছে ॥
 হেন কালে ভাজনবুড়ী দেগাইয়া দেই ।
 বলেছিলাম সাক্ষাতে চিনিয়া লও এই ॥
 সেনকে হেরিল নটী দাদম নয়নে ॥

চঞ্চল হইল মন মদনের বাণে ॥
 সেন বলে গুণা কতক তাহ্ন লবেচ ॥

তাহ্ন লবেচ সেন ॥

ইহার পর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ
 কর্ণব বসে ॥

পূজা লব ॥

এইখানে ॥

চিড়ে ॥

এত ॥

কদম্বতলায় গিয়া দিল দরশন ॥

নটী বলে আমার পসরা এই বটে ।
 যাহা অভিলাষ আসি লহ না নিকটে ॥
 সেন বলে তাহুলের মূল্য বেচ কি ।
 ঝাটু বল যে উচিত মূল্য আমি দি ॥
 নটী বলে পান কিনে রসিক স্বজন ।
 এক বিড়ে পানের মূল্য বিংশতি কাহন ॥
 যে খায় আমার পান পানরিতে নায়ে ।
 আশী বছরের বুড়া বুবা হতে পারে ॥
 পাঁচ বিড়ে পান মোর মহৌষধি খায় যে ।
 জরা লোক খায় ত যুবক হয় সে ॥
 দিনে দশ বিড়ে পায় রাজা গোড়েশ্বর ।
 পাঁচ বিড়ে পায় তার মাহদে পাস্তর ॥
 আর যত বার তুঞা যোল পাত্র আছে ।
 দিন গেলে দুই বিড়ে যায় তার কাছে ॥
 এত শুনে পান ফেলে কর্ণে দিল চাত ।
 তিনবার স্মরণ করিল রাধানাথ ॥
 বুঝিলাম বিশেষ তোমার চাতুরালি ।
 যে খায় তোমার পান তার কুলে কালি ॥
 এমন বরসে তোমার এমন বেচা কেনা ।
 এমন করিয়া এত করেছ রূপা সোনা ॥
 কর্পূর-বসেন দাদা বাড়িল জুজাল ।
 পান নয়, বেচেন মাগী ঔষধ মিশাল ॥
 ঘরে ঘরে দোকানে যতোক চিড়া মুড়ি ।
 মায়া করে বেচে সব ঔষধের শুড়ি ॥
 এত বলি পান ফেলে চলে সদাগর ।
 নটিনী, ধাইল যেন মত্ত করিবর ॥
 সঙ্গেতে শতেক দাসী ধাইল অমনি ।
 কটাক্ষে মুনিঃমন হরে একো ধনী ॥
 ঘেরিয়া দাড়ান গেলে যতোক রমণ ।
 তারার হাথারে বেশ শোভে দিনমণি ॥
 হরিলে বকি... ॥
 পসরা লুটিয়া ছেঁ... উপদ্রব ॥
 ...হাশ্বাষ বাজার আমার । ॥
 এ দেশে নাহিক ব্রহ্মার অধিকার ॥

যে জন আসে হে মোর এই গোলাঘাটে ।
 সমগ্যা পূরণ করে আমার নিকটে ॥
 পরাজয় যেবা হয় আমার বিচারে ।
 সে জন অধীন থাকে আমার দুয়ারে ॥
 আমি যদি হারি হে কাটিবে নাক কান ।
 এত শুনি সেনরাজার সহস্র বরান ॥
 ভাগবত পুরাণাদি কয়ে গেছে মুনি ।
 বেবুজার সমস্তা কখন না শুনি ॥
 অনাস্তপদারবিল্ভ ভরসা কেবল ।
 রামদান বিরচিল অনাঙ্কমঙ্গল ॥

নটী বলে মোর কথা কর উপহাস ।
 যে কালে রাধার পূর্ণ হইলেক রাস ॥
 যোল শত গোপী সঙ্গে শ্রীনন্দ্রের নন্দন ।
 রাধা সখী হরিলেন গোবিন্দ্রের মন ॥
 সেন বলে মোর গুরু বীর হুম্মান ।
 চারি যুগের পারি খড়্গ করিতে প্রমাণ ॥
 নটী বলে তবে হাতে লেউ গজাঙ্গল ।
 বুঝিব তোমার গুরুকৃত ধরে বল ॥
 আমি যদি হারি রা... তামা বর্তমান ।
 খড়্গ দিয়ে আমার... কাটিবে নাক কান ।
 তবে যদি মহাশয়... রিবে আপনি ।
 তুমি পাঠে রাজ... আমি সব রাণী ॥
 এত শুনি সে... য় তুলিল ।
 ...লম্বী তখন... ত নিল ॥
 ...ব্রহ্ম সত্য যদি... ॥
 ...জিহ্ব যদি নরকে... ॥
 এই স্যগুণী যদি এড়াইবা হাই ।
 খড়্গে কাটি... গাভী গরতে ভাসাই ॥
 সত্য লাগি চক্ৰ সূর্য উদয় আকাশ ।
 সত্য লাগি বৃষ্টিরি গেছে বনবাস ॥
 নটী বলে তুমি ধর্ম অবতার ।
 তবে শুনি... রায় পাউতের বিচার ॥

স্ত্রিকা পাষণ আদি প্রতিমা নির্মাণ ।
 হই সে পুরুষ তার কোথা বসে প্রাণ ॥
 কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যাতে আসে ।
 হই রায় নারীর খাউত কোথা বসে ॥
 এত শুনি সেনরাজা ভাবে মনে মনে ।
 গরি বেদ বট শাস্ত্র বাছিল তখন ॥
 মনে মনে পুরাণাদি চিন্তিল অপার ।
 কোথা না পাইল দিশে লাগে চমৎকার ॥
 শাস্ত্রা জন্মিল মনে বিষয় বদন ।
 কর্পূরের মুখ চাহি শুধান বচন ॥
 কর্পূর বলেন দাদা বলিছাছি আগে ।
 গোলাহাটে কাজ নাঞি চল এই ভাগে ॥
 এখন নটীর বাড়ী ভাত খাও তুমি ।
 বস দাদা তোমাকে আমার রামরামি ॥
 এত বলি কর্পূর উঠে দিল রড় ।
 পলাইয়া গেল যেন বৈশাখের ঝড় ॥
 কর্পূর লুকাল গিয়ে মোদকের ঘরে ।
 বটী সব লয়ে যায় লাউসেনে ধরে ॥
 বটী দেখে সেন যেন অলস্ত পাবক ।
 বিষ্টিব রাজার প্রায় দেখি নরক ॥
 এক পাড়ি বসে আছে নর বিশাশয় ।
 সেন সেনে লয়ে যায় চক্ষের উদয় ॥
 এস এস বলিয়ে কত সেনে শরণে ।
 এ-এক কাঁপে কোপে কত টানে ॥
 পানে বসিলেন ল সেন খাগ ।
 পাতকী নিস্তার যেন যজুবীর ॥
 বটনী সেনের কাঁড়ি ছুটি হাত ।
 রাজা কর মহাশয় রহুই করি ভাত ॥
 পাত গনি সেনরাজা বিষয় বদন ।
 একে সন্তানি সেন বলিছে বচন ॥
 তিন দিন কেবল ধর্মের মুখ চাব ।
 পরিণাম বুঝিয়ে আপনি জ্ঞাতি দিব ॥
 দিনমণি থাকিতে হয় আমার সেন ॥
 সন্ধ্যাকাল হইলে অবশ্য অনশন ॥

অতএব তোমাকে বলি যাও দড়বড়ি ।
 আঁউ কলসী আঁউ সরি আর আঁউ হাঁড়ি ॥
 তোমার ভবনে রামা পূজিব ভগবান্ ।
 এক পায়ে আপনি ভানিয়ে আন ধান ॥
 তৃণ কাঠ আমি কত না করি দাহন ।
 পারিজাত বস্ত্র কিছু আনিবে এখন ॥
 পরিপাটি আনিবে রত্ননের জবাজাত ।
 স্নাত আনি দিবে কিছু ত্রীফলের পাত ॥
 এত শুনি হরিকে গুরিকে পানে চায় ।
 অসম্ভব সব দেখি কি হবে উপায় ॥
 গুরিকে বলিছে রাণি ভয় তোমার কি ।
 একমনে ভাবনা কর হেমস্বের ঝি ॥
 ভাবিলে অভয়পদ কি তার অপায় ।
 রত্ননের আয়োজন কত বড় দায় ॥
 এত শুনি হরিকে নটী ভাবিয়া ভবানী ।
 হরিচন্দ্র কুন্ডকারে ডাকিল তখনি ॥
 পরিপাটি কুমার গড়িল আঁউইাড়ি ।
 রোজতাতে শুকনা করিল দড়বড়ি ॥
 এক পায়ে ভানিয়া আনিল উড়িধান ।
 অস্ত্রবেদে নটীর পদ সন্তত ধোয়ান ॥
 ভাবরে রাণিয়া পত বস্ত্র পারিজাত ।
 নটিনী সেনের কাছে যুড়ে হুই হাত ॥
 তবে লাউসেনে রাখ গা তুলিয়া যায় ।
 উর্জমুখ হয়ে দিবাকর পানে চায় ॥
 ছায়ার সহিত চাহে ঠাকুর দিবাকর ।
 তোমাকে দোহাই তুমি যদি যাও ঘর ॥
 দিনমণি দিবস ছফর বও তুমি ।
 দিনমণি দিবস ছফর বও তুমি ॥
 বাম দিবস ছফর বও তুমি ॥
 দাঁড়াল হই বিধাতা বিপাক পড়ি আজি ।
 একান্তে তুমি বিধাতা বিপাক পড়ি আজি ॥
 রত্নন করিতে রাজা লাউসেন চলে ॥
 হরি খোঁজি হত্যাধন যেমন এক কালে ॥
 যাওব হইলে পার্শ্ব ভারতেতে বলে ॥

তেমতি দহিব আজি নটিনীভুবন ।
 অবধান ওহে ব্রহ্মা কমল আসন ॥
 এত বলি স্তুতে দেয় বস্ত্র পারিজাত ।
 ব্রহ্মা বলি যোগাইল হাতে বিষপাত ॥
 দশ বিশ শতখান হাতে করে লেই ।
 জয় ব্রহ্মা বলিয়া আগুনে ফেলে দেই ॥
 অমূল্য বিধাতা হইল সাধু জানি ।
 পোড়াইল বসন যত না তাতে ভাতানি ॥
 সেন বলে আর বস্ত্র আন শত ভার ।
 এত শুনি যায় নটী ভাণ্ডার ভিতর ॥
 নানা জাতি বসন ভাণ্ডারে যত ছিল ।
 সকল দহিল সেন অগ্নি না হইল ॥
 ছকুড়ি নাগরের যত আনিল বসন ।
 সব পোড়াইল রাজা না হল রক্ষন ॥
 নটিনী বলেন শুন ওহে সদাগর ।
 আর কোন বস্ত্র নাঞি ভাণ্ডার ভিতর ॥
 নটী দেয় আপনার বস্ত্র পারিজাত ।
 তবে লাউসেন রাজার রত্নই হোল ভাত ॥
 অনাশ্রুপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনাশ্রুমঙ্গল ॥

নটিনী সেনেরে বলে বিনয় বচন ।
 রক্ষন হইল সাগি করহ ভোজন ॥
 সেন বলে ভোজন করিব যদি আমি ।
 অতিথের জঙ্কাল সহিতে পার তুমি ॥
 কলিতে শাশাপমুর্ত্তি দেব নারায়ণ ।
 অতএব পাষাণে কলিবে আমি ॥
 নটী বলে কলিবে না আমি দিব ॥
 সেন বলে তাহা আমি দিব ॥
 দশের সম্রাসী আনিব কলিবে ॥
 কলিবে না আমি আমি কামিনী কামিনী ॥
 কদলী দিয়া পুঞ্জে জগন্নাথ ॥
 অতএব কদলীপুঞ্জে নাঞি খাই ভাত ॥

অতএব তোমাকে বলি যাও স্বরা করি ।
 তেঁতুলপত্রের খাল তেঁতুলপত্রের বারি ॥
 শুনি এত স্তব্ধে শুনিবে পানে চায় ।
 মালাকার নাগর ডেকে আনিল তথায় ॥
 রঞ্জিনী মালিনীর বাল্য কত রঙ্গ জানে ।
 সিঁজ আটাতে তেঁতুলপত্রের বারি গড়ে আনে ॥
 তেঁতুলপত্রের বারি তায় খুঁইল বারি ।
 সেন বলেন নিশ্চয় ছাড়িয়া গেলেন হরি ॥
 সেন রাজা নটিনীরে বলিছে বচন ।
 কাক ডাকিলে মোর না হবে ভোজন ॥
 নটী বলে আনন্দে ভোজন কর তুমি ।
 কাক থাকে সহরে তাড়ায়ে দিব আমি ॥
 ছকুড়ি গুলান দিল ছকুড়ি নাগরে ।
 ছকুড়ি নাগর তারা কাক তেড়ে মারে ॥
 তবে লাউসেন রাজা রাখিলেন ভাত ।
 ভোজনের কালে মনে হইল জগন্নাথ ॥
 অগ্নি রাখি ভূমেতে ভাবেন ভগবান্ ।
 এ ঘোর বিপদে প্রভু কর পরিত্রাণ ॥
 নটিনীর বাড়ী প্রভু মোর জাতি যায় ।
 অর্জুনসারথি কোথ গলে ধর্ম্মরায় ॥
 হনুমান এবার হস্ত কর পার ।
 হনুমান কাক হৈছে কহিতে উদ্ধার ॥
 মাগাতে বাতাস হলেন বায়স ।
 কা কা শব্দে রন নির্ঘোষ ॥
 বায়স বাতাসের তলে চলে ॥
 আপন বায়স তাকে অস্ত্র বারি ছলে ॥
 নটী মাগী এই কাক ॥
 কাক ল ভোজন মোর এ অগ্নি রা ॥
 এত বলি গা তুলিল লাউসেন রায় ।
 অগ্নি তলে দেয় যেন নটিনীর শায় ॥
 মনে যদি যান তুমি নাঞি থাকে ভাত ।
 তবে কেন পাড়ালে বসন পারিজাত ॥
 শূন্য করি পে চাইলে বস্ত্রের ভাণ্ডার ।
 জাত লব বো দিব কেবা রাখে অয় ॥

দিগের নাগরে মাগি ভাকে দড়বড়ি ।
 লাউসেন রাজার পায় তুলে দিল বেড়ি ॥
 বেড়ি দিয়ে লাউসেনে রাখে কারাগারে ।
 হেনকালে হুহমান গেলেন তথাকারে ॥
 দ্বিজবেশে আসিয়া দাঁড়াল হুহমান ।
 ডেকে বলে বাপধন তোমার কল্যাণ ॥
 মারুতি করেছে মায়া বুঝা নাঞি যায় ।
 বলে তোমায় আশীর্বাদ করুন ধর্মরায় ॥
 আমি তোর মল্লগুরু পরিচয় দি ।
 আমি-যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি ॥
 এত শুনি সেন রাজা হাত জুড়ি কয় ।
 আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥
 তুমি আমার গুরুদেব সেবক তোমার ।
 অবধান করি শুন খাউতের বিচার ॥
 কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে ।
 কহ গুরু নারীর খাউত কোথা বসে ॥
 এত শুনি হেসে বলে পবনকুমার ।
 আমি না কহিতে পারি ইহার বিচার ॥
 দশ-বারি এখানে বিলম্ব কর তুমি ।
 কোথা আছে পুণ্ড্রসিংহ আমি ॥
 সেন বলে আপনি যা য় কোন্ দেশে ।
 হুহ বলে আসি আমি পুণ্ড্র নিমেষে ॥
 এক বলি মহাবীর কহি গমন ।
 কুঠে বিষ্ণুর কাছে দরশন ॥
 করঘোড় করি বলে পবনকুমার ।
 গোলাহাটে বসে রজার নন্দন ॥
 কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে ।
 কহ গুরু নারীর খাউত কোথা বসে ॥
 এত শুনি ঠাকুর হইল হেটমাগ ।
 আমি না কহিতে পারি ইহার বিচার ॥
 শূন্যনাথ আমার নাম শূন্যে আছে লিখ ।
 যত রক্ত তমোগুণ করিলাম সঞ্জন ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জন ।
 জিজ্ঞাস ব্রহ্মার কাছে পবনকুমার ॥

এত শুনি মহাবীর যান জনলোকে ।
 চক্ষুর নিমেষে গেল ব্রহ্মার সম্মুখে ॥
 যেখানেতে বসিয়া আছেন পদ্মাসন ।
 করঘোড় করি বলে পবনকুমার ॥
 কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে ।
 কহ ব্রহ্মা নারীর খাউত কোথা বসে ॥
 ব্রহ্মা বলে আমি চারি বেদের করতা ।
 আমি না কহিতে পারি ইহার বিচার ॥
 আমার বচন শুন মরুতকুমার ।
 কৈলাসে শিবের কাছে পাবে সমাচার ॥
 এত শুনি মহাবীর করিল গমন ।
 কৈলাসে শিবের কাছে দিল দরশন ॥
 কৃতিবাস ধূজুটি ঠাকুর গঙ্গাধর ।
 তোমার কাছে পাঠায়ে দিলেন মায়াধর ॥
 কামাখ্যায় কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে ।
 কহ দেব নারীর খাউত কোথা বসে ॥
 শিব বলে খেলা করি লইয়া কুচনী ।
 এমন বিষম কথা কহু নাঞি শুনি ॥
 আমার বচন শুন মরুতকুমার ।
 পার্বতীর কাছে গিয়া পাবে সমাচার ॥
 এত শুনি বীর হুহ অসম্মত অনল ।
 আজিকে দেবতা সব গেল রসাতল ॥
 যার বিদ্যা বলাইয়া লব তার ঠাঞি ।
 অতঃপর জাগিলাম দেবতা কেহ নাঞি ॥
 এত বলি মহাবীর করিল গমন ।
 ভগবতীর ভুবনে দিলেন দরশন ॥
 করঘোড় করি হুহ লোটায় ধরণী ।
 কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে ॥
 কহ দেব নারীর খাউত কোথা বসে ॥

এত শুনি ভগবতী হন হেটমাথা ।
 মায়া করে পাঠায়েছে যতক দেবতা ॥
 মোর কথা বলাইয়া লবে মোর ঠাক্রি ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেহ জানে নাঞি ॥
 এই কথা রহিবে ব্রহ্মার সৃষ্টি বই ।
 অবধান কর বীর ধাতুতত্ত্ব কই ॥
 পক্ষী নয় পাখা নয় ডিম্বমধ্যে ছা ।
 কটাক্ষ মরণে মারে নাঞি হাত পা ॥
 সেই সে সবারে দেখে তারে নাঞি দেখি ।
 সেই সে পরম রত্ন যত্ন করে রাখি ॥
 সীমন্তে সিন্দূর তার নয়নে কজ্জল ।
 ঢল ঢল করে যেন নয়নের জল ॥
 কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে ।
 বল গিয়া নারীর খাউত বাম চক্ষে বসে ॥
 উপদেশ পেয়ে হুহু প্রণাম করিল ।
 চক্ষুর নিমেষে গোলাহাটে উত্তরিল ॥
 যেখানেতে বন্ধিশালে ময়নার দৈবর ।
 উপনীত হৈল গিয়া তথা বীরবর ॥
 হুহু কহে লাউসেনে বন্ধন যুচায় ।
 খাউতের বিচার শুন সাবধান হইয়া ॥
 ভাল খেটা লাউসেন বসে আছ তুমি ।
 তোরে শিখ্য করে বড় দুঃখ পাইলাম আমি ॥
 জানিহু খাউতের তত্ত্ব দেবীর নিকটে ।
 ঝাট আইলাম জানি তোমার সঙ্কটে ॥
 শিখাইল লাউসেনে নারীর পরাণ ।
 বিদায় হইয়া বৈকুণ্ঠে গেলেন হুহুমান ॥
 বন্দী হইয়া যের বসে ময়নার তপোধান ।
 হেন কালে নটনী আইল কলি ॥
 চারি জনে চারি দিকে চক্রে উদয় ।
 হাস কোতুক কথা লাউসেনে ॥
 কি কারণ এত দুঃখ পাইলাম আমি ॥
 তুমি পাটে হও কলি আমি পাটরাণী ॥
 কলি পাবি সতত ছুটি পা ।
 এ নব যৌবন জালি দিব হে সর্বথা ।

বুকেতে রাখিব তুলে করে গলার হার ।
 পিরীতি পীযুষরস পিবে অনিবার ॥
 বলিতে কহিতে তার কতখান কলা ।
 সেন বলে মিছামিছি কেন দাও জালা ॥
 ধর্মের সন্ন্যাসী আমি ধর্মের কিঙ্কর ।
 পরনারী পরশে ভয় বাসি নিরন্তর ॥
 তোমার বিচার শুন হয়ে সাবধান ।
 কি ছার সমস্তা তোর অর্থ কতখান ॥
 পক্ষ নয় পাখা নয় ডিম্বমধ্যে ছা ।
 কটাক্ষ মরণে মারে নাহি হাত পা ॥
 সেই সে সবারে দেখে তারে নাঞি দেখি ।
 সেই সে পরম রত্ন যত্ন করে রাখি ॥
 সীমন্তে সিন্দূর তার নয়নে কজ্জল ।
 ঢল ঢল করে তার লোচনের জল ॥
 কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে ।
 অষ্টোজ থাকিতে তোর খাউত বামচক্ষে বৈসে ॥
 তা শুনিয়া নটিনীর মরম হল ভেদ ।
 ব্রহ্মার স্রজন নয় ছাড়া চারি বেদ ॥
 কেমনে পাইল ইহা লাউসেন রাজা ।
 মোরে বাম হইল পার্শ্বদৃষ্টি দশভূজা ॥
 মরমে পাইয়া ব্যথা মাথায় করে হেট ।
 দেখেছে কর্পুর বাল্য তুমি দিতে ভেট ॥
 কর্পুর বলেন রে সাব মেয়া ভাই ।
 আগুনিসু তো দাও ই আমি বই ॥
 ভেয়ের হাত দ্বারা রাজা যত্নাধান ।
 খড়্গ দিয়া নীর কাটে না জান ॥
 কাটির খোপা মাথায় ॥
 ক যেন কাটিল লক্ষণ ॥
 খালস কলি রাজা ছ'কুড়ি নাগরে ।
 সবাকারে পূজ সেন রত্নমণিহারে ॥
 বিদায় হইয়া য় আপন ভবন ।
 লুটাইয়া দিল রাজা যত ছিল ধন ॥
 বাণ কেটে পুতে কাটা গোউড়ের উপর ।
 ঝরিপাতা বলে নঃ দিলেন সওদাগর ॥

গোলাহাট জিনি ভবে ভাই ছই জন ।
 ভৈরবী গঙ্গার তীরে দিল দরশন ॥
 ছুটি ভাই উত্তরিল ভৈরবীর তীরে ।
 রীমক্ক গেল যেন যমুনার ধারে ॥
 কর্পূর বলেন শুন লাউসেন ভাই ।
 এ দাদা রমতি সহর দেখতে পাই ॥
 ঘরে ঘরে পতাকা উড়িছে মনোহর ।
 এ দাদা বড় বাড়ী মামাদের ঘর ॥
 আজি মোরা মামাদের বাড়ী যাব ।

ইতি অনাদিগঙ্গলনামক শ্রীধর্মপুরাণে গোলাহাট জয় নামে ত্রয়োদশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥

হস্তিবধ পালা

কর্পূর পাতর টানাইল অসি ফলা ।
 রূপের ছটায় রমতি সহর হল আলা ॥
 রমণী পুরুষ ধায় রমতি সহরে ।
 সেনের স্তম্ভমা দেখে অহুমান করে ॥
 মায়া করে গোবিন্দ এসেছে মহী মাঝে ।
 কামারের বড় ভাগ্য বসিয়াছে নাছে ॥
 কামারের বাড়ী জুড়ে বসে গেল জাত ।
 লোক যেন উড়িয়াতে দেখেছে জগন্নাথ ॥
 কেহ বা দেখিতে আসে কেহ দেখে যায় ।
 বাকুণীর কালে যেন গজাজলে নায় ॥
 দোকানী দোকান পেতে বেচে চিড়ামুড়ি ।
 তিন দিন রহিলেন কর্ণকারের বাড়ী ॥
 সমাচার পাইল গোউড়ের মহাশয় ।
 বিরাতের দেশে যেন পাণ্ডব উদয় ॥
 গুনিয়া রাজার পুর লাগে চমৎকার ।
 রাজা বলে কহ পাত্র কোন সমাচার ॥
 পাত্র বলে মহারাজা কিছই না জানি ।
 বৈসে আছি এখানে লোকের মুখে শুনি ॥
 যতক্ষণ নাহি দেখি আপন নয়নে ॥
 প্রত্যয় না যাই আমি কাহার বচনে ।
 নয়নে অবশে লিখে ছ'মালের পথ ।
 মহামুনি পুরাণে লিখেছে ভাগবত ॥
 পরমুখে শুনিয়া প্রত্যয় যাবে নাঞি ।
 কহিব ইহার কথা তিন দিন বই ॥
 এত বলি মহাপাত্র আরোহিল দোলা ।
 কর্ণকারের বাড়ী গেল মহারাজের শাখা ॥
 পাত্রকে দেখিয়া কামার বিষন্ন বদন ।
 বসিবারে দিল যথায়োপায়ের আশ্রয় ॥
 সভামধ্যে বসে আছে ভাই দুই জন ।
 উপেক্ষের সহ ইজ্ঞ কর্তৃক ॥
 একদৃষ্টে মাছদিনী ॥
 অবনীতে বুঝি এরা প্রায় লক্ষণী ॥
 দিলেন এনা অচূপ রূপরাশি ।
 মায়ায় মাছরূপে পূর্ণিমার শশী ॥

ঢালের উপরে দেখে কৃষ্ণ অবতার ।
 পাত্রের লোচন হল জাহ্নবীর ধার ॥
 এক ঠাঞি গোবুল মথুরা বৃন্দাবন ।
 রাখা কোলে করে নাচে শ্রীনন্দর নন্দন ॥
 পুরাণে যতেক লীলা ঢালে দেখে লেখা ।
 কত কোটি কলা ভায় নাঞি লেখা জোখা ॥
 কলা দেখে ভাবুক ভাবেতে হয় ভোর ।
 দেখিয়া কৃষ্ণের লীলা ভক্তের চক্ষে লোর ॥
 নব লক্ষ সেনা দেখে রাজা গোউড়েশ্বর ।
 যোল পাত্র বার ভুঞা দরবার ভিতর ॥
 রাজা কর্ণসেন দেখে রাণী রজাবতী ।
 লাউসেন কর্পূর দেখে ময়না বসতি ॥
 কালুবীর দেখে লয়ে সামন্ত ঝকড় ।
 মাহুদে পাত্র লক্ষে ভূমণীর পায়ে করে গড় ॥
 দুই গালে চূণকালি দেখিল মাহুর ।
 মাথার উপরে লঘী করে বেটুয়া কুহুর ॥
 ঢালের উপর দেখে নিজের অপমান ।
 জ্বলিতে লাগিল পাত্র বহির সমান ॥
 তবে কিছ না বলিয়া দোলায় আবোহণ ।
 সহর ভিতর গিয়া দিল নিরশন ॥
 সহরকোটেলে পাত্র অশ্রু ডাক দিয়ে ।
 বালিতে লাগিল পাত্র অশ্রু হাসিয়ে ॥
 সহরেতে যতেক কাঁদে দেখা পাবি ।
 করাত পাথুরা বাঁধে ত আনিবি ॥
 দণ্ড চারি ভিতর ভাঙে মানা চাই ।
 রাজার হর দণ্ড না মানি পাই ॥
 এত কহি পেরে সব ধাইল বসন্তে ।
 ক দিয়ে বলে উঠে গেল ॥
 ধর ধর শ্রমে ধাইছে চারি পানে ।
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সব লুকাল গোপনে ॥
 ধরাধরি সহরে সদাই ঘাড় খাকা ।
 বসনে বাড়িয়া গয় কথা কয় বাঁকা ॥
 পাত্রের কাছেতে গেল কামার বিশাশর ।
 কাপিতে কাপিতে সবে হাত ঝড়ি কয় ॥

পাত্র বলে কামার সব লও মোর পান ।
 বৈদেশীর ঢাল কেটে করিবে খান্ খান্ ॥
 তিল তিল রতি রতি করিবে মাষা মাষা ।
 খুব শিরোবন্ধা দিব পুরাইব আশা ॥
 আরবার মাহ্‌দে কোটালে পান দেই ।
 দশ জনে লাউসেনের ঢাল কেড়ে লেই ॥
 বলে নিল বৈদেশী বলিতে নাঞ্চি পারে ।
 ফেলাইয়া দিল ঢাল পাত্রের হুজুরে ॥
 তকুমে লোহার যত ধরিল হেত্য়ার ।
 একবারে চোট পাড়ে হাজার হাজার ॥
 ঠনঠনি ঢালের উপরে চোট পড়ে ।
 এক তিল নাঞ্চি কাটে দশগুণ বাড়ে ॥
 শরতের রাজ ঘেন পড়ে ঝান ঝান ।
 কর্মকারের হেত্য়ার হইল ধান ধান ॥
 পাখুরা বাটালি বাস ভাঙ্গিল করাত ।
 কর্মকার বসিলেন বদনে দিয়ে হাত ॥
 দেখিয়া পাত্রের মনে বেড়ে গেল তাক ।
 খলবুন্ধি তথাপি কামারে কয় ডাক ॥
 সাজাইয়া জাঁতা অগ্নিতে ফেলে দাও ।
 পুড়িয়া হটক ছাই বাতাসি উড়াও ॥
 হবিজলে হতাশনে বাড়ি কুশাহু ।
 লাউসেনের ঢাল লয়ে যে খইল অহু ॥
 মলা ছিল চিত্রগুলো ঝিক ঝিক ॥
 বার দিয়া দেবতা বসি পালে ॥
 সলিল ঢালিয়া দিয়া বিদ্যায় ॥
 বিবাদিত মহাপাত্র বিদ্যায় ॥
 মাথায় হাত লগ্ন করিবে হায় হায় ॥
 রক্ত কপন মণি চেনা নাঞ্চি যায় ॥
 পাত্র বলে দিগের সব এই পান লাও ॥
 এরবি গজার জলে ঢাল ফেলে দাও ॥
 এত শুনি দিগের সব ঢাল মাথে লাও ॥
 ভৈরবী পাথার দহে ফেলাইয়া দাও ॥
 হায় মায়া করিলেন ঠাকুর নারায়ণ ।
 নাহি ডুবে ঢাল ভেসে রহিল তখন ॥

মনে ভাবে মাহ্‌দিয়া বাড়িল জঞ্জাল ।
 আপনার ভাণ্ডারে লুকায়ে রাখি ঢাল ॥
 মনে মনে দুটবুদ্ধি কত ছলা করে ।
 কেমনে ভাগিনা বেটা পাঠাই যমঘরে ॥
 চোর অপবাদ দিয়া আনাঘ ধরিয়া ।
 কারাগারে প্রাণ লব পাষণ চাপিয়া ॥
 না গেল আপন ঘর পাত্র মহাশয় ।
 অমনি চলিয়া গেল রাজার আশয় ॥
 আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া ।
 সর্বনাশ হৈল রাজা তোমার লইয়া ॥
 কোথা হোতে এল রাজা বৈদেশী কুমার ।
 অতঃপর লইল তোমার অধিকার ॥
 সামাল সামাল হে বৈদেশী বলবান্ ।
 তোমার রাজত্বলীলা হল সমাধান ॥
 সাবধানের বিনাশ নাই এই যুক্তি ধর ।
 দেশ হতে বৈদেশীয়ে রাজ্যের বার কর ॥
 পাত্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর ।
 পাত্রের কুটিল বাক্যে ভুলিল গোউড়েশ্বর ॥
 সহর কোটালে রাজা আনে ডাকাইয়া ।
 বলিতে লাগিল পাত্র ইন্দ্রিত করিয়া ॥
 সহরে সহরে গিয়া তুলিবি বাজনা ।
 কেহ না রাখিবে ঘরে জামাতা ভাগিনা ॥
 বৈদেশী বৈকবে যেবা রাখিয়া দিবে খুল ।
 ঘর ছাড়ি সব তার করিব বান্ধুল ॥
 এত শুনি দিগের সব খাইল বাজারে ।
 নানা শব্দ তুলে গিয়া সহর ভিতরে ॥
 ডেকে বলে কোটাল বাজাইয়া ঢাক ।
 পাত্রের কপন মণি চেনা নাঞ্চি যায় ॥
 পাত্র বলে দিগের সব এই পান লাও ॥
 এরবি গজার জলে ঢাল ফেলে দাও ॥
 এত শুনি দিগের সব ঢাল মাথে লাও ॥
 ভৈরবী পাথার দহে ফেলাইয়া দাও ॥
 হায় মায়া করিলেন ঠাকুর নারায়ণ ।
 নাহি ডুবে ঢাল ভেসে রহিল তখন ॥

কপূরের কথা শুনি ময়নার তপোধন ।
 মিতাকে ডাকিয়া তবে বলিছে বচন ॥
 সহরে সহরে মিতে শুনহ বাজনা ।
 বৈদেশী বৈষ্ণবে কেহ নাঞি দিবে থানা ॥
 সখা হে আজিকে যদি থাকি তোমার বাস ।
 ধন জন জীবন লইয়া পড়িবে সর্বনাশ ॥
 অবিচার অধিক থাকিতে নারি ভাই ।
 আনন্দে বিদায় দেহ অকৃত্তরে যাই ॥
 পুনঃ যদি আসি ত অবশ্য দেখা হবে ।
 বন্ধু বলে সতত মনেতে রাখিবে ॥
 লাউদন্ত বলে তুমি কোথাকারে যাবে ।
 কাঞ্চনশরীর তোমার শিশিরে ভিজিবে ॥
 ধন জন লয় রাজা সব আমি দিব ।
 আপনার প্রাণ দিয়া তোমায়ে রাখিব ॥
 তুমি আমার ইষ্টদেবতা নারায়ণ ।
 তোমাকে ছাড়িয়া দিন এ কথা কেমন ॥
 তার কথা কিছু শুন ভাই দুই জন ।
 পূর্বেতে আছিল রাজা জীমূতবাহন ॥
 মায়াব্লপে ইন্দ্র চক্রে হইল সয়চান ।
 যু পক্ষী আপনি হইল ভগবান ॥
 মায়া করি যু পক্ষী চলিল উড়িয়া ।
 পাছু পাছু সয়চান চলে খেদাঞিয়া ॥
 উড়িয়া বসিল পক্ষী ভূপতির কোলে ।
 দয়া উপজিল রাজা আপিল আসিলে ॥
 হেন কালে সয়চান আইল গোড়া করে ।
 তর্জনি করিয়া কহে ভূপতির তরে ॥
 এ বার বৎসর আমি না পাই আহার ।
 পক্ষ খেদাঞিয়া রাজা কহে ॥
 ধর্মজীল রাজা জন আমার বচন ।
 পক্ষ ছাড়ি দেহ মোরে ॥
 রাজা বলে পক্ষ ॥
 পক্ষ দিব এ কোন্ বিচার ॥
 পক্ষ হাটাই তাহা ভক্ষা আনি দিব ॥
 আপনার প্রাণ গেলে পক্ষী না ছাড়িব

সয়চান বলে যদি পক্ষ না ছাড়িবে ।
 পক্ষের বদলে আজি নিজমাংস দিবে ॥
 পক্ষের বদলে রাজা কর অঙ্গীকার ।
 শুনিয়া রাজার পুরে লাগে চমৎকার ॥
 সবে বলে মহারাজা পাংগল সমান ।
 পক্ষের বদলে দেয় আপন পুরাণ ॥
 কাহার বচন রাজা নাহি শুনে কানে ।
 আপনার মাংস দেয় কাটিয়া সয়চানে ॥
 মায়া করে সয়চান রাজার মাংস লেই ।
 না করে ভক্ষণ শূন্যে উড়াইয়া দেই ॥
 কাটিয়া সকল মাংস অস্থি হল সার ।
 সয়চান বলেন উদর না পুরে আমার ॥
 আমার ভক্ষ্যের দ্রব্য পক্ষকে রাখিবে ।
 পক্ষের বদলে আজি নিজমুণ্ড দিবে ॥
 নিজমুণ্ডে মহারাজা বসাতে করাত ।
 তেজিয়ে পক্ষীর মূর্তি হল জগন্নাথ ॥
 সেন বলে সকল পুরাণ জানি আমি ।
 অতঃপর আমাকে বিদায় কর তুমি ॥
 তোমার অধিক কষ্ট দেখিতে নারি চোখে ।
 কিছু কাল বিদায় দিবে মনঃস্থখে ॥
 এত বলি ছুটি ভাই হইল বিদায় ।
 কপূরকারপুতী কেহো পড়িল ধূল্যয় ॥
 ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে বাজি বেগাবন ।
 বকুলতলায় ॥
 কপূর বহে নদী ॥
 পরিণাম ॥
 পসারিয়া পাছু ॥
 রজনীমুখে করিল শয়ন ॥
 কপূর ॥
 পোহা ॥
 অনাস্তপদ ॥
 রামদাস ॥

নাউসেন কর্পূর রথে ভৈরবীর তীরে ।
 হাছদের ডেকে বলে নিদেমেটে চোরে ॥
 দেখ দেখি বৈদেশী আছয়ে কার ঘরে ।
 দেখা পেলে বাঁধিয়া আনিবে কারাগারে ॥
 হরে সহরে লোক করে অধেষণ ।
 ভরবী বকুলতলার ভাই ছই জন ॥
 পাত্রে কাছেতে গিয়ে দিল সমাচার ।
 ভরবী নদীর তটে বৈদেশী কুমার ॥
 পাত্র বলে চোর সব এই পান লাও ।
 পাটহস্তী তাহার শিওরে বেঁধে দাও ॥
 লে ধরে তাহাকে করিবে বন্ধিখানা ।
 হাতে তোড়র দিব ছই কানে সোনা ॥
 গার এক কথা বলি শুন সাবধানে ।
 পাতী চাপাইয়া মার ভাই ছই জনে ॥
 ত শুনি মাতঙ্গ করিতে যায় চুরি ।
 পিকরাজ হস্তীকে আনিল বার করি ॥
 লাইয়া দিল হাতী দেখিলেন গনে ।
 কুলতলার যথা ভাই ছই জনে ॥
 গনের শিওরে লয়ে বাছে পাটহাতী ।
 পিলের ধোপে ঘোড়া বাক্স হরপতি ॥
 পি বাক্স রাহিল লাউসে নাহি জানে ।
 য সব চলে গেল নিজ ঘকেতনে ॥
 গি শেষেতে জাগে মাত পাতর ।
 হাতে সজাগ করে গি পর ॥
 এক মলিন হল প্রকাশন ॥
 ভুলহ মহারাজ বিদ্যাক্ষণ ॥
 ভুলিল মহারাজ হাতে নিল কারি ॥
 এক প্রকাশ রাজ সুবাসিত বারি ॥
 পাত্র লয়ে রাজা বসিল দেখানে ।
 হাতে পাত্র কর রাজসন্নিধানে ॥
 লক্ষণ স্বপনে দেখিছে শেষ রাত্তি ।
 র করে লয়েছে তোমার পাটহাতী ॥
 শুনি রাজসভা হাসে থলথল ॥
 বলে মহাপাত্র হয়েছে পাগ ॥

পুরুত সমান হস্তী ধুবে কোনখানে ।
 হেন বিপরীত কথা না শুনি শ্রবণে ॥
 স্বপন স্বরূপ হয় বিধাতার খেলা ।
 হেন কালে মাহত রাজার কাছে গেলা ॥
 অবনী লোটায়ে মাথা করিছে মিনতি ।
 চুরি করে লয়েছে তোমার পাটহাতী ॥
 মাহতের কথা শুনে মাহদিয়ে কয় ।
 স্বপন স্বরূপ নয় জানিলে মহাশয় ॥
 এ রাজমণ্ডলী সবে কর উপহাস ।
 আমি জানি রাজার ঘটিল সর্বনাশ ॥
 আজি রাজার পাটহস্তী লয়ে গেল চোরে ।
 কালি হানা দিবে আসি রাজ্যের উপরে ॥
 এত শুনি মহারাজ কুপিত অন্তর ।
 ছই চক্ষু জ্বারুচি কাঁপে থর থর ॥
 রাজা বলে ডাক বরা সহরকোটাল ।
 পাত্র বলে জান নাঞি কোটালের ঠাকুরাল ॥
 রাত্রি দিন কোটাল বেটা পড়ে থাকে খাতে ।
 শুনি নাকি চারি রাঙা তাহার ভাল ঘুটে ॥
 ডাকাত সিঁদেলের সঙ্গে করেছে মিতালী ।
 চুরি করে থায় বেটা বলে কোতয়ালী ॥
 পূর্বেতে কোটাল বেটার ছিল বীরপণ ।
 তার মাগের কানে নাকি আড়াই তোলা সোনা ॥
 এত শুনি বাইল কোটাল ইন্দ্রদাল ।
 টাল তলোয়ার পিঠে ঘেন যম কাল ॥
 তিনবাব সম্মুখেতে করিল তসমিল ।
 কোন বাতে হুকুম হুদিস হয়ে দিল ॥
 পাত্র বলে কোটাল ভায়া কোথা গিয়াছিলে ।
 কোটাল লিখি লিখি কার বাড়ী দিলে ॥
 কোটাল বলেন বটে নিবেদন মোর ।
 বাবাকে জ্ঞান নাহি হয় বেটা হয় চোর ॥
 গিয়াছে রা ॥
 স্বর্গপুরে থাকে ত ইন্দ্রের পুরন্দর ॥
 সমস্ত পাটাল খুজিব জিজ্ঞাসন ।
 দিন চাি আমাকে করিবে বিলম্বন ॥

স্বর্গ মর্ত পাতাল খুঁজিয়া নাহি পাই ।
 এক ঠাকুর পুতে ফেল আমরা সাত ভাই ॥
 লিখে পড়ে দিবে দূত হৈল বিদায় ।
 খুঁজিতে মাতঙ্গ সবে চারি দিকে ধায় ॥
 সহরের প্রতি ঠাকুর করে অন্বেষণ ।
 কোথা না পাইল হস্তী বিষাদিত মন ॥
 ধাইল দক্ষিণ মুখে দিগের সাত জন ।
 ভৈরবী গঙ্গার তীরে করে অন্বেষণ ॥
 চাপিয়ে উইয়ের টিপি বলে জগন্নাথ ।
 মালীর মালকে গো হস্তী আছে হেথা ॥
 ধাওয়াধাই পড়িল দিগের সাত জন ।
 হস্তীর নিকটে সবে দিল দরশন ॥
 পাইয়া রাজার হস্তী হরিষ অন্তর ।
 বকুলতলায় দেখে ছুই সহোদর ॥
 মেটে বলে হেথা খেয়ে আয় গজমাতা ।
 হস্তী মেনে থাকুক চোর বেটা হেথা ॥
 চুরি করে লয়েছিল নিশি অবশেষে ।
 রজনী প্রভাত হল নাঞি গেল দেশে ॥
 দেখে ভাই চোরের কেমন আচরণ ।
 দিবসে সাধুর বেশ দেখি বিলক্ষণ ॥
 কর দিয়ে ঘুচাইল অন্ধের উদ্ভ্রাণি ।
 দেখিল অন্ধের রূপ যেন দিনমণি ॥
 দেখিয়া সেনের রূপ করে অত্মমান ।
 হল পেতে এসেছে কোন দেবের সন্তান ॥
 চোর বলে ইহারে যদি বেঁধে নিয়ে যাব ।
 পরিণামে যমের দুয়ারে দণ্ডী হব ॥
 মেট্যা বলে তোর বড় কথার পরিপাটি ।
 রাজরিপু যে যে বেটা তার মাথা কাটি ॥
 এ বেটাকে বেঁধে নিব রাজার গোচর ।
 যা হবার হবে ভাই রাজার উপর ॥
 সগরবংশের ॥
 সগরবংশ ১১১ হল অন্ধের কারণে ॥
 ১১২ ১১৩ ১১৪ ১১৫ ১১৬ ১১৭ ১১৮ ১১৯ ১২০ ১২১ ১২২ ১২৩ ১২৪ ১২৫ ১২৬ ১২৭ ১২৮ ১২৯ ১৩০ ১৩১ ১৩২ ১৩৩ ১৩৪ ১৩৫ ১৩৬ ১৩৭ ১৩৮ ১৩৯ ১৪০ ১৪১ ১৪২ ১৪৩ ১৪৪ ১৪৫ ১৪৬ ১৪৭ ১৪৮ ১৪৯ ১৫০ ১৫১ ১৫২ ১৫৩ ১৫৪ ১৫৫ ১৫৬ ১৫৭ ১৫৮ ১৫৯ ১৬০ ১৬১ ১৬২ ১৬৩ ১৬৪ ১৬৫ ১৬৬ ১৬৭ ১৬৮ ১৬৯ ১৭০ ১৭১ ১৭২ ১৭৩ ১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ ১৭৯ ১৮০ ১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০ ২০১ ২০২ ২০৩ ২০৪ ২০৫ ২০৬ ২০৭ ২০৮ ২০৯ ২১০ ২১১ ২১২ ২১৩ ২১৪ ২১৫ ২১৬ ২১৭ ২১৮ ২১৯ ২২০ ২২১ ২২২ ২২৩ ২২৪ ২২৫ ২২৬ ২২৭ ২২৮ ২২৯ ২৩০ ২৩১ ২৩২ ২৩৩ ২৩৪ ২৩৫ ২৩৬ ২৩৭ ২৩৮ ২৩৯ ২৪০ ২৪১ ২৪২ ২৪৩ ২৪৪ ২৪৫ ২৪৬ ২৪৭ ২৪৮ ২৪৯ ২৫০ ২৫১ ২৫২ ২৫৩ ২৫৪ ২৫৫ ২৫৬ ২৫৭ ২৫৮ ২৫৯ ২৬০ ২৬১ ২৬২ ২৬৩ ২৬৪ ২৬৫ ২৬৬ ২৬৭ ২৬৮ ২৬৯ ২৭০ ২৭১ ২৭২ ২৭৩ ২৭৪ ২৭৫ ২৭৬ ২৭৭ ২৭৮ ২৭৯ ২৮০ ২৮১ ২৮২ ২৮৩ ২৮৪ ২৮৫ ২৮৬ ২৮৭ ২৮৮ ২৮৯ ২৯০ ২৯১ ২৯২ ২৯৩ ২৯৪ ২৯৫ ২৯৬ ২৯৭ ২৯৮ ২৯৯ ৩০০ ৩০১ ৩০২ ৩০৩ ৩০৪ ৩০৫ ৩০৬ ৩০৭ ৩০৮ ৩০৯ ৩১০ ৩১১ ৩১২ ৩১৩ ৩১৪ ৩১৫ ৩১৬ ৩১৭ ৩১৮ ৩১৯ ৩২০ ৩২১ ৩২২ ৩২৩ ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ ৩২৯ ৩৩০ ৩৩১ ৩৩২ ৩৩৩ ৩৩৪ ৩৩৫ ৩৩৬ ৩৩৭ ৩৩৮ ৩৩৯ ৩৪০ ৩৪১ ৩৪২ ৩৪৩ ৩৪৪ ৩৪৫ ৩৪৬ ৩৪৭ ৩৪৮ ৩৪৯ ৩৫০ ৩৫১ ৩৫২ ৩৫৩ ৩৫৪ ৩৫৫ ৩৫৬ ৩৫৭ ৩৫৮ ৩৫৯ ৩৬০ ৩৬১ ৩৬২ ৩৬৩ ৩৬৪ ৩৬৫ ৩৬৬ ৩৬৭ ৩৬৮ ৩৬৯ ৩৭০ ৩৭১ ৩৭২ ৩৭৩ ৩৭৪ ৩৭৫ ৩৭৬ ৩৭৭ ৩৭৮ ৩৭৯ ৩৮০ ৩৮১ ৩৮২ ৩৮৩ ৩৮৪ ৩৮৫ ৩৮৬ ৩৮৭ ৩৮৮ ৩৮৯ ৩৯০ ৩৯১ ৩৯২ ৩৯৩ ৩৯৪ ৩৯৫ ৩৯৬ ৩৯৭ ৩৯৮ ৩৯৯ ৪০০ ৪০১ ৪০২ ৪০৩ ৪০৪ ৪০৫ ৪০৬ ৪০৭ ৪০৮ ৪০৯ ৪১০ ৪১১ ৪১২ ৪১৩ ৪১৪ ৪১৫ ৪১৬ ৪১৭ ৪১৮ ৪১৯ ৪২০ ৪২১ ৪২২ ৪২৩ ৪২৪ ৪২৫ ৪২৬ ৪২৭ ৪২৮ ৪২৯ ৪৩০ ৪৩১ ৪৩২ ৪৩৩ ৪৩৪ ৪৩৫ ৪৩৬ ৪৩৭ ৪৩৮ ৪৩৯ ৪৪০ ৪৪১ ৪৪২ ৪৪৩ ৪৪৪ ৪৪৫ ৪৪৬ ৪৪৭ ৪৪৮ ৪৪৯ ৪৫০ ৪৫১ ৪৫২ ৪৫৩ ৪৫৪ ৪৫৫ ৪৫৬ ৪৫৭ ৪৫৮ ৪৫৯ ৪৬০ ৪৬১ ৪৬২ ৪৬৩ ৪৬৪ ৪৬৫ ৪৬৬ ৪৬৭ ৪৬৮ ৪৬৯ ৪৭০ ৪৭১ ৪৭২ ৪৭৩ ৪৭৪ ৪৭৫ ৪৭৬ ৪৭৭ ৪৭৮ ৪৭৯ ৪৮০ ৪৮১ ৪৮২ ৪৮৩ ৪৮৪ ৪৮৫ ৪৮৬ ৪৮৭ ৪৮৮ ৪৮৯ ৪৯০ ৪৯১ ৪৯২ ৪৯৩ ৪৯৪ ৪৯৫ ৪৯৬ ৪৯৭ ৪৯৮ ৪৯৯ ৫০০ ৫০১ ৫০২ ৫০৩ ৫০৪ ৫০৫ ৫০৬ ৫০৭ ৫০৮ ৫০৯ ৫১০ ৫১১ ৫১২ ৫১৩ ৫১৪ ৫১৫ ৫১৬ ৫১৭ ৫১৮ ৫১৯ ৫২০ ৫২১ ৫২২ ৫২৩ ৫২৪ ৫২৫ ৫২৬ ৫২৭ ৫২৮ ৫২৯ ৫৩০ ৫৩১ ৫৩২ ৫৩৩ ৫৩৪ ৫৩৫ ৫৩৬ ৫৩৭ ৫৩৮ ৫৩৯ ৫৪০ ৫৪১ ৫৪২ ৫৪৩ ৫৪৪ ৫৪৫ ৫৪৬ ৫৪৭ ৫৪৮ ৫৪৯ ৫৫০ ৫৫১ ৫৫২ ৫৫৩ ৫৫৪ ৫৫৫ ৫৫৬ ৫৫৭ ৫৫৮ ৫৫৯ ৫৬০ ৫৬১ ৫৬২ ৫৬৩ ৫৬৪ ৫৬৫ ৫৬৬ ৫৬৭ ৫৬৮ ৫৬৯ ৫৭০ ৫৭১ ৫৭২ ৫৭৩ ৫৭৪ ৫৭৫ ৫৭৬ ৫৭৭ ৫৭৮ ৫৭৯ ৫৮০ ৫৮১ ৫৮২ ৫৮৩ ৫৮৪ ৫৮৫ ৫৮৬ ৫৮৭ ৫৮৮ ৫৮৯ ৫৯০ ৫৯১ ৫৯২ ৫৯৩ ৫৯৪ ৫৯৫ ৫৯৬ ৫৯৭ ৫৯৮ ৫৯৯ ৬০০ ৬০১ ৬০২ ৬০৩ ৬০৪ ৬০৫ ৬০৬ ৬০৭ ৬০৮ ৬০৯ ৬১০ ৬১১ ৬১২ ৬১৩ ৬১৪ ৬১৫ ৬১৬ ৬১৭ ৬১৮ ৬১৯ ৬২০ ৬২১ ৬২২ ৬২৩ ৬২৪ ৬২৫ ৬২৬ ৬২৭ ৬২৮ ৬২৯ ৬৩০ ৬৩১ ৬৩২ ৬৩৩ ৬৩৪ ৬৩৫ ৬৩৬ ৬৩৭ ৬৩৮ ৬৩৯ ৬৪০ ৬৪১ ৬৪২ ৬৪৩ ৬৪৪ ৬৪৫ ৬৪৬ ৬৪৭ ৬৪৮ ৬৪৯ ৬৫০ ৬৫১ ৬৫২ ৬৫৩ ৬৫৪ ৬৫৫ ৬৫৬ ৬৫৭ ৬৫৮ ৬৫৯ ৬৬০ ৬৬১ ৬৬২ ৬৬৩ ৬৬৪ ৬৬৫ ৬৬৬ ৬৬৭ ৬৬৮ ৬৬৯ ৬৭০ ৬৭১ ৬৭২ ৬৭৩ ৬৭৪ ৬৭৫ ৬৭৬ ৬৭৭ ৬৭৮ ৬৭৯ ৬৮০ ৬৮১ ৬৮২ ৬৮৩ ৬৮৪ ৬৮৫ ৬৮৬ ৬৮৭ ৬৮৮ ৬৮৯ ৬৯০ ৬৯১ ৬৯২ ৬৯৩ ৬৯৪ ৬৯৫ ৬৯৬ ৬৯৭ ৬৯৮ ৬৯৯ ৭০০ ৭০১ ৭০২ ৭০৩ ৭০৪ ৭০৫ ৭০৬ ৭০৭ ৭০৮ ৭০৯ ৭১০ ৭১১ ৭১২ ৭১৩ ৭১৪ ৭১৫ ৭১৬ ৭১৭ ৭১৮ ৭১৯ ৭২০ ৭২১ ৭২২ ৭২৩ ৭২৪ ৭২৫ ৭২৬ ৭২৭ ৭২৮ ৭২৯ ৭৩০ ৭৩১ ৭৩২ ৭৩৩ ৭৩৪ ৭৩৫ ৭৩৬ ৭৩৭ ৭৩৮ ৭৩৯ ৭৪০ ৭৪১ ৭৪২ ৭৪৩ ৭৪৪ ৭৪৫ ৭৪৬ ৭৪৭ ৭৪৮ ৭৪৯ ৭৫০ ৭৫১ ৭৫২ ৭৫৩ ৭৫৪ ৭৫৫ ৭৫৬ ৭৫৭ ৭৫৮ ৭৫৯ ৭৬০ ৭৬১ ৭৬২ ৭৬৩ ৭৬৪ ৭৬৫ ৭৬৬ ৭৬৭ ৭৬৮ ৭৬৯ ৭৭০ ৭৭১ ৭৭২ ৭৭৩ ৭৭৪ ৭৭৫ ৭৭৬ ৭৭৭ ৭৭৮ ৭৭৯ ৭৮০ ৭৮১ ৭৮২ ৭৮৩ ৭৮৪ ৭৮৫ ৭৮৬ ৭৮৭ ৭৮৮ ৭৮৯ ৭৯০ ৭৯১ ৭৯২ ৭৯৩ ৭৯৪ ৭৯৫ ৭৯৬ ৭৯৭ ৭৯৮ ৭৯৯ ৮০০ ৮০১ ৮০২ ৮০৩ ৮০৪ ৮০৫ ৮০৬ ৮০৭ ৮০৮ ৮০৯ ৮১০ ৮১১ ৮১২ ৮১৩ ৮১৪ ৮১৫ ৮১৬ ৮১৭ ৮১৮ ৮১৯ ৮২০ ৮২১ ৮২২ ৮২৩ ৮২৪ ৮২৫ ৮২৬ ৮২৭ ৮২৮ ৮২৯ ৮৩০ ৮৩১ ৮৩২ ৮৩৩ ৮৩৪ ৮৩৫ ৮৩৬ ৮৩৭ ৮৩৮ ৮৩৯ ৮৪০ ৮৪১ ৮৪২ ৮৪৩ ৮৪৪ ৮৪৫ ৮৪৬ ৮৪৭ ৮৪৮ ৮৪৯ ৮৫০ ৮৫১ ৮৫২ ৮৫৩ ৮৫৪ ৮৫৫ ৮৫৬ ৮৫৭ ৮৫৮ ৮৫৯ ৮৬০ ৮৬১ ৮৬২ ৮৬৩ ৮৬৪ ৮৬৫ ৮৬৬ ৮৬৭ ৮৬৮ ৮৬৯ ৮৭০ ৮৭১ ৮৭২ ৮৭৩ ৮৭৪ ৮৭৫ ৮৭৬ ৮৭৭ ৮৭৮ ৮৭৯ ৮৮০ ৮৮১ ৮৮২ ৮৮৩ ৮৮৪ ৮৮৫ ৮৮৬ ৮৮৭ ৮৮৮ ৮৮৯ ৮৯০ ৮৯১ ৮৯২ ৮৯৩ ৮৯৪ ৮৯৫ ৮৯৬ ৮৯৭ ৮৯৮ ৮৯৯ ৯০০ ৯০১ ৯০২ ৯০৩ ৯০৪ ৯০৫ ৯০৬ ৯০৭ ৯০৮ ৯০৯ ৯১০ ৯১১ ৯১২ ৯১৩ ৯১৪ ৯১৫ ৯১৬ ৯১৭ ৯১৮ ৯১৯ ৯২০ ৯২১ ৯২২ ৯২৩ ৯২৪ ৯২৫ ৯২৬ ৯২৭ ৯২৮ ৯২৯ ৯৩০ ৯৩১ ৯৩২ ৯৩৩ ৯৩৪ ৯৩৫ ৯৩৬ ৯৩৭ ৯৩৮ ৯৩৯ ৯৪০ ৯৪১ ৯৪২ ৯৪৩ ৯৪৪ ৯৪৫ ৯৪৬ ৯৪৭ ৯৪৮ ৯৪৯ ৯৫০ ৯৫১ ৯৫২ ৯৫৩ ৯৫৪ ৯৫৫ ৯৫৬ ৯৫৭ ৯৫৮ ৯৫৯ ৯৬০ ৯৬১ ৯৬২ ৯৬৩ ৯৬৪ ৯৬৫ ৯৬৬ ৯৬৭ ৯৬৮ ৯৬৯ ৯৭০ ৯৭১ ৯৭২ ৯৭৩ ৯৭৪ ৯৭৫ ৯৭৬ ৯৭৭ ৯৭৮ ৯৭৯ ৯৮০ ৯৮১ ৯৮২ ৯৮৩ ৯৮৪ ৯৮৫ ৯৮৬ ৯৮৭ ৯৮৮ ৯৮৯ ৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৮ ৯৯৯ ১০০০

এত বলি লাউসেন কর্পূরে গিয়ে ধরে ।
 গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে ॥

ধরাধরি দিগের লাউসেনে বেছে লেই ।
 ভাকডাকি কর্পূর রাজার দোহাই দেই ॥
 কে কার দোহাই শুনে বিপদের কালে ।
 বেছে লয়ে লাউসেনে দিগের সব চলে ॥
 বিপদে পড়িয়া সেন ভাবেন ঠাকুর ।
 পড়েছি বিপত্তিঘোরে হুংখ কর দূর ॥
 শ্রীধর্মচরণপদ্ম হৃদয়ে ধোয়ান ।
 প্রহারে পীড়িত প্রভু রাখহ পরাণ ॥
 মাতঙ্গ চালায় চোর তার কাছে কাছে ।
 বেড়ে চলে দিগের চৌদিকে আগে পিছে
 আনিয়া রাজার কাছে করিল জোহার ।
 চোর লেহ মাথা লেহ কি করিলে আর ॥
 পাত্র বলে সাবাস সাবাস মেরা ভাই ।
 মাথার পাগড়ী লেহ গায়ের কাবাই ॥
 এই আমার জামা মাথার পাগ লে ।
 ছুই বেটাকে ধরে সূদানে বলি দে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে লাউসেন কর্পূরে লয়ে যা ।
 কান্দিয়া কর্পূর বসে কি হবে উপায় ॥
 সেন বলে মনে শ্রীধর্ম গোসাঞি
 প্রভু বই এ কি দার গতি নাঞি ।
 কোথা হে প্রভু বসে শুভজীবন ।
 দৃষ্টে পড়িয়া প্রভু নিলা পরাণ ॥
 চরম পথে চোর বলি লয়ে সূদানে ।
 দৃষ্টে পড়িয়া রক্ষা আনয়ি শুনে ।
 কর্পূর বলেন দাদা সহায় ভগবান ।
 তথাপি জীবন রক্ষে দেপহ সন্ধান ॥
 পবিত্র পুণ্ড্র গুরে লাউসেন ভাই ।
 তবে ত রাজার কাছে প্রাণে রক্ষা পাই
 এত বলি লাউসেন পরিচয় দেন ।
 নিবান মথনা আমার পিতা কর্ণসেন ॥

পিতামহ কনকসেন শুন মহামতি ।
 আমার মায়ের নাম রাণী রঞ্জাবতী ।
 মহাপাত্র নামা মোর মেসো পৌড়েখর ।
 এত ভিনে ক্রোধে কাঁপে মাছদে পান্তর ॥
 চোর হলে এমন বিস্তর জানে ছলা ।
 গালি দেয় আমাকে বাপের করে শালা ॥
 তিন বই ভগিনী মোর নাহিক সংসারে ।
 বড় দেখ সাক্ষাৎ বিধবা আছে ঘরে ॥
 মধ্যম ভগিনী মোর রাজপাটেখরী ।
 ছোট ভগ্নী রঞ্জাবতী হয়েছে দেশান্তরী ॥
 হইতে তাহার বংশ করেছি বলিদান ।
 চোর বেটা বলে কিনা রঞ্জার সন্তান ॥
 এ নয় ভাগিনা রাজা জানিলাম আমি ।
 ভৃত্যের বাক্যে রাজা তুলিবে না তুমি ॥
 হ্যাদেয়ে কোটাল এরে থাকে ময়ের নে ।
 ছই বেটাকে লইয়ে মশানে বলি দে ॥
 এত শুনি লাউসেন কর্পূরে লইয়া যায় ।
 নৃপতির মায়া তবে দিলা ধর্ম্মরায় ॥
 পাত্র বলে কাটিবারে রাজা করে মানা ।
 যে হয় সে হয় পাছে দেহীবল্লিখানা ॥
 যার হয় অন্নভাবে আনি মরে যাবে ।
 নৃপুত্র হয় তো অবশ্য কাঁপাবে ॥
 হইল দুই ভেদে দিল ক্ষমাশ্রী ॥
 য কবি রামদাস অনাচার করে

পড়িয়া বিপাকে ছই ভাই ডাকে
 হা হা প্রভু জগন্নাথ ।
 পড়েছি প্রমাদে দুর্গদ মাছদে
 হরিষে সেখেছে বাদ ॥
 রাজা ভেটিবারে গোউড় সহরে
 এসেছিলাম ছুটি ভাই ।
 কোথা রৈল স্বর ময়না নগর
 মা বাপের দেখা নাঞি ॥
 কাঁদিল কর্পূর ভাবিয়া ঠাকুর
 চল চল ছুটি আঁখি ।
 দাক্ষণ বন্ধন না রহে জীবন
 উপায় নাহিক দেখি ॥
 রক্ষ হুমান লইলাম শরণ
 তোমা বিনা নাঞি গতি ।
 রাজাকে কহিয়া দেহ ছাড়াইয়া
 গামা হোল ছুটমতি ॥
 জগতের পতি অগতির গতি
 জয় জয় জগন্নাথ ।
 তোমার চরণ করিমু শরণ
 মোরে রক্ষ রমানাপ ॥
 প্রহ্লাদে যেমন দিলেন রক্ষণ
 গদ শুভে দক্ষা কৈলো ॥
 মঙ্গল বহিষণ পক্ষে উপদ
 তাহে ইচ্ছা করিবার ॥
 অজ্ঞা চুর্যাদন মোর দুঃখসেন
 দ্রোণদীর ধনিল তন ॥
 হাত প্রায় হইল বড় রক্ষ
 আমান বঙ্গবদী মোর ॥
 মোর বচন মনি নারায়ণ
 চমকি উঠি রিপে ॥
 অলঙ্কারে প্রভু জগদ্বতি
 আইলেন মোর পক্ষে ॥
 যেথা বন্দন গেল মাংসধর
 লাউসেনে নিলা কোলে ॥

মহা রাজার পাই নিগার
 লাউসেনে হৈম নেই ।
 কয়ে লোহার দাক্ষণ আঁকার
 ছই পারে বেড়ি দেই ॥
 হাতকড়ি পায়ে দিল বেড়ি
 পাশাপাশি চাপায় বুকে ।
 হা মারে গালে ল বাকে চালে
 বিষবড়ি দেয় মুখে ॥

“সেবক আমার ! ভয় নাঞি আর
 আমি ভগবান্” বলে ॥
 হাতে হাতকড়ি পায়ে ছিল বেড়ি
 খসায়ে কেলিলা দূরে ।
 লাউসেন কর্পূরে অতি সমাদরে
 আপনি বসাইলা উরে ॥
 প্রভুর চরণ ধরি দুই জন
 করুণ বচন বলে ।
 রঘুর নন্দন গীত বিরচন
 পূৰ্ব্ব তপস্কার ফলে ॥

ভূমণ্ডলে বিলাস করিব বাপধন ।
 রাজার শিওরে যাই কহিতে স্বপন ॥
 যত ধন গেছে বাপু দশগুণ পাবে ।
 ময়না ইনাম লয়ে দুটি ভাই যাবে ॥
 সেনেরে আশিস্ কর্যা দেব মায়াধর ।
 আবির্ভাব করিলেন রাজার শিওর ॥
 আরে বেটা সুখদ শয়নে নিদ্রা যাও ।
 ধর্ম্মের সেবক বন্দী দিশে নাঞি পাও ॥
 একুণ অস্তায় কেন তোমার দরবার ।
 ভাল-মন্দ চোব-সাধু না কর বিচার ॥
 হাতী-চোর বলে বেঁধে রেখেছে যে জনে ।
 কর্ণসেনের বেটা সেই ময়না ভবনে ॥
 এত দণ্ডে আদরে আনিহ তারে ধরে ।
 ঘন ঘন বিপত্তি, কেন যাবে ঘম-ঘরে ॥
 গা তুলিয়া দেহ রাজা আমি জগন্নাথ ।
 শঙ্ক চক্রে গদা পদ্য এই চারি হাত ॥
 এত বাল অক্কাইন হৈল ভগবান্ ।
 নিদ্রা ভেঙ্গে মহারাজ পাইল চেতন ॥
 ঘন ঘন অজলী জনী
 তরলী উদয় হ'ল গগনমণ্ডলে ॥
 পাক-মিষ্ট লয়ে রাজা বসিল দেখানো
 কহিবাবে লাগিল সবার বিদ্যামানে ॥

রাজা বলে অবধান কর দরবার ।
 কালিকার বন্দী সেই রজার কুমার ॥
 আমি আজি নিশিশেষে দেখিঁ স্বপনে ।
 স্বপনে কহিল মোরে দেব নারায়ণে ॥
 শুনরে দিগের সব এই লও পান ।
 কোথা সেই দুই শিশু এখনি গিয়ে আন ॥
 এক জন বলিতে ধাইল সাত জন ।
 কারাগারে যেখানেতে ভাই দুই জন ॥
 কোটাল সেনের কাছে কহে ষোড়করে ।
 রাজ আজ্ঞা মহাশয় চল দরবারে ॥
 এত শুনে গা তুলিল দুই সহোদর ।
 উপনীত হল গিয়া দরবার ভিতর ॥
 সেনকে দেখিয়া রাজা হরিষ অন্তর ।
 হাতে ধরে নিজ পাশে বসান সত্তর ॥
 আদরে স্থান বাছা দেহ পরিচয় ।
 কোথা বাড়ী কি নাম বল কাহার তনয় ॥
 পরিচয় দেয় সেন অতি শীঘ্র গতি ।
 কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি ॥
 মাতা মোর রজাবতী ময়না দেশে ধর ।
 লাউসেন কর্পূর মোরা দুই সহোদর ॥
 এত শুনে মহারাজ আনন্দ অপার ।
 রাজা বলে শুন পা/রাজ দরবার ॥
 পাত্র বলে ও কথা কিতায় নয় মনে ।
 সত্য কহ ভাগি কিছু কোন গণে ॥
 এত শুনে ক... বীরবর ।
 রাজা ক'ল বধে এলাম সারেভঙ্গল ॥
 শুক... গোউড়েতে আ... কালে ।
 বধে এলাম বাঘ বাঘদলে ॥
 তার শীঘ্র বাটে গেলান খাইবারে নী...
 তায় ব... করিলাম দাক্ষণ কুন্তীর ॥
 জামতি নগরে এলাম দুই সহোদর ।
 তার কথা অবধান কর নরবর ॥
 জামতি নগরে সব দেখি বিপরীত ।
 বড় কদাচার পাশ মেয়ের চরিত ॥

কামোন্নতা হয়ে মাগি ছাওয়াস বধিল ।
 অবিচার করে রাজা মোরে বন্দী দিল ॥
 বেড়ি দিয়া আমারে রাখিল কারাগারে ।
 মৃত শিশু জিয়াইয়া দিলাম দরবারে ॥
 গোলাবাটে জিনিলাম হুরিকে বাণেশ্বর ।
 যার বাড়ী বন্দী ছিল ছ'কুড়ি নাগর ॥
 ভৈরবী হইলাম পার গোউড়ের গণে ।
 দৈব হেতু দেখা হল কর্ণকার সনে ॥
 লাউদত্ত নাম তার কর্ণদত্ত পিতা ।
 তে কারণ সঙ্কট হৈল মোর মিতা ॥
 আদর করিয়া মোরে বাড়ীতে লইল ।
 দোলায় চেপে মাতুল তথাকারে গেল ॥
 বিসাঁএর গড়ন সজ্জতে ছিল ঢাল ।
 কেড়ে নিলেন তার মামা করিয়া জ্ঞানাল ॥
 শুনেছিলাম মাতুল দেখিলে পুণ্য হয় ।
 বিধিমতে ভাল শাস্তি দিলে মহাশয় ॥
 রাজা বলে অবধান কর দল বল ।
 কেমনে লইলে পাত্র ভাগিনার ঢাল ॥
 পাত্র বলে মহারাজা কেন বল ভাই ।
 অজ্ঞানের কালে জেন পৌতুকে বিষ খাই ॥
 পাত্র বলে কোন দোষ হিত তোমার ।
 গণে চিনিলে পাত্র ভাগিনা আপনার ॥
 বাপু লাউসেন মাতুল বাড়ী যাবে ।
 বাপে মামীর কোরে লা যাবে ॥
 পাত্র বলে যদি উৎসব করে ।
 গণে জেলে দিব দুইন মাহদের গা ॥
 পাত্র বলে ভাগিনা হল গোরবাদ ।
 কাহারে বলে হবে ঘুচিবে প্রমান ॥
 পাত্র করিবে তোমার পাটহাতী ।
 পাত্র ইনাম দিব ময়না বসতি ॥
 শুনে সেনরাজা পা ভুলে দাঁড়াইল ।
 পাঞ্জের বলিয়া সেন মাথায় হাড়ি দিল ॥
 পাত্র বলেন ওরে লাউসেন ভাই ।
 পাত্রাল সখা নাকি থাকিবে দাসাকি ॥

সেন বলে ওরে কর্ণর আন কথা নাঞি ।
 মনে মনে জপ ধর্ম অনাদ্য গোসাকি ॥
 অঙ্গীকার করিলাম শুন নররায় ।
 যুঝিব হাতীর সঙ্গে কত বড় দায় ॥
 অনাদ্যপদারবিন্দে ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনাত্মমঙ্গল ॥

পাত্র বলে মাহত রে এই টাকা নে ।
 পাটহাতী রাজার সাজন করে দে ॥
 এত শুনে মাহত মাতঙ্গ সাজাইল ।
 দিনকর চকোর গিলিতে যেন গেল ॥
 বিচিহ্ন পামারী তার পরেশ রতন ।
 নীল কাদম্বিনী অঙ্গে তারার ভূষণ ॥
 নানাবিধ অলঙ্কারে সাজিল করিবর ।
 উপনীত হোল গিয়ে পাঞ্জের গোচর ॥
 পাত্র বলে মাহতরে এই টাকা নে ।
 রামদাস শুঁড়ির বাড়ী হাতিকে মধু দে ॥
 এতশুনি মাহত মাতঙ্গ চলাইল ।
 রামদাস শুঁড়ির বাড়ীতে পৌছিল ॥
 হাতীকে বাকণী দিতে চলে রাম শুঁড়ি ।
 সাজ দিবে মধু এনে দিল সাত কাড়ি ॥
 মাতঙ্গ মাতাল হয়ে কবে মধুপান ।
 জলিতে লাগিল কোষে বহির সমান ॥
 মনেতে উন্নত হাতী কাঁপে থর থর ।
 নিশাসে উড়ায়ে ফেলে কোঠা বাড়ী ধর ॥
 বড় বড় ধরের উড়য়ে ফেলে ঢাল ।
 পাত্র নাতিয়ে ফেলে বড় বড় ভাল ॥
 ডাল হল শিয়া পাঞ্জের গোচরে ।
 মাহদিগেতে কবে পাঞ্জের তরে ॥
 আমার ভাই মামা করিবে হয় ।
 কলে ডালপাতি পাঠাবে ঘমালয় ॥
 আশী মামা মগুর চাপায় দিল শুণ্ডে ।
 তুলিয়া হানয়ে যেন ভাগিনার মুণ্ডে ॥

উপনীত হল হাতী সেনের নিকটে ।
 রামদাস বলে সেন ঠেকিল সঙ্কটে ॥
 তবে লাউসেন রাজা ঢাল খাঁড়ী রাখে ।
 জয় হুমান বলে বীরমাটী মাখে ॥
 হস্তীটা সেনেরে দেখে করে প্রণিপাত ।
 শুণ্ড তুলি পিছায় পশ্চাৎ বিশ হাত ॥
 দেখিয়া জ্বলিল পাত্র কাঁপে থর থর ।
 তর্জ্জন করিয়া বলে মাহত উপর ॥
 গাহত দেখিল পাত্র কুপিত অন্তর ।
 হাতী চাপাইয়া দেয় লাউসেন উপর ॥
 শ্রীধর্ম ভাবিয়া সেন প্রবেশিল রণে ।
 হাহাকার করে যত নাগরিয়া গণে ॥
 অশেষ বিশেষ পাত্রে বলে হুর্মন ।
 লাউসেন দিয়ায় মনে শ্রীধর্মচরণ ॥
 ফোভে তাপে হাতীর গালেতে মারে চড় ।
 খবরাত বর যেন বৈশাখের ঝড় ॥
 তবে হস্তী লাউসেনে শুণ্ডে ধরি লেই ।
 অমনি শুণ্ডের উপরে ফেলে দেই ॥
 শুণ্ডের উপরে রাজা ভাবে ধর্মরায় ।
 পড়িল হাতীর দন্তে ভেঙ্গে লোট যায় ॥
 কুপিল কুঞ্জর শুণ্ডে ডাড়াইয়া দায় ।
 উভ উভ বীর দাপে লাউসেন এড়ায় ॥
 এতরূপে দুইবীর যুঝিল বিস্তর ।
 যেমন কুবল্য হারি মথুরানগর ॥
 মানব-মাতঙ্গ যুদ্ধ নাহি তার সীম ।
 ভীম-কীচকেলে যেন বাধিল মহিম ॥
 জয় ধর্ম ডাকিছে মদনার সদাগর ।
 শুণ্ডে ধরা শুলোনে কুপিল বীর ॥
 শূন্তেতে তুলিয়া বাজা বন দেয় পাক ।
 হুসুরে করিয়া ভর খন ছা ॥
 ধর্ম জয় বল্যা সেন মা ॥
 মাহত মাতঙ্গ শেল চূর্ণ হল হাড় ॥
 মাহত মাতঙ্গ যদি তেজিল জীবন

লাউসেনে ধস্ত ধস্ত করে সর্বজন ॥
 সাধু সাধু কুপতি বলিল বারেবার ।
 ভাগিনা বধিতে পাত্র চিন্তে আরবার ॥
 যুক্তি করিয়া পাত্র কুটিল অন্তর ।
 রাজকে গঞ্জিয়া বলে বাক্য স্বতন্তর ॥
 মারিতে সবাই পারে জীয়াইবে যে ।
 সেই সে সবার ঠাকুর তার পূজা দে ॥
 পাটহাতী পাটরাণী একই সমান ।
 পাটহস্তী মরিল যে তব অকল্যাণ ॥
 ভাগিনা কহিছে তবে সভার ভিতরে ।
 মৃত জীয়াইয়া এতম জামতী নগরে ॥
 জীবন পাইলে হাতী ঘৃণে ভাবনা ।
 এবার বুঝিব ভাগিনার গুণপণা ॥
 এত শুনে লাউসেন ভাবে নারায়ণ ।
 কোথা প্রভু জ্যোতীর লজ্জানিবারণ ॥
 পড়েছি বিপত্তে প্রভু করহ উদ্ধার ।
 ধর্ম মিথ্যা যেন দেব না হয় এবার ॥
 তবে সে বুঝিব পতিতপাবন কেমন ।
 মাহত মাতঙ্গ পুনঃ দাও হে জীবন ॥
 দেখুক অগত জুড়ে কেমন ধর্মবল ।
 এত বল্যা হস্তিমুখে ল গন্ধাকল ॥
 জয় ধর্ম ডাকিছে মদনার যুবরায় ।
 প্রাণ পেয়ে হস্তী ন উঠিয়া ঝাড়ায় ॥
 মাহত মাতঙ্গ প্রাণদান ।
 কেহ বলে এই ত দ্বিত্য ভগবান ॥
 জয় জয় হু হল রাজ দরবারে ।
 শুনিলেন মহাল ভিতরে ॥
 যে লাউসেনে লইল মদর ।
 মাসীর শাড়ী গেলেন যেন রাম দামোদর ॥
 লাউসেন কুপূর রয় মহাল ভিতবে ।
 হস্তিবধ পাত্র সাক হোল এত দূরে ॥
 অনাদ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরহিল অনাদ্যমঙ্গল ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নামক শ্রীধর্মরূপে হস্তিবধ পালা নামে চতুর্দশ কাণ্ড সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ কাণ্ড ।

কাঙুর মহিমা পালা ।

পাত্র বলে ভূপতি নিশ্চিন্ত হইলে তুমি ।
 কাঙুরের জঙ্ঘালভরে মরে গেলাম আমি ॥
 তখন গভায়াত করিত দরবারে নিরবধি ।
 পাঠাইয়ে দিত তখন ক্ষীরখণ্ড-দধি ॥
 গণ্ডকীর পরপারে পাল দিল থানা ।
 আজি কালি গোউড়ে যে করে রাজে হানা ॥
 আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া ।
 লাউসেন ভাগিনে লোক দেহ পাঠাইয়া ॥
 কাঙুরে কর্পূর ধলের পায়ে দিবে বেড়ি ।
 আমি তার বেবাক খাজনা নিব কাড়ি ॥
 পাত্র-ভেদী রাজা নারীর ভেদী নর ।
 পাত্র-ভেদী ভুলিল ভূপতি গোউড়েশ্বর ॥
 এত বলা মাহিমিয়ে চারিপানে চায় ।
 মসিপাত্র কলম এক পালিল তথায় ॥
 স্বস্তি আদি লিখে যত্নে করে বিধান ।
 আমার ভাগিনা তুমি এই অবধান ॥
 না জনিতে কর্পূর বচনে যাবে নিম ।
 এম'র সাজিতে হবে যুগ্মিস ॥
 পান পানি খাবে নু এই মহিম, মুক্তিণে ।
 স্বরায় আসিবে বাপু পত্র দরশনে ॥
 নাকি যাব কাঙুর দেশ ময়নাথ বধে ॥
 আঙুর পাখর দাব গোনাগারের তল ॥
 এত বলা মাহিমিয়ে লিখিল না বাড়ি ।
 ময়না লুটিয়া খাও নাকি দাগ কাড়ি ॥
 হেনকালে দেখা দিল দরবারে ইন্দ্ৰজাল ।
 পাত্র বলে ময়নাতে যাহ এই কাল ॥
 দব বলা পরোয়ানা দিগারে হাতে দেয় ।
 পত্র পেয়ে দিগার পাগেতে দাঁড়ে লেয় ॥

ভৈরবী গন্ধার জল করিল পাছুয়ান ।
 ছাড়াইয়া গেল তবে দেশ বর্জমান ॥
 খাওয়াখাই চলে যায় না-রহে একতিল ।
 পত্র লয়ে হৈল দূত ময়না দাখিল ॥
 বার দিয়া বসেছে ময়নার তপোধন ।
 অযোধ্যার রাজা যেন শ্রীরাম-লক্ষণ ॥
 ময়নার প্রজা আদি..... নে ।
রাজা বসে..... ॥
 কালুবীর বসে আ.....ওমা.....।
টে..... ॥
 হেনকালে দূত গিয়া করিল যোহার ।
 সেন বলে কহ দূত কোন্ সমাচার ॥
 বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল ।
 পাগে ছিল পরোয়ানা সেনের হাতে দিল ॥
 মদা ভেঙ্গে পরোয়ানা পড়িলে ধীরে ধীরে ।
 কাঙুরের কথা শুনে হেঁটমাথা করে ॥
 পত্র পাঠ করে রাজার জঙ্ঘাল সদন ।
 কাল বলে মহাশয় দিগের দক্ষণ ॥
 লিখন পড়িয়া কেন হল মলিনতা ।
 যেন রাজা লাউসেন হেঁট কল মাথা ॥
 সেন বলে শুন তবে কাণ্ডাশ্রম ভাই ।
 নর মাহিম হবে কাঙুরের জড়াই ॥
 এতাই কাঙুর দেশ চক্ষে নাই দেখি ।
 মহিম কইরে ক্ষেত্রে মনে হেন বেধি ॥
 কালু বা..... মালুই সঙ্গ লয়ে যাব ।
 অনাগার বাহুবলে কাঙুর জিনিব ॥
 সেন বলে সাজ করে এসে গিয়ে ভাই ।
 স্বরায় আসিবে সবে কাঙুর যেতে চাই ॥

ধর ধর শব্দে সিজায় দিল ফুঁক ।
 ধাইল ডোমের পাড়া নাঞি বাঁধে বুক ॥
 বাঘ রায় আইল সর্দার কেলেসোনা ।
 হীরে ডোম নামে আইল কালুর ভাগিনা ॥
 সাকা শুকে ছই ভাই সাজিল তার কাছে ।
 লেজে ধরে মাতঙ্গ যে তুলিয়া রাখে গাছে ॥
 ঢাল খাঁড়া বিজরি হাতেতে নিসান কার ।
 রাজার সাক্ষাতে কালু করিল জোহার ॥
 তবে লাউসেন রাজা করিল গমন ।
 জয়মুনি ভাণ্ডার ঘরে দিল দরশন ॥
 আপনার আনিল মৃতক আভরণ ।
 জামাজোড়া আনিলেন বসন ভূষণ ॥
 মাথায় পটুকা বাঁধে রাধারাম ধ্বনি ।
 দপদপ জলে যেন অজগর মণি ॥
 কীর্ণ তত্ত্ব অঙ্ককারে দেখিতে না পাই ।
 গায়ে তুলে পরে রাজা জালন্ডার কাবাই ॥
 সোনাকুণ্ডা তাহাতে বলকে মন্দ মন্দ ।
 রত্নমণি পটুকা করিল কোমরবন্ধ ॥
 পরিল ইজের খাসা নামে মেঘমালা ।
 দক্ষিণে তুলিয়ে বাঁধে আশী মণের ফলা ॥
 বক্রিণ হাজার শর বাঁধে তরকটে ।
 কাঁচ মণি মুকুতা মিন্দাল ছয় গাছে ॥
 হেত্যা বাজিল রাঘা হয়ে সাবধানে ।
 আপনি দেবেক যেন সাহসে রণে ॥
 রাজ কন্যা সেনরাজা বাহিরে পাড়াইল ।
 বেবহ বেবহ বলে ডাকিতে লাগিল ॥
 বেবহ বেবহ বলে তিন ডাক দিল ।
 একজন ডাকিতে শতক জন আইল ॥
 আগে নিজে গজবাহী চলিছে ধাইয়ে ।
 আলিঙ্গি গজবাহী কুলে জন খায় গিয়ে ॥
 বজ্রল বরণ অশ্ব করে জল পূর ।
 সন্তত সজাগ বিমল হই কান ॥
 জল খেয়ে ঘোড়া সত্ব যিনিযে ফেলে পান ।
 কপামণি পাটিকে মাজিল সর্ব গা ॥

আশুর পাখর তাজি বড় বল ধরে ।
 বার জন বারালে ঘোড়ার সাজ করে ॥
 জিন করে পাঁচ রসে রাসের থোপলা ।
 কত অপরূপ তায় অরূণ বসলা ॥
 সাবধানে বামদিকে রাখিল কয়ল ।
 তার উপরে বাঁধিল ঘাগর গুণ্ডা দশ ॥
 কণু কণু করিয়া বাজিছে ইস্কলা ।
 ইসত দোলিছে তায় কাকনের মালা ॥
 গলে দিল গজকা চামর গজাজল ।
 চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ॥
 চেরাক ফাদনী ঢালী চাকের পারা ঘুরে ।
 থলন শুজরে যেন পদ্মফুলে ফিরে ॥
 নাচিতে নাচিতে ঘোড়া নাচে আস্ত পার ।
 কেহ বলে ঘোড়া বুঝি স্বর্গ খেতে চায় ॥
 নাচিতে নাচিতে ঘোড়া করিল গমন ।
 লাউসেনের কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 তবে কিছু জিজ্ঞাসে ময়নার তপোধন ।
 মন দিয়া শুন বাজি আমার বচন ॥
 নারবি কি পারবি ঘোড়া সত্য করে বল ।
 পার হোয়ে যেতে চাই গুণ্ডাকীর জল ॥
 এত শুনে ঘোড়া হল যজ্ঞের আশুন ।
 বলিতে লাগিল ঘোড়া অতি নিদারুণ ॥
 রাউত হইয়া কয় ঘোড়া তেঁই সহি ।
 অস্ত্রে কেহ কয়ত প্রাণ লই ॥
 আমার পুষ্টিতে নারী পাক স্থির ।
 এক লক্ষ দেখাব স্বর্গের চারি নীর ॥
 পার হরশাগুদী উপরে দিব স্থান ।
 এক্ষণে মহিম ময়নাতে থাকি দান ॥
 এক জন সেন রাজা করিল গমন ।
 ধর্মের বন্ধিল যুগ কমল-চরণ ॥
 লাফ দিলে লাউসেন ঘোড়ায় উঠিল ।
 শিখা উড়াইয়ে যেন ময়ূর চলিল ॥
 তের দলুই সঙ্গে কালু আস্ত পিছে ধায় ।
 পদ্মনার কুলে ঘোড়া কয়ট সফাই ॥

ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার ।
উপনীত হল গিয়ে রাজ দরবার ॥
সাকা শুকো ঘোড়া লয়ে রহিল বাহির ।
রাজার সাক্ষাতে গেল লাউসেন বীর ॥
অনান্ত-পদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
রামদাস গায় গীত অনান্তমঙ্গল ॥

রাজার সাক্ষাতে গিয়ে করিল জোহার ।

মামা বলে মাহদেকে বন্দে দশ বার ॥
বার ভূঞা সন্তাষণ করিল একে একে ।
লাউসেন বসিলেন রাজার সম্মুখে ॥
সেন বলে মহারাজ করি নিবেদন ।
দূত পাঠাইয়াছিলে কিবা প্রয়োজন ॥
এত শুনি লাউসেনে ভূপতি দিল পান ।
কাঙুর কর্পূর ধলে বেড়ি দিয়া আন ॥
তুমি বাপু তার পায়ে তুলে দিবে বেড়ি ।
আমি তার বেবাক খাজনা নিব কাড়ি ॥
এত শুনি সেনরাজা হৈল বিদায় ।
গড় করি লাউসেন কাঙুর দেশে যায় ॥
চলিল কর্পূর দেশে লাউসেন রায় ।
সেন ভোজন কোথা খাইয়া হারি যায় ॥
সাবতী পার হৈল নাথের উপরে ।
সেন সেনরাজা কর্পূর হারি য়ে ॥
সেন নাই ভরসা কেবল ভয়ান ।
সেন চেপে ছকুমে হরি ত খান ॥
সেন গতি চলিল সেন পারস্য পথ ।
সেন রে বারে মন্ডার দেখে অনেক পর্ত্ত ॥
সেন গিরি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে বৃকোদর ।
সেন দেশ ছাড়াইল ষোড়ার উপর ॥
সেন সেনরাজা ভাবিয়া ঠাকুর ।
সেন নীত হৈল রাজা নীলধ্বজপুত্র ॥
সেন গ্রাম সঙ্কট হৈল মনে ভাবি যায় ।
সেন নর সর্বোবরে রাজা করিল ব্রাহ্ম ॥

একদিন দেখিতে গেল মান সর্বোবর ।
শুনেছিলাম এই দেশে ব্যাসদেবের ঘর ॥
সুরলোক বসতি মহুয়া নাঞ্চি দেখি ।
ব্যাসদেব করেছে পূরণ তার সাক্ষী ॥
পঞ্চমাস পৌষেতে জুড়ে ফলমূল ।
ষষ্ঠমাসে গেল রাজা গণ্ডকীর কূল ॥
ওপারে কাঙুর দেশ দিবসে আঁধার ।
দেখিল গণ্ডকী নদী যোজন পাথার ॥
পর্তুত সমান ঢেউ উথলিল জল ।
পাথর ফেলিলে এক পক্ষে যায় তল ॥
মকর কুন্তীর সব ভাসিয়াছে জলে ।
ধীর ফেলিছে জাল শালগ্রাম তুলে ।
ভয় * * * ভগবান ।
হয় * * * যান ॥
দেখিলেন লাউসেন অপরূপলীলা ।
গণ্ডকীর জলে ভাসে শালগ্রাম শিলা ॥
গণ্ডকী গঙ্গার মায়া কামাখ্যার বল ।
আকাশ পাতাল ঢেউ উথলিছে জল ॥
হ্রস্ব হ্রস্ব শব্দে জলের ঢেউ বাড়ে ।
জলের শব্দে গিরি-পর্তুত খসে পড়ে ॥
আশ্বিনে সমাচার নাই বরিষা বাদল ।
মাঘ মাসে নদী বাড়ে বিধাতার কপ ॥
বাড়িল মনস্ত শুক না দোপ উদ্যম ।
খন খন লাউসেন কাণ্ড পানে চায় ॥
তখন ভাবিয়া বলে কালুসিংহ বীর ।
রাজরিণু হৈল এই গণ্ডকীর নীর ॥
বৃষ্টিলাম গণ্ডকী এই বিধাতার বর ।
শ্যামরূপা গণ্ডকী এই জোয়ারের তল ॥
দিন দিন মোকাম করয়ে যুবধার ।
ধীর পশু শুনিছে পাথর বিধা নাথ ॥
তিন দিবে টুটে যাবে জোয়ারের পানি ।
যৌবন বিষয় খন এইরূপ শুনি ॥
এত শুনি মোকাম করিল যুবধার ।
অনা-মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

একতিল নাঞি টুটে দশগুণ বাড়ে ।
 জলের শব্দে আকাশ পর্বত ভেঙ্গে পড়ে ॥
 মাস পক্ষ গণিতে বৎসর পরবাস ।
 কান্দে রাজা লাউসেন শুনিয়া হতাশ ॥
 সেন বলে শুন ওরে কালুসিংহ ভাই ।
 ভক্ত দিয়া মহিম বাড়ীকে চল যাই ॥
 কালু বলে বিনা যুদ্ধে ভক্ত নাঞি দিব ।
 অনাহেতু ভক্ত দিলে অপঘণ পাব ॥
 না দেখে উপায় রাজা লাউসেন বলে ।
 কেনবা এলাম আমি গণ্ডকীর কূলে ॥
 না জানিল মাতাপিতা না জানিল দাই ।
 অতএব হুখে বুঝি তার সাক্ষী পাই ॥
 কালু বলে মহারাজা মনকথা নাই ।
 মনে মনে জপ ধর্ম অনাথ গোসাঞি ॥
 পরম ঔষধ আছে গোবিন্দের নাম ।
 কতকালে সিদ্ধ বৈধে আছিল শ্রীরাম ॥
 দেখিয়া সিদ্ধুর চেটে নাহি করে শঙ্কা ।
 বান্ধিয়া সাগর রাম তবে গেল লকা ॥
 কত হুখে পাইল সেই কমলশরীর ।
 সহায় সেবক তাঁর হুজুমান বীর ॥
 সেই হুজুমান যে তোমার হৈল গুরু ।
 বামের দেবক হস্ত দানে কলঙ্ক ॥
 এত শনি মেলরাক হৈল হৈমমাথা ।
 এত ভাগ্য গুরুদেব আসিবেন হেথা ॥
 এত বলি আশীর্বাদ কলধৌত বৃকে ।
 আশি পানকিতে গুরু দাঁড়ান মধুপে ॥
 বিজ্ঞ পোশে আনিয়া দাঁড়ান হুজুমান ।
 ভেঙ্গে বসে বাপধন তোমার কল্যাণ ॥
 মার্কণ্ডেয় কাহাছে যায়া বন্ধ নাঞি যায় ।
 বলে তোমায় আশীর্বাদ করুক ধর্মরায় ॥
 আমি হুজুমান তোমায় পরিচয় দি ।
 আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি ॥
 লকা হতে কাণ্ডুব হুসার কিছু নয় ।
 আমি এলাম এখনি করিয়ে দিব জয় ॥

বন্ধনের দয়া আছে বিধাতার বল ।
 গণ্ডকীর জল এখনি যাইবে রসাতল ॥
 কি কহিব প্রভুর আদেশ নাঞি পাই ।
 এই দণ্ডে গণ্ডকী গণ্ডুষ করে থাই ॥
 গণ্ডকী নদী এই তীর্থ মহাস্থান ।
 খেয়ে গেলে দেবতা করিবে অপমান ॥
 অতএব ভয়েতে আমার কাঁপিছে শরীর ।
 তার পাকে হুখে পাইলে লাউসেন বীর ॥
 চারি দণ্ড এখানে বিলম্ব কর তুমি ।
 পরম ঔষধ আছে আনি গিয়া আমি ॥
 ঈশ্বর বুঝিতে পারে বিধাতার খেলা ।
 বন্ধনের কাটারি আর ব্রহ্মার হাড়ের মালা ॥
 মালা বিনে কাণ্ডুর জয় হইবার নাই ।
 কোন ছার কর্ণবধন কে ধরে বড়াই ॥
 সেন বলে আপনি যাইবেন কোন্ দেশে ।
 হুজু বলে আমি আমি চক্ষের নিমিষে ॥
 কহিতে বলিতে বীর হৈল বিদায় ।
 পবনে করিয়া ভর অতিবেগে ধায় ॥
 পুনরপি গোড়োতে হৈল ব্রাহ্মণ ।
 রাজার মহলে গিয়া কিল দরশন ॥
 দাসী সঙ্গে বণেবা মহলে বসে আছে ।
 হুজুমান আসিয়া দাঁড়াইল তার কাছে ॥
 দ্বিগু দেখি বণেবার দৈতে নাঞি রা ।
 হুজু বলে হেদে ক' করিস বা ।
 তিহুক বাক্যই নাম । কিছু নে ।
 অবশ্য হইবে কার্য আশীর্বাদ লে ।
 দক্ষিণাল ধর্মী বড় পুরাণেতে লেখে ।
 এখানে ভক্তি করে বৈকুণ্ঠে গেছে হুখে ॥
 পাত গেছে স্বর্গে তার মগ পাবে তুমি ।
 পরিচয় দিলান তোরে হুজুমান আমি ॥
 সত্যনা আমার মা পবন মোর পিতা ।
 রামের দেবক আমি উদ্ধারিলাম সীতা ॥
 মনে নাঞি কখনা তোমার তরে কই ।
 পরকালে গতি পাই রামনাম বই ॥

চতুর্ন্থ পদ্মযোনি ধরেছিল করে ।
 শুনি নাকি হেন দ্রব্য আছে তোমার ঘরে ॥
 অঙ্কক পুণ্যেতে পেয়েছ জলেশ্বর ।
 তোমার মহলে আছে বিংশতি বৎসর ॥
 বক্রণের কাটারি ব্রহ্মার হাতের মালা ।
 বিপত্তি বিষম গুরু বিধাতার খেলা ॥
 লাউসেন রাজা গেছে জিনিতে কাঙুর ।
 তার পাকে আসিলাম গোড় মধুপুর ॥
 তোমা হ'তে লাউসেনের রণজয় হবে ।
 মৃত্যু তোমার গুণ কত যুগ পাবে ॥
 এত শুনি বুড়া মাগী দ্বিগুণ উথলে ।
 জলন্ত আগুনে যেন মৃত পেলো জলে ॥
 হুহুমান জারজাতা লাজের মাথা খেয়ে ।
 আমি জানি পবন-ভাতারী তোর মায়ে ॥
 অঞ্জনা তোর মা পবন তোর পিতা ।
 সংসারের লোক বলে হুহু জারজাতা ॥
 হুহু বলে সত্যকথা কৈলে মেনে তুমি ।
 এতদিন এমন কথা শুনি নাঞি আমি ॥
 অঞ্জনা আমার মা আমি তার বেটা ।
 আত্মহিত্র জান নাঞি পরকে দাও খোঁটা ॥
 বেকলে গজের দন্ত না যায় ভিতর ।
 জানাব তোমার কথা দেশ দেশান্তর ॥
 আমাদের দেবতা বটে দেবী শ্রীহরি ।
 যার নামে সঘরে ভক্তি করি গুরি ॥
 আমার মায়ের কথা পাপের বিলাস ।
 তোমার কথা শুনে লোকে করে উপহাস ॥
 ধর্মের মায়ী যে কহেন না যায় ।
 শ্রীমদ্বৈক্য কবি রামদাস গায় ॥

এক্ষণ তুমি রাজরাণী বসেছ মহলে ।
 যখন বনবাসে ছিলে বল্লভার কূলে ॥
 তোর পতি ধর্মপাল ধর্ম্মেতে তৎপর ।
 দানে দাতা কল্লভক কর্ণের শোসর ॥

বিষ্ণু পূজে সদাই বৈষ্ণবের রাজা ।
 নিত্য করে দান-ধ্যান কেশবের পূজা ॥
 যান করে পূজে রাজা ভারতপুরাণ ।
 একদিন মহারাজা যুগযাতে যান ॥
 শিকারে চলিল রাজা মনের কোতুকে ।
 বল্লাব দাঁড়িয়ে আছে রাজার সম্মুখে ॥
 রাজা বলে শুনগো প্রাণের পাটেশ্বর ।
 আমার বদলে আজি পূজহ শ্রীহরি ॥
 সকালে গজার জলে তুমি কর স্নান ।
 প্রতিদিন শুনে থেকো ভারত পুরাণ ॥
 দান দিয়া ব্রাহ্মণেরে করাবে ভোজন ।
 হেম চন্দন দিবে আর বসন ভূষণ ॥
 এক অধ্যায় ভারত শুনিবে থেকো তুমি ।
 তোর মুখে সংক্ষেপে শুনিব এসে আমি ॥
 এত বলি ভূপতি ঘোড়ার আসোয়ার ।
 শিকারে চলিল রাজা যথা দরবার ॥
 শিকার করিতে জান ভৈরবীর বনে ।
 সিপাই সর্দার ঘোড়া হাঁকে চারি পানে ॥
 শিকার করিয়া বুলি গৌড়ের অধিকারী ।
 পাশায় আমোদে বড় বল্লাব কুমারী ॥
 গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা ।
 জল বিনে রাজরাণীর শুকাইল গলা ॥
 ফেলিয়া পাশায় পাটি করিল ভোজন ।
 তখন পড়িল মনে শ্রীমন্মের নন্দন ॥
 হায় ! হায় ! ছতশ কপালে হানে হাত ।
 অতঃপর আমাকে ছাড়িল জগন্নাথ ॥
 কান্দে রাজরাণী চক্ষে বহে জলধার ।
 মরে এলেন মহারাজ করিয়া শিকার ॥
 অশ্রুপূর্ণ হতে রাজা গেল ততক্ষণে ।
 পাটরাণী বল্লাব বসিয়া যেইখানে ॥
 রাজাকে দেখিয়া রাণী হৈল হেঁটমাথা ।
 জজ্ঞায় মলিনমুখ নাঞি কয় কথা ॥
 রাজা বলে কি দিয়া পূজিলে নারায়ণ ।
 ঈশ্বরের নামে তুমি কি বিলালে ধন ॥

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে তুমি কি দিয়াছ দান ।
কহ দেখি কোন অধ্যায় শুনেছ পুরাণ ॥
কহ দেখি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলে কি ।
মুখ তুলে কথা কও মাঙ্কাতার কি ॥
রাণী বলে মনভ্রমে খাইয়াছি ভাত ।
জ্ঞান করি আপনি পূজহ জগন্নাথ ॥
রাজা বলে মোর কথা করেছ হেলন ।
তুমি ভাত খাইলে বঞ্চিত নারায়ণ ॥
অন্ন খাইলে গোবিন্দ ব্রাহ্মণে উপবাস ।
হেন কৰ্ম করিলে আমার সৰ্বনাশ ॥
কোন লাজে কথা তুমি কওগো অভাগি ।
ঘর হতে দূর হও অবৈষ্ণব মাগি ॥
হেদেয়ে দিগের এরে সঙ্গে করে লে ।
বল্লুকার বনে নিয়ে কুঁড়ে বেঁধে দে ॥
আমার হরিকে যেমন রাখিলে উপবাস ।
বার বছর বনে থাক না হবে তল্লাস ॥
রাজার বচন রদ করে কোন জন ।
ঘর হইতে বল্লাব চলিল কানন ॥
বল্লভাকে রাখিতে যায় বল্লুকাকাননে ।
সীতা যেন বনবাস বাগ্মীকির বনে ॥
রাণীকে রাখিয়া যায় রাজার নফর ।
গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর ॥

দাক্ষণ আঁধার জল বড়ই বিস্তার ।
রাজরাণী কান্দেন চক্রেতে জলধার ॥
উপবাস কুঁড়েতে সদাই গড়াগড়ি ।
তৈল বিনা গায়ের মাংসে উড়ে গেছে খড়ি ॥
আম জাম খায় বনে কদম্ব বোহরি ।
মলিনা হইয়া গেল রাজার স্তম্ভরী ॥
শশীমুখী ভূমিতে সদাই অচেতন ।
হা কৃষ্ণ বলিয়া আমার ভূমেতে শয়ন ॥
মনে করে দেখা নাঞ্ছি মহুখোর সনে ।
এগার বছর রাণী বঞ্চিত কাননে ॥

জীর্ণ বসন পরিধান লোচনে বহে ধারা ।
দিবানিশি পড়ে থাকে জীয়েন্তেতে মরা ॥
হরি বলে হতাশিয়ে করয়ে রোদন ।
গঙ্গাদেবী বল্লুকাতে চলিল তখন ॥
কুলবধূরূপে গঙ্গা আইল সেইখানে ।
পূর্বে যেইরূপে ছিল শাস্ত্রম্বর স্থানে ॥
কৃপা করি কৃপাময়ী হইলেন কুলবধু ।
শশীকে জিনিয়ে মুখ বচন জিনি মধু ॥
হাসিয়া বলেন গঙ্গা তুমি কার কন্তে ।
আমি এলাম এখানে তোমার দুঃখ জন্তে ॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা বলে রাজসুতা ।
আজন্ম হলাম আমি বড় দুঃখযুতা ॥
পতি মোর বৈষ্ণব করে বিষ্ণুর পূজা ।
ধর্মপাল নাম তাঁর গোড়দেশের রাজা ॥
করিতে বিষ্ণুর পূজা আজ্ঞা কৈলে মোরে ।
আপনি চলিয়া গেল শিকারের তরে ॥
না করে বিষ্ণুর পূজা খেয়েছিলাম ভাত ।
তার পাকে আমাকে বর্জিল প্রাণনাথ ॥
এগার বছর আমি ক্ষনবাসে থাকি ।
কোকিল ভ্রমরা গো এই মাত্র দেখি ॥
গঙ্গা বলে তবে তুমি হইলে মোর সই ।
দুজনে সমান হলাম ভেদাভেদ কই ॥
তোমার দুঃখের কথা শুনিলাম আমি ।
আমার দুঃখের কথা শুনিছ তুমি ॥
বল্লুকাহ্ন হয় যবে এ ঘোর ভরণ ।
আমি এলাম ধর্মযজ্ঞ করিতে রক্ষন ॥
দৈব নির্বন্ধে হয় ছয় দণ্ড রাতি ।
তার পাকে আমাকে ছাড়িল মোর পতি ॥
কতক দিন মহাদেব ধরেন মাধায় ।
তেই গঙ্গাধর নাম সর্বলোকে কয় ॥
তুমি কতকাল আছ সই বনবাস ।
ঔষধ বলিয়া দিব পুরাইব আশ ॥
এমন ঔষধি সই আছে মোর ঠাই ।
ঘোল জোশে পুরুষ থাকে রৈতে পারে নাঞ্ছি

বল্লবা বলেন তবে দেহ পদছায়া ।
 দাসী বলে সইগো আমারে কর দয়া ॥
 গহ্বা বলেন তবে হের এস সই ।
 হের এস তোমাকে ঔষধ কথা কই ॥
 আমার বচন সই না করিবে হেলা ।
 সক্ষায় আনিবে কিংবা ঠিক দুপুর বেলা ॥
 ঢেঁকি লইয়া জল আনিবে যতনে ।
 আদড় কেশেতে সরিয়া পোড়াবে আগুনে ॥
 রক্তত প্রদীপ দিয়ে তুলিবে কাজল ।
 নাম ধরে চক্ষে দিলে পুরুষ পাগল ॥
 গন্ধর গালের গুয়া খাওয়ালে আশানে ।
 দেবতাকে ভুলাইব মাছুষ কোন খানে ॥
 কাল বিছাটি মূল ঈষৎ মাখালে ।
 যতনে মিশায়ে দেবে ভোজনের কালে ॥
 অল্পেতে মিশায়ে দিবে ভোজনের কালে ।
 মনুষ্যের দায় থাকুক মূনি মন টলে ॥
 পাইয়া ঔষধি রামা বাঙ্কিলেক বাসে ।
 বিদায় হইয়া দেবী যান জলদেশে ॥
 দৈবের নির্বাক আছে বিধাতার ঘটন ।
 শিকার করিতে রাজা করেছে গমন ॥
 চারিদিকে সিপাহী সর্দার বনঝাড়ে ।
 রাজার সমুখে দিয়া তুলাক উথলে ॥
 ধর ধর বলিয়া ভূপতি ঘোড়া রাখে ।
 মহারাজা চলে গেল কেহ নাঞি দেখে ॥
 তুলাক লুকাল গিয়া পর্বতের ঝোড়ে ।
 মহারাজা দুঃখ পায় বনের ভিতরে ॥
 গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা ।
 তৃষ্ণায় আকুল হল শুকাইল গলা ॥
 জল বিনা বল গেল বুদ্ধি বিপরীত ।
 যুগয়াতে গেল যেন রাজা পরীক্ষিত ॥
 পরীক্ষিত যেমন হারাল বুদ্ধিবল ।
 অন্ধক মূনির স্থানে মেগেছিল জল ॥
 সেইরূপ ধর্মপাল বনের ভিতর ।
 বল্লবা যেখানে আছে গেল নরেশ্বর ॥

ডেকে বলে কুঁড়ের ভিতরে আছে কে ।
 তৃষ্ণায় জীবন যায় জল এনে দে ॥
 আপনার নিজ কান্দ চিনিল হৃন্দরী ।
 ঘোড়ার উপরে রাজা রাণী যোগায় বারি ॥
 নির্জন কাননে দেখে আপন বনিতা ।
 লজ্জা পেয়ে ভূপতি রহিল হেঁটমাথা ॥
 ঘোড়া হতে মহারাজা নামিল তখন ।
 কুখায় পাগল আমি করাহ ভোজন ॥
 এত শুনি রাণী গেল করিতে রন্ধন ।
 সইয়ের ঔষধ মনে পড়িল তখন ॥
 অন্ন আর ব্যঞ্জনতে ঔষধ মিশায়েছে ।
 মনে করে আমার সইয়ের দয়া আছে ॥
 রাখিলেন সেই অন্ন খালের উপর ।
 আচমিতে নাচিয়া উঠিল কুঁড়ে ঘর ॥
 ভাত নাচে ব্যঞ্জন নাচে আর নাচে কুঁড়ে ।
 বল্লবা বলেন আমি কত মন্নিব পুড়ে ॥
 ধর্মের মায়া যে कहনে না যায় ।
 শ্রীধর্মমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

কর্মদোষে আপনি আছি বনবাসে ।
 ঔষধ খাওয়ালে পাছে হয় সর্বনাশে ॥
 ঔষধ খাওয়ালে পাছে প্রাণনাথ মরে ।
 রাজাকে মারিয়া নাকি আমি রব ঘরে ॥
 এত বলি সেই অন্ন রাখিলেন ঘরে ।
 আর অন্ন আনিয়া দিলেন ভূপতির তরে ॥
 ভোজন করিয়া রাজা করিল আচমন ।
 মুখ শুদ্ধ করে রাজা করিল গমন ॥
 একাদশ বৎসর গেছে বৎসর শেষ আছে ।
 লয়ে গেলে আপনি অধর্ম হয় পাছে ॥
 প্রাণনাথ ছাড়ি গেল আপনার ঘরে ।
 অন্ন ব্যঞ্জন পড়ে আছে খালের উপরে ॥
 অন্ন ব্যঞ্জন পড়িয়া আছে খালে ।
 ভাসাইয়া দিল অন্ন বল্লবকার জলে ॥

বল্লাব বলেন গঙ্গা কোথা গেলে সেই ।
 তোমার ঐষধ জলে ভাসালাম ওই ॥
 খালের সহিত অন্ন ভাসালাম জলে ।
 পাতালে ঠেকিল গিয়া বক্রণের রসাতলে ॥
 বসে আছে বক্রণ রাজা পাতাল ভিতরে ।
 দেখিলেন অন্ন আসে খালের উপরে ॥
 মনে করে ভোজন করেছে জগন্নাথ ।
 আমাদের তরেতে হরি পাঠালেন প্রসাদ ॥
 এত বলি ভোজন করিল রসাতলে ।
 বল্লাভা বল্লাভা বলে যুব যুব বুলে ॥
 মীনকেতনের বাণে হৈল অচেতন ।
 ধর্মপালের মুষ্টি ধরিল তখন ॥
 আইল কুঁড়ে কাছে বক্রণ অধিকারী ।
 পতি বলি পাণ্ড-অর্ঘ্য দিলেন সুন্দরী ॥
 নীরবেতে কামরণ করে দুই জনে ।
 রমণী রত্নির সুখ জানিল রমণে ॥
 এতদিনে সতীত্ব বিনাশ করিয়াছে ।
 শাপে প ভঙ্গ করে লয় পরিচয় পাছে ॥
 গৌতম মুনিকে যবে হরিল বাসব ।
 মুনি শাপে তার গায় হয়েছিল ভগ ॥
 এত ভাবি রত্নাকর ভয় পেয়ে কয় ।
 আমার নাম বক্রণ পাতালে নিজালয় ॥
 তুমি শুন বল্লাব মাধ্বাতার বি ।
 দেবের দুর্ভাগ্য তোরে আমি দি ॥
 আজি হতে হ'ল তোর গর্ভের লক্ষণ ।
 আমার কাটারি লও বিধাতার ধন ॥
 প্রজাপতি যত ধন দিয়াছিল মোরে ।
 আজি হইতে রৈল গিয়া তোমার ভাগুরে ॥
 এত বলি দ্রব্য দিয়ে করিল গমন ।
 কতকদিন বল্লাব বঞ্চিল কানন ॥
 দ্বাদশ বৎসর সাজ হৈল যেই দিনে ।
 চতুর্দলে ভূপতি লহিল নিকেতনে ॥
 আমি জানি বুড়ি তোর পূর্বের সমাচার ।
 আপনি করিলে কেন কুঁড়েতে ভাতার ॥

এত শুনি বুড়ি হল প্রাণেতে কাতর ।
 গড় করি নাতি আমার জাত রক্ষা কর ॥
 আজি হতে শূন্য হল গোড়ের ভাগুর ।
 কাষ্যসিদ্ধি হলে এনে দিও পুনর্ব্বার ॥
 এত বলি দুই দ্রব্য এনে দিল বুড়ি ।
 ভোজ্য বিহনে মুনি যায় গড়াগড়ি ॥
 যেখানেতে বসে আছে সেন ভাগ্যবান ।
 তার কাছে হুমান অতি বেগে যান ॥
 লাউসেনে হুমান বলেন সকল ।
 ইহার জন্ত বুড়ির সঙ্গে বাড়িল বোন্দল ॥
 গণ্ডকীতে ফেলে দেহ বক্রণের কাটারি ।
 পাতালে চলিয়া যাবে বক্রণের বারি ॥
 পাথর ফেলিলে এক পক্ষে যায় তল ।
 কাটারি পরশে জল হল উরুতল ॥
 চারি দণ্ডে গণ্ডকী আপনি হল তড় ।
 ঘোড়ার পিঠে গেল রাজা কাঙুরের গড় ॥
 বিদায় হৈয়ে বৈকুণ্ঠ গেলেন হুমান ।
 রামদাস বলে কর নায়েকের কল্যাণ ॥

 ৬

কালু বলে মহারাজা বসো এইখানে ।
 কেমন কাঙুর গড় দেখিব নয়নে ॥
 দেখিলে বলিতে পারি জয় পরাজয় ।
 আগে বল বুঝে নিলে তবে ভাল হয় ॥
 দেখিব কাঙুর গড় কতেক বিস্তার ।
 কতগুলো সেনা আছে সিপাই সর্দার ॥
 অজ হতে খসাইল বাজুবন্ধ বাল ।
 রত্ন হার খসাইল আর কণ্ঠমালা ॥
 ঢাল খাঁড়া রাখিল আর ধনু তীর ।
 কাজল হেটে হৈল তবে কালু মহাবীর ॥
 বলিতে কহিতে বীর হৈল সন্ন্যাসী ।
 তাহুঘরে বসিলেন ধর্ম্মের উপাসী ॥
 সদাই বিরাজে দেবী কামাখ্যা নগরে ।
 সুসজ্জিতে কেমনে যাইব তথাকারে ॥

কালু বলে ওগো রাজা মনকথা নাঞি ।
 মনে মনে জপ ধর্ম অনাত্ত গোসাঞি ॥
 জম্বু ধর্ম বলে কালু ঢাল খাঁড়া রাখে ।
 জয় হুহুমান বলে ভস্মগুলা মাখে ॥
 ভূপতি ভূষণ অঙ্গে বিজয়ের ছটা ।
 কুশভোর কোমরে কপালে কাটে ফোটা ॥
 বাঘছাল কোমরে হাতেতে কুশাজুরী ।
 মাথায় পিঙ্গল জটা ঠিক ব্রহ্মচারী ॥
 পরিধান পীতবস্ত্র যজ্ঞশূভ্রধারী ।
 মনে করে জিনিব কাঙুর অধিকারী ॥
 এক্সার মালা জপে ব্রহ্মার ধ্যান ।
 সিদ্ধ হতে যোগী যেন বসিল শ্রাধান ॥
 চাহনি চাতুরি জোড়া চকু পড়ে ফেটে ।
 পথে চলে বীর কালু কেবল কঙ্কল হেটে ॥
 লাউসেন কালুবীরে করিল আশীষ ।
 কাঙুর হইবে জয় চক্ষের নিমিষ ॥
 তিনবার দণ্ডবত করে লাউসেনে ।
 সাকাণ্ডকে তের দলুই থেকে সাবধানে ॥
 সাবধানে থাকিবা ধরিও শরাসন ।
 বর্পূরধলের তেজ লঙ্কার রাবণ ॥
 রাবণের মায়া সেই বর্পূরধল জানে ।
 সাবধানে হুঁসিয়ার হও সাবধানে ॥
 তুমুলেশ্বরে রৈল ময়নার তপোধন ।
 কাঙুর ভিতরে কালু দিল দরশন ॥
 গড়ের ভিতরে কালু ছাড়ে হুহুকার ।
 কাঙুরের গড় হৈল ঘোর অন্ধকার ॥
 একে একে দেখে বীর কাঙুর নগর ।
 চৌষটি বাজার দেখে গড় মনোহর ॥
 সাত গড় কাঙুর দেখিল সাত বার ।
 হয় হরি মাতঙ্গ দেখিল অবতার ॥
 হাতী ঘোড়ায় একাকার ঘোর অন্ধকার ।
 তা দেখিয়া বীর কালুর মনে নাহি ভর ॥
 বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল ।
 একাকার রাজহস্তী মাতঙ্গ বিশাল ॥

কালু বলে আগে দেখ হেমন্তের ঝি ।
 কোন ছার মহুষ্য ইহাকে ভয় কি ॥
 কামাখ্যা দেখিব গিয়া কেমন বন্ধানে ।
 মনে করে যাইব দেবীর সন্নিধানে ॥
 এত বলি বীর কালু করিল গমন ।
 দেবীর দেউলে গিয়া দিল দরশন ॥
 গগন মণ্ডলে যখন দেড় গ্রহর রাতি ।
 দেবীর সন্ধানে বীর চলে শীঘ্রগতি ॥
 প্রতিদিন পিশাচ যথা করিয়াছে থানা ।
 পেত্নী আছে বিশাশয় বিস্তর আছে দানা ॥
 দপ্ দপ্ পেত্নীর বদনে বহি জলে ।
 তালগাছ সমান দানা লক্ষ লক্ষ বলে ॥
 ঘোর ঘোর শব্দে ডাকিনী ছাড়ে ডাক ।
 চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডাশ টাক ॥
 কামরূপ কামাখ্যা হে কাঙুর আনন্দ ।
 নরের শোণিতে হয় স্থানের পরিবন্ধ ॥
 জলের উপরে রসমা ক্রম্বিরে বাক্‌দেবী ।
 দেখিতে হৃদয় মায়ের প্রভাতের রবি ॥
 পূজা করে বর্পূরধল চলে গেছে ঘর ।
 ভারদল জবাফুল গভীর ভিতর ॥
 শতদল বিঘদল দেখিতে অপার ।
 ধূপধূনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার ॥
 ভয়েতে কম্পিত ভক্ত বিষন্ন বদন ।
 ব্রহ্মার মালা করে জপে হয়ে একমন ॥
 কামাখ্যা দেখিয়া কালু হৈল প্রণিপাত ।
 স্তব করে বীর কালু হয়ে জোড়হাত ॥
 ভূমি জয়া জয়মুনি জগতে বলে জয় ।
 আপনি যমুনা জলে হৈলে সহায় ॥
 তবে কৃষ্ণ নিধন করিল কংসাসুর ।
 রামায়ণে পুছে তোমা শ্রীরামঠাকুর ॥
 ভারত প্রথম রণে পুঞ্জিল অর্জুন ।
 বিপদ রণেতে তোমার মহিমা দশগুন ॥
 কৈলাস পয়ান কর তেজিয়া কাঙুর ।
 পশ্চিম উদয় পূজা লইবেন ঠাকুর ॥

দেবীর সম্মুখে বীর তুলে ধরে মালা ।
 অস্তরে জানিল তখন শ্রীসর্বমঙ্গলা ॥
 ভাণ্ডরের মালা দেখি চণ্ডিকা আকুল ।
 শ্রামরূপা বাহির হৈল ভাঙ্গিয়া দেউল ॥
 ভাণ্ডর দেখিয়া দেবী লজ্জা পায় মনে ।
 আপনি চলিলা দেবী কৈলাস ভুবনে ॥
 কৈলাস শিখরে চণ্ডী দিল দরশন ।
 শূন্ত হৈল তবে কাণ্ডর ভুবন ॥
 ভঙ্গ দিল দেবীর ভূত প্রেত দানা যত ছিল ।
 দেবীর দেউলে কালু দরশন দিল ॥
 দ্বারে দ্বারে বাজিল লয়ে করজপের মালা ।
 পাছে আরবার আসে শ্রীসর্বমঙ্গলা ॥
 কর জপি ছুরায় বাজিল তৎপর ।
 তবে যায় বীরকালু লঙ্কর ভিতর ॥
 কালু বলে পলাইল হেমস্তের ঝি ।
 কোন ছার মনুষ্য ইহা করে ভয় কি ॥
 একবার লঙ্করেতে এক যুদ্ধ দিব ।
 বৈচে যাই সেন রাজ্যায় সমাচার দিব ॥
 বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল ।
 একাকার রাজ্য শূন্ত মাতঙ্গ মণ্ডল ॥
 ধিয়াং ধিয়াং মাদল বাজিছে পরিপাটি ।
 কত ঠাঞি নট নাচে কত ঠাঞি নটী ॥
 রামদাস গায় গীত সেবিয়ে মায়াধর ।
 পাশ্বে জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্রর ॥
 কেহ বা রহুই করে বসে অন্ন খায় ।
 রামের মহিমা গুণ আনন্দেতে গায় ॥
 কেহ বা ঘুমায়ে আছে ঘুমেতে কাতর ।
 হেনকালে বীর গেল করিতে সমর ॥
 কাট কাট শব্দ করে বীর ডাক দেই ।
 খুব খুব সর্দারেরা হেত্যার ঢাল নেই ॥
 ঢাল খাঁড়া হাতে করি করে সিংহ্নাদ ।
 আচম্বিতে রাজতুর্গে পড়িল প্রমাদ ॥
 ঘুমাইলে লোক হয় জিয়ন্তেতে মরা ।
 সংগ্রাম মুখেতে ধায় মাতালের পাঁরা ॥

ঢাল খাঁড়া ভূমে কার যায় গড়াগড়ি ।
 আদড় মাথায় কারো নাহি পাগ টেড়ি ॥
 একা ধরে বীর কালু বাইশ হাতীর বল ।
 কাটা কাটি টাটাটাটি কেহ যায় তল ॥
 কারে কাটে কারে বিচ্ছে কারো পানে চায় ।
 ঢালী পাগী কাটিয়ে বন্দুকী তেড়ে যায় ॥
 কাট কাট শব্দ করে বীর কালু ডাকে ।
 অষ্টকুলাচল যেন বসাইল চাকে ॥
 সমরে ক্রয়িল কালু বলে মহাতেজা ।
 এ কালযবন যেন জরাসন্ধ রাজা ॥
 কুলবংশে পাণ্ডব যেমন ভীমসেন ।
 হাতী ঘোড়া মহাবীর অমনি বলি দেন ॥
 দশবিশ ঢালী ধরে দেয় বলিদান ।
 দানবী সমরে কাটে মোগল পাঠান ॥
 মানসিং সম্মুখেতে যুঝিল বিস্তর ।
 শর বরিষণ করে কালুর উপর ॥
 লক্ষ শর পড়িল কালু ভোমের বুকে ।
 ধাইল কাহণ ঘোড়া যুঝিতে সম্মুখে ॥
 সঘনে দামাশ্বানি বাজে হুহুহু ।
 সজল জলদ ধনি কাঁপিল কাণ্ডুর ॥
 গুলি শরে সংসার ছাইল দিবাকর ।
 ধুমধাম গুলি গোলা পড়িছে বজ্রর ॥
 ধাই ধাই ধর ধর কাঁপিছে মেদিনী ।
 ঢাল হেত্যারের রব পড়িছে বজ্রনি ॥
 হাতী সব রণে পড়ে যেন ঐরাবত ।
 গড়াগড়ি যায় যেন স্তম্ভের পর্বত ॥
 ঢাল খাঁড়া রেখে কালু শরধনু ধরে ।
 দশবিশ ধাক্কী বিজিল একশরে ॥
 যার বুকে শর পড়ে মুখে নাহি বাণী ।
 আপনা আপনি সব করে হানাহানি ॥
 ঘর দল পর দল কেহ নাহি চিনে ।
 পাইলে বেটার দেখা বাপ আসি হানে ॥
 পড়িল রাজার বেটা রাজার জামাই ।
 বাহিনী পড়িয়া গেল লেখাজোকা নাই ॥

কৃধিরের ধার বয় তিন ক্রোশ জুড়ে ।
 ঢালী পাগী সিপাই সর্দার রৈল পড়ে ॥
 জীরন্ত লুকায় কত মরার মিশালে ।
 এক লক্ষ বাহিনী ডুবিয়া মৈল জলে ॥
 তরাসে পলায় কেহ জলে ঝাঁপ দেই ।
 গুড়ি গুড়ি পলায় সব সর্দার সিপাই ॥
 জামা জোড়া পড়ে রৈল ফিরে নাহি চায় ।
 প্রাণ ভয়ে গুঁতে ঘাটে কেহ বা লুকায় ॥
 রণমধ্যে বীর কালু ডাকে মার মার ।
 পড়িল রাজার সেনা হল একাকার ॥
 ভঙ্গ দিল রাজসৈন্ত জয় হল রণ ।
 কালু বীর মনে ভাবে ধর্মের চরণ ॥
 রণ জিনি কালুবীর করিল গমন ।
 গড়ের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥
 গড়ের দুয়ারে দেখে কপাটেতে খিল ।
 চলে যেতে নারে তথা দুরন্ত অনিল ॥
 লাথির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড় ।
 দুয়ারী শতেক উঠে দিল উত্তর ॥
 ভেঙ্গে যায় দুয়ারী সব নাড়াবান্ধে চিকুর ।
 ভুজঙ্গ পলায় যেন দেখিয়া ময়ূর ॥
 বসে আছে কর্পূরধল মহলে যেখানে ।
 দাঁড়াইল বীর কালু কৃধির নয়নে ॥
 সুখে পর্বত জিনি কালুবীরের দেহ ।
 রাজরাণীর মহল ভিতরে এল কেহ ॥
 দাঁড়াইল বীর কালু রাজার গোচর ।
 ডাক ছেড়ে বলে কালু ডাগর ডাগর ॥
 কার নাম কর্পূরধল পরিচয় দে ।
 বেটা যেন জানে নাহি লাউসেন এসেছে ॥
 এত কেন হয়েছে তোমার অহংকার ।
 রাজকর না দাও না যাও দরবার ॥
 রাজরিপু যে বেটা তাহার মাথা কাটি ।
 এত বলি বীর কালু ধরে গিয়া খুঁটি ॥
 বলিতে কহিতে বীর দ্বিগুণ উত্থলে ।
 ধরাধরি রাজাকে ফেলিল ভূমিতলে ॥

বুকেতে বসিয়া কালু চেপে ধরে গলা ।
 রাজকর দেও নাহি অঙ্গলিয়া শালা ॥
 অনাত্ত-পদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনাত্তমঙ্গল ॥

পাগ দিয়ে খুঁটি ধরে ফেলে ভূমিতলে ।
 রাবণ অঙ্গদে যেন গড়াগড়ি বলে ॥
 গলায় ধনুক দিয়া রাখে মহীপতি ।
 দেবতা বিমুখ হ'লে এই হয় গতি ॥
 ঠেকিলেন কর্পূরধল কালুডোমের হাতে ।
 পুর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুর গ্রাসেতে ॥
 রাজাকে বান্ধিল দড় ধনুকের গুণে ।
 শুকরের বান্ধন সদাই পড়ে মনে ॥
 রাজাকে বান্ধিয়া লয়ে চলিল তুরিত ।
 ইন্দ্র লয়ে যেমন চলিল ইন্দ্রজিত ॥
 যেখানেতে আছেন ময়নার তপোধন ।
 রাজাকে বান্ধিয়া নিয়া করিল গমন ॥
 সেনের কাছেতে গিয়া মাথা করে হেঁট ।
 এই বেটা কর্পূরধল ইহাকে লও ভেট ॥
 ভাই ভাই বলিয়ে কালুকে করে কোলে ।
 মহিম করেছ ফতে আমাকে নাঞি বলে ॥
 বিশেষ বসকিসু তায় দিল মনজাই ।
 সেন বলে কালু রে বাড়ীতে চল যাই ॥
 কাঙুর হইল জয় চল কুতূহলে ।
 কান্দে রাজা কর্পূরধল গড়াগড়ি বলে ॥
 এতদিন নাঞি দিলাম কাঙুরের খাজনা ।
 এখনি গোড়দেশে হব বন্দীখানা ॥
 বান্দা হোয়ে রব তব বন্দী নাঞি হব ।
 কলিঙ্গ আমার কত্তা লাউসেনে দিব ॥
 হেন কথা কর্পূরধল ভাবি মনে মনে ।
 কহিবারে লাগিল সেনের বর্তমানে ॥
 জোড়হাতে কর্পূরধল লাউসেনে কয় ।
 এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥

আমি কল্পা দিব তুমি আমার জামাই ।
 অতঃপর আমাকে আর বৈধো নাঞি ॥
 কাতর করুণা করি কর্পূরধল বলে ।
 বীর কালু যজ্ঞের আশুন পারা অলে ॥
 বুঝিলাম বিশেষ কথার পরিপাটি ।
 এত বলি বীর কালু ধরে গিয়া খুটি ॥
 কি কথা কহিতেছিলে রাজা লাউসেনে ।
 সহজে কুমার রাজা কিছু নাঞি জানে ॥
 যদি সত্য লাউসেনে কল্পা দিবি দান ।
 গঙ্গাজল তুলসী নিয়ে বল বিজ্ঞমান ॥
 অল্পথা করিলে বেটা নাহিক এড়ান ।
 টান্ধী ধরে এখনি করিব খান খান ॥
 মনে ভাবে কর্পূরধল নাহিক পরিজ্ঞান ।
 সত্য করে গঙ্গাজলে স্নান করি চান ॥
 লাউসেনে যদি মোর কল্পা নাহি দিব ।
 খড়্গাতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসাব ॥
 এত শুনে বীর কালু বন্ধন করে দূর ।
 সেনরাজা গড় করে ভাবিয়া শূন্য ॥
 একাসনে বসিলেন শূন্য জামাই ।
 সত্ৰাজিতা গোবিন্দ যেমন এক ঠাই ॥
 কর্পূরধল বলে সেন শুনহ বচন ।
 আজি চল বিভা দিব গোপুলি লগন ॥
 এত শুনি বীর কালু অগ্নি হেন অলে ।
 এত কি গরজ রাজা যাইবে মহলে ॥
 কল্পা দিয়া আপনার রাখিলে পরাণ ।
 আনহ তোমার কল্পা সেনের বিজ্ঞমান ॥
 বিদেশেতে মহিম বিভার কার্য কি ।
 যুচে যাক কোন্‌দল তোরে বলি দি ॥
 এত শুনে কর্পূরধল লিখিল লিখন ।
 স্তম্ভি আদি সমাচার করিল জ্ঞাপন ॥
 লক্ষ্মীরূপা কলিঙ্গের দুলালী হুহিতা ।
 স্বয়ম্বরেতে তুমি বাপের রাখ মাথা ॥
 বার দিন মাসের তারিখ দিল তায় ।
 মনোহর কোটাল রাজার পুর যায় ॥

গায় কবি রামদাস সেবিয়া মায়াধর ।
 পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়ুক বজ্রর ॥

যেখানে কলিঙ্গা মহলে বসে আছে ।
 কান্দিতে কান্দিতে দূত গেল তার কাছে ॥
 দূত বলে কি করগো ভূপতির ঝি ।
 তোমার বাপ কাটা যায় বসে আছে কি ॥
 গোড় হতে এসেছেন লাউসেন বীর ।
 অবতার মূর্তি যেন দ্বিতীয় মুখিষ্ঠির ॥
 তোমাদের রক্ষক যতক ছিল সেনা ।
 কালুবীরের এক যুদ্ধে সব হল হানা ॥
 কামরূপ চণ্ডী তোমায় হয়ে গেল বাম ।
 অতঃপর গেল তোমার জনকের নাম ॥
 জনক ধর্মের প্রতি যদি মন থাকে ।
 জনক হয়েছে বন্দী দেখ গিয়া তাকে ॥
 এত শুনি কলিঙ্গের কুরঙ্গ-নয়নী ।
 মৃগাক জিনিয়া রূপ মরালগামিনী ॥
 যেখানে কর্পূরধল বন্ধনেতে আছে ।
 লক্ষ্মীরূপা কলিঙ্গা গেল তার কাছে ॥
 ছই ভুজ ধর্যা তখন কর্পূরধল লেই ।
 লও বল্যা লাউসেনের হাতে তুলে দেই ॥
 সত্য করেছিলাম আমি কল্পা দিলাম দান্য ।
 দিবাকর সাক্ষী থেকো ঠাকুর ঈশান ॥
 গড় কর্যা কলিঙ্গা দাঁড়াল গিয়া বামে ।
 রাধা যেন নিকুঞ্জে ভেটিতে যায় শ্রামে ॥
 জোড়হাতে কর্পূরধল লাউসেনে কয় ।
 কালু বলে চল রাজা শূন্য আলয় ॥
 বিধিমতে বিভা কর রাজার হুহিতা ।
 অবিভায় লয়ে যাবে অসম্ভব কথা ॥
 অবিভায় রাজকল্পা যদি লয়ে যাবে ।
 কুলের কলঙ্ক হবে অপযশ পাবে ॥
 এত শুনি লাউসেন চাপিল ঘোড়ায় ।
 কল্পা লয়ে মহারাজা চাপিল দোলায় ॥

লাউসেন রাজা যান স্বর্গের পুর ।
 মিথিলাকে গেলেন যেন শ্রীরাম ঠাকুর ॥
 লাউসেন রাজা গিয়া বসিল দরবারে ।
 কস্তুরে লইয়া গেল মহল ভিতরে ॥
 তবে কপূরধল রাজা ভাবিল অন্তরে ।
 আরবার কহিছে সেনের বরাবরে ॥
 ভাই বন্ধু আমার রণেতে গেল কাটা ।
 রণেতে পড়িল মোর খুড়া আর জোঠা ॥
 আর কত মরিল আমার জাতির প্রধান ।
 সপিওন ভিন্ন কেবা কস্তা করে দান ॥
 এক সশস্ত্র বিলম্ব কর রায় ।
 কস্তা দান দিয়ে দেশে করিব বিদায় ॥
 এত শুনি সেন রাজা ধর্মকে ধেয়ান ।
 হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিল ভগবান ॥
 কাঙুর ভুবনে ধর্ম দিলেন দরশন ।
 অমৃত কুণ্ডের মেঘ ডাকায় তখন ॥
 মেঘ হতে মন্দ মন্দ হয় বরিষণ ।
 যত সব মরেছিল পাইল জীবন ॥
 শুকুনি গৃধিনী খেলে যাকু খেলে দানা ।
 গুস্তির প্রমাণ জিওলো নব লক্ষ সেনা ॥
 যুবরাজ প্রাণ পাইল মিথুনের রায় ।
 কালুবীরের ডরে কেহ উঠিয়া পলায় ॥
 বড় বড় পাট ঘোড়া পাইল জীবন ।
 কেহ বলে এইতো দ্বিতীয় নারায়ণ ॥
 রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি ।
 আমার জামাই যেন ঠাকুর কানাই ॥
 লাউসেন মহুয়া নয় সর্বলোকে কয় ।
 কেহ বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জয় ॥
 কেহ বলে এমন কখন নাহি দেখি ।
 রামরূপ অবতার সেইরূপ দেখি ॥
 কপূরধল রায় বলে আমি ভাগ্যবান ।
 এইদণ্ডে কলিকাকে লাউসেনে দিব দান ॥
 পৃথি হাতে আইল রাজার পুরোহিত ।
 গোধূলি লগন স্থির করিল স্বরিত ॥

বড় হুখ আনন্দ সবার ঘরে ঘরে ।
 কলিকার বিবাহ হবে ঘোষণা নগরে ॥
 বিষাল্লিশ বাজনা বাজে রাজার মন্দিরে ।
 গায় কবি রামদাস অনাচারের বরে ॥

গোধূলি লগনে বিভা নাঞি অবহেলা ।
 আদিনা উপরে আগে বাঙ্কিল ছান্দলা ॥
 অধিবাস নানী আদি শাজের আচার ।
 গোধূলি লগনে করে বিবাহ সংস্কার ॥
 বিধিমত বেশভূষা বরের বরণ ।
 মাণিক অজুরি দিল অজুলিশোভন ॥
 প্রণাম করেন কস্তা গলে মালা দিয়া ।
 সেন রাজা দিল মালা গলায় তুলিয়া ॥
 বরকস্তা ছুঁ'জনার হস্তের বন্ধন ।
 গেটেলো বাঙ্কিল হরগৌরীর লক্ষণ ॥
 বিধিমত লাজ হোম করিল ব্রাহ্মণে ।
 হেম তুলাদান রাজা দিল দ্বিজগণে ॥
 বরকস্তা লয়ে গেল সপ্তম মহলে ।
 জ্যোতিষ কুটুম্ব রাজা পূজে অন্নজলে ॥
 ক্ষীর অন্ন লাউসেনে করাল ভোজন ।
 কপূর তাষ্মূল মুখ করাল শোধন ॥
 বাসঘরে রহিল ময়নার তপোধন ।
 কলিকা সুন্দরী বড় পাশায় নিপুণ ॥
 লাউসেন কলিকা দৌহে খেলে পাশাসারি ।
 দশ দশ বিন্দু বিন্দু ডাকে ছুঁয়া চারি ॥
 খেলিল সমান পাশা কেহ নাঞি জিনে ।
 পাশা খেলি ছুঁইজনে রহিল শয়নে ॥
 সুধামুখী কোলে সেন সুখদ শয়নে ।
 রাধাকৃষ্ণ রয় যেন নিকুঞ্জ ভবনে ॥
 ঠাকুর বলেন শুন বীর হুমান ।
 প্রায় বুঝি পূজা মোর হল সমাধান ॥
 না গেল আপন ঘরে রক্তার তনয় ।
 বারমতি হইল নাঞি পশ্চিম উদয় ॥

হুম্মান বলে গোসাঁঞি বলি উপদেশ ।
 এইখানে ধর রাজা কর্ণসেনের বেশ ॥
 বৈসহ সেনের পাশে রজনীর শেষে ।
 কত নিজা যায় রাজা স্বপ্নের দেশে ॥
 এত শুনি ঠাকুর হইল ব্রহ্মচারী ।
 কুশভোর কোমরে হাতেতে কুশাজুরী ॥
 লাউসেন নিজা যায় পালঙ্ক উপরে ।
 মায়াময় বলিলেন রাজার শিয়রে ॥
 গা তুল গা তুল রাজা কত নিজা যাও ।
 ধর্মরাজা ডাকে রে বারতা নাঞি পাও ॥
 সবে বলে লাউসেন কাঙুরে গিয়া মৈল ।
 তার পাকে মাহুদিয়া ময়না লুঠি লৈল ॥
 গোউড় হ'তে তোর মামা লয়ে যত সেনা ।
 ছারখার করিল তোর দক্ষিণ ময়না ॥
 অতঃপর জনক বলিয়া মনে থাকে ।
 দেশে মৈল মা বাপ দেখ গিয়া তাকে ॥
 এত বলি গোবিন্দ হইল অন্তর্দ্বান ।
 গা তুলিল সেন রাজা বড় ভাগ্যবান ॥
 স্বপন দেখিল রাজা শেষভাগ রাতি ।
 কলিঙ্গা বলেন গোসাঁঞি কিসের দুর্গতি ॥
 মঙ্গল বিভার রাতি কান্দ কি কারণ ।
 সেন রাজা বলে শ্রিয়ে দেখিলাম স্বপন ॥
 কিছু নয় জননী মরিল এতদিনে ।
 রজনী প্রভাত হ'লে না রব এখানে ॥
 যে হয় উচিত রাজা বিবরিয়া কবে ।
 যাবে কিংবা আপনি বাপের বাড়ী রবে ॥
 এত শুনি কলিঙ্গা হইল হেঁটমাথা ।
 সাপ ছেড়ে শিরোমণি রহিতে পারে কোথা ॥
 মহাশয় কুলীন পণ্ডিত হও তুমি ।
 রামায়ণ পুরাণেতে শুনিয়াছি আমি ॥
 তুমি যাবে মহাশয় আমি কেনে রব ।
 আজ্ঞা কর তোমার সঙ্কেতে আমি যাব ॥
 রাজ্যপাট ছাড়ি রাম গেলেন বনবাসে ।
 সীতা দেবী সঙ্গে গেলা দুখিনীর বেশে ॥

এত শুনি হাসেন ময়নার অধিকারী ।
 বলিতে কহিতে শেষ হইল শরীরী ॥
 পাখালে বদন রাজা সুবাসিত বারি ।
 স্বপ্নের কাছে বিদায় চায় তাড়াতাড়ি ॥
 সেন কহেন বিদায় মোরে দেহ নরমুনি ।
 তব আশীর্বাদ লয়ে বাড়ী যাই আমি ॥
 রাজা বলে তোমাকে বিদায় দিব নাঞি ।
 রাজ্য দিয়া করিব এ রাজ্যের গোসাঁঞি ॥
 সেন বলে যে আজ্ঞা বলিতে পার তুমি ।
 পরাধীন বিষয়েতে ভয় করি আমি ॥
 পরাধীন যে জন পরের অগ্নে থাকে ।
 জীয়ন্ত থাকিতে তারে মরা বলি ডাকে ॥
 পুত্র আছে রাজ্য দিবে মোর কার্য নাঞি ।
 সংসারে বলিবে মোরে রাজার জামাই ॥
 জামাতার বিদায় রাজা বুঝিলেন মনে ।
 ভাণ্ডারের কাগজ রাজা বার করে আনে ॥
 সন সন কাগজ হিসাব করে' দেখি ।
 তের লাখ বাহান্ন হাজার হ'ল বাকী ॥
 কস্তা দিলাম আর কেন রাখিব জঞ্জাল ।
 এত বলি তখনি দিলেন হীরাসাল ॥
 রাজকর গোউড়েতে দাখিল গিয়া হইল ।
 কেহ বলে কাঙুরের খাজানা আইল ॥
 কেহ বলে কাঙুর কেমনে হ'ল জয় ।
 রাজা বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জয় ॥
 জামাতার বিদায় রাণী শুনিল মহলে ।
 দাসী গিয়া ডাকিয়া লাউসেনে কিছু বলে ॥
 এ দেশে রহিয়ে বাছা ধর্মের কর পূজা ।
 আমার মেয়ে পাটরাণী তুমি হবে রাজা ॥
 সেন বলে যে আজ্ঞা বলিতে পার তুমি ।
 পরাধীন কাজেতে যে ভয় করি আমি ॥
 বিমলা বলেন বাপু বলিলে বিস্তর ।
 জানিলাম জামাতা ভাগিনাশুলা পর ॥
 সেন বলে গালি কেন দাও ঠাকুরাণী ।
 নয় তোমার ঘরে রাখ আপন নন্দিনী ॥

এত বলি গড় করি হইল বিদায় ।
 কলিঙ্গা বিদায় মাগে জননীর পায় ॥
 বিমলা কান্দিয়া ধরে ঝিয়ের গলায় ।
 কেমানে বিদায় দিব মুখে নাঞি রায় ॥
 কোন দেশে যাবে ঝিয়ে আসিবে কতদিনে ।
 কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
 কলিঙ্গা বলেন মা গো না হবে কাতর ।
 ভেবে দেখ আপনি করিছ কার ঘর ॥
 লাউসেন কলিঙ্গা তবে হইলা বিদায় ।
 সীতা লয়ে রাম যেন অযোধ্যায় যার ॥
 সেনরাজা সাজিলেন ষোড়ার উপর ।
 আগুপাছু তের ভোম ময়না যায় ঘর ॥
 গগুকা গজার জল রহিল কতদূর ।
 উপনীত হইল রাজা নীলধ্বজপুর ॥
 হয়ঘাট হেত্যাল ভসনাপুর গ্রাম ।
 বল্লভঙ্গ কমলা কমলপুর নাম ॥
 রাজার বাড়ীতে গিয়া করিল মোকাম ।
 লক্ষা হ'তে বিদায় যেন হইল শ্রীরাম ॥
 ভৈরবী গজার জল তড়ে পার হয়ে ।
 উচানল দীঘির পশ্চিম পৌড় দিয়ে ॥
 রাঙ্গামেটে গুরধুনী সম্মুখে নিওড় ।
 ডাইন দিকে মান্দারগ পিরেশ মেনের গড় ॥

চৌবেড়ে প্রতাপপুর হৈল পরবেশ ।
 মানকর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥
 ধাওয়াধাই চলে যায় না রহে একতিল ।
 সেনরাজা হইল এসে কালিনী দাখিল ॥
 কালিনী গজার জল নায়ে হ'য়ে পার ।
 উপনীত হইল সেন ময়না বাজার ॥
 রাজদেব গুজু ঘিজ বন্দিল সকল ।
 ধর্মের বন্দিল যুগ চরণকমল ॥
 দণ্ডবৎ করিলেন পিতার চরণে ।
 তবে গিয়া বসিলেন জননী যেখানে ॥
 কলিঙ্গা প্রণাম করে স্বক পদতলে ।
 সমাদরে রজাবতী বধু মিল কোলে ॥
 সাকা শুকো চলে যায় আপনার ঘরে ।
 লাউসেন রহিলেন আপনার গুরে ॥
 কতদিন আনন্দে বঞ্চিত সদাগর ।
 চিত্রসেন বেটা হৈল কত দিনাকর ॥
 লাউসেন রাজ্য করে ময়না নগরে ।
 কাজুর মহিম পালা সাজ এতদূরে ॥
 নায়কে করহ দয়া প্রভু কালুরায় ।
 রামদাস গার গীত ধর্মের কপায় ॥

ইতি শ্রীঅনাদি-মঙ্গল নাম ধর্মপুরাণে কাজুর মহিম নামে পঞ্চদশ কাণ্ড সমাপ্ত ।

ষোড়শ কাণ্ড ।

ময়না বসান পালা লিখ্যতে ।

দশদিন মাসীর বাড়ীতে বিলম্বন ।
 মাঘের অধিক মাসী করিল যতন ॥
 এক দিন বিরলে বসিয়া ঢুটি ভাই ।
 কর্পূর বলেন দাদা বাড়ী চল যাই ॥

আসি বলে গোউড়েতে করিলাম প্রবাস ।
 মাতা পিতা মৈল ঘরে শুনিয়া হতাশ ॥
 আজি যাব ময়না বিদায় লয়ে চল ।
 এই দণ্ডে দাদা হে মাসীর তরে বল ॥

ভাঙ্গুমতী রাজরাণী মহলে বসে আছে ।
 বিদায় হ'তে ছুটি ভাই চলে তার কাছে ॥
 গলায় বসন দিয়া করি ঘোড়হাত ।
 মাসীর চরণে দৌহে করে প্রণিপাত ॥
 সেন বলে বিদায় হইতে এলাম মাসি ।
 মাতা পিতা মনে হ'ল বাটী হ'তে আসি ॥
 এত শুনি ভাঙ্গুমতীর চক্ষে বহে লো ।
 কোলে করে তুলিল যুগল বোন-পো ॥
 গলা হ'তে খসাইল সরস্বতী হার ।
 বহু রত্ন ধন দিল মূল্য নাঞি যার ॥
 মহামণি মকর কুণ্ডল দিল কানে ।
 বিদায় করিয়া দিল ভাই ছুইজনে ॥
 তোমা দৌহে দেখিয়া পাইলু বড় সুখ ।
 বিদায় দিতে রে বাপ বিদায়ের বুক ॥
 অধিক বিজয়া যেন দশমীর তিথি ।
 রথে চেপে যেন যান দেব রত্নপতি ॥
 পঞ্চাশ মোহর দিল করিয়া সন্মান ।
 পথে যেতে ছুই ভাই করিবে জলপান ॥
 রাণীর মহলে সেন হৈল বিদায় ।
 যথা আছে নরপতি তথাকারে যায় ॥
 বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর ।
 অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর ॥
 রাজা যথা বসিয়া আছেন সিংহাসনে ।
 বিদায় হ'তে ছুটি ভাই গেল সেইখানে ॥
 এস এস বলিয়া ডাকিছে লাউসেনে ।
 হাতে ধরে' বসাইল আপন আসনে ॥
 বসিলেন লাউসেন রাজার সম্মুখে ।
 বিদায় মাগেন সেন দুটী হাত বৃকে ॥
 কথার আভাসে হয় মুগ্ধ সৰ্বজন ।
 আপনি ভাবিল রাজা কিবা দিব ধন ॥
 কি ধন সন্মান দিব হয় গজমাতা ।
 কিবা রাজ্য ভূমি দিব কি দিব মর্যাদা ॥
 এত দিনে তোমার ঘুচিল সৰ্ব দায় ।
 কেমনে চাকর হবে রাজার সভায় ॥

কীর্ত্তিমণি জয়মুনি জগতে বলে যায় ।
 সেইমত যোর কুলে হইলে উদয় ॥
 সেন বংশে উদয় হ'ল বংশের তিলক ।
 সমরে পণ্ডিত বীর সাক্ষাৎ পাবক ॥
 দ্রবময়ী জাহ্নবী জগ্নিল যার পায় ।
 তাহার ভকত এই কি দিব বিদায় ॥
 মনে করি শ্রীহরি বুদ্ধিলাম পরিণাম ।
 লাউসেনে ময়না দেশ দিলাম ইলাম ॥
 সেনের গোরব যদি বাড়িল দরবারে ।
 মহাপাত্র সুবিধানে ভাবেন অন্তরে ॥
 মাথায় হাত দিয়া পাত্র করে হায় হায় ।
 ভাগিনার চাকর হব রাজার সভায় ॥
 লক্ষ টাকা লিখে দিই ভাগিনার জায়গীর ।
 নাম লেখা গেল তার লাউসেন মহাবীর ॥
 ধর বলে পরগানা সেনের হাতে দেয় ।
 তবে লাউসেন তাহা পাগে বেছে নেয় ॥
 পাইয়া বকসিস তবে ছুই সহোদর ।
 উপনীত হৈল গিয়া ঘোড়াশালার ভিতর ॥
 হাজার হাজার বাজি আছে এক ঠাঞি ।
 কর্পূর বলেন দাদা এর মধ্যে নাঞি ॥
 লোহিত ধবল পীত দেখিতে সুরঙ্গ ।
 পার্কর্য্য টাঙ্গন তাজী দেখিতে মাওঙ্গ ॥
 কর্পূর ডাকিয়া কর রাজা লাউসেনে ॥
 গজে মেপে গজেন্দ্র চিনি ঘোড়া চিনি কৃষ্ণ ন
 বাজী মধ্যে টাটাগুলি তুরগ বলি তায় ।
 সিদ্ধ পার হ'লে নীর নাঞি লাগে পায় ॥
 ছরস্তু সমরে যাবে পকীরাজ নাম ।
 যার বলে শূন্তপথে চলেন মণিরাম ॥
 অল্পমান করেছিল ভাই ছুইজনে ।
 আত্তির পাথর তাজী জুড়িল হ্রেন ॥
 হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী ।
 আমাকে লৈয়া চল সেনগুণমণি ॥
 সেন বলে কহনা আপন সমাচার ।
 কোন্ মহাশয় তুমি অশ্ব অবতার ॥

রাজার বচন শুনি কহে হয়বর ।
 বড় দুঃখ পাই রাজা গোউড়ের ভিতর ॥
 পক্ষান্ত হৈলে রাজা তবে দেয় দানা ।
 তিন কাল বিধাতা গৌড় কৈল থানা ॥
 তথাপি রাউত নাঞি আসে মোর পাশে ।
 আকাশে ফেলিয়া দিই নাকের নিশ্বাসে ॥
 অহঙ্কারে যে জন এসেছে মোর কাছে ।
 লেখা নাঞি কতক ধর্মের বাড়ী গেছে ॥
 গুন লাউসেন রাজা তোমা তরে কই ।
 আগে পেলো তোমারে ইন্দের পুরী লই ॥
 আমি তথা পূর্বে ছিলাম সূর্যের বাহন ।
 তোমা তরে আমাকে পাঠালে নারায়ণ ॥
 গুনিয়া ঘোড়ার মুখে সর্ব সমাচার ।
 দণ্ডবৎ লাউসেন করে তিন বার ॥
 ধরিয়া ঘোড়ার রাশ বাহির করিল ।
 কর্পূর বলেন দাদা খুব অশ্ব হ'ল ॥
 কর্পূর করেন তবে ঘোড়ার সাজনি ।
 সূর্যের জিন তায় শোভে দিনমণি ॥
 ঘোড়া দেখে লাউসেনের বাড়িল কোতুক ।
 সূর্যের অরুণ যেন কৃষ্ণের দাক্ষক ॥
 দণ্ডবৎ লাউসেন করে তিন বার ।
 লাফ দিয়া লাউসেন ঘোড়ায় আসোয়ার ॥
 হানিল চাবুক রাজা ঘোড়ার ডান পাশে ।
 ছাটিল মেদিনী ঘোড়া উঠিল আকাশে ॥
 কাশীপুর সমুখে দেখেন নররায় ।
 হরিষার শিবের কৈলাস দেখা যায় ॥
 কাশীপুর স্নমেক সমুখে চলে দেখি ।
 যাহাতে নিবাস করে গরুড় নামে পাখী ॥
 আজ্ঞা কর বৈকুণ্ঠেতে বিষ্ণুর কাছে যাব ।
 অগ্রে গঙ্গা মন্দাকিনী তার জল খাব ॥
 লাউসেন রাজা ফিরে শূন্যের উপর ।
 পাত্র বলে ভাগিনা গেলেন হুমধর ॥
 শূন্যেতে উড়িল কিছা সমুদ্রে ডুবিল ।
 পর্ত্ত মন্দার কিছা কাননে মরিল ॥

এই যুক্তি মহাপাত্র করিতেছে বসে ।
 ঘোড়ার পিঠে সেনরাজা উত্তরিল এসে ॥
 ঘোড়া হ'তে উলে তবে লাউসেন বীর ।
 অবতার যুক্তি যেন ষষ্ঠীয় মিহির ॥
 এসে লাউসেন বসে রাজার সাক্ষাতে ।
 পুরন্দর বার যেন দিলেন ঐরাবতে ॥
 মহারাজ সকাশে বন্দিল দশবার ।
 বিধিমত যামাকে করিল নমস্কার ॥
 রায় বসি সভা করে সর্দার সিপাই ।
 বিদায় দেহ হয়না নগরে আমি যাই ॥
 এত বলি লাউসেন ঘোড়ায় রাউত ।
 চেয়ে রৈল বারভূঞে সিপাই রাজপুত ॥
 লাউসেন ঘোড়ায় যায় ভূঞেতে কর্পূর ।
 অযোধ্যাতে যান যেন স্ত্রীরাম ঠাকুর ॥
 ছই ভাই উত্তরিল ভৈরবীর গণে ।
 বীর কালু শূকর রাখে দৈবের ঘটনে ॥
 চাপিয়া উয়ের চিপি কালু মহাবীর ।
 গুলতাই বাটুল হাতে প্রকাণ্ড শরীর ॥
 তেল নাঞি মাণায় জটা পরিধান টেনা ।
 কাননে শূকর রাখে বাসে বীরপনা ॥
 প্রথম অস্ত্রাণ মাসে পাকিয়াছে ধান ।
 লোভিত হইয়া শূকর করে জলপান ॥
 রামদাস গায় গীত সেবিয়া মায়াধর ।
 পাষাণ জনার বুক পড়ুক বজ্রর ॥

যে বনে যে তরু আছে শূকর ভাল জানে ।
 বীর কত ডাক ছাড়ে না শুনে শ্রবণে ॥
 খাউড়ী খাবড়ী ডাকে হাঁসি আর কালি ।
 ফের ফের বলে কালু ডাকে উত্তরলি ॥
 সহজে শূকর জাতি বাক্য নাহি শুনে ।
 খাইতে ক্ষেতের ধান্য পরিতোষ মনে ॥
 বসেছিল উঠে যেতে মনে বড় দুখ ।
 গুলতাই বাটুল তবে দেখিল সমুখ ॥
 গুলতাই জুড়িয়ে দিল বজ্রর বাটুল ।
 কেবল খসিল যেন পাবকের ফুল ॥

বাটুল ছাড়িয়া কালু ডেকে বলে মার ।
 ষোল সাজের পাথর হৈল ছারখার ॥
 ভেঙ্গে গেল পাষণ যেন বিজুরির ছটা ।
 একখান বাজিতে তার শূকর গেল কাটা ॥
 বাটুলে ভালিল ষোল সাজের পাথর ।
 যেন গিরিশঙ্ক ভঙ্গ কৈল বৃকোদর ॥
 তা দেখিয়া সেন রাজা ঘোড়া হ'তে উলে ।
 বড় অপরূপ দেখে ভৈরবীর কুলে ॥
 মহাভারতের কথা পড়ে গেল মনে ।
 যে কালে অর্জুন ছিল কাম্যক কাননে ॥
 শিবপূজা করেছিল ষাটশ বৎসর ।
 কিরাতের বেশে দেখা দিল মহেশ্বর ॥
 কিরীটী করেন পূজা মহা সে হরিষে ।
 তথা আসিলেন শত্ৰু কিরাতের বেশে ॥
 জিঘৃ ডাকে বিশ্বস্তরে না শুনে শ্রবণে ।
 বাহযুদ্ধ বেধে গেল পূজা অবসানে ॥
 ফাস্তনী ধরিল যেই শকরের হাত ।
 ফাঁপর হৈল অর্জুন ভাবে বিশ্বনাথ ॥
 পরাজয় সমরে হৈল শশিকলা ।
 স্মরণ করিল সেই অর্জুনের মালা ॥
 অর্জুন করেন পূজা নিত্য পঞ্চাননে ।
 সেই মালা কিরাতের গলে দেখি কেনে ॥
 করঘোড়ে ধরনীতে লোটার ধনঞ্জয় ।
 জানিলাম আপনি নিশ্চয় মহাশয় ॥
 বাহযুদ্ধে তুঘিল অর্জুন বিশ্বনাথ ।
 এইরূপে পেয়েছিল বাণ পাণ্ডপত ॥
 সেইরূপ এই বুঝি সদাশিব বনে ।
 দৈব হেতু দেখা হ'ল কামজরি সনে ॥
 এত বলি কালুকে দিলেন আলিঙ্গন ।
 সত্য করে বল তুমি কোন্ মহাজন ।
 কোন্ বংশে উপভিলে বাড়ী কোন্ গ্রাম ॥
 সত্য করে বল দেখি কিবা তোমার নাম ॥
 এত শুনি বীর কালু হাতজুড়ি কয় ।
 হীন জাতি তোম আমি শুন মহাশয় ॥

আমার নাম বীরকালু রমতিতে ঘর ।
 দেখা যায় কুঁড়ে ঐ পাড়ের উপর ॥
 সপ্ত পুরুষের মাটি রমতিতে বাস ।
 জনম সর্দার বংশে পুত্র পাড়ে বাস ॥
 না বুঝিয়া মহাশয় তুমি কোল দিলে ।
 জান করে যাও রাজা মুক্ত হবে জলে ॥
 সেন বলে তাতে তুমি না ভাবিও ব্যথা ।
 চণ্ডাল হইল কেন স্ত্রীরামের মিতা ॥
 রামচন্দ্র চণ্ডালেয়ে করেছিলেন কোলে ।
 গুহকটা হৈল মিতা রামায়ণে বলে ॥
 বুঝিলাম বীরকালু মায়াধারী তুমি ।
 মহাজন বলে মনে করেছিলাম আমি ॥
 একা তুমি হ'তে পার একশত জন ।
 তবে কেন এমন বেশ কিসের কারণ ॥
 ছদ্মবেশ করিয়া ভাণ্ডিয়া কেন কহ ।
 কে তোমার সর্দার বটে কার সঙ্গে রহ ॥
 কালু বলে এ বথা কহিতে উপহাস ।
 ডোমিনী সর্দার মোর আমি তার দাস ॥
 আমার চাহিতে লক্ষ্য দশগুণে বাড়ি ।
 কেবা আছে তার সঙ্গে ধরে চাল খাঁড়ি ॥
 আর মোর সঙ্গে আছে তের ঘর ডোম ।
 একো জনে রক্ষিতে পারে একশত জন ॥
 সেন বলে তবে কেন এত দুঃখ ভাই ।
 কালু বলে দশার গুণেতে দুঃখ পাই ॥
 দুঃখ স্মৃথ যত বল সহোদর ভাই ।
 কখন বা দুঃখ আছে কভু স্মৃথ পাই ॥
 কোটা জন্মের পাপ থগে যে নাম স্মরণে ।
 দেহ ধরি হেন রাম দুঃখ পাইল কেনে ॥
 সেইরূপ দশার গুণে দুঃখ পাই আমি ।
 সরকারে মাহিনা পাই আট কুড়া জমি ॥
 তিন কুড়া জোল জমি দুই কুড়া শুকো ।
 রাজিদিন আপনি খাটি আর দুটা পো ॥
 সেন বলে আজি হোতে দুঃখ গেল দূর ।
 আমার সঙ্গে চল ভাই ময়না মধুপুর ॥

দুই হাতে ভাড়া দিব দুই কানে সোনা ।
 পাচশত টাকা দিব তোমার মাহিনা ॥
 কালু বলে মহাশয় স্বতন্ত্র নই ।
 বনিতি আছে যে ঘরে তারে গিয়া কই ॥
 সেন বলে ভাকি তারে আন গিয়া ভাই ।
 ত্বরায় আসিও রে ময়না যেতে চাই ॥
 এত শুনি বীরকালু ধায় উভরড়ে ।
 লক্ষ্মী ভোগিনী যথা আছে পুকুরপাড়ে ॥
 তাল চাটা খুচুনী বুনে লক্ষ্মী ভোগিনী ।
 সাঁখা শুখো দুই বেটা লুটায় ধরণী ॥
 মায়ের আঁচল ধরি কান্দে ছুটা ভাই ।
 ক্ষুধা পাইল মাগো অদন দাও খাই ॥
 কাছাড়িয়া দুই বেটা কপালে মারে হাত ।
 অভাগ্য করেছ বাছা কোথা পাব ভাত ॥
 রাঙ্কিলে অদন নাঞ্চি দেখে অন্নপানি ।
 ঘরে মাত্র সম্ভাবনা আছেয়ে আমানি ॥
 হাটে বিত্তি বিকাইলে তবে অন্ন হবে ।
 অন্ন নাহি কপালে মায়ের মাথা খাবে ॥
 অন্ন বিনা পুত্র কান্দে ভূমে গড়াগড়ি ।
 কোলে নিল বীরকালু গায়ের ধূলা ঝাড়ি ॥
 ধূলা ঝাড়ি বীরকালু বেটা কোলে নিল ।
 কেন্দ্র নাঞ্চি বাপধন শনি ছেড়ে গেল ॥
 অকারণ এইদেশে থেকে দুঃখ পাই ।
 চল পু ময়না নগরে চলে যাই ॥
 পথে দেখে এলাম আমি লাউসেন বীর ।
 অবতার মূর্তি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ।
 আমারে দিবেন হার দুই কানে সোনা ॥
 অতঃপর চল যাই দক্ষিণ ময়না ।
 লক্ষ্মীকে পরিতে দিবে তসরের তুনি ।
 দুই ভুজের সরল শঙ্খ পরিবে ভোগিনী ॥
 এত শুনি ভোগিনী হইল হেঁটমাথা ।
 সপ্ত পুরুষের মাটা ছেড়ে যাবে কোথা ॥
 কালু বলে কি করিবে বাপের মিরাস ।
 অন্ন নাহি জুটে মোকে নিত্য উপবাস ॥

শতক বছর বিধি লিখিল প্রমাই ।
 পঞ্চাশ বছর তার অন্ন জল নাই ॥
 জঠর চিন্তায় মোর সদাই প্রাণ গেল ।
 বজ্রের চিন্তায় মোর পাজর কালী হ'ল ॥
 তার পাকে যেতে চাই দক্ষিণ ময়না ।
 ঘরে বসে বদল করিব রূপা সোনা ॥
 লক্ষ্মী বলে সোনা রূপা থাকুক বালাই ।
 দুই সাঁঝ পেটভরে যেন খেতে পাই ॥
 কালু বলে আজ হ'তে দুঃখ গেল দূর ।
 অতঃপর চল যাই ময়না মধুপুর ॥
 লোখে বলে খুড়ী জেঠাই মাসী পিসী আছে ।
 না কহিলে পরিণামে দুঃখ পাই পাছে ॥
 কালু বলে বাস্কব সজ্জতে করে নেব ।
 খুড়ী জেঠাই ভাই খোন একঠাঞ্চি যাব ॥
 লক্ষ্মী বলে ডেকে গিয়ে আন জনে জনে ।
 তা শুনিয়া বীর কালু ভাবে মনে মনে ॥
 ধর ধর বলিয়া শিকায় দিল ফুক ।
 ধাইল ডোমের পাড়া নাঞ্চি বাঁধে বুক ॥
 বাঘরায় আইল গোহুর কেলসোনা ।
 হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিনা ॥
 রামরায়ী তিনবার করয়ে সম্মুখ ।
 এতদিনে আমাদের ঘৃণিল সব দুঃখ ॥
 কালু বলে যেতে চাই কালিন্দীর পার ।
 স্থখে থাকিব তথায় দুঃখ নাঞ্চি আর ॥
 দুঃখ পাই এদেশেতে অন্ন নাঞ্চি জুড়ে ।
 অতঃপর যাই চল ময়নার গড়ে ॥
 পথে দেখা এলাম আমি লাউসেন বীর ।
 অবতার মুরতি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ॥
 আমাকে দিবেন হার দুই কানে সোনা ।
 অতঃপর যাই চল দক্ষিণ ময়না ॥
 সবার প্রধান তুমি গজসিংহ খুড়া ।
 গ্রামের প্রধান তুমি সবাকার বুড়া ॥
 তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইবারে নারি
 এ স্থান ছাড়িয়া চল সেনের চাকুরি ॥

বসন ভূষণ পাব আর হেম হার ।
 মন্যনাতে লাউসেন ধর্ম অবতার ॥
 শুনিয়া ডোমের পাড়া আনন্দ বাধাই ।
 কেলসোনা বলে যেন পেটপুরে খাই ॥
 অনাদ্য-পদারবিন্দ তরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল ॥

শুনিয়া আনন্দ হ'ল যত ডোমগণ ।
 ডোমিনীর নাঞি সব পরিতে বসন ॥
 ধুচুনি করিয়া কাঁখে মুক্তিকার তাঁড় ।
 সোয়ায়ী আছে সম্মুখে তথাপি সবে রাঁড় ॥
 অন্ন বিনা ইচ্ছতে বেচিয়া খাইল হাটে ।
 পরিধান বসন মাথায় নাঞি উঠে ॥
 এইরূপে ডোম যায় ডোমিনী তেরজন ।
 কিকিছু ছাড়িল যেন যত কপিগণ ॥
 সেনের সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার ।
 ডোম সব দাঁড়াইল যম অবতার ॥
 ডোমিনী দাণ্ডাল গিয়া গাছের ছায়াতে ।
 লঙ্কায় ডোমিনী সব আছে হেঁটমাথে ॥
 লঙ্কায় ডোমিনী সব নাঞি তুলে মুখ ।
 কর্পূর বলিল দাদা এত পায় দুঃখ ॥
 নফর পালিতে পারে যে হয় ঠাকুর ।
 কিছু খন দাও দাদা দুঃখ হোক দূর ॥
 ইহকালে দান কৈলে পরকালে পাবে ।
 কলিযুগে ধর্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে ॥
 এত শুনি সেন রাজা বড় উল্লাসিত ।
 এস বল্যা কালুকে ডাকিল স্বরাশ্বিত ॥
 হাতে করি নিল রাজা পঞ্চাশ মোহর ।
 ঝাট করে কিনে আন বসন মনোহর ॥
 ডোমিনী সকল যায় ডোম তেরজন ।
 মনমত কিনে আনে বসন ভূষণ ॥
 কালু পেয়ে রাজার টাকা মায়ে মালসাট ।
 শনিবারে রত্নবিত্ত বসে গেছে হাট ॥

সরাপের দোকানেতে মোহরের নেয় কড়ি ।
 প্রথমে হেতের কিনে মাথার পাগড়ি ॥
 সাঁকা শুকোর হাতে দিল রূপার তোড়র ।
 পরিবন্দ তরকচ কিনে নিল সর ॥
 কেহ শস্য সোনা কিনে কেহ কিনে খাড়ু ।
 ঘটি বাটি থালা কিনে পিত্তলের গাড়ু ॥
 বেসাতি হইল শেষ কোড়ি হ'ল শেষ ।
 চিড়ে ভাজা জলপান কিনিল সম্বেশ ॥
 আইল যতেক ডোম যতেক ডোমিনী ।
 লক্ষ্মীকে পরিতে দিল তসরের ভূনি ॥
 ঢাল তলোয়ার হাতে কালু আগুসার ।
 সেন রাজা সাজিল স্ত্রীস্বাম অবতার ॥
 হেন কালে বীরকালু ধৈর্যে যায় বনে ।
 সহজে শূকর সব জড় করি আনে ॥
 রহ রহ ঘন ঘন বীরকালু ডাকে ।
 সহজে শূকর সব জড় নাঞি থাকে ॥
 কর্পূর বলেন দাদা বাড়িল ভজাল ।
 কোথাকারে লবে কালু শূকরের পাল ॥
 ধর্মের সমান রাজ্য মন্যনা ভূবন ।
 শূকর লইয়া যাবে এ কীথা কেমন ॥
 সেন বলে শূকর ছাড়িয়া এস ভাই ।
 শূকর বদলে দিব একশত গাই ॥
 এত শুনি বীরকালু হ'ল হেঁটমাথা ।
 জাত ব্যবসার খন ছাড়িয়া যাব কোথা ॥
 রাজার বচন রদ না হবে কোন কালে ।
 বীরকালু শূকরে ডাকিয়া কিছু বলে ॥
 জাও তোমরা বনমধ্যে করহ গমন ।
 খাত্ত আলু মান কচু করিবে ভক্ষণ ॥
 শূকর ছাড়িয়া গেল ডোমের কুমার ।
 সেই হতে বনবরা হইল সফার ॥
 হইল আনন্দ রাজা নিজদেশে ধায় ।
 তের দলুই সঙ্গে কালু আগে পাছে ধায় ॥
 পার হ'ল জাহ্নবী কাজলা পাছুয়ান ।
 কুলচণ্ডী ছাড়াইয়া আইল বর্ধমান ॥

সত্যের গঙ্গা দামোদর তড়ে পার হ'য়ে ।
 উড়ের গড় কামালপুর উত্তরিল গিয়ে ॥
 দেখাদেখি চলে যায় ময়নার গণে ।
 উপনীত হৈল রাজা গড় মাঝ্যারে ॥
 ধূনডাকী প্রতাপপুর করিল প্রবেশ ।
 মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥
 কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হ'য়ে পার ।
 দূত গেল বাড়ীতে কহিতে সমাচার ॥
 ঘরে আইল লাউসেন কপূর ছুটি ভাই ।
 শুনে রাণী রঞ্জাবতী আনন্দে বাধাই ॥
 ছুটি ভাই বসিলেন কদম্বের তলা ।
 চারিদিক্ উজলিল যেন শশিকলা ॥
 সহর কোটাল সব দিল দরশন ।
 কহিতে লাগিল রাজা মধুর বচন ॥
 বিশাশয় বেগারি আনিবে ধাওয়াধাই ।
 এখন আনিয়া দেহ না মান দোহাই ॥
 এত শুনি দিগের সব ধাইল বাজারে ।
 বড় বড় ডাক পাড়ে বড় উচ্চৈঃস্বরে ॥
 বাকুই বেণেকে ধরে পথিক হেটেলা ।
 তেলী মালী ধরে কত কৈবর্ত গোয়লা ॥
 চারিদিকে আইল বেগারি বিশাশয় ।
 লাউসেনের কাছে সব হাত জুড়ি কয় ॥
 সেন বলে বাপ সব হইলে বেগার ।
 মরুর ঈশানে তুলে জোমের বাজার ॥
 মাটি কেটে কাদা করে কেহ দেয়াল দেই ।
 বাম হাত বাড়িয়ে বই করে কাদা লেই ॥
 দশদিনে সারিল দেয়াল সাত পাটি ।
 আড়া কেটে ছুতারে তুলিয়ে দেয় কাঠী ॥
 কামিনী গড়ন গড়ে পেতে কারখানা ।
 লুট করে খড় আনে কারো নাঞ্চি মানা ॥
 ছাইল বীরের ঘর গরম স্তম্বর ।
 স্ববর্ণের পতাকা দিল তাহার উপর ॥
 লোথের চালেতে দিল স্ববর্ণের ধ্বজা ।
 এই ঘরে ডুমুনী করিবে ধর্মপূজা ॥

এতদিন নাম ছিল লক্ষ্মীয়ে ডুমুনী ।
 আজি হতে নাম হল ধর্মের আমিনী ॥
 তের ঘর জোম বসে রাজার পেয়ে নিশা ।
 পাঁচশত টাকা দেয় করতে হাঁড়ি বাসা ॥
 ভৈরবীর তীরে সত্য এড়াইতে চাই ।
 শূকরের বদলে দিল একশত গাই ॥
 জোম সব ঘরে রৈল যতেক ডুমুনী ।
 সেন রাজা যায় যথা জনক জননী ॥
 বাজারে চলিল সেন বিধাতার থেলা ।
 ঘরে ঘরে ভাগ্যবান দেয় বনমালা ॥
 আত্র পল্লবে ঘট করিল সাজন ।
 নাচ গীত ঘরে ঘরে বিয়ার্লিশ বাজন ॥
 ময়নার প্রজা সব আনন্দে বাধাই ।
 শুভক্ষণে বাড়ীতে পশিল ছুটি ভাই ॥
 দণ্ডবৎ করিলেন পিতার চরণে ।
 তবে গিয়া বসিলেন জননী যেখানে ॥
 বাছ পসারিয়া মাতা পুত্র লৈল কোলে ।
 লক্ষ লক্ষ চুষ দেন বদন কমলে ॥
 কীর অঙ্গে ছুটি ভাই করিল ভোজন ।
 কপূর তাষূলে মুখ করিল শোধন ॥
 রঞ্জাবতী জিজ্ঞাসিল বচন মধুর ।
 রামদাস বলে দয়া করহ ঠাকুর ॥

দেখে বেটার মুখ মনে বড় স্তম্ব
 ছল ছল ছুটি আঁখি ।
 এস যাছুমণি পোহাল রজনী
 নয়ন ভরিয়া দেখি ॥
 পিতার ঠাকুর লাউসেন কপূর
 মারের নয়ন-ভারা ।
 তোমা না দেখিয়ে আজি মুখ চেয়ে
 হয়েছি জীবন্তে মরা ॥
 গোঁড় ভুবন ভাই দুই জন
 যাক্য কৈল যেই দিনে ।

থাকিয়া থাকিয়া	উঠি চমকিয়া	কর্পূর বলেন মাতা কর অবধান।
প্রাণ কান্দে তোমা বিনে ॥		কহিব দাদার কথা তব বর্তমান ॥
ভোজন সময়	প্রাণ বাহিরায়	আমি বধ করে গেলাম বাঘ কামদলে।
অন্ন পড়ে থাকে খালে।		কুস্তীর বধিলাম আমি তারা দৌঘীর জলে ॥
শয়নে স্বপনে	কান্দি রাত্রি দিনে	গোলাহাটে জিনিলাম সুরিন্দে বাণেশ্বর।
তুমি বাছা নাঞি কোলে ॥		হাতী বধে জিয়াইলাম গোঁউড় ভিতর ॥
দারুণ তপনে	হুঃখ পাইলে গণে	বাঝই বোয়ের সনে তুলে রলে গণে।
কতদিনে তথা গেলে।		কেমন বন্দী হয়েছিলে আঁধারিয়া কোণে ॥
রাজার গোচর	ছুই সহোদর	গোঁড়ে মামার কাছে করিলাম আক্ষাস।
কিবা পরিচয় দিলে।		লিখন করিয়ে দাদায় করিলাম খালাস ॥
মায়ের বচন	শুনিয়া তখন	আমা হ'তে ঘোড়া পাইল আমা হ'তে জোড়া।
রাজা লাউসেন বলে।		মায়ের কাছে এসে দাদার কেবল হাত নাড়া।
জালন্ধা নগরে	বধি কামদলে	সেন বলে সত্য কথা কৈলে ভাই তুমি।
কুস্তীর বধিলাম জলে ॥		জালন্ধার বাঘ বধে গাছে ছিলাম আমি ॥
জামতি নগর	পরম হৃন্দর	এক বোলে ছুই বোলে কেবল গগুগোল।
সুবতী বড়ই ঠেটা।		জননী দৌহার মুখে তুলে দিল জল ॥
বিধাতার খেলা	কামরসে ভোলা	প্রাণের দোসর তোমরা লাউসেন-কর্পূর।
কাছাড়ে মারিল বেটা ॥		আমার জীবন তোমরা বাপের ঠাকুর ॥
দিল বন্দীখানা	পেলাম যাতনা	ছুই ভাই বসিলেন দরবার ভিতর।
কর্পূর পলায়ে গেল।		কলিঞ্চার রাজ্য লয়ে-শুনহ উত্তর ॥
ছুই পায় বেড়ী	ভূমিতলে পড়ি	কলিঞ্চার ভাট আসি রাজার তরে কয়।
বসন ভূষণ নিল ॥		শিবের সেবক সেই দ্বিজ মহাশয় ॥
রাজ দরবার	না করে বিচার	শিবরাত্রি চতুর্দশী করি উপবাস।
বন্দীশালে প্রাণ যায়।		নিশি যোগে সেই দ্বিজ পূজে কৃত্তিবাস ॥
তব আশীর্বাদে	অভয় প্রসাদে	পূজা অবশেষে গেল। করিতে ভোজন।
রক্ষা কৈল ধর্মরায় ॥		স্বত মিশাইয়া নিল অন্ন আর ব্যঞ্জন ॥
বিষম বিপদে	কর্পূর নাঞি সাথে	কণামাত্র স্বত তার নথ মধ্যে ছিল।
পলায়ে রহিল ঘরে।		খাইয়া শিবের প্রসাদ কুকুর হৈল ॥
পূজিয়ে ঠাকুরে	আনিয়ে শিশুরে	বটুয়া তাহার নাম ঠাকুর রাখিল।
জীয়ালাম দরবারে ॥		সেন রাজা তারে লয়ে পালন করিল।
শনে রজাবতী	সেনের ভারতী	সারী শুক পক্ষী লয়ে শুনহ বচন ॥
কর্পূর বসিয়া হাসে।		গোলোক নগরে ঘর দ্বিজ হরিহর।
কর্পূরের বাণী	শুন গো জননি	সিদ্ধ উপসিদ্ধ তার দুইটি কোণ্ডর ॥
গাহিল রামের দাসে ॥		

এক দিন সেই বিজ সঙ্গে করে নিল ।
 সুরশব্দ বৃহস্পতি ইন্দ্রপুত্র ছিল ॥
 পড়িবারে দিলেন তার ছাত্রের মিশালে ।
 দৈব হেতু খড়ি তার পড়িল ভূতলে ॥
 খড়ি তুলে দিতে যদি গুরুকে বলিল ।
 নিদারুণ হয়ে গুরু অভিষাপ দিল ॥
 বরিষা বাদল কালে মুছে যায় কালি ।
 পক্ষীদলে জন্ম লইতে গুরু দিল গালি ॥
 অলভ্য গুরুর বাক্য না যায় খণ্ডন ।
 সেই দণ্ডে হ'ল তারা বিহঙ্গ জনম
 অনেক কাল ছিল তারা ইন্দ্রের ভুবনে ।
 গাইতে খাজুর আইল ময়না দক্ষিণে ॥
 আখুটির বন্ধনে ঠেকিল ছুই ভাই ।
 আছাড়ি মারিতে দিল ধর্মের দোহাই ॥
 হাতে করে রাজার কাছে করিল গমন ।
 পক্ষী দুটি ধর্ম কথা করে উচ্চারণ ॥
 শুনিয়া পক্ষীর মুখে ভারত কথন ।
 মূল্য করে দিল কড়ি পঞ্চাশ কাহণ ॥
 মারি স্বক পেয়ে রাজা আনন্দ অপার ।
 সহর কোটালে তবে দেল সমাচার ॥
 একজনা করে প্রজা আনহ সত্তরে ।
 আজ্ঞা পেয়ে দিগের সব ফিরে ঘরে ঘরে ॥
 খাইল যতেক প্রজা হুকুমে রাজার ।
 যথোযাগ্য সমাদর করেন সবাকার ॥
 তবে সেন রাজা বলে কর অবধান ।
 রাজার অর্থেতে হয় প্রজার কল্যাণ ॥
 যতকাল থাকিবে মোর ময়না বাজারে ।
 বিধা প্রতি এক আনা কর দিবে মোরে ॥
 ইহা দিয়া ময়নায় কর ঠাকুরাল ।
 দেশে কর পূণ্য পথ দেউল জাজাল ॥
 ময়নার রাজা হল লাউসেন নাম ।
 অযোধ্যার রাজা যেন ঠাকুর শ্রীরাম ॥
 দেশে দেশে লোক সব করিল ঘোষণা ।
 বিধা প্রতি ময়নায় কর এক আনা ॥

সমাচার পাইল সব গোড় নগরে ।
 ঘোল বিধা ঘোল আনার কালিনীর পাড়ে ॥
 বিধা প্রতি এক টাকা খাজনার জাজাল ।
 রাজার টাকা দিয়া হই ফকীরের হাল ॥
 শত শত প্রজা জড় হল একঠাঞি ।
 চল যাব ময়না এদেশে কাজ নাঞি ॥
 ভাজিল গোড়ের রাজ্য বায়ান বাজার ।
 ময়নায় করে বাস কাতারে কাতার ॥
 আঠার গণ্ডা বাজার হ'ল বিসাময় ঘাটি ।
 ব্রাহ্মণ কায়স্থ পাড়া সম্মুখে তেলি বাটি ॥
 দু'মারি দোকান ঘর পরিসর গণ ।
 সজল কাঞ্চন মণি সূর্যের বরণ ॥
 লাউসেন রাজা হ'ল গোঁউড় নগরে ।
 গোঁউড় রাজাকে লয়ে শুনহ উত্তরে ॥
 একদিন এল রাজা উত্তর গোঁউড়ে ।
 মাঠে দেখে জঙ্গল জমি আছে পড়ে ॥
 নগরে বাসিন্দা নাঞি পড়ে আছে ঘর ।
 তত্ব লয়ে দরবারে বসিল গোঁড়েশ্বর ॥
 কিবা অবিচার হ'ল আমার গোঁড়িতে ।
 কহ কহ মহাপাত্র আমার সাক্ষাতে ॥
 পাত্র বলে মহারাজা নাঞি বুঝ রীত ।
 বিধাতা বুঝিতে নারে প্রজার চরিত ॥
 প্রাণপণে প্রজার পালন করি আমি ।
 খাইআ আমার মাথা কেন বল তুমি ॥
 কুপিত হইল অতি রাজা গোঁড়েশ্বর ।
 রামদাস গায় গীত সখা মায়াদর ॥

রাজা গোঁড়েশ্বর পাটের উপর
 কথির নয়নে ভাসে ।
 যত ভূঞাগণ মন উচাটন
 বাক্য নাঞি কারো আসে ॥
 মাহদে পাতর হয় ষোড়কর
 ক্রোধ না করিও তুমি ।

লয় তব মনে	গৌড় ভুবনে	রাবণ রায়বার	পড়িল কায়বার
লুটিয়া খেয়েছি আমি ।		পাজের চিন্তি মঙ্গল ।	
বর্ষা কয় মাসে	সন্ন্যাসীরা আসে	ধর্মপদ আশে	কহে রামদাসে
ধন বিলাই সরবস্ব ।		নায়কের চিন্তি কুশল ॥	
বিলাইলে ধন	তোমার কল্যাণ		
সকলি তোমার যশ ॥			
পিতা বেণুপ্রায়	বৈষ্ণব সভায়	পাত্র বলে মহাশয় কিসেতে মঙ্গল ।	
সর্বত্র আছয়ে মান ।		বলবুদ্ধি সকল গিয়াছে রসাতল ॥	
কুটুম্ব হইয়া	চাকর রাখিগা	কহিলাম দশ দিনে কাগজ গিয়া দিব ।	
যোর কৈলে অপমান ॥		কহ দেখি মহাশয় কেমনে বাঁচিব ॥	
পাজের ভারতী	শুনে নরপতি	বলবুদ্ধি বিক্রম সকল হইলাম হারা ।	
মুখ তুলে নাঞি চায় ।		শীর্ণ হৈল অঙ্গ দেখ জিয়ন্তেতে মরা ॥	
বলে অধিকারী	ছাড়িয়া চাকরি	বিষা প্রতি এক আনা রাজার ঠাঞি গেছে ।	
যথা ইচ্ছা তথা যাই ॥		সবে জ্ঞান পনর আনা মকসল আছে ॥	
লুটিয়ে সকল	বাক্যেতে চপল	ভাট বলে ইহার উপায় বলি শুন ।	
কথায় কে তারে আঁটে ।		রাজার মুকের সজ্জা বার করে আন ॥	
রাজ্য লুটে খেলে	প্রজা ভেড়ে দিলে	রণভেরী মাদল মন্দিরা করতাল ।	
তুমি রাজা হ'লে পাটে ॥		শিক্ষা কাড়া দগড়ি আনআর করনাল ॥	
সিকুর নন্দন	সিকুর গর্জন	বড় গোলা চাপান করিয়া দেও ডিন্দে ।	
জলদে ধেমন থাকে ।		মুকের সাজন আন আর রণশিলে ॥	
যোল পাত্র করি	কাঁপে গরহরি	এত শুনি গেল পাত্র রাজার ভাণ্ডারে ।	
বাক্য নাঞি কারু মুখে ॥		বড় গোলা চাপায় সব ডিকার উপরে ॥	
এতেক শুনিয়া	বলে মাহদিয়া	কেহ নাহি জানে শুনে দেশে হল যা ।	
আজি আমি বাঁচি যাব ।		দর দর শব্দে দামামায় পড়ে যা ॥	
দিন দশের তরে	ক্ষমা দেহ যোরে	নায়ে গিয়া চাপে তবে ভাট গজাধর ।	
আসিয়া কাগজ দিব ॥		গান কবি রামদাস সাক্ষী মায়াদর ॥	
এতেক বলিয়া	চলে মাহদিয়া		
চাপিয়া আপন দোলা ।			
না মেনে দোহাই	মহারাগীর ভাই	রণভেরী করতাল	কুকের করনাল
মাছের রাজার শালা ॥		ধাঙ্ ধাঙ্ দামামা বাজে ।	
মনে বড় দুঃখ	সুকাইল মুখ	শুক শুক দগড়ি	দনাড়ি চৌঘড়ি
গায়েতে হৈল অর ।		যেমন সাজিল দেবরাজে ॥	
রাক্ষসিংহাসনে	দোলা আরোহণে	বাঙ কোলাহল	বাজিছে ঢাকঢোল
আইল ভাট গজাধর ॥		কাড়ায় পড়িলে কাটি ।	

বাংলার শবদে	জিভুবন চমকে	এমন বিপাকে	ছাড়িয়া আমাকে
তোলপাড় করে মাটি ॥		কোথা যেতে চাও ভেয়ে ।	
রণ-বেণু শনি	ডম্বর কাহলধ্বনি	বিপদের বেলা	তুমি মোর শালা
রণশিলা ধড় ধড় বাজে ।		রহিব কার মুখ চেয়ে ॥	
বাজনার রব শুনি	ধিয়ান ছাড়িল মূনি	এতেক শুনিয়া	কহে মাহদিয়া
গগনে জলধর গাজে ॥		সে দিন কোথা গেল ভাই ।	
হড় হড় হড় হড়	পড়িছে চিকুর	যে থাকে সদর	বীধহ কোমর
গগনে করিয়া আলা ।		আমি সে লুটিয়া খাই ॥	
গৌড় মঙল	হৈল অমঙ্গল	আপনা খাইয়া	শুন রে মাহদিয়া
হড় হড় পড়িছে গোলা ॥		আমি সে কহিছ তোর ।	
ডম্বর কাহল	বাজে হাতনাল	লোকের কথায়	কহিছ তোমায়
সজল জলধর ধ্বনি ।		পশ্চাতে ষাটহ মোরে ॥	
বাংলার শবদে	জিভুবন চমকে	আপনা খাইয়া	শুন হে মাহদিয়া
তপস্তা ছাড়িল মূনি ॥		তোমারে কহিলাম আমি ।	
কতকণ ভিতর	মাহদে পাতর	ভগিনী লইয়া	পাটেতে বসিয়া
রাজাকে ডাকিয়া বলে ।		রাজত্ব করহ তুমি ॥	
হোর শুন বাজনা	গৌড়িড়ে দিবে হানা		
সাজিল কর্পূরখলে ॥			
যুবতী পুরুষে	পালায় ভরাসে	পাজ বলে যদি দিলে সকলের ভার ।	
ভজ পড়ে পেল দেশে ।		আমি যে থাকিতে রাজা ভয় নাঞি আর ॥	
আমাদের পরিবার	লইয়া হৈল পার	বিরাট সহরে ছিল বিরাট নামে রাজা ।	
তোমাকে কহিলাম শেষে ॥		কীচক তাহার শালা ছিল মহা তেজা ॥	
তুমি, কুটুম্বের প্রধান	করিলে অপমান	বিরাট রাজা ছিল কীচকের সাথে ।	
তে কারণে কই আমি ।		তোমার ভয় নাই রাজা আমি যে থাকিতে ॥	
তোমার উপর	পড়িল মম্বন্তর	ভয় নাই ভয় নাই মহাপাজ ডাকে ।	
সাবধান হও হে তুমি ॥		নায়ে ছিল ভাট রায় মানা করে তাকে ॥	
এতেক বলিয়া	চলে মাহদিয়া	হায় হায় করিয়া সকল লোক কাঁপে ।	
রাজাকে দেখায়ে ভয় ।		ভয় দিয়া ভুবনে তুলায়ে রাখে ভূপে ॥	
ভয়েতে ভূপতি	না দেখে পদ্ধতি	এইরূপে রহিল ভূপতি গৌড়েশ্বর ।	
মাহদেকে ডাকি কয় ॥		মনেতে যুক্তি করে মাহদে পাতর ॥	
ধরিয়া ধরণী	নৃপতি আপনি	পাজ বলে ভূপতি নিশ্চিত হৈলে তুমি ।	
ভয়ে কয় শুন কথা ।		কাতুরের জ্ঞান ভয়ে মরে গেলাম আমি ॥	
এমন বিপাকে	ছেড়ে যাবে মোকে	এইখানে ময়না-বসান পালা হৈল সায় ।	
খাইয়া আমার মাথা ॥		রামদাস গাইল যা গাওয়ালে কালুরায় ॥	

ইতি অনাদিমঙ্গল নামে ধর্মপুরাণে ময়নাবসান নাম ষোড়শ কাণ্ড সমাপ্ত ।

সপ্তদশ কাণ্ড ।

অথ সম্বন্ধপালা লিখ্যতে

প্রণমহ পরাংপর প্রভু নিরঞ্জন ।
শ্রীধর্মমঙ্গল গীত শুন সর্বজন ॥
বার দিয়া বসেছে ভূপতি গোড়েশ্বর ।
হারাবতী নটিনী নিয়া শুনহ উত্তর ॥
গৌড়নিবাসী নটী নাম হীরারতি ।
গুরিকে গুরিকে সঙ্গে আর হারাবতী ॥
গৌড়েতে করে ঘর অনেক দিবস ।
তাণ্ডবেতে সকল সংসার কৈল বশ ॥
পান শুয়া জড়ি রাখে বদনকমলে ।
রূপ দেখি যজ্ঞের আশুন হেন জলে ॥
অজ্ঞের বরণ যেন চাঁপাকচি গায় ।
স্বর্ণ ছলিছে কত নটিনীর খোপায় ॥
রাতি পোহাইলে করে সন্মেলের চিন্তা ।
হীরা বলে তাণ্ডব করিব আজি কোথা ॥
গীতনাটে ভুলাব ভূপতি গোড়েশ্বর ।
হীরা বলে হারাবতী সাজ অতঃপর ॥
আভরণের পেঁড়া দাসী কোগাইল কাছে ।
কত মণি মুকুতামণ্ডিত তায় আছে ॥
এত বল্যা পরিল হীরা সাটী পরিসর ।
বিনতানন্দন মণি মদন মকর ॥
খগমণি দক্ষিণেতে নানা চিত্র লেখা ।
অর্জুনের রথে হরি যেন দিল দেখা ॥
এক ঠাঞি গোকুল মথুরা বৃন্দাবন ।
রাধা কোলে করে নাচে শ্রীনন্দন নন্দন ॥
লক্ষের কাঁচুলী নটী অরোপিল গায় ।
রূপের সৌরভে কত অলিগণ খায় ॥

সাজ কর্যা নটী তবে করিল গমন ।
রাজার দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥
বার দিয়া বসেছে ভূপতি গোড়েশ্বর ।
সম্মুখে পণ্ডিত ঘটা বামে মন্ত্রিবর ॥
কৃষ্ণ কথা শুনিতে রাজার গেছে মন ।
হেনকালে নটী সব দিল দরশন ॥
আশু হয়ে বায়েন সরবে দিল যা ।
নটীদের স্বভাব ধরণে নয় গা ॥
মধুর সে গান যেন কোকিলের ধ্বনি ।
গীত নাচে ভুলিল গোড়েশ্বর নরমণি ॥
পাত্রেকে ডাকিয়া কয় রাজা গোড়েশ্বর ।
কোথাকার নটী নাচে দরবার ভিতর ॥
ভুলাল আমার মন মনোহর বেশে ।
বাড়ী ঘর মহল তুলিয়া দেও দেশে ॥
বেবুশা ভুলিতে চায় রাজা গোড়েশ্বর ।
জোড়হাতে বলে তবে মাছদে পাতর ॥
বেবুশা ভুলিবে কেন বিভা দিব রায় ।
হরিপাল রাজার কন্ডা আছে অবিভায় ॥
হরিপাল রাজা বটে তোমার রায়ত ।
হেথা হইতে সিমুলিয়া বার ক্রোশপথ ॥
হরিপাল রাজার কন্ডা কানড়া কুমারী ।
আজ্ঞে হৈলে সেই কন্ডা বিভা দিতে পারি ॥
এত শুনে বুড়া রাজা হেসে হেসে বলে ।
কে আমাকে মেয়ে দিবে এত বুড়াকালে ॥
তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ শেষ ।
কোন হাটে আমি আর নেড়া দরবেশ ॥

পাত্র বলে অবশ্য তোমার বিভা দিব ।
 তোমার বিভা দিয়া ভাই তবে জল খাব ॥
 গোধূলী লগন পণ বসে কর রাজা ।
 তোমার বিয়ে দিয়া তবে মোর স্নান পূজা ॥
 বিনোদ ঘোষাল আইল কিকর দ্বিজবর ।
 কহিতে লাগিল তবে মাহদে পাতর ॥
 জরাকালে মহারাজ বিয়ের সাধ করে ।
 ঘটক হইয়া যাও সিমুল্যা নগরে ॥
 সাবধানে কথা কইয়া হরিপাল সনে ।
 বলো আজি বিভা হবে গোধূলী লগনে ॥
 রাজা পাত্র দুইজনে অনেক মত বলি ।
 এইবার বুঝিব ভাই তোমার ঘটকালি ॥
 এত বল্যা গেল পাত্র রাজার ভাণ্ডারে ।
 অধিবাসের জব্য সব রাখে থরে থরে ॥
 বিচিত্র বসন লেয় আর হেমহার ।
 আশু পাছু চালাইল শূতবোঝা ভার ॥
 কিকর ঘোষাল চাপে ঘোড়ার উপর ।
 দোলায় চেপে গেল তবে ভাট গন্ধাধর ॥
 ডাহিনে গোঁউড় রহে বামে চন্দ্রপুর ।
 বার ক্রোশ রয়ে যায় রাজার গোঁউড় ॥
 বিমলার জল তবে নায়ে হল পার ।
 উপনীত হল গিয়া রাজার দরবার ॥
 বার দিয়া বসেছেন হরিপাল শিখর ।
 সম্মুখে পণ্ডিত ষটা বামে মন্ত্রিবর ॥
 বিশারদ বসেছেন বিপ্রের শিরোমণি ।
 রাজা বলে কহ দ্বিজ কৃষ্ণ কথা শুনি ॥
 কৃষ্ণ কথা শুনিতে রাজার গেছে মন ।
 যে কালেতে হরি কৈল কল্পিণী হরণ ॥
 ভীষ্মক ভূপতি রায় বিদর্ভ নগর ।
 ততদিনে কল্পিণীর করায় স্বয়ম্বর ॥
 এ রাজমণ্ডলী সবে ভীষ্মক দর্শনে ।
 শিশুপালে কস্তা দিব রাজা করে মনে ॥
 রাজার নন্দিনী শুনি পরমা স্তম্ভরী ।
 মথুরা হইতে তবে আইলা ক্রীহরি ॥

হাসিয়া ধরিল হরি কল্পিণীর হাতে ।
 চলিলেন রাধানাথ মথুরার পথে ॥
 জরাসন্ধ আদি করি যত নরমণি ।
 কেবা বলে কেবা হরে রাজার নন্দিনী ॥
 এই অধ্যায় শুভেছিল হরিপাল শিখর ।
 ভাট বামুন যায় তবে দরবার ভিতর ॥
 বোঝা ভার বেগারি রাখিছে থরে থরে ।
 তা দেখিয়া হরিপাল মনে যুক্তি করে ॥
 কোথা আগমন এই জব্য সব কেনি ।
 ভাট বলে ভাগ্যবতী রাজার নন্দিনী ॥
 অতঃপর তোমার ভাগ্যের সীমা নাঞি ।
 বহু ভাগ্যে গোঁউড়েশ্বর হবেন জামাই ॥
 পাঁচ লক্ষ মরিজাতা তোমার ইরসাল ।
 অতঃপর গেল তোমার খাজনার জঞ্জাল ॥
 এত শুনি হরিপাল হৈল হেঁটমাথা ।
 আমি না বলিতে পারি এসব বারতা ॥
 মানিনী আমার কস্তা কানড়া কুমারী !
 নিরবধি পূজা করে শঙ্কর গোউরী ॥
 দণ্ড চারি মহাশয় বিলম্ব কর তুমি ।
 কানড়ার কাছ হৈতে জিজ্ঞাসিব আমি ॥
 এত বল্যা হরিপাল করিল গমন ।
 কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা ।
 দুয়ারে দাঁড়াল গিয়া হরিপাল রাজা ॥
 পিতাকে দেখিয়া তখন কানড়া কুমারী ।
 গলায় বসন দিয়া ঘোড়াহাত করি ॥
 বার বৎসর হর গোউরী পূজা করি আমি ।
 বড় ভাগ্য পিতা গো আসিয়াছ আপনি ॥
 হেদে গো ধুমসী দাসী বাবার তত্ত্ব নেও ।
 নারায়ণ তৈল এনে বাবার অঙ্গে দেও ॥
 হরিপাল বলে মাগো স্নান পূজা হব ।
 এক কথা জিজ্ঞাসিয়া স্বরায় আমি বাব ॥
 অতঃপর আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি ।
 বড় ভাগ্য গোঁউড়েশ্বর হবেন জামাই ॥

পাঁচলক্ষ মরিজাতা আমাকে ইরসাল ।
 অতঃপর গেল আমার খাজনার জঞ্জাল ॥
 হাতে স্ত্রী বেক্ষে মা গো রাজা হল বর ।
 আঞ্জো হক তাহাকে আপনি স্বয়ম্বর ॥
 এত শুন্য কানড়া হৈল হেটমাথা ।
 ধনলোভী হয়েছ গো শুন জয়দাতা ॥
 যেখানে বেচিবে গো বিকায় সেখানে ।
 পুত্রকন্তা বিকায় নাঞি মা বাপ বিহনে ॥
 যেখানে বেচিবে রাজ্য সেখানে বিকাই ।
 বিধাতার কলম বাবা রত্ন হবে নাই ॥
 কালি মোরে স্বপনে কয়েছে ভগবতী ।
 আমার শাস্ত্রীর নাম রাণী রজাবতী ॥
 আজি মোরে স্বপনে কহিল দশভূজা ।
 তোমার কান্তের নাম লাউসেন রাজা ॥
 এত শুনি হরিপাল করিল গমন ।
 রাজ দরবারে গিয়ে দিল দরশন ॥
 হরিপাল রাজা রৈল রাজ দরবারে ।
 কানড়া ডাকিয়া বলে ধুমসী তরে ॥
 হেঁদে গো ধুমসী দাসী শুনগো বচন ।
 আজি নাকি মোর বিভা গোখুলি লগন ॥
 অধিবাসের দ্রব্য আইল রাজ দরবারে ।
 ধুমসী ডাকিয়া গিয়া আন সভাকারে ॥
 এত শুন্য ধুমসী তবে করিল গমন ।
 রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥
 ডেকে বলে রাজার ঘটক আইলে কে ।
 ঠাকুরাণী ডাকে সব দ্রব্যজাত নে ॥
 ভাট আর ব্রাহ্মণ ভাবিছে মনে মনে ।
 রাজার হইবে বিভা বুঝিলাম মনে ॥
 ভাট বলে বেগারী সব ভার বোঝা লাও ।
 ঠাকুরাণী ডাকিছে সব দ্রব্যজাত দাও ॥
 তা শুনে বেগারী সব ভার বোঝা লৈল ।
 কানড়ার কাছে গিয়া সকলি রাখিল ॥
 ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সব পীড়িত অন্তরে ।
 তা দেখিয়া কানড়া মনেতে যুক্তি করে ॥

হাদে দাসী বেগারের তরে তেল দাও ।
 বখাষোগ্য বসন ভূষণ আনি দাও ॥
 কানড়ার কথা শুনে ধুমসী চলিল ।
 সভাকারে সমুচিত আদরে তুলিল ॥
 কথলেতে বসে আছে ভাট আর ব্রাহ্মণ ।
 নারায়ণ তৈল সবে করিল লেপন ॥
 কেহ বলে বিমলাকে কেন যাবে ভাই ।
 পুকুরেতে স্নান কর্যা জল গিয়া খাই ॥
 পাড়েতে কাপড় রেখে জলে দিল ডুব ।
 হরি বলে কাপড় পরে আন্থিক হ'ল খুব ॥
 একজনে দিল দাসী এক জোড়া পিড়ি ।
 চিঁড়ে ভাজা জলপান ঝিলি লাড়ু মুড়ি ॥
 দেখিলেন কানড়া জলপান হল সায় ।
 রাজসুতা নতমুখে সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
 কানড়া বলেন বেগারী তোমরা মোর ভাই ।
 এক কথা জিজ্ঞাসিয়া লব তোরের ঠাঞি ॥
 এত শুন্য বেগারী সব কয়ে হায় হায় ।
 অনান্দ মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

৫

হাতে লও যতনে তুলসী গজাজল ।
 বরের বয়স কত সত্য করে বল ॥
 যদি মিথ্যা কহিবি তো পাবি প্রতিক্ষণ ।
 যাবৎ-চন্দ্র দিবাকর বাবি রসাতল ॥
 পাঠ পড়ে পুত্র যদি হয় সুপুত্র ।
 গয়া চলে যায় সে ধরিতে তিল কুশ ॥
 সেই পুণ্য পায় যেবা কয় সত্য বাণী ।
 পুরাণে লিখেছে স্ত্রুখ ব্যাসসমুখে-শুনি ॥
 যুধিষ্ঠির মিথ্যা কন কৃষ্ণের বচনে ।
 কাল দেখা দিল তারে গোলোক দক্ষিণে ॥
 মিথ্যা কয়ে যুধিষ্ঠির সেয়ে গেছেন কার্য্য ।
 যে কালেতে গুরুবধ হোল জ্যোত্যাচার্য্য ॥
 এত শুন্য বেগারী সব ভাবে মনে মনে ।
 জোড়হাতে কহিছে কানড়া বিত্তমানে ॥

তিন সক্ষা আমরা রাজার কাছে থাকি ।
 নিরবধি আমরা দেবি মহারাজে দেখি ॥
 হেঁচা গুয়া খায় সলিতেয় দুধ পিয়ে ।
 বড়জোর মহারাজা বছর দুই জিয়ে ॥
 এত শুভা কানড়া হাসিছে খল খল ।
 বেগারিকে এনে দিল জোড়া পাটমল ॥
 বিদায় হয়ে বেগারী সব চলে যায় ঘর ।
 স্নান করে আইল কিস্কর দ্বিজবর ॥
 জলযোগ সংযোগ করিয়া দিল দাসী ।
 ভাটের কাছেতে কয় কানড়া রূপসী ॥
 ব্রাহ্মণ গোসাঞি শুন ব্রাহ্মণ গোসাঞি ।
 তুমি তো সবার পর তোমাপর নাঞি ॥
 হাতে নাও যতনে তুলসী গজাজল ।
 বরের বয়স কত সত্য করে বল ॥
 মিথ্যা কহিলে দ্বিজ পাবে প্রতিক্ষণ ।
 বিশেষ পাপের তরে যাবে রসাতল ॥
 এত শুভা ভাট তবে ভাবে মনে মনে ।
 কহিবারে লাগিল সবার বস্তুমানে ॥
 হেঁটমাথা কেন হে কিস্কর দ্বিজবর ।
 বলনা বরের বয়স এগুই বৎসর ॥
 এগার বৎসর রাজা বড় ভাগ্যবান ।
 দিনে পাঁচ লক্ষ লোকে শুনায় পুরাণ ॥
 ঘটক হৈয়া যদি মিথ্যা নাহি কবে ।
 'না খোঁড়া আতুরের কেমনে বিভা হবে ॥
 এত শুভা কানড়া ভাবিয়া মনে মনে ।
 কহিবারে লাগিল ধুমসী বস্তুমানে ॥
 শতজন বেগারীর কথা মিথ্যা নয় ।
 কিছু নয় বামনা চাতুরী করে কয় ॥
 কিস্কর ঘোষালে বেল্লো ঘোড়ার লেজুড়ে ।
 ভাটের মুড়াও মাথা বিমলার গড়ে ॥
 এত শুভা ধুমসী চরণে করে ভর ।
 ডাক দিয়া আনিল নাপিত হরিহর ॥
 ভাটের মুড়ায় মাথা বিমলার কুল ।
 গাধা খচ্চরের মুতে ভিজাইল চুল ॥

বলিতে কহিতে বড় বেড়ে গেল রাগ ।
 ছুটি গালে তুলে দিল নোরুনের দাগ ॥
 আকাশের চন্দ্র হল ধুমসীর বশ ।
 একে কাটা ঘাও তায় জাষীরের রস ॥
 ডান গালে কালি দিল বাম গালে চুন ।
 ভাট বলে ভাত খাব করিয়ে বেকশন ॥
 হরিপাল মহারাজা ভাবে মনে মনে ।
 মণ্ডল হৈয়া বাদ ভূপতির সনে ॥
 দেশ বার করে দিল যত পরদল ।
 পার করে দিল তবে বিমলার জল ॥
 পলাইয়া যায় ভাট ফিরে ফিরে চায় ।
 দাক্ষণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ায় ॥
 পাঁচ দিনে সিমুলিয়া গোড় গত্যাত ।
 তিন দিনে পাইল গিয়া গোউড়ের সাক্ষাৎ ॥
 পাত্র বলে মহারাজা দেখ দৃষ্টি দিয়া ।
 ওই পারা ভাট আসে সম্বন্ধ করিয়া ॥
 সম্বন্ধ করিয়া ভাট আসে ধাওধাই ।
 লাল পাগ পেয়েছে ঐ ছিটের কাবাই ॥
 বলিতে কহিতে ভাট দরবারে আইল ।
 মাথায় ছুটি হাত দিয়া কহিতে লাগিল ॥
 অস্ত্রের কার্যেতে গেলে ঘোড়া জোড়া পাই ।
 তোমার কার্যেতে গিয়া চড় লাগি খাই ॥
 মিথ্যা করে কয়েছিলাম বয়েসের কথা ।
 কিল খেয়ে পিঠ গেল মুড়াইল মাথা ॥
 রাজা বলে ওরে মাউদে কি কর্ম করিলি ।
 বিমলার গড়ে আমার নাম ডুবাইলি ॥
 এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে ।
 কহিবারে লাগিল রাজার বিত্তমানে ॥
 গ্রামের সম্বন্ধে ভাটেরে বল ভাই ।
 তার পাকে অপমান আমি দেখতে পাই ॥
 এত বলি মাছদিয়ে দেয় হাত নাড়া ।
 গ্রাম পক্ষে কি দুর্গতি করেছে কানড়া ॥
 ইহার পাকে মহারাজ চিন্তা কর তুমি ।
 তোমার বিভা দিয়া তবে জল খাব আমি ॥

গোধূলি লগন পণ করে বস রাজা ।
 তোমার বিভা দিয়া হবে আমার স্নান পূজা ॥
 দেশে দেশে মহাশয় লিখহ পরোনা ।
 সাজন করিয়া লব নব লক্ষ সেনা ॥
 পাক্‌ভেদী রাজা আর নারীর ভেদী নর ।
 পাক্‌জের কথায় তবে ভুলিল গোড়েশ্বর ॥
 সভা মধ্যে হাহুদে করিল নিবেদন ।
 পাক্‌জ বলে সাজ সাজ যত সেনাগণ ॥
 প্রথমে সাজিল মুখ্য হাঙ্গুন হোসন ।
 সৈয়দ জাঁকড়া সেধ সাজিল রতন ॥
 দামামা দাবুস কাড়া বাজে রণতুরী ।
 হাতীর পিঠে দামামা বাজে ছুড়ছুড়ী ॥
 রণভেরী ধমক ঠমক রণশিলা ।
 বার পোন বৃদ্ধক বাজে ধাতিকা ধাতিকা ॥
 রণভেরী মাদল বাজিছে রয়ে রয়ে ।
 সরস্বতী হার রৈল চারি পানে চেয়ে ॥
 মেঘমালা কাদম্বিনী হাতীর চাপান ।
 আশদের পাতা ঘেন বরজের পাণ ॥
 গেজ গেজ গেজকরি ফুকারে জগজাঁপ ।
 কেহ বলে কেমনে মহিম হবে সাপ ॥
 খাউ খাউ শব্দে বাজিছে বড় দামা ।
 বহু সৈন্তে সেজে এল মাছাতার মামা ॥
 সংগ্রামে বাহুকী সাজে বর্বক শিরে ।
 রাজার জামাতা সাজে শির খুব চিরে ॥
 গুড় গুড় দগড়ি দগড় জয়চাক ।
 রণভেরী কল্লোল ফুকারে লাখে লাখ ॥
 সাজিল হাসান বীর পায়ে দিয়া ঘোজা ।
 বার শত গোলাম সঙ্গে ভের শত খোজা ॥
 চাপিয়া হাসান বীর ঘোড়া লয়ে যায় ।
 দেবতা অস্তুর নর দেখিয়া ডরায় ॥
 ঘোড়ার উপরে পান পানি ছেঁড়া কটী ।
 বাজিবার চলনে বেজেছে তুনকুটি ॥
 তুরহুতি যোগল সাজে রেয়টী যোগল ।
 লোহা লয়ে মায় করে হীরের বদল ॥

কাল ধোবো রাঙা টুপি সভাকার মাথে ।
 রামের ধমক যথা শোভে গগনেতে ॥
 বচন বলিতে মিঞা সোঙরে খোদায় ।
 এক কটী পায় তো হাজার মিঞা খায় ॥
 পশ্চিম দিকের রাজা আইল গজপতি ।
 তৈনাতি করিয়া আনে যত ঘোড়া হাতী ॥
 বর্দ্ধমানের কালিদাস সবাকার আগে ।
 বিপরীত সাজন দেখিলে ভয় লাগে ॥
 পার্কতীয়া ঘোড়া যার পাখরিয়া জাত ।
 লাক দিয়া পড়ে থানা দশ বিশ হাত ॥
 আন্তরি সাজিল নামে দক্ষিণ হাজরা ।
 আশি হাজার ঢালী তার ঢালে বান্ধা হীরা ॥
 বেণু রায় কোমর বান্ধে রাজার খত্তর ।
 সাত হাজার ঘোড়া তার লালবান্ধা খুর ॥
 ভলকীর সাজিল ভবানী মহাশয় ।
 পার্কতীয়া টালনে বাহার কাঁড় বয় ॥
 সাজিল ভবানী রায় সঙ্গে শত ঢালী ।
 মদ খেয়ে ইলায় পেয়েছে চূণ খালি ॥
 সাজিল গোবিন্দ মল্ল পেঁড়োর বার ঘর ।
 থাকার মহিম করে মাহিনে যশর ॥
 সিপাই সর্দার সাজে পার্কতর চুড়া ।
 ভগীরথ কোমর বান্ধে মাজাতার খুড়া ॥
 কাঙুরের সিপাই আইল নরসিংহ রায় ।
 অনাথ মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

ফারাজা ফারাস সাজে মুখে নাই বোল ।
 কুশ মেটো বাগদি অনেক ভূমে কোল ॥
 তেঁতুলে বাগদি সাজে যমের দোসর ।
 হাড়িয়া চামর কত বাঁশের উপর ॥
 তিন হাজার ঢালী ধায় অনেক ধাহুকী ।
 আশুদলে মারি করে রায় হয় লুকি ॥
 রাউত মাউত সাজে এসে কানে কান ।
 খুব খুব তাজির পিঠে খুব খুব পাঠান ॥

কামানী কামান দাগে পড়ে বড় গোলা ।
 চক্রবাণ পড়িছে ধরণী করি আলা ।
 ধুমধাম শব্দে কামানের ডাক শুনি ।
 ধাওয়াই ধর ধর কাঁপিছে মেদিনী ।
 কাল খোলো একাকার শূন্য অগণন ।
 সাগর কজোলা যেন লাগিলে পবন ।
 আপনি সাজিল পাড় হাতীর উপর ।
 পিছে সেবা করিছে পামরি মনোহর ।
 বিজি মাদল বাজিছে পরিপাটি ।
 রামজিনি রাজার সম্মুখে নাচে নটী ।
 দ্বাদশ নকরে রাজার তুলে ধরে নড়া ।
 স্বর্গজায় যায় যেন ভাগ্যবানের মড়া ।
 পাঁচ দিনে সিমলায় গোড়েতে গভায়াত ।
 তিন দিনে পাইল গিয়া বিমলা সাক্ষাত ।
 থাক থাক শব্দে দামামায় পড়ে বাড়ি ।
 রাউত মাউত নানা করে দড়বড়ি ।
 হড় হড় শব্দে পড়িছে বড় গোলা ।
 কানড়া কুমারী পুজে সর্বমঙ্গলা ॥

হরিপাল বিপাকে পড়িয়া ভাবে মনে ।
 মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে ॥
 এত বলি হরিপাল করিল গমন ।
 কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 বার হৈয়া আয় কিয়ে বার হৈয়া আয় ।
 অতঃপর কানড়া আমার জাত যায় ॥
 কুলপাংশুলা তুমি কুলেতে হইলে ।
 সগোষ্ঠী আমায় আজ তুমি মজাইলে ॥
 কানড়া বলেন বাবা বসে থাক তুমি ।
 নবলক্ষ সেনাপতি বিনাশিব আমি ॥
 কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার মা ।
 বিপদ কালেতে মোর ভরসা কেবল মা ॥
 হরিপাল মহারাজা ভাবে মনে মনে ।
 মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে ॥
 প্রণতি করিয়া দেবীর পঙ্কজ চরণে ।
 অনাত্ত মঙ্গল কবি রামদাসে তণে ॥
 এত দূরে সম্বন্ধ পালা হৈল সায় ।
 হরি হরি বল ভাই হলাম বিনায় ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল নামক শ্রীধর্মপুরাণে সম্বন্ধ পালা নামে সপ্তদশ কাণ্ড সমাপ্ত ।

অষ্টাদশ কাণ্ড ।

গণ্ডাহানা পালা লিখ্যতে ।

ভূজঙ্গ হইয়া নাকি জিনিবে সালুর ।
 কেশরী হইয়া জিনিবে মাতঙ্গ প্রচুর ॥
 কুকুর হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল ।
 ইন্দুর হইয়া নাকি জিনিবে বিড়াল ॥
 এত বলি হরিপাল করিল গমন ।
 আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥
 দম্পতি সহিত রাজা ভরা দিল নায়ে ।
 কাল এসে ডাকে বেটি বার হয়ে আয় ॥

হরিপাল পলাইল বাসলিয়া নগর ।
 ধুমসী কানড়া লয়ে শুনহ উত্তর ॥
 একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা ।
 কৈলাস ছাড়িয়া তবে এলেন দশভুজা ॥
 দেখা দিয়া দৈবরী কানড়া লৈল কোণে ।
 মুছিল বদনচাঁদ নেতের অঞ্চলে ॥
 পদ্ম ফুল দেখি কেন পূজার পরিপাটী ।
 এত কেনে ডাকাডাকি হরিপালের বেটি ॥

তা শুনিয়া কানড়া ভাবিছে মনে মনে ।
 জোড়হাতে কহিয়ে ভবানী বর্তমানে ॥
 কাল মোরে স্বপনে কয়েছ ভগবতি ।
 আমার শাক্তদীর নাম রাণী রজাবতী ॥
 আজি মোর স্বপনে বলেছ দশভূজা ।
 আমার কান্তের নাম লাউসেন রাজা ॥
 তবে কেন বিপরীত দেখিগো ভগবতি ।
 আমারে লুটিয়া লয় গোড়ের ছুপ্তি ॥
 বাসলী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই ।
 কোন ছার গোড়েশ্বর কি তার বড়াই ॥
 দস্তায়ুষ্টি হেনেছি করাল মৈষাসুর ।
 তাহার সঙ্গে সেনা হেনেছি প্রচুর ॥
 শুভ নিশ্চয় মৈল আর ধুম্রোচন ।
 তাহাকে অধিক বীর আছে কোন জন ॥
 দণ্ডচারি গিয়াছিলাম পরশুরামের রণে ।
 সেই রূপ দেখিতে সতত পড়ে মনে ॥
 লোহার গুণা পণ করে বসে থাক তুমি ।
 তোমার বিভা দিয়া গো কৈলাসে যাব আমি ॥
 বিশ্বকর্মা ডাকিয়া আপনি দিল পান ।
 এইখানে লোহার গুণা করহ নির্মাণ ॥
 এত শুনি বিশাই পাতিল ধর্মশাল ।
 তাহার ষাঁতায় বসে নন্দী মহাকাল ॥
 লক্ষ মণলোহা চণ্ডী দিলেন যুগিয়ে ।
 বিশ্বকর্মা গড়ন গড়ে আজ্ঞা মাত্র পেয়ে ॥
 গর্জত সমান গুণা করিল নির্মাণ ।
 শূত্র যুড়ে দিলেন শিরে খড়্গাখান ॥
 গুণা লয়ে বলিল চণ্ডীর বিজ্ঞমানে ।
 বিদায় হ'য়ে বিশ্বকর্মা গেল নিকেতনে ॥
 ভগবতী গুণার গায়ে পদ্মহাত দিয়া ।
 বলিতে লাগিল চণ্ডী সাক্ষাৎ হাসিয়া ॥
 যখন হানিবে তোরে লোহার আভর ।
 ভাঙিবে সকল অস্ত্র তোমার উপর ॥
 তারপর ভগবতী বলিল বিশেষ ।
 লাউসেন কাটিলে হইও তুলার প্রবেশ ॥

এত বলি গুণারে দিলেন জীব জ্ঞাস ।
 অলিয়া উঠিল গুণা সূর্য্যের প্রকাশ ॥
 বাসুলী বলেন ধুমসি এই গুণা লেও ।
 যেখানেতে বর আছে তার কাছে দেও ॥
 কানড়া করেছে পণ গড়ের ভিতর ।
 গুণা হেনে বিভা কর রাজা গোড়েশ্বর ॥
 পাটজাদ পরিল হাতেতে কাল অসি ।
 আশী মণ গুণায় কাঁখে করিল ধুমসী ॥
 বরমাল্য লইল চন্দন গুয়া পান ।
 গুণা লয়ে দাসী মাগী করিল পয়ান ॥
 আকাশের বর্ণ জিনি ধুমসীর দে ।
 বার ভূঞা রণে বলে ছাদে মাগী কে ॥
 ডাক ছেড়ে বলে ধুমসী ডাগর ডাগর ।
 সহজে দাসীর জাতি করে নাঞি ডর ॥
 এই দেখ বরমাল্য বরের বরণ ।
 যে কাটিবে গুণা তাকে করিব বরণ ॥
 উত্তম মধ্যম কিংবা বর্ণভেদ কি ।
 গুণা হেনে বিয়া কর হরিপালের ঝি ॥
 ঘেসেড়া চেল্লাদার কিবা চণ্ডাল যবন ।
 যে কাটিবে গুণা তাকে করিব বরণ ॥
 রাজা বলে ওরে মাউদে কি কর্ম করিলি ।
 বিমলার গড়ে আমার নাম ডুবাইলি ॥
 পাত্র বলে মহাশয় বসে থাক তুমি ।
 তোমার বিভা দিয়া তবে জল খাব আমি ॥
 ধমুক পণ করেছিল জনক ছহিতা ।
 ভাঙ্গিয়া ধমুক রাম বিয়া কৈল সীতা ॥
 ঋপদ রাজার কস্তা ঋপদ নগরে ।
 রাধাচক্ৰ অর্জুন বিচ্ছেদে এক শরে ॥
 এক চোট গুণার উপরে দেও তুমি ।
 তোমার বিয়া দিয়া তবে জল খাব আমি ॥
 এত শুনি বুড়া রাজা বাজিল কোমর ।
 হাতে ধরে তুলে রাজায় দ্বাদশ নফর ॥
 তা দেখিয়া ধুমসীর কোতুক বাড়িল ।
 গুণার উপরে খড়্গের রেখা দিল ॥

ষান ছাড়িয়া চোট পড়ে অস্থানে ।
 যদুর্গা পূজিব তোমার বলিদানে ॥
 ত শুনি মহারাজ হানে খরসান ।
 াজারি হেত্যার ভেঙ্গে হৈল খান খান ॥
 া দেখিয়া ধুমসী মাগী হেসে লুটি গেল ।
 মধোমুগ হ'য়ে রাজা অমনি বসিল ॥
 ধুমসী বলেন ধিক্ গোড়ের জাবড় ।
 এই মুখে লুটে খাও গোউড় সহর ॥
 গগু কাটিবারে যায় মাউদে পাত্তর ।
 গড়ি রেখা দেয় পুনঃ গগুর উপর ॥
 এইখান ছেড়ে চোট পড়ে অস্ত ঠাঞি ।
 তোমাকে কাটিব আমি যে করে গোসাঞি ॥
 এত শুনে মাহদিএ হানে খরসান ।
 পাত্তর হেত্যার ভেঙ্গে হ'ল খান খান ॥
 ভেঙ্গে গেল হেত্যার যেন বিজরীর ছটা ।
 একখান বাজাতে পাত্তর নাক গেল কাটা ॥
 অঙ্গেতে রুধির ধারা বহি পড়ে যায় ।
 পাত্ত বলে বরমাল্য পেয়েছি গলায় ॥
 ধুমসী বলেন ধিক্ গোড়ের জাবড় ।
 এই মুখে লুটে খাও গোউড় সহর ॥
 মহাপাত্ত অলিঙ্গ পেয়ে অপমান ।
 রাজাকে কহেন তবে কর অবধান ॥
 চিন্তা নাঞি মহারাজ বসে থাক তুমি ।
 লাউসেনে আনিয়া গগু কাটাইব আমি ॥
 রাজা বলে তবে লোক দেহ পাঠাইয়া ।
 মসিপত্ৰ হাতে নিল পাত্ত মাউদিয়া ॥
 স্বস্তি আদি লিখে যত পাত্তর বিধান ।
 আমার ভাগিনা তুমি কর অবধান ॥
 জরাকালে মেসো তোমার বিয়ের সাধ করে ।
 নবলক্ষ সেনা পড়ে বিমলার গড়ে ॥
 বার দিন মাসের তারিখ দিল তায় ।
 মনে করে ময়না মূলুকে কেবা যায় ॥
 হেন কালে সম্মুখে দেখিল শিঙ্গাদার ।
 পাত্ত বলে তুমি যাও রে ময়না বাজার ॥

পাঁচ দিনে সিমুলে গোউড়ে গতায়াত ।
 তিন দিনে পাইল গিয়া ভৈরবী সাক্ষাৎ ॥
 অনাত্তপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাত্তমঙ্গল ॥

 ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হ'য়ে ।
 উচানল দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥
 রাজামেট্যা স্বরধুনী সম্মুখে নিওড় ।
 ডানদিকে মান্দারণ পিরিসমাসীর গড় ॥
 চউবেড়া প্রতাপপুর করিল প্রবেশ ।
 মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥
 কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হ'য়ে পার ।
 উপনীত হৈল গিয়া ময়না বাজার ॥
 কর্ণসেন বসে আছে সেনের বরাবর ।
 হেনকালে শিঙ্গাদার করিছে উত্তর ॥
 বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল ।
 পাগে ছিল পরআনা সেনের হাতে দিল ॥
 মূদো ভেঙ্গে পরআনা পড়িছে ধীরে ধীরে ।
 রাজার হইব বিভা বুঝিলা অন্তরে ॥
 পত্ৰ পাঠ করে রাজা হরষিত বদন ।
 মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥
 জরাকালে মেসো গো বিয়ের সাধ করে ।
 যোল পাত্ত বার ভূঞা বিমলার গড়ে ॥
 এত শুনি রঞ্জাবতী দিলেন বিদায় ।
 গড় করে লাউসেনে সিমুলাকে যায় ॥
 মায়ের কাছেতে বিদায় হইল তপোধন ।
 কালুকে বলিল ভাই করহ সাজন ॥
 এত শুনি বীর কালু করিল গমন ।
 আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥
 ধর ধর বলিয়া শিঙ্গাতে দিল ফুক ।
 শাইল ডোমের পাড়া নাঞি বাঞ্চে বুক ॥
 বাঘ রায় আইল সঙ্গার কেলৈ সোনা ।
 হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিনা ॥

ইত্যাদি যতেক ডোম সাজিয়া আইল ।
 ঢাল খাঁড়া হাতে কারো নিশান রঞ্জিল ॥
 এক এক জন যেন যম অবতার ।
 নয়ন লোহিতবর্ণ বিজলীর তার ॥
 আর এক বীর সাজে তার নাম তুলে ।
 রণে প্রবেশিলে যে গগনে উড়ে ধুলে ॥
 সাজ করে তের ডোম করিল গমন ।
 সেনের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥
 সেনের কাছেতে গিয়া করিল জোহার ।
 সেন রাজা সাজিল শ্রীরাম অবতার ॥
 লাউসেন কর্পূর ধৌহে করিল গমন ।
 পার হোল কালিনী পদুমা দরশন ॥
 ধাণ্ডাধাই চলিলেন ময়নার তপোধন ।
 রাজার কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥
 মহারাজা বলিয়া করিল নমস্কার ।
 মামা বলে মাউদেকে বন্দে দশবার ॥
 বার ভূঞা একে একে করিল সম্ভাষণ ।
 লোক পাঠাইয়াছিলে কিসের কারণ ॥
 এত শুনি মাউদিয়ে লাউসেনে দিল পান ।
 এই গুণা কাট বাপু বড় বলবান্ ॥
 জরাকালে মেসো তোমার বিয়ের সাধ করে ।
 গুণা হেন্যা বিয়া দেও কানড়ার তরে ॥
 এত শুনি গা তুলিল লাউসেন রায় ।
 যে আজ্ঞা বলিয়া হাত দিলেন মাথায় ॥
 গুণা কাটিবারে যায় ময়নার সওদাগর ।
 খড়ি রেখা দেয় দাসী গুণার উপর ॥
 এখানে পড়িয়ে চোট পড়ে অস্ত্র স্থানে ।
 জয়দুর্গা পূজিব তোমাকে বলিদানে ॥
 কানড়া করেছে পণ গড়ের ভিতর ।
 যে কাটিবে গুণা তারে আমি স্বয়ম্বর ॥
 খড়গ হাতে সেনরাজা করিল গমন ।
 গুণার নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
 খড়্গ তুলে সেনরাজা মারিল এক চোট ।
 পড়িল গুণার মাথা ভূঞে যায় লোট ॥

পড়িয়া গুণার মাথা ধূলায় লোটায় ।
 বরমালা দেয় দাসী সেনের গলায় ॥
 মাণিক অজুরী দিয়া পায়েরে ঢাল দধি ।
 সেনকে বরণ দাসী কৈল যথাবিধি ॥
 বরমালা দিল যদি সেনের গলায় ।
 অগ্নি জ্বলে দেয় যেন মাউদের গায় ॥
 এক ভাগ কেটে গুণা রেখেছিলে তুমি ।
 দুই ভাগ কেটে গুণা রেখেছিলাম আমি ॥
 এক ভাগ কাটিতে লোহার গুণা ছিল ।
 তাকে কেটে ভাগিনা বরমালা পাইল ॥
 খলবুদ্ধি মাহদিয়ে নাক্রি তুলে কাজে ।
 মাসি বিভা ভাগিনা করিবে কোন লাজে ॥
 সেনের গলা হ'তে তবে বরমালা লইল ।
 বর বল্যা বুড়ো রাজার গলে লয়ে দিল ॥
 যার মালা তার গলে এখন শোভা হইল ।
 কুঞ্জরের দলামালা মার্জ্জারের গলে ছিল ॥
 তবে জানি লাউসেনের ধর্মের আছে বর ।
 আরবার কাটুক গুণা সভার ভিতর ॥
 সেন বলে গুণাতে হুমার কর তুমি ।
 তবে ত লোহার গুণা কেটে দিব আমি ॥
 এত শুনে মাহদিয়ে কোপে কম্পবান্ ।
 লাউসেনের তরে পাত্তর যুড়িল বাখান ॥
 চাকর কুহুর তুল্য একভেদ নাই ।
 সভা মধ্যে দেখ রাজা চাকরের বড়াই ॥
 ঘর দুয়ার উহার লিখহ বাজেমাল ।
 ওণ্ডির পাথর লিখ গুণাগারের তল ॥
 হেটমাথা রৈল ময়নার তপোধন ।
 রোষযুত হয়ে উঠে ডোমের নন্দন ॥
 ধনুকে জুড়িয়া শর ডেকে বলে মার ।
 এক শরে লোহার গুণা হয়ে গেল ফার ॥
 তা দেখিয়া ধুমসী মাগি হেসে লুট গেল ।
 অধোমুখ হ'য়ে পাত্ত অমনি বসিল ॥
 ধুমসী বলেন দিক গোঁড়ের ন্যাবড় ।
 এই মুখে লুটে খাও গোড়ু সধর ॥

ধুমসী বলেন আমি আর কেনে রই ।
 কানড়ার কাছে গিয়া সমাচার কই ॥
 তা দেখিয়া ধুমসী মাগী করিল গমন ।
 কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 বলেন সার্থক পূজিলে দশভূজা ।
 তুমি যেমন স্তম্ভরী স্তম্ভর তেমন রাজা ॥
 জিতুবনে নাই দেখি তেমন পুরুষ ।
 রামায়ণে যেমন শুনেছি লব কুশ ॥
 ললাটকলকে তার গুঞ্জরে ভ্রমর ।
 রাজদণ্ডটাকা তার কপাল উপর ॥
 তরুচি মনোহর সাক্ষাৎ মদন ।
 কত শশিশোভা জিনি স্তম্ভর বদন ॥
 ধুমসী কানড়া রৈল গড়ের ভিতর ।
 মাহদে পাতুর লয়ে শুনহ উত্তর ॥
 পাত্র বলে সেন রাজা শুন মন দিয়া ।
 হরিপাল রাজায় বাপু তুমি আন গিয়া ॥
 হরিপাল রাজা গেছে বাসড়িয়া নগর ।
 ওরায় আনিবে তারে ময়না সদাগর ॥
 এত শুনি সেন রাজা চাপিল ঘোড়ায় ।
 সাকান্তকো তের ডোম অঁগু পিছু ধায় ॥
 মনে ভাবে মহাপাত্র গৌরব রাখিব ।
 বলে ছলে রাজার অবশ্য বিভা দিব ॥
 এত বলি সাজিতে কহিল সেনাগণে ।
 নানান বাস্তবাজে কে করে গণনে ॥
 ডাকহাঁক শব্দে লাগিল ধাওয়াই ।
 কানড়া স্তম্ভরী পূজে দেবী মহামায়ী ॥
 একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা ।
 কৈলাস ছাড়িয়া এলেন দশভূজা ॥
 মহাবিশ্বা জপ করে দক্ষিণ জড়ুর ।
 যার যশে পরিপূর্ণ আছয়ে গোড়ড ॥
 গোপাল গোবিন্দ তুমি গয়া গঙ্গা স্ববি ।
 শ্রয়াগে মাধব তুমি তীর্থ বারাণসী ॥
 হরি ভক্তি গতিমুক্তি তুমি ভাগবত ।
 তোমার ভজনা বিনা নাঞি স্বর্গ পথ ॥

কৃপা কর দশভূজদলনী দশভূজা ।
 সঙ্কটে পড়িয়া মা শঙ্করী করি পূজা ॥
 ভাবনী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই ।
 কোন ছার গোউড়েখর কি ধরে বড়াই ॥
 ভয় নাঞি সাজিয়া চলহ রাজবালা ।
 কটাক্ষে রাজার কটক উড়াইব তুলা ॥
 উপলক্ষ বিনে আমি রণে যেতে নারি ।
 এত শুনি উল্লাসিতা কানড়া কুমারী ॥
 বারেক হুহুম দিল সাজাইতে বাজি ।
 ভাল দেখি আনিবে ঘোড়া টাকনিয়া তাজি ॥
 অনাশ্রপদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনাদ্য মঙ্গল ॥

বিমলায় বাজিবরে করাল জলপান ।
 সর্ব তত্ত্ব সজাগ বিমল দুই কান ॥
 জল খেয়ে ঘোড়া বিনিয়ে ফেলে পা ।
 রূপা মণি পাটীতে মাজিল সর্ব গা ॥
 জিনকরে প্যাচকসে রসের খোপনা ।
 কত অপরূপ তায় অরূণ বসনা ॥
 সাবধানে বামদিকে বাঁজিল কয়েস ।
 তার উপর উরুমাল ঘাগড় গণ্ডাদশ ॥
 রুণু রুণু বুহু বুহু বাজিছে মেখলা ।
 দ্রবৎ লম্বিত ডোর কাঞ্চনের মালা ॥
 গলে দিল গজকা চামর গজাজল ।
 চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ॥
 চেরাক ফাঁদানি চালি চাকের পারা ঘুরে ।
 খঞ্জন গুঞ্জরি যেন পদ্ম ফুলে ফিরে ॥
 মুখে দিল লাগাম বিমুখে বাগডোর ।
 পতঙ্গ আছিল ঘুড়ী হৈল যেন চোর ॥
 নাচিতে নাচিতে ঘুড়ী করিল গমন ।
 কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ।
 তা দেখিয়া উল্লাসিত কুমারী কানড়া ।
 দাসীকে বলিল আন আভরণের পেড়া ॥

মাথায় বাঁধিল পাগ করিয়া বলনি ।
দপ্ দপ্ জলে কত অজাগর মণি ॥
কীর্ণ তহু অন্ধকার দেখিতে না পাই ।
গায়ে তুলে পরে রামা লক্ষের কাবাই ॥
সোনা রূপা ঘাটাতে ঝলকে মন্দ মন্দ ।
রত্নের মণিপটুকা করিল কোমর-বন্দ ॥
না বলিতে ধুমসী সমরে আশুসার ।
শন ঘন রাউতে ডাকিছে মার মার ॥
ধর্মের মায়া যে कहনে না যায় ।
অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

হান হান ডাকে শব্দ ঝন ঝন আসি ।
দড় দড় ছু দলে দাঁড়াল মিলামিশি ॥
ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর ভরে ।
পদ্মপাতে জল যেন টলমল করে ॥
ধর ধর ডাক শব্দ শুনিতে বিষম ।
অকালে রুঘিল যেন কালান্তক যম ॥
পিঠে শর বৈধে যুঝে কুমারী কানড়া ।
ভূজঙ্গ বরষা হাতে আর ঢাল খাঁড়া ॥
এক চোটে কেটে যায় কুঞ্জর মানব ।
ফুটিল কুমুদ কলি কনক কোঁরব ॥
লটপট কুধিরে কর্দ্দম কেউ তুলে ।
মহুযের মুণ্ডগুলা লাফ দিয়া বুলে ॥
কড়াকড়ি সংগ্রামে হৈল বলাবলি ।
রামদাস বলে রণে উরিলেন বাসলী ॥
হাতীর উপর ভগবতী চলিলা তখন ।
রাজা গোড়েশ্বর তবে করে দরশন ॥
ধুমসী কানড়া যায় রণ করিবারে ।
মহাপাত্র ডেকে বলে যতেক লঙ্করে ॥
পাত্র বলে রাজনৈস্ত দেখ দৃষ্টি দিয়ে ।
কহিতে লাগিল পাত্র ঈষৎ হাসিয়ে ॥
ভয় নাঞি হুসার হইও দলবল ।
আলি বেটে বেড় গিয়া পাঠান মোগল ॥

এত বলি লঙ্কর করিল চার ভাগ ।
রাউত সকল ধায় ঝোড়া করি বাগ ॥
বন্দুকী ধামুকী ঢালী বিজলির লতা ।
নিঃসরিল ঢালী পাগ ঢালে দিয়া মাথা ॥
থরে থরে বসে গেল বন্দুকী ধামুকী ।
বেণাগাছের বোড়ে যেন বলিল জাম্বুকী ॥
একা ধরে ধামসী বাইশ হাতীর বল ।
কাটাকাটি চাটাচাটি কেহ যায় তল ॥
কারে কাটে কারে বিচ্ছে কার পানে চায় ।
ঢালী পাগী কাটিয়া বন্দুকী তেড়ে যায় ॥
তারো যেন তুরগ সিপাই যেন শশী ।
হাতী ঝোড়া লঙ্করে পড়িল মেশামিশি ॥
হান হান করিয়া হাতীর শুও হানে ।
গড়াগড়ি যায় চাঁদ চপল বিমানে ॥
দেব দানব রণে উরিল তখন ।
কানড়া স্মরণ করে মায়ের চরণ ॥
ডাক ছাড়ে ডাকিনী দস্ত কড়মড়ি ।
কিচা কিচি ঘোর শব্দ কলরব বাড়ি ॥
ডান হাতে খড়্গ কার বাঁ হাতে খর্পর ।
বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর ॥
তাল গাছ সমান দানা লাফ দিয়া পড়ে ।
দশ বিশ হাতী গিলে গাল নাহি নড়ে ॥
কুরঙ্গ তুরঙ্গ কেহ করে ফেলাফেলি ।
লাফ দিয়া কারে খায় কারে দেয় ডালি ॥
দশনশিখরে বাজী কেউ করে শুঁড় ।
ফুঁক দিয়া ভাঙ্গে কেহ পর্বতের চূড়া ॥
ঢালী পাগী বন্দুকীগুলো সেরে যায় গালে ।
ছেলে যেন মুড়ি খায় অতি উষাকালে ॥
দিকে দিকে দ্বিগুণ দক্ষিণে দানার ঘট ।
লাফ দিয়া পড়ে তার বাইশ হাত জটা ॥
দেবতা মহুযো রণ অতি ভয়ঙ্কর ।
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত রাজার লঙ্কর ॥
শুড়ি শুড়ি কাননে পলায় রাম রায় ।
তাড়া করে ডাকিনী গিলিয়া ফেলে তায় ॥

কুশবনে বসে গেল ব্রাহ্মণ ধাহুকী ।
 আর যত ঢালী পাগী সাক্ষাৎ জামুকী ॥
 চাষা সজ্জন গোয়ালা রণে ভল দিল ।
 খেয়ে গিয়ে কলার বনে লুকায়ে রহিল ॥
 খোদা খোদা ডাকে যত মিক্সা পাইকগণ ।
 তাজি ছেড়ে গোড়ে গেল হাসন হোসন ॥
 তাঁতি পাইক হৈল বড় পরাণে কাতর ।
 তরাসে লুকাই গিয়া উল্লর ভিতর ॥
 ভাঙ্গপদ মাসেতে ফুলেছে উলু কেশে ।
 বাণ বল্যা তাঁতি ভেয়ে হারাইল দিশে ॥
 উলুবনে সাঁতারিতে বৃকে গেল ছড় ।
 চোর মুড়ো দেখে তাকে শিব বলে গড় ॥
 প্রাণ রক্ষা করহে ভোলা মহেশ্বর ।
 ন'কুড়ি ছাগল দিব যদি যাই ঘর ॥
 শিবকে ছাগল মেনে তাঁতি পলাইতে ।
 তাড়াতাড়ি ডাকিনী তুলিয়া দিল বেতে ॥
 এইরূপে মরে গেল যতেক বাহিনী ।
 রাজা পাত্র পলাইতে না পায় সরণি ॥
 রাজা পাত্রে লয়ে গিয়ে বান্ধে ঢেঁকিশালে ।
 ধুমসী কানড়া যায় আপসি মহলে ॥
 অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাদ্য মঙ্গল ॥

রাজা বলে ওরে মাউদে প্রাণ বাঁচে নাঞি ।
 কুঁড়ো জড় কর শালা তবে জল খাই ॥
 কুখ্য তুফায় ভাই বেরাল জীবন ।
 কানড়া দাসীকে ডেকে বলেন তখন ।
 কানড়া বলেন দাসী কি কর্ম করিছ ।
 আপনার নিজ কাস্ত স্বহস্তে কাটিছ ॥
 যার লাগি এতকাল সেবিছ ভগবতী ।
 অভাগিনী তাহারে কাটিছ নিজ হাতে ॥
 এত বলি দুইজনে করিল গমন ।
 রণভূঞ্জে গিয়া তবে দিল দরশন ॥

শত শত মড়া পড়ে আছে একঠাই ।
 ধুমসী বলেন ওগো এর মধ্যে নাঞি ॥
 রূপের তুলনা তার নাহিক ভুবনে ।
 সাক্ষাৎ মদন যেন আসিয়াছে ভূমে ॥
 রাজদণ্ড টীকা আছে ললাট উপর ।
 খুঁজিটি ললাটে যেন নব নিশাকর ॥
 ধুমসী কানড়া দৌহে খুঁজিয়া বিকল ।
 একাকার পড়ে আছে নব লক্ষ দল ॥
 লাউসেন হরিপাল বাসড়িয়া নগর ।
 বীর কালু লয়ে কিছু শুনহ উত্তর ॥
 তোমার মেয়ের বিভা হয়েছে কাল রাত্তি ।
 ঐ দেখ আকাশেতে উড়িছে বরাতি ॥
 এত শুনে সেনরাজা চাপিল ঘোড়ায় ।
 হরিপাল রাজাকে নিয়া সিমুলাকে যায় ॥
 হরিপাল রাজা গেল গড়ের ভিতর ।
 লাউসেন কানড়া লয়ে শুনহ উত্তর ॥
 ধুমসী কানড়ায় তখন দেখাইয়া দেই ।
 বলেছিলাম সাক্ষাৎ চিনিয়া লও এই ॥
 কানড়া বলেন নাথ কোথা ছিলে তুমি ।
 এতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই আমি ॥
 সত্য বটে আমি হে স্বাম্বরী হব ।
 বাস্তবীর আঞ্জা আছে এক যুদ্ধ দিব ॥
 এত শুনি বলিছে ময়নার তপোধন ।
 নারীর সহিত যুদ্ধ না করি কখন ॥
 এক বোলে দু বোলে দুজনে বোলচাল ।
 দুইজনে মহাযুদ্ধে আগুন উছাল ॥
 কাট কাট শব্দে ডেকেছে যুবরায় ।
 ঢালে ঢালে কত না আগুন বয়ে যায় ॥
 ঘোড়ায় ঘুড়ীয়ে কথা কয় মুঞ্জে মুঞ্জে ।
 ঘোড়া বলে ঘুড়ী লো রাউতী ফেল তুঞ্জে ॥
 লাউসেন কানড়ায় যুদ্ধ হয় দিনান্তর ।
 তোমা আমা বন্ধিব গিয়া ময়না নগর ॥
 তুঞ্জে পড়ে দুজনেতে বাছযুদ্ধ করে ।
 পদাঘাতে বহুমতী টলমল করে ॥

এ গজ কচ্ছপ যেন গজেন্দ্র মোক্ষণ ।
 দেহৈরূপ বিক্রম করিল দুইজন ॥
 ভীমসেন কীচকে যেমন মধুস্তর ।
 সুধবা অর্জুন যুদ্ধ অকাল সময় ॥
 রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি ।
 সেই মহা প্রলয় যেন সকল মুখে শুনি ॥
 চাহিতে চাহিতে চক্ষু জলিয়ে চিকুর ।
 ক্রকের বৃদ্ধিতে যেন মুষ্টিক চানুর ॥
 লাউসেন কানড়ার যুদ্ধ দেবগণ দেখে ।
 রথে বসে কামিল্যা কেবল চিত্র লেখে ॥
 সিমূলে হইয়া গেল দেবতার হাট ।
 দেবতা করেন মনে কিয়রের নাট ॥
 রণমধ্যে আপনি উরিলো মহেশ্বরী ।
 লাউসেন কানড়ার যুদ্ধ থামাল হাতে ধরি ॥
 কানড়ার কর ধরি আপনি লইল ।
 ধর বলি সেনের করেছে সঁপে দিল ॥
 আমি কস্তা দিলাম তোরে সাধের জামাই ।
 অতঃপর উভয়ে বিসম্বাদে কাজ নাই ॥
 লাউসেনের গলে দেবী তুলে দিল মালা ।
 আজি হতে কাস্তিক গণেশ তোর শালা ॥
 লাউসেন বলেন মা শুন মন দিয়ে ।
 নবলক্ষ সেনা তুমি দেহ জিয়াইয়ে ॥
 এতেক শুনিয়া দেবী সেনের বচন ।
 অমৃত কুণ্ডের মেঘ ডাকিল তখন ॥
 অমৃত কুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ ।
 অভিষেক করে যেন দেঘরে ব্রাহ্মণ ॥
 প্রাণ পেয়ে গা তুলে যতেক ঠাটবাট ।
 যতগুলি মরে ছিল ডাকে কাট কাট ॥
 শকুনী গৃধিনী খেলে আর খেলে দানা ।
 শুস্তির প্রমাণ জিয়ে নবলক্ষ সেনা ॥
 রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞি ।
 আমার জামাতা যেন ঠাকুর কানাই ॥
 লাউসেনে লয়ে যায় গড়ের ভিতরে ।
 শাকা শুকো তের ডোম দোলুজ দুয়ারে ॥

চৌকিশালে আছে রাজা গোড়-ঈশ্বর ।
 তাহার কাছে গেলেন ময়নার সওদাগর ॥
 হরিপাল রাজা গিয়া পড়িল লুটায়ে ।
 রাজা বলেন কি ঘোষ তোমার দিব ভেয়ে ॥
 সকলি কণ্ঠের ফের ছাড় পরিতাপ ।
 হরিপাল বলে ভূপ আমায় কর মাণ ॥
 যথোচিত সাদরে তোষিল গোড়েশ্বরে ।
 অশেষ বিশেষে পাজের সমাদর করে ॥
 পাজ বলে ভাগিনা যমের বাড়ী জাঅ ।
 ধলবুদ্ধি মনে মনে ভাবিছে উপাঅ ॥
 ধর্মবুদ্ধি নাঞি দেখি লাউসেনের কাজে ।
 মাসী বিভা করিবে বোনপো কোন লাজে ॥
 অপমান পেয়ে পাজ গেল পলাইয়ে ।
 গোড়েশ্বর গেল গোড়ে বড় লাজ পেয়ে ॥
 বুদ্ধ রাজার বিভার সাধ মিটে গেল ভাল ।
 সিমুলায় উঠে হেথা বিবাহের রোল ॥
 পুরোহিত করে স্থির গোধূলি লগন ।
 তৈল হরিদ্রা ঘট যত আয়োজন ॥
 বাজিল মঙ্গল সূতা লাউসেনের করে ।
 গায় কবি রামদাস অনন্তের বরে ॥

বাজিল মঙ্গল সূতা লাউসেন বর ।
 সুবর্ণ মটকা দিল মাথার উপর ॥
 পরিল পাটের জোড়া জন-মনোলোভা ।
 মাণিক অঙ্গুরী দিল করাজুলিশোভা ॥
 বিধিমত বরকস্তা করিল সাজন ।
 লাউসেন কানড়া যেন রতি আর মদন ॥
 প্রাণনাথে কানড়া করিল নমস্কার ।
 সেন রাজা গলায় তুলিয়া দিল হার ॥
 বরকস্তা দুইজন্য হস্তের বন্ধন ।
 গৌঠেলা বাজিল হরগৌরীর লক্ষণ ॥
 হরিপাল কস্তাপান কৈল লাউসেনে ।
 হীরা মণি মুকুতা যৌতুক দেয় এনে ॥

অনাদি-মঙ্গল

বরকল্পা লয়ে গেল সপ্তম মহলে ।
জাতি কুটুম্ব তুবে রাজা অন্ন জলে ॥
আনন্দে আপিল নিশি বাসর শয়নে ।
প্রীতিতে উঠিয়া সেন পাখালে বদনে ॥
পাত্র মিজ লয়ে রাজা বসেছে দেখানে ।
বিদায় লইতে লাউসেন গেল সেইখানে ॥
প্রণাম করিয়া সেন বলিছে বচন ।
আজ্ঞা হোক যাই এবে ময়না ভুবন ॥
এত শুনে মহারাজা দিলেন বিদায় ।
কানড়া স্তম্ভরী তবে চাপিল দোলায় ॥
শতক লক্ষর সঙ্গে শত বোঝাভার ।
দাসদাসী সঙ্গে ফরিক ফুকারে আশুসার ॥
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হয়ে ।
উচালন দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥
চৌপাড়া প্রতাপপুর হৈল পরবেশ ।
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥

ইতি গণ্ডাহানা পালা নামে অষ্টাদশ কাণ্ড ।

আজ্ঞালশেখর রাজা সমাচার পেয়ে ।
অমলা বিমলা দুই কল্পা দিল লয়ে ॥
কর্পূর বলেন দাদা এ বড় কোতুক ।
যেখানে সেখানে মেয়ে পাও হে জোতুক ॥
তিন রাণী লয়ে রাজা কোতুকেতে যায় ।
সাকা শুকো তের দোলুই আশুপাছু ধায় ॥
শুরুগতি উপনীত ময়না বাজার ।
কর্ণসেন তুরিতে পাইল সমাচার ॥
রাজশুরু দেব দ্বিজ বন্দিল সকলে ।
ধর্মের বন্দিল যুগ-চরণ যুগলে ॥
রঞ্জাবতী আনন্দে আইল ধাওয়াই ।
ময়না নগরে পড়ে আনন্দ বাধাই ॥
পুত্রবধু বরিয়া লইল নিজপুরে ।
গণ্ডাহানা পালা সাজ হোল এতদূরে ॥
এইখানে গণ্ডাহানা পালা হোল সায় ।
রামদাস গায় গীত গাআলে কালুরায় ॥

উনবিংশ কাণ্ড ।

অনুসৃত পালা লিখ্যতে ।

বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর ।
কৃষ্ণ কণা শুনে রাজা হইয়ে তৎপর ॥
যে কালেতে হরি কৈল কালিয় দমন ।
সেই কথা পাঠক মুখে শুনেন রাক্ষস ॥
বিষ জল পেয়ে মৈল যতক রাখাল ।
বয়নার জলে ঝাঁপ দিলেন গোপাল ॥
নন্দ আদি বসুদেব যশোদা রোহিণী ।
নৃতন কলসী কাঁখে রাখা বিনোদিনী ॥
এই অধ্যায় শুনিলে সকল লোক কান্দে ।
অধ্যায় হৈল সাজ পাঠক পুঁপি বাঞ্ছে ॥

পুঁপি বেঞ্জে পাঠক-রাজ চলে গেল ঘর ।
মনেতে ভকতি করে মাহুদে পাণ্ডুর ॥
ভাগিনার বড়াই দেখিতে আর নারি ।
কতদিনে মজাব ভাগিনার ঘর বাড়ী ॥
ভাগিনাবধু সকল ভাবন ভাল ধরে ।
কত দিনে এয়োতি ঘুচাব তার করে ॥
এইবার পাঠাইয়া দিব ঢেকুর নগরে ।
ঢেকুরের যুদ্ধে যেন লাউসেন মরে ॥
তবে যদি এই কল্প করিবারে নারি ।
বুধা মহীতলে মহাপাণ্ড নাম ধরি ॥

পাত্র বলে মহারাজা শুন মন দিয়া ।
 লাউসেন ভাগিনা তুমি আন ডাকাইয়া ॥
 সোম ঘোষ গোয়ালী ছিল গোড় নগরে ।
 তাহাকে মণ্ডল করি পাঠালে চেকুরে ॥
 তার বেটা ইছাই ঘোষ মহাবলধর ।
 শ্রামরূপা পূজা করে গড়ের ভিতর ॥
 শ্রামরূপা পূজিয়া ঘটেছে অহকার ।
 দ্বিতীয় রাবণ হল গোয়ালী কুমার ॥
 গভায়াত করিত দরবারে নিরবধি ।
 পাঠাইয়া দিত রোজ ক্ষীরখণ্ড দধি ॥
 পার হলে অজয় ওপারে দিবে থানা ।
 আজি কালি গোউড়ে যোগাবে রাতি হানা ॥
 অতঃপর ফুরাইল তোমার রাজ্যধি ।
 রাবণ সমান রাজা হল গোপ-পতি ॥
 রাজা বলে মহাপাত্র শুন মন দিয়া ।
 লাউসেন ভাগিনা তব আন ডাকাইয়া ॥
 এত শুনি মহাপাত্র চারিপানে চায় ।
 মসীপাত্র কলম এক পাইল তথায় ॥
 পত্রের বিধান অগ্রে লিখে যত্ন করে ।
 লাউসেনে আসিতে লিখে ময়না নগরে ॥
 স্বরায় আসিবে বাপু পত্র দরশনে ।
 তোমায় যাইতে হবে চেকুরের রণে ॥
 ইহার অন্তথা যদি কর বাপু তুমি ।
 অনিষ্ট ঘটবে তোমার কহিলাম আমি ॥
 ইত্যাদি অনেক লিখে জাসিত বচন ।
 তারিখ দিয়া শিরনামা লিখিল তখন ॥
 হেনকালে দরবারে দেখিল শিলাদ্বারে ।
 পাত্র বলে ময়নাতে যাও রে তৎকালে ॥
 আজ্ঞা পেয়ে রাজদূত বাঙ্কিল পরজানা ।
 ধাবকের বেগে যায় দক্ষিণ ময়না ॥
 মোকামে মোকামে নিশি করিয়া যাপন ।
 বারবাকপুর ছেড়ে করিল গমন ॥
 দিবা নিশি চলে যায় ময়নার গণে ।
 দেখাদেখি উত্তরিল গড় মান্দারণে ॥

ডান দিকে নাড়ুগ্রাম দক্ষিণে বগরী ।
 আমিনে সরাই দিয়ে এল মোগলমারি ॥
 ময়না নগরে দূত দিল দরশন ।
 অযোধ্যা নগর যেন ময়না ভুবন ॥
 সত্যযুগে যেমন শ্রীরাম অবতার ।
 সেইরূপ মনে করে লাউসেন কুণ্ডার ॥
 বার দিয়া বসিয়াছে লাউসেন রায় ।
 হেনকালে দূত গিয়া পৌছিল তথায় ॥
 তিন বার সম্মুখে করিল তসলিম ।
 পত্র দিয়া দূতের হরিষ হল দিল ॥
 পত্র পাঠ করে রাজার শুকাল বদন ।
 কালু বলে মহাশয় কিসের লিখন ॥
 লিখন পড়িয়া কেন হৈল হেটমাথা ।
 কেন রাজা বদনে হৈল মলিনতা ॥
 সেন বলে ওরে কালু কহিতে ডরাই ।
 চেকুরে বেধেছে অতি দুরন্ত লড়াই ॥
 বলবন্ত গোয়ালী সময়ে বড় বীর ।
 ধর্ম্মেতে তৎপর বড় যেন যুধিষ্ঠির ॥
 কালু বলে হোক রাজা মনকথা নাঞি ।
 মনে মনে জপ ধর্ম্ম জনাত্ম গোপাঞি ॥
 তার পাকে মহাশয় চিন্তা কর তুমি ?
 যাবামাত্র ইছায়ে জিনিয়া দিব আমি ॥
 ভারতমণ্ডলে রাজা কত কংল জীব ।
 কালি যুদ্ধে মরি তবু নাম রেখে যাব ॥
 যশ কীর্ত্তিবিহীন জীবন অকারণ ।
 যার যশ নাঞি তার জীবন্তে মরণ ॥
 যশ লাগি স্রব্ধা স্রব্ধ কাটা গেল ।
 যার মাথা গোবিন্দ প্রমাণে থুয়ে ছিল ॥
 যশ লাগি জন্মেছিল রাজা ভগীরথ ।
 যাহা হতে গঙ্গা আইল পৃথিবীর পথ ॥
 কুন্তীর জ্যেষ্ঠ বেটা কর্ণ যার নাম ।
 কুনু শুণে বিধাতা থুইল তার নাম ॥
 অক্ষয় কবচ ছিল ইন্দ্র হরে' নিল ।
 দাতাকর্ণ বলে তার নাম রয়ে গেল ॥

এক নিবেদন রাজা করি ঘোড় কর ।
 যুদ্ধ না করিয়া কেবা আছে অমর ॥
 সেন বলে বীর কালু বলিলে বিস্তর ।
 সাজন করহ ঘোড়া ওগুর পাখর ॥
 বিবিধ ভূষণে ঘোড়া করিয়ে সাজন ।
 লাউসেনের কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 কালুকে কহিল সেন করহ সাজন ।
 তোমার ভরসা ভাই করি বিলক্ষণ ॥
 আজ্ঞা পেয়ে বীর কালু বাঞ্ছিল বোমর ।
 সিঁছে পুরে বীর কালু ডাকে ধড়্ ধড়্ ॥
 কালচিতে খাবড় বেরল বাঘরায় ।
 রাজ দরবারে ষার নাম লেখা যায় ॥
 বলজয় বিজয় চাপিল চাপাকলা ।
 তার কাছে বিনে ডোম বীর কালুর শালা ॥
 গজসিং ফতেজঙ্গ বীর কালুর খুড়া ।
 বাটুলে ঘুচাতে পারে পর্বতের চূড়া ॥
 কালুর শস্তর সাজে পক্ষীর সাজনি ।
 ময়না হৈতে ফুকে বর্জমান হইতে শুনি ॥
 সাক্ষা শুকে দুই বীর সাজিল তার কাছে ।
 লেজে ধরে মাতঙ্গ তুলিয়া রাখে গাছে ॥
 ঢাল খাঁড়া বিজরি হাতেতে নিশান কার ।
 রাজার সম্মুখে গিয়া করিল জোহার ॥
 তবে লাউসেন রাজা করিল গমন ।
 জয় নি ভাণ্ডার ঘরে দিল দরশন ॥
 মাথায় বাঞ্ছিল পাগ করিয়া টাননি ।
 দপ্ দপ্ জলে তায় কত মহামণি ॥
 সোনারূপা বাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ ।
 পরিয়া কাবাই খাসা বাঞ্ছে কোমরবন্ধ ॥
 আশী মণের ফলা বাঞ্ছে তুলিয়া দক্ষিণে ।
 বত্রিশ হাজার শর বেঞ্জে তুলে তুণে ॥
 হেত্যার বাঞ্ছিল রাজা হয়ে সাবধান ।
 অমরার পতি যেন রাজা মঘবান ॥
 ঘর হতে বেকতে কর্পূর সনে দেখা ।
 শরতে বসন্ত যেন মদনের সখা ॥

কর্পূর বলেন দাদা শুন মন দিয়া ।
 কোথা যাবে পরিপাটী হেত্যার বাঞ্ছিয়া ॥
 কোথাকারে মহিম করিতে যাবে বল ।
 এমন কেন হৈলে আজ দাদা তুমি খল ॥
 তোমার লাগি জননী মরিল সাত বার ।
 নিত্য কোথা যাও দাদা বাঞ্ছিয়া হেত্যার ॥
 সেন বলে কলাণ কুশলে থাক ভাই ।
 রাজার লিখন আইল ঢেকুরে আমি যাই ॥
 লাউসেন বিদায় হয় তব বর্তমানে ।
 এ সব ভারতী যেন মাতা নাঞ্চি শুনে ॥
 কর্পূর বলেন দাদা তু বড় অজ্ঞান ।
 তবে কেন পড়েছিলে ভারত পুরাণ ॥
 মায়ের সমান গুরু নাঞ্চি জিতুবনে ।
 ষোল তীর্থের ফল আছে পিতার চরণে ॥
 মা বাপের চরণে বিদায় যোগে চল ।
 তবে যে তোমারে ধর্ম হবে পক্ষবল ॥
 এত শুনি সেনরাজা করিল গমন ।
 মা বাপের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
 বাপের চরণে গিয়া করিল প্রণাম ।
 দশরথ দেখে যেন দাঁড়ায় শ্রীরাম ॥
 প্রণাম করিয়া রাজা করে নিবেদন ।
 আজ্ঞা কর যাই আমি ঢেকুর জ্বন ॥
 কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাই জানি ।
 তোমারে বিদায় দিবে রজাবতী রাণী ॥
 এত শুনি দুই ভাই মায়ের কাছে যায় ।
 লব কুশ জানকী যেমন শোভা পায় ॥
 সেন বলে জননী বিদায় দেহ যাই ।
 আমার লিখন এলো ঢেকুরে লড়াই ॥
 এ কথা শুনি যদি লাউসেনের তুণে !
 আকাশ ভাঞ্ছিয়া পড়ে রজাবতীর মুণ্ডে ॥
 রাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ ।
 তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়ুক বাজ ॥
 সেন বলে জননি গো দেহনী বিদায় ।
 এত বলি জননীর ধরে হুটী পায় ॥

রজা বলে বাপখন জান নাঞি তুমি ।
 ঢেকুরের পূর্ব কথা বলে দিব আমি ॥
 যে যায় ঢেকুর দেশ ঘরে নাঞি ফিরে ।
 বধিয়ে ইছাই ঘোষ দেবী পূজা করে ॥
 বার দশ সেন্সেছিল নব লক্ষ দল ।
 পার হতে নারে তবু অজয়ের জল ॥
 লোহাটা বজ্রর বীর দিল এক হানা ।
 এক যুদ্ধে গেল তোমার ভাই ছয় জনা ॥
 পূর্ব কথা সোভরিষে বিদরে যায় বুক ।
 বহু তপস্রাতে দেখিলাম চাঁদ মুখ ॥
 না যাও ঢেকুর বাছা এলাহ কোমর ।
 ঘরে বসে দিব আমি ঢেকুরের কর ॥
 সেন বলে তুমি তারে না করিহ শঙ্কা ।
 রাম কেমন করে গেছে রাক্ষসের লঙ্কা ॥
 রঞ্জাবতী বলে তেন শক্তি কাহার ।
 সিদ্ধ বেঞ্চে রামচন্দ্র সেনা কৈল পার ॥
 সেন বলে আমার সারথি সেই জন ।
 কি করিবে দেবতা অস্ত্রর কণিগণ ॥
 তবে স্মৃথ দুঃখ মা গো কপালের ফেরে ।
 ভারতের যুদ্ধে কেন অভিমত্যা মরে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে রজা দিলেন বিদায় ।
 যথা আছে চারি রাণী তথাকারে যায় ॥
 কলিঙ্গা কানড়া আর অমলা বিমলা ।
 এই চারি রাণী যেন নবশশিকলা ॥
 চিত্র সেন খেলা করে কলিঙ্গার কোলে ।
 লক্ষ লক্ষ চুষ খান বদন কমলে ॥
 এতেক শুনিয়া কান্দে সেনের চারি রাণী ।
 গোবিন্দ গমনে যেন কান্দেন গোপিনী ॥
 আচম্বিতে অক্রুর আইল কোথা হোতে ।
 হাতে ধর্যা হরিকে তুলিয়া নিল রথে ॥
 গোকুলে গোপিনী কান্দে শূন্ত হোল ধাম ।
 গোপীকে অনাথ করে ছেড়ে যান শ্রাম ॥
 রাজ দেব গুরু বিজ় বন্দিল সকল ।
 ধর্মের বন্দিল যুগ চরণ কমল ॥

লাফ দিয়া লাউসেন ঘোড়ার পিট নিল ।
 শিখীরে উড়ায়ে যেন কার্তিক চলিল ॥
 লাউসেন বিদায় হোল উঠিল ঘোষণা ।
 মাথায় হাত দিয়া কান্দে দক্ষিণ ময়না ॥
 রঞ্জাবতী রাণী কান্দে শূন্ত হোল ধাম ।
 কৌশল্যা কান্দেন যেন বনচারী রাম ॥
 মুণ্ডমালা আমিনে করিল পাছুমান ।
 রাজহাট পার হোয়ে গেল বর্জমান ॥
 ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হোয়ে পার ।
 উপস্থিত হইল সেন রাজ দরবার ॥
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার ।
 মামা বলে মাহদেকে বন্দে দশবার ॥
 বার ভুঞ্জে সম্ভাষণ করে একে একে ।
 লাউসেন বসিলেন রাজার সম্মুখে ॥
 হেনকালে পাত্তর বলে শুন সর্বজন ।
 লাউসেন ভাগিনা আমার দ্বিতীয় নারায়ণ ॥
 লোক মুখে শুনিলে হয় প্রকাশিত গুণ ।
 রণেতে বিজয়ী ভাগিনা দ্বিতীয় অর্জুন ॥
 এত বলি মাহদে লাউসেনে দিল পান ।
 ঢেকুরে ইছাই ঘোষে বেড়ি দিয়ে আন ॥
 সেন বলে যদি যাব অজয়ের পার ।
 মামা গো হও তুমি দলের সর্দার ॥
 দলের সর্দার হয়ে মামা চল তুমি ।
 নফর চাকর মত সঙ্গে যাব আমি ॥
 এত শুনে মাহদিয়ে কোপে কম্পমান ।
 লাউসেনের তরে পাত্র জুড়িল বাধান ॥
 চাকর কুকুর তুল্য এক ভেদ নাঞি ।
 দরবারে দেখিলে রাজা চাকরের বড়াই ॥
 হ্যাদেদের কোটালে এরো ধাক্কা মেয়ে লে ।
 লাউসেনে এখনি লয়ে বেড়ি তুলে দে ॥
 হেটমাণা হোয়ে রইল ময়নার তপোধান ।
 রোষযুক্ত হোয়ে উঠে যমের নন্দন ॥
 রক্ত বর্ণ করে চক্ষু চারি চারিপানে ।
 ঢেকুরের মোহিম জানাব এইখানে ॥

জা পাঞ ছুবেটা বিজিব একশরে ।
 াউসেনকে করিব রাজা খাটের উপরে ॥
 াজ্যুক বিক্রিতে শর ঘন দেয় তালি ।
 ছুনাথের শরে যেন অচেতন বালি ॥
 াফ দিয়া বীর কালু ধনুকে যুড়ে শর ।
 াতে কুটা করে তখন মাহদে পান্তর ॥
 া মার না মার কালু পেলাম পরিচয় ।
 চন অমোঘ কোথা চিরকাল রয় ॥
 রবার ভিতর বড় প্রমাদ ঠেকিল ।
 ারহু লাউসেন আপনি কেড়ে নিল ॥
 াধর্মে থাকিলে সকল ঠাঞি জয় ।
 াহ্মনি পূরণে এসব কথা কয় ॥
 এত বল্যা চাপে রাজা বাজীর উপর ।
 ামদিকে মণিপুর ভালুকি নগর ॥
 াদালা মসাপুর পশ্চাৎ করিয়া ।
 বজয় কমলা হাতী গেল ছাড়াইয়া ॥
 াপনীত হইল গিয়া অজয়ার ধারে ।
 হেনকালে বীর কালু কহে ঘোড়করে ॥
 এই দেখ মহাশয় অজয়ার কুল ।
 াকাশে ঠেকেছে শ্রামা রূপার দেউল ॥
 জোয়ার ভাটি হয়েছে অজয় নদী তড় ।
 এই দণ্ডে চল যাই অজয়ার গড় ॥
 এত বল্যা ঘোড়াকে চাবুক ছুইতিন ।
 দাবানল ামকে দেখে যেমন হরিণ ॥
 পার হয়ে যেতে ঘোড়া ঠেকে গেল পা ।
 আচম্বিতে অজয়ার বিপরীত রা ॥
 দর দর শবদে জল বাড়ে চারি পানে ।
 কালু বলে মহাশয় ঘোড়া গেল বানে ॥
 ফির ফির ফিরহে ময়নার যুবরায় ।
 অনাদি মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

ফিরে এসে মহারাজা করিল মোকাম ।
 সিঁহু বাজিবার তরে যেমন শ্রীরাম ॥

দর দর শবদে জলের ঢেউ বাড়ে ।
 জলের শবদে গিরি শৃঙ্গ খসে পড়ে ॥
 আশ্বিনে সমাচার নাঞি বরিষাবাদল ।
 মাঘ মাসে নদী বাড়ে বিধাতার বল ॥
 বাড়িল অজয় গুরু না দেখি উপায় ।
 ঘন ঘন লাউসেন কালুর পানে চায় ॥
 তখন ডাকিয়া বলে কালুসিংহ বীর ।
 রাজরিখু হৈল এই অজয়ের নীর ॥
 তিন দিন মোকাম করহ যুবরায় ।
 তিন দিনে শুনেছি জোয়ার টুটে যায় ॥
 যৌবন বসন ধন এইরূপ জানি ।
 মোকাম করিয়া তবে বৈস নরমণি ॥
 এপারে রাজার ধাম দেখিব নয়নে ।
 লাউসেন বলে ভাই যেও সাবধানে ॥
 এত শুনি বীর কালু করিল গমন ।
 সংহতি ধাইল তার ভোম তের জন ॥
 কালচিত্তে হানে শুভা শাল পিয়াশাল ।
 কাটিল অনেক বৃক্ষ পলাশ কাঁটাল ॥
 বড় বড় গাছ কেটে জলেতে ভাসায় ।
 ছড় বেটা গোয়ালো যেন সমাচার পায় ॥
 এত বলি জলেতে ভাসায়ে দেয় গাছ ।
 হেন কালে ঢেউ দেয় বড় বড় মাছ ॥
 মাছ দেখে বীর কালু ধরিতে নারে মন ।
 আরবার রাজার সম্মুখে দরশন ॥
 সর্বকাল প্রবাস কাটিয়া গেল দিন ।
 আশ্রয় কর গোটা চার ধর্যা খাই মীন ॥
 এত শুনি সেন রাজা কালুকে দিল পান ।
 মাছ ধর দণ্ডেতে হইয়া সাবধান ॥
 বলবন্ত গোয়ালো সমরে বড় ধীর ।
 এত শুনি গমন করিল কালু বীর ॥
 তালগাছ কেটে কৈল বড়শীর ছিপ ।
 কমলের ফল রাখে আলিয়া প্রদীপ ॥
 বড়শী রাখিল কালু ধর্মের খেয়ানে ।
 বড়শীর চার নাঞি ভাবিছে মনে মনে ॥

কালু বলে সাকাণ্ডকে এই পান লে ।
 বড়শীর চার নাঞি তৎকাল আনি দে ॥
 বাপের বচন বীর নিল ঘোড়করে ।
 তের মোষ নিপাত করিল এক শরে ॥
 একটা টানিয়ে এনে বাপের কাছে দেই ।
 পোড়ায়ৈ তাহার মাংস চার করে লেই ॥
 বড়শী ডুবিয়া গেল ভাসিল ফাতনা ।
 বড় বড় মাছ ধরে বীরের বাসনা ॥
 কুই ধরে বোয়াল ধরে চিতোল বিস্তর ।
 দর্পিতে ঢেকুর মাটি করে ধর ধর ॥
 শ্রামারূপা দেবী ছিল দেউলে বসিয়া ।
 আচম্বিতে মাংয়ের ঘট পড়িল খসিয়া ॥
 ইছাই ইছাই বলে দিল তিন ডাক ।
 বার হোয়ে আয় গোয়াল পড়িল বিপাক ॥
 লোহাটা বজ্রের ডেকে দেয় পান ফুল ।
 ভ্রমিয়ে আহুক সেই অজয়ের কূল ॥
 ঘরদল হয় তো তারে সঙ্গে করে লবে ।
 পরদল হয় তো সেইখানে বলি দিবে ॥
 এত শুনে যায় বীর লোহাটা বজ্রর ।
 বিয়াল্লিশ চণ্ডাল সঙ্গে নৌকার উপর ॥
 ডিগ ডিগ শব্দে বাজিছে জয়ঢোল ।
 দুই জনে দুই জনে হৈল গণ্ডগোল ॥
 ডাক ছেড়ে বলে বীর লোহাটা বজ্রর ।
 কোন বেটা মাছ ধরে দহের উপর ॥
 দেবতা অনুর জল ছুইতে না পারে ।
 কোন বেটা মাছ ধরে দহের উপরে ॥
 কালু বলে তোর ভাগ্যে মাছ ধরে খাই ।
 কাল হানা দিব তোর যেখানে ইছাই ॥
 লোহাটা বলিছে কালু তোকে আমি আনি ।
 তোর মাগের নাম বটে লক্ষ্মিয়ে ডুমনি ॥
 তোর ছুটে ঘর ছিল তারা দীবীর পাড়ে ।
 ঘরে ভাত নাঞি তোর শিকের হাঁড়ি নড়ে ॥
 গুলতাই বাটুল হাতে পরিধান টেনা ।
 কাননে শূকর রেখে বাস বীরপনা ॥

বনেতে শূকর রেখে মৈল যার বাপ ।
 তার বেটা বীর কালু দেখহ বীরদাপ ॥
 কালু বলে চণ্ডাল আনি রে হাতনাড়া ।
 ক্ষেতে মাঠে দেখেছি সামা ধান ঝাড়া ॥
 তোর মা কেশুর নিয়ে ছুটে ধেত হাটে ।
 তোর বাপ ইন্দুর ধান কুড়িয়ে মৈল মাঠে ॥
 তোর বাপ যখন ছিল গোড়ুড় দরবারে ।
 ডাকতি সিঙ্কেল কাটিত ঘরে ঘরে ॥
 আমি তোর বিস্তর জানি রে আদিমূল ।
 তোর পিতামহ মৈল পরিয়ে জিশূল ॥
 এক বোলে ছুবোলে ছু জনে গালাগালি ।
 আকাশে ফুলিঙ্গ দেয় দুই বীর ঢানী ॥
 ছুজনে হানিছে চোট ছুজনা উপর ।
 কেহ করে জ্বিনিতে নারে ছবেটা সোমর ॥
 দুই জন ধরে এসে দুই প্রহরণ ।
 থাড়া ঢাল রেখে দেয় ধরে শরাসন ॥
 শরাসন হাতে লোহা বলে ডাক দিয়া ।
 এইবার যমের ঘর দিব পাঠাইয়া ॥
 কালু বলে ঐ শর বুক পেতে নিব ।
 ধর্মের দোহাই বলিএক পা পিছুব ॥
 তোর শর দেখে যদি পিছু সরে পা ।
 লক্ষ্মী নয় ডুমনি সে হয় আমার মা ॥
 এত বলি বীর কালু পেতে দিল বুক ।
 শঙ্কান পুরিয়ে লোহা টানিল ধনুক ॥
 আশ্বনের পারা ঝরে গগনের পথে ।
 লাফ দিয়া বীর কালু ধরিল বাম হাতে ॥
 জানিলাম জানিলাম লোহা তোর কত বল ।
 এই দেখ তোর শর গেল পায়ের তল ॥
 এত বলি বীর কালু চারিদিকে চায় ।
 পাখী মারা গুলতাই এক আছিল মাচায় ॥
 ধনুক জুড়িয়া দিল বজ্রর বাটুল ।
 কেবল খসিল যেন আশ্বনের ফুল ॥
 বাটুল ছাড়িয়া কালু ডেকে বলে মার ।
 একই বাটুলে তার ডিঙ্গা হোল ফার ॥

জল খেয়ে মরে গেল বিয়াল্লিশ চণ্ডাল ।
 অজ্ঞার জলে ভালে তাদের খাঁড়া ঢাল ॥
 লাফ দিয়া কূলে উঠে লোহাটা বজ্রর ।
 পাছু হাতে বীর কালু ডাকে ধর ধর ॥
 মার মার বলে কালু দিলেক দাবড় ।
 প্রাণভয়ে লোহাটা দশনে ধরে খড় ॥
 প্রাণ রক্ষা কর শুন ডোমের তনয় ।
 ইছাই ঘোষে বেঞ্চে এনে দিব মহাশয় ॥
 কালু বলে দূর শালা নিমকহারাম ।
 এত দিনে তোমাকে ভবানী হৈল বাম ॥
 এত বলি টাঙ্গি লয়ে ওসারিল চোট ।
 পড়িল লোহার মাথা ভূমে যায় লোট ॥
 লোহাটার মাথা লয়ে বীরের পয়ান ।
 অক্ষয়কুমার যেন বধে হনুমান ॥
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথা করে হেট ।
 এই তো লোহাটার মাথা এই লও ভেট ॥
 তাই বলে লাউসেন কালুকে লইল কোলে ।
 মহিম করেছে ফতে মোরে নাঞ্চি বলে ॥
 কালু বলে মোর কথা শুন মন দিয়া ।
 এই মাথা গোড় দেশে দেহ পাঠাইয়া ॥
 রাজার সহায় আছে সভাসদগণ ।
 সাবাস পাইবে রাজা যেখানে রাজনু ॥
 নাম শুণ জাহির হইবে দিগন্তর ।
 এ পাঠাইয়া দেহ গোড় সহর ॥
 মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা ।
 ঘাঘামাত্র লাউসেন ঢেকুরে দিল হান্না ॥
 প্রবুদ্ধি রাজাকে আসি কুবুদ্ধি ঘটিল ।
 শিকাদারের হাতে মুণ্ড পাঠাইয়া দিল ॥
 দলেবলে বসে আছে রাজদরবারে ।
 হেনকালে মুণ্ড লয়ে গেল শিকাদারে ॥
 অনাঙ্গ পদারবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাঙ্গ মঙ্গল ॥
 রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথা করে হেট ।
 এই বেটা লোহাটা ইহারে লও ভেট ॥

লোহাটার মাথা দেখে যত সভাজন ।
 লাউসেনে ধস্ত ধস্ত করে সর্বজন ॥
 রাজা বলে এর হাতে হেরেছি দশ বার ।
 এই মাথা কেমনে পাইল দরবার ॥
 কেহ বলে কেমনে লোহাটা হৈল জয় ।
 রাজা বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জয় ॥
 সেনের গৌরব যদি বাড়িল বিস্তর ।
 রাজাকে গঞ্জিয়া বলে মাছদে পান্তর ॥
 লাউসেনে ধস্ত ধস্ত কর কি কারণ ।
 শেষকাল হৈলে রাজা রয় কোন জন ॥
 অনেক দিনের বুড়া হয়েছিল জরা ।
 তেঞি তো লোহাটা বীরের প্রাণ হৈল হারা ॥
 বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল ।
 সময়ে পীযুষ হয় সাপের গরল ॥
 এই মাথা পুঁতে রাখি লয়ে মাঝ পথে ।
 লোকজন লাখি মায়ে আসিতে যাইতে ॥
 গোড় ঈশান কোণে পুতে রাখিতে চাই ।
 এ বেটার মাথায় রাখিব দেশের বাংলাই ॥
 এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন ।
 মনে মনে মহাপাত্র চিন্তিল তখন ॥
 পাত্র বলে এখন উপায় করি কি ।
 এই মুণ্ড ময়নাকে পাঠাইয়া দি ॥
 এই মুণ্ড পাঠাইব ময়না নগরে ।
 চারি বেটি বউ যেন অগ্নি খেয়ে মরে ॥
 তবে যদি এই কর্ম করিবারে নারি ।
 মহাপাত্র আমার নাম বুঝা ধরি ॥
 এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন ।
 কর্মকারের ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥
 পাত্র বলে কামিল্য তুমি মোর ভাই ।
 সময় পড়েছে তেঞি তোমার মুখ চাই ॥
 যেই মুক্তি দেখেছিলে রঞ্জার নন্দন ।
 সেই মুক্তি করে মুণ্ড করহ রচন ॥
 সেইভাবে মুক্তি তুমি করহ রচনা ।
 এক শত টাকা দিব মুণ্ডের দক্ষিণা ॥

এতেক বলিয়া ভূমেতে পড়িয়া
বাছা বাছা বলে কান্দে ।

নয়ন যুগল যেন গজাঙ্গল
কেশপাশ নাঞি বাঞ্ছে ॥

মায়ের ক্রন্দন শুনিয়া তখন
কপূর তুলিয়া নিল ।

শুন গো জননি তুমি কান্দ কেনি
যার ভাগ্যে যেনা ছিল ।

শুন গো জননি তুমি কান্দ কেনি
সংসার মায়ার জাল ।

পুল্ল কল্যাণন লয়ে কোন জন
ঘর করে চিরকাল ॥

যত চরাচর সংসার ভিতর
অমর হয়েছে কারা ।

ধাতার সৃজন জন্মিলে মরণ
মরিবে চক্রে স্বর্গ্য তারা ॥

অখের কারণ শ্রীরাম লক্ষণ
লবকুশের যুদ্ধে মৈল ।

ছিল সীতা সতী রামের সংহতি
অমৃত্যুতা হতে গেল ॥

ধাতার বচন সখর ক্রন্দন
এই মুণ্ডখানি লেহ ।

চারি রাউতি বুঝে নব সতী
কলিকার হাতে দেহ ॥

এতেক শুনিয়া মুণ্ডখানা লইয়া
রজাবতী রাণী যাব ।

রামদাস পণি গায় ॥

মুণ্ড হাতে রজাবতী কদিল গমন ।

চারি হাতে চারি বধু করিল গমন ॥

কলিকান্ডা আর অমলা বিফলা ।

এ চারি রাউতি যেন নব শশিকলা ।

চিরসেন খেলা করে মেজের উপরে ।
চারি রাণী খেলা করে আনন্দ শরীরে ॥

রত্ন পালকে তার রত্ন বিছানা ।

দণ দণ-মণি জলে মরকত সোনা ॥

তার উপর পাশা খেলে রাউতি চারি জন ।

বিরহ বাড়িছে মনে দোহার ঘটন ।

চারিজন একরূপ একই সমান ।

শ্রীরাধিকার বিরহ কলিকা করে গান ॥

শ্রীকৃষ্ণবনে কৃষ্ণ যবে হারালেন গোপিনী ।

সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে বুলে রাখা ঠাকুরাণী ॥

বিরহ বাড়িছে মনে খেলিছেন পাশা ।

রজা বলে কলিকা হইছে ঐ দশা ॥

রজা বলে কলিকে কপূরখলের ঝি ।

তোমাদের কাস্ত মইল গীত গাও কি ॥

এত বলি রাজরাণী মুণ্ড ফেলে দিল ।

হরিবোল বলে তখন চারিজন উঠিল ॥

চিরসেনকে কলিকা কোলে করে লেই ।

ধর বলে শাওড়ীর কোলে তুলে দেই ॥

নাতিকে পালন কর হও খোলা ভাই ।

প্রাণনাথ মৈল মোরা আশুন গিয়া খাই ॥

এত বলে স্বর্ণ মিশাল যেন রাখে ।

স্নান করে চারিজন আশ্রয়াল ভাঞ্জে ॥

হরিশ্চন্দ্র তাণ্ডব করিবে চারিজন ।

রাজার বিবাদ গান ভুবনমোহন ॥

সহরে সহরে লোক করে কানাকানি ।

কোলে রাজার ঘরে কি সমাচার শুনি ॥

কোলে লাউসেন ঢেকুরে বুঝি মৈল ।

চারি রাণী অগ্নি খায় মুণ্ড বুঝি আইল ॥

সংসার বধু আসে সই সাক্ষাৎনি ।

কোলে গুয়া পান আনে কেহবা চিরুণী ॥

পান গুয়া আনিয়া সতীর মুখে দেই ।

হুটি হাত যুড়ি কেহ আশীর্বাদ লেই ॥

আশীর্বাদ করিছে সতী সভাপানে চেয়ে ।

স্বপ্নে থাক বধু সব বাই বিদায় হয়ে ॥

চৌদলে চাপিল রাউতি চারিজন ।
 বাহির বাজারে গেল বিধাতার ঘটন ॥
 বাহির বাজারে হল বিধাতার খেলা ।
 খই কড়ি ফেলে যায় অমলা বিমলা ॥
 কালিনৌ গঙ্গার ঘাটে বাঁজি বেণার বন ।
 সেইখানে চৌদল নামাল সৰ্ব্বজন ॥
 নাচিতে খেলিতে সতে চৌদিকেতে চায় ।
 ছোট দেওর কর্পূরকে দেখিল তথায় ॥
 হাতে ধরে আশীর্বাদ করিল বিস্তর ।
 চিরজীবী হয়ে থাক সাধের দেওর ॥
 শুধিতে নারিল দেওর তোমার যত গুণ ।
 আমা সভার দোষ নাঞি প্রভু নিদাক্ষণ ॥
 কুণ্ড কেটে দেহ মোরা অগ্নি পিএ খাই ।
 মুখ চেয়ে রয়েছে তোমার বড় ভাই ॥
 এত বলি চারিজন লাগিল নাচিতে ।
 কেন্দ্রে বালা কর্পূর কোদালি নিল হাতে ॥
 নির্মাণ করিল চিত্তা নানা আয়োজন ।
 মাণিক রতনে কুণ্ড করিল সাজন ॥
 চন্দনের গোড়ে দিল চন্দনের কাঠি ।
 ধূপ ধূনা কর্পূরাদি আর জিনিষ পাট ॥
 চাপাকলার মৌরভ উপরে ঢালে ঘি ।
 অগ্নি খেতে আসে তবে চারি রাজার কি ॥
 রাজ্যোচিত অলঙ্কার অঙ্গে যত ছিল ।
 দরিদ্র ভিক্ষুকে সব বিলাইয়া দিল ॥
 রাজ্য সাজী শয্য পরিল পাটহুতি ।
 স্নান দান করে তবে এ চারি রাউতি ।
 আলোচাল কাঁচা হুস্ত জবাকুল করে ।
 ঘোড় হাতে বলিবে সূর্য্যের বশবরে ॥
 ও সূর্য্য সুনহে ও দিবাকর ।
 শেষকালে আমরা মাগিয়া যাই বর ॥
 কায়মনোবাক্যে যদি মোরা হই সন্তী ।
 অবশ্য পাইব দেখা প্রভুর সংহতি ॥
 রক্ত রসে আপনার কুলে জলে বাতি ।
 অগ্নিপিত্ত দেয় তবে চারি রাউতি ॥

সাতবার প্রদক্ষিণ শাক্তের বিহিত ।
 তিনবার কুণ্ড কিরে দাঁড়াল তুরিত ॥
 অগ্নি খেতে চলিল যদি রাউতি চারিজন
 টল টল টলিল তবে ধর্ম্মের আসন ॥
 খেয়েছে ধরণীনাথ পথ নাঞি দেখি ।
 বান্দ্রীকি খেয়েছে যেন রাখিতে জানকী ॥
 রহ রহ বলে' প্রভু খেয়ে আইল গণে ।
 তা' দেখিয়া দাঁড়াল রাউতি চারিজনে ॥
 দ্বিজ দেখে চারি জন করিল নমস্কার ।
 শেষকালে আইলে বাপু ধন নাই আর ॥
 ঠাকুর বলেন মা গো ধনে কার্য্য নাই ।
 বড় ভক্তি দেখ্যা তোকে বর দিয়ে যাই ॥
 কলিকা কানড়া তোর হবি বেটার মা ।
 ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে বলে ঘরে কিরে যা ॥
 এত শুনি কানড়া কোপে কম্পমান ।
 দ্বিজ বলে' গোবিন্দে জুড়িল বাধান ॥
 সহজে ব্রাহ্মণ জাতি বড়ই চপল ।
 পাঠ পড়ে' মুখ হৈল ব্রাহ্মণ সকল ॥
 অহুমুখ হৈতে মোরা করেছি মনন ।
 গুজবতী আশীর্বাদ কর কি কারণ ॥
 ঠাকুর বলেন কিয় শুনে বচন ।
 জ্ঞানি জানি যেরে নাঞি রাজার নন্দন ॥
 একবার রূপ দেখ আমা পানে চেয়ে ।
 বর হতে বাহিরালে লাক্ষের মাথা খেণে ॥
 অগ্নি সমান তোমাদের কপালে সিন্দূর ।
 আমি জানি যেরে নাঞি তোমাদের ঠাকুর ॥
 কাল হুস্ত খেলা আছিলাম তেহুরে ।
 সবে বসে ছিলাম শুয়ালার দুয়ারে ॥
 দেখিলাম ভিক্ষু বেটা বড়ই কপণ ।
 গারাদিনে কড়ি ভিক্ষা দিল একপণ ॥
 কড়ি পেয়ে অমনি অজয়া হৈলাম পার ।
 লাউসেন বসে আছে ধর্ম্ম আঁটার ॥
 অমাকে দিলেন ভিক্ষা মাগি অসুরি
 হই না চিনে দেখ রাজার সুরি ॥

অকুরি দিলেন হাতে স্বর্ধোর উদয় ।
 কলিঙ্গা বলেন বটে কানড়া বলে নয় ॥
 অকুরি করিল কানড়া সুধামুখী ।
 রামের বারতা যেন পাইল জানকী ॥
 কলিঙ্গা বলেন দিদি যদি ফিরে যাবে ।
 কুলেতে কলঙ্ক হবে কার বাড়ী পাবে ॥
 অকুরি করিছে রাউতি চারি জনে ।
 ঠাকুর ডাকিয়া বলে বীর হুয়ামনে ॥
 ভাল বেটা হুয়ামান রক্ষ দেখে তুমি ।
 চার বেটা বেটা মরে রাখিতে নারি আমি ॥
 এত শুনে হুয়ামান হইল শঙ্কর চিল ।
 বাতাসে মিলিল বীর সাক্ষাৎ অনিল ॥
 মায়াশু ছিল সেই কলিঙ্গার কোলে ।
 ছিনাইয়া সেই শূণ্ড ফেলিল অনলে ॥
 অগ্নি পেয়ে জৌ গলে হিজুল হরিতাল ।
 চেনা গেল লোহার মাথা শুধক চণ্ডাল ॥
 ঠাকুর বলেন ওগো রাজাদের কি ।
 চণ্ডালের মাথা নিয়ে কর্তেছিলে কি ॥
 কালুর রণেতে মৈল লোহাটা বজ্জর ।
 সেই মাথা এতদূরিত কোথায় মল ॥
 চণ্ডালের মাথা দেখাদেখ হুয়ামান ॥
 এত ছুঃখ দিল তোমায় মাতুল শঙ্কর
 তবু চারি রাণীর প্রাণেয় নয় মনে ।
 হরি কোলে চারি জনে পড়িল আগুনে ॥
 ছটফট করে' মরে রাউতি চারি জন ।
 বাস্তব হয়ে চারি পানে চান নারায়ণ ॥
 তকত পুড়িয়া মরে ভকতবৎসল ।
 জলরূপী গোবিন্দ আপনি হৈল বল

কলিঙ্গা কানড়া খায় নাকানি চোপানি ।
 সেইখানে চতুর্ভুজ হন চক্রপাণি ॥
 চারি জনের ঠাকুর ধরেন চারি হাত ।
 চারি জনকে কোলেতে তুলেন জগন্নাথ ॥
 ঠাকুর বলেন শুন রাজাদের মেয়ে ।
 একবার রূপ দেখে আমাপানে চেয়ে ॥
 সজল জলধর নবঘন শ্যাম ।
 চারি জনের সমক্ষে হৈল কৃষ্ণ বলরাম ॥
 রূপ দেখে চারি জন লুটায় ধরণী ।
 অনাথের নাথ তুমি দেব চক্রপাণি ॥
 প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা ছুট দৈত্য মারি ।
 গোকুল রক্ষিলে বাবা গোবর্দ্ধন ধরি ॥
 পাণ্ডবে করিলে রক্ষা রাজার জৌ ঘরে ।
 জৌপদীর বজ্ররূপী হরি গদাধরে ॥
 সুধমাকে রক্ষা কৈলে পড়ি তপ্ত তৈলে ।
 গজরাজে রক্ষা তুমি করিলে সলিলে ॥
 ঠাকুর বলেন ষিয়ে যাও তুমি ঘরে ।
 লাউসেনের তরে যাট ঢেকুর ভিতরে ॥
 এত বল্যা গোবিন্দ হোলেন অন্তর্দ্বান ।
 চারি পাট রাণী কৈল ঘরকে পয়ান ॥
 তে যেয়ো ঘরে ।
 অনাথের নাথ তুমি দেব চক্রপাণি ॥
 রক্ষা বলে মরেন পণ্ডিত পণ্ডিত নাই ।
 হারা মরা হুয়ামান বলেন গোসাঞি ॥
 চারি পাটরাণী কৈল ময়না নগরে ।
 অকুরি করিল সাক্ষ হৈল এত দূরে ॥
 এইখানে অকুরি করিল হইল সায়া ।
 রামদাস গায় গীত ধর্মের কুপায় ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল-নাম ধর্ম পুরাণে অকুরিতা পালা নামে ঊনবিংশকাণ্ড সমাপ্ত ।

বিংশ কাণ্ড ।

৩

অথ ইছাইবধ পালা লিখিতে ।

চারি পাটরাগী রইল ময়না নগর ।
 সেন কালুকে লয়ে শুনহ উত্তর ॥
 সেন বলে শুন ওরে কালু সিংহ ভাই ।
 দূর কর মহিম বাড়ীকে চল যাই ॥
 বই হৈল পঞ্চ ঋতু বৎসর সমুখ ।
 ঢেকুরের মহিম কতেক পাব দুখ ॥
 কালু বলে হব রাজা মনকথা নাই ।
 মনে মনে জপ ধর্ম অনাদ্য গোসাঞি ॥
 আশ্রিত পাথর পিঠে পার হও তুমি ।
 ঢাল খজা বুকে বেঞ্জে পার হব আমি ॥
 এত শুনে লাউসেন কালুকে দিল পান ।
 গাছ কেটে ভেলা বান্ধে হয়ে সাবধান ॥
 পরিসর ভেলা কর বিশেষয় হাতি ।
 তাহঘর তুলে লও মোর জবাজাত ॥
 রাজআজ্ঞা পেয়ে কালু হাতে নি ॥
 গাছ কেটে ভেলা বান্ধে হয়ে সাবধান ॥
 ভেলা বান্ধে বীর কালু পরম সন্মর ।
 রাজ জবাজ তুলে সব ভেলার উপর ॥
 শরাসন সর্বজাল ভেলায় গমন ।
 ভেলা ধরে ভেসে যায় ভৈরব ভৈরব জন ॥
 ভেলা ধরে ভেসে যায় ডোম ভৈরব জন ॥
 উপলক্ষ ভেলা তায় ধরেন নারায়ণ ॥
 ও পারেরতে কালু গিয়া করিল মোকাম ।
 এ পারেরতে রহে রাজা ঘোড়াকে বন্ধান ॥
 নারিবি পারিবি ঘোড়া সত্য করে বল ।
 পার হয়ে যাব আজি অজয়র জল ॥
 এত বলি চাবুক হানিল ডান পাশে ।
 ছাড়িল মেদিনী ঘোড়া উঠিল আকাশে ॥

পাতালে অজয় ভাবে কি হবে উপায় ।
 আমা নিন্দা করে বেটা পার হয়ে যায় ॥
 ঢেউ দিয়া দক্ষিণে কাটিয়া পাড়ি ধার ।
 পাতালে করিব বন্দী লাউসেন কুমার ॥
 তবে আমি সংসায়ে অজয় নাম ধরি ।
 এত অহংকার করে আরাধিয়া হরি ॥
 তড়েতে পড়িল ঘোড়া জুড়িয়ে হাপাল ।
 অমনি পড়িল জলে ভাঙ্গিয়া পাহাড় ॥
 জামা জোড়া ডুবিল মাথার মুকুটগণি ।
 ঘোড়ার পিঠে খায় রাজা নাকানি চোপানি ॥
 ঘোড়ার পিঠে সেনরাজা জলে ভেসে যায় ।
 মহারাজা লাউসেন বলে হায় হায় ॥
 সেন বলে ওরে ঘোড়া কি কর্ম করিলি ।
 অজয়র কূলে মোর মাম ডুবাইলি ॥
 ঘোড়া বলে সেন রাজা না ভাবিহ তুমি ।
 তোমারে করিয়া পিঠে ভেসে যাব আমি ॥
 তোমা পিঠে করে রাজা ছমাস ভাসব জলে ॥
 মোর সত্য নাহি-রাজা এই ধরাতলে ॥
 সেন বলে বহ ঘোড়া একি বিবরণ ।
 তোমাকে মরুর ধর দিল কোন জন ॥
 ঘোড়া কহে এই কথা তোমাকে কহিব ।
 শুনেতো এখন মরুর ধর ॥
 শঙ্খিনী নিশা-ছিন্ন জয় ধবধুনি ॥
 প্রভাতের মাঝি হারি-মুখি বিহারি ॥
 বাসিন্দা সমস্তেই আমার বীণা আছে ॥
 ভূমণ্ডল নগরেন রাজা মরে কাঁপাচ্ছে ॥
 লাউসেন ঘোড়াতে এতেক বঁধা হয় ।
 পাতালে বসিয়া তবে শুনিলা মজয় ॥

অজয় বলেন শুন বাসকি বচন ।
 সেনের ঘোড়াকে তুমি করহ নিধন ॥
 এত শুনি জলেতে ভাসিল অহিরাজ ।
 দেহ দেখে মন্দার স্রমেক পায় লাজ ॥
 বিষদন্তে দংশিল ঘোড়ার মধ্যস্থানে ।
 অমনি পড়িল ঘোড়া ভূজঙ্গ দংশনে ॥
 বিবেতে জ্বলিল তরু সহস্র অরুণ ।
 আশীর পাথর মৈল দেব নিদারুণ ॥
 কাণা মীন আসিয়া ঘোড়ার লেজ কাটে ।
 ডুব দিয়া কাঁকড়া বসিল গিয়া ঘাটে ॥
 চারি পাখা শিকলে কাটিল সুরুজাত ।
 দেবী দিল যার শিরে লোহার করাত ॥
 হাঙ্গর কুন্তীর ঘোড়া করিল আহার ।
 বাহন বিহনে কান্দে লাউসেন কুমার ॥
 হেনকালে অজয়া দেবী লাউসেনে ধরে ।
 লাউসেনে বন্দী করে পাতাল ভিতরে ॥
 পাতালে হৈল বন্দী ময়নার তপোধন ।
 হেনকালে বৈকুণ্ঠে জানিল নারায়ণ ॥
 ঠাকুর বলেন শুন বীর হুহুমান ।
 পাতাল ভিতরে সেন হ্যারায় পরাণ ॥
 বসিয়া কংকে বন্দী লাউসেন গীরে ।
 বাট যাহ হুহুমান উদ্ধারিতে চারে ॥
 হুহুমান বলে হবে তব আজ্ঞা পাই ।
 দেখে অজয়া গম্ভীর করে খাই ॥
 ঠাকুর বলেন বাপু তোমাকে আমি জানি ।
 অগস্ত্য মুনির পারা তোমাকে বাখনি ॥
 পাইয় প্রভুর আজ্ঞা পবনন্দন ।
 অজয়ায় নিকটে দিলেন চরণ ॥
 সপ্তম পাতালে বস অজয়ার বাণ
 গও করিতে যার শির ॥
 কোপে কম্পম
 লাফ দিয়া পড়ি
 কোপে কম্পম
 সাত তাল জহ

বাম কানে পুরে বীর ছই তাল বালি ।
 উপরে কশনি করে মৃত্তিকার তালি ॥
 বিশেষ বৈশাখ মাস রবির বড় খরা ।
 অজয়া বলেন প্রাণ হারালাম পারা ॥
 গুণের সাগর তুমি পবনকুমার ।
 হুহুমান বলে কোথা লাউসেন আমার ॥
 এত শুনি অজয় নদী লাউসেনে দিল ।
 এস বলে লাউসেনে কোলে করে নিল ॥
 ধর্মরাজ আপনি তোমাকে পরিতোষ ।
 আমার আশীর্বাদে তুমি জিনিবে ইচ্ছাই ঘোষ ॥
 লাউসেন বলে গুরু নিবেদন করি ।
 বাহন বিহনে প্রহু চলে যেতে নারি ॥
 হুহুমান বলে বাপু কর অবধান ।
 আশির পাথর কোথা সেনের বাহন ॥
 অজয় বলেন তুমি সেনের ঘোড়া লেও ।
 জলজন্ত মরে গেল জল ছেড়ে দেও ॥
 এত শুনি হুহুমান হাসে খল খল ।
 ছই তাল বালি ঢালে সাত তাল জল ॥
 প্রাণ পেয়ে জীবজন্ত উঠিয়া বসিল ।
 খেয়ে ছিল ঘোড়ার মাংস উগ্গারিয়া দিল ॥
 তিল তিল করায় মাংস গ হুহুমান ।
 ব্রহ্মধর্ম বলি বীর ঘোড়া ক জেয়ান ॥
 প্রাণ পেয়ে ঘোড়া তখন ছাড়িল ছেয়ানি ।
 চল রাজা লাউসেন ঢেকুর অধনী ॥
 চার দণ্ড অজয় আপনি হোম ॥
 ঘোড়ার
 কে

ঢেকুরের দক্ষিণেতে সেনের মোকাম ।
 লঙ্কার নিয়ড়ে বেন বৈসে রঘুরাম ॥
 গিড় গিড় শব্দে কাড়ায় পড়ে কাটি ।
 কুড়ি হাত কেঁপে উঠে অজয়ার মাটি ॥
 জোড়া শিক্রে ছাড়ে কালু শঙ্ক যায় দূর ।
 চমক পড়িল রাজ্যে অজয় ঢেকুর ॥
 অজয়ার গড়ে হৈল সত্ত্বর সকলি ।
 ইছাই ঘোষ গোয়ালার পূজে ভদ্রকালী ॥
 গোয়াল জুড়ে ইছাই ঘোষ অজা মেঘ আনিল ।
 দেবীর দেউলে ইছাই দরশন দিল ॥
 ঢোল শিঞ্জা কাড়া বাজে একাকার ময় ।
 নানা শব্দে বাজু বাজে দেবীর আলয় ॥
 বীণা বেণী মাদল মন্দিরা করতাল ।
 ভরঙ্গ ভৈরব জর বাজে বাজে পরসাল ॥
 বাঁয়ে বাজে আপনি দক্ষিণে বাজে শঙ্খ ।
 মংকরা সহিত সঘন বাজে দস্ত ॥
 কুলীন পণ্ডিতগণ পড়ে সন্তুগতী ।
 সম্মুখে পড়িছে বিজ পূজার পদ্ধতি ॥
 আশী গণ্ডা মহিষ করিছে বলিদান ।
 কবিরের ধারা বহে নদীর সমান ॥
 মাছুসের কাটা সাধ দিয়া পড়ে ।
 দল দল জমায়ন্তি রীতি তিতরে ॥
 শতদল বিধদল দেবিতা অপার ।
 দুই পা পরিপাটী ধোর অক্ষকার ॥
 মাজুলে মনি চাররের ৩০ ।
 ক...

ইছাই বলেন দয়া কর এইবার ।
 কংস ভয়ে শ্রীহরি কালিনী কৈলে পার ॥
 কেবা নাহি আশা করে তোমার চরণ ।
 অকালে পুজিল রাম বধিতে রাবণ ॥
 মহাবীর লাউসেন ধর্ম অবতারণ ।
 হয়বর বিমানে অজয়া হয় পার ॥
 প্রথমে পড়িল বীর লোহাটা বজ্রর ।
 নাম শুনে আমার কাঁপিল কলেবর ॥
 সপুঞ্জ-বান্ধব প্রজা পলাল সকল ।
 নিদান ভরসা মায়ের চরণ কমল ॥
 জেয়াতি বান্ধব আর পলাল বাপ মা ।
 নিদান ভরসা দুর্গা তোমার ছুটি পা ॥
 বাসলী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই ।
 কোন ছার ধর্ম ঠাকুর কি ধরে বড়াই ॥
 বাসকী বক্রণ আদি ইন্দ্র পঞ্চানন ।
 কেবা আছে আমার সমক্ষে করে রণ ॥
 সুরপতি আমার সম্মুখে নয় স্থির ।
 কোন ছার লাউসেন কত বড় বীর ॥
 জগৎ জননী আমি দেবী শর্মজায়া ।
 কেবা নাঞি আশা করে চরণের ছায়া ॥
 যত বল দেওতা সবাকো আমি জানি ।
 আমার সহায়ে সবার শপথ মানি ॥
 অনাঙ্ক পদেবিন্দ ভরসা কেবল ।
 রামদাস গায় গীত অনাঙ্ক মঙ্গল ॥

বধিতে বলিতে চণ্ডী কোপে কল্মাশন ।

হাতে খসিল মায়ের তিন বাণ ॥

তলে দিল ইছায়ের করে ।

কলির শিন শরে ॥

ন কুড়ার ।

ধিবে পরাণ ॥

হটু মুখে ।

ইছাই বলেন মা গো সুন মন দিহা ।
 হেঁচাবে পলাইলে বাণি রাখিয়া ॥
 স্নাতনী আগনি সম্পদে পূজা সৈল ।
 ক্রিঃ কালেতে তাকে এড়ায়ে পলালে ॥
 এত শুনি বংশিক রহিল হেঁচুখে ।
 বাণ রাজার শেল আগাইলে বৃকে ॥
 যখন দৈবের বশে হইবে সর্বনাশ ।
 রামকে লিখেছে বিধি গেল বনবাস ॥
 যখন দৈব ধরে যারে কার বাণে রাখি ।
 নল নিল জনক দৈইমন্তী রাণী সাকী ॥
 নলরাজে শিখা করেছিল পীড়ে ।
 বার সাজি রাজা রাজপাট ছেড়ে ॥
 ক্রিঃ ভাচত তুমি মনে বাস দুখ ।
 বিষয় সম্পত্তি ধন জলের বিষুক ॥
 সাজ কর্যা সত্তরে সমরে চল বাই ।
 লিখেতে কার্য নাহি গুন রে ইছাই ॥
 এত শুনি ইছাই ঘোষ করিয়া সাধন ।
 নল পুঙ্খলে স্তব্ধ অঙ্গুর মণি ॥
 দেহে অস্ত্রের ক্রোধে দেবিতা চমকিত ।
 সবার বাহিনী গর কপিলে চলিল ।
 শব্দ বিজয়ী ডাঙা ধোঁয়ায় সজল ॥
 দিন চিত জানি অধর পলক নাহি ।
 কপালে বাকুল ভজন নাহি কহে ॥
 ক্রিঃ কোণে কোণে কলি কলি কলি ॥
 সুন নীচ হৈছান কলি কলি কলি উড়ে ॥
 নীচ মরণে শুভে কলি বধেছে কলি ॥
 কলি করিল শোভা কলি কলি ॥
 কলি রণে বৈদ্য সাজিল সজল ॥
 বিধা সাজিল যেন অঙ্গুরের রণ ॥
 কলি রণে কলি কলি কলি ॥
 কলি কলি কলি

[illegible]

এক জনে ঠাকুর হাঙ্গেন থাও গল ।
 না ডোম বলে প্রাণ ফেলে দিলেন গেল
 প্রাণ পেয়ে বীর কাল জায়ে মর মার
 পে ভরে বৈ ফুলে গেলেন করতাল ॥
 এত পেয়ে বীর কাল লাল দিয়ে উঠে ।
 সিন্ধুনাথ সুনামি ইছায়ে বস টুটে
 কালুর শিখে শুনে মনে করেছে ইছাই ।
 লাউসেনের সখা-মেনে অনাতগোদাঞি ॥
 নতুবা এমন ভাগ্য আর কেবা ধরে ।
 যেই বেটা মরেছিল সেই শিক্ষা ফুরে ॥
 এত বল্যা দেবীকে বীর প্রণাম করিল ।
 আরবার সাজিয়া বীর রণেতে চলিল ॥
 ডেকে বলে আকাশবাণী যেও নাঞি রণে ।
 রণমত্ত ইছাই ঘোষ না শুনে প্রবণে ॥
 তবু রণে যাজা কৈল রণমাতোয়ারা ।
 গড়ের বেউড় বাঁশে বেধে গেল পাগা ॥
 আতুড় কেশেতে ডিকা মাগিছে যোগিনী ।
 মড়া কান্ধে গান করে শকুনি গৃধিনী ॥
 লাউসেন ইছাই ঢালী সাজে অহুপাম ।
 ইছাই হলো রাবণ লাউসেন হলো রাম ॥
 লাউসেন বলে ইছাই স্তন মন দিয়ে ।
 ডেকাবর কর দেখ কাগজ বুঝিয়ে ॥
 লাও চাখ কাগজ বুঝিয়ে দেও কর ।
 শুনে সুনামি হবে গড়ের ভিতর ॥
 পশ্চিম উদয় করত সন্ধ্যাকাল ।
 তাহার বচন শ্রবণে অনেক জ্ঞান ॥
 অবস্থা করিয়া পাড়ি দেখানে বালাই ।
 যেখানে হোঁ রাজা জগোদন রায়
 পরকালে স্বর্গে যল জগত সুখ ॥

ইছাই সুনামি সুনাম তোর বুদ্ধি কি ।
 আতুড়ী বৈ বীর কাল বেধায়ে কি ।
 পরে বেটা লাউসেন সুনামি বীর কোথা ।
 বাসিন্দা পুণ্ডিত মাঝিমায়ে বীর মাথা ॥
 দুই জনে মত্ত হলে সুরের দাফন ।
 তুরে কাপে বেধবান বাসকি বক্ষণ ॥
 রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি ।
 সেই মহাপ্রণয় সকল লোক জানি ॥
 শরে শরে সংসার ছাইল দুই বীর ।
 শরধনু ধরণী তপনমালা নীর ॥
 দুই জন শর এড়ে দোহার উপরে ।
 মেঘে যেন বৃষ্টি হয় পঙ্কজ শিখরে ॥
 দুই জন সমরে করিছে হুড়াহুড়ি ।
 দুই জন সমরে বিধিছে কিত্তি খুঁড়ি ॥
 ধনুক শর রেখে বীর ধরে খাঁড়া ঢাল ।
 কণু কণু ডেকেছে যতক উরু মাল ॥
 লাউসেন বলে ইছাই মত্ত তোর বল ।
 অবনীমণ্ডলে তোর জনম সফল ॥
 রাবণ সমান তোকে অহুমান করি ।
 কি করিবে সখা ইঞ্জ বিদ্যাহর রি ॥
 তথাপি স্নিগ্ধ বণ কহি এতদ্র ।
 হইয়ে সুনামি চাহ পর স্বর ॥
 পেদাড়িয়ে লাউসেন ইছায়ে দিল চোট ।
 পড়িল ইছায়ের মত্ত হুঁঞে যায় সোটি ॥
 পড়িয়ে ইছায়ের ওড়ুঞে লে
 বড়ী মণ্ড

তবানী বসেন বাণু দিলায় ঐ বরী।
 প্রের কাল হলে যেও বৈকুণ্ঠ নগর।
 বন দিয়ে কৈলাসে গেলেন দশভূজ।
 ইহাই বলে কোথা গেল লাউসেন রাজা।
 বাহুবলে মহামত্ত করে অহঙ্কার।
 ধনুকের টকার দিয়া বলে মার মার।
 ইহাই বলেন সেম্বী চ বাবে কোথা।

১০ পূজিব আমি একে তে ৩ মাথা।

১১ সেন বলে ইছাই তোরে আমি জানি।

ক' কণ এসেছিল গণেশের জননী।

দশ ১ কাটিয়ে রাবণ পুজিছিল।

রাম অবতার হ'তে রাবণ সোধা গেল।

এত শুনি ইছাই ঘোষ কুপি স্তব।

৩ শীর গণ বের বলে বীর।

৪ কর গোপাল গোপালি বাবা।

এই ব'লে রাবণ বলে বীর।

ইট ১১ মনে

আর ১১ বাহবে দুমি মদনা ভুবনে।

তবানীর বাণ ইছাই কুড়ল ধনুকে।

বাইশ তালি যন্ত্রণ করি বসেন মনে।

বাণ ছেড়ে গো ১ বলে কোথা গেল রাজা।

অর্জুনসারথি হরী এইবার বাণ।

কাতর ককণা করি লাউসেন ডাকে।

১২ রণে প্রভু বন্ধ কর মোকে।

১৩ রাজা গো ১৩ দেখান।

ভীষণ বিক্রমে বীর পুঙ্খ করে রণ।

আরবার কাটিল মরনার তপোবন।

যতবার কাটে মুণ্ড ততবার উঠে।

সিংহের বিক্রম যেন তারা হেন দুটে।

মহারাজা লাউসেন তাকিছে মার মার।

ইছারে কাটিল সেন এক শত বার।

১৪ বরিয়া ১৫ ইহাই হইল বিবম।

সেন ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

লাউসেন ইছাই বৃদ্ধ দেবগণ দেখে।

রথে বসে কামিল্য কেবল চিত্র লেখে।

ঢেকুরে হইয়ে গেল দেবতার হাট।

দেবতা করেন মনে কিয়রের লাট।

ঠাকুর বলে গা তুলিয়ে এস হুমান।

প্রাণ সুখি আমার পূজা হয় সমাধান।

আমার সঙ্গে ১১ দেবী ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

চান্দ যুগ ওয়া ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

এত ব'লে হুমান দারিপানে চায়।

দেখিলেন গল্যদানি বসেছে সভায়।

কিবা কথা কয় ব্রহ্মা দক্ষা ১ ভিতর।

তিনি ভাই এত মাগ তনু তনুতর।

তোমার স্বরে ব্রহ্মাণী রঞ্জে ললব'ন।

দেবী ফেন যুদ্ধ করে তব কাল।

এত শুনে লক্ষিত হইল পদক্ষেপে

চলিল ঢেকুরে একা যেখানে ১

ভাতর দেখিছে ১৩ হইল রাজা।

১৪ বাহির হ'ল ভাঙ্গিথে বাব।

১৫ বতী দাড় ত লব।

১৬ দিতে।

বহুমতী কাটিয়ে করিব খানি খানি ।
 দণ্ডধারী কুবের বরণ কিবা ॥
 অসি চৰ্ম্ম ধরে চণ্ডী ভাকে হান হান ।
 দেবি নিতামহ দেব পলাইয়ে বান ॥
 আরবার লাউসেন ইছায়ে বাজে রণ ।
 দুই মহাবীরে করে বাণ বরিষণ ॥
 খেদাড়িয়ে লাউসেন ওসারিল চোট ।
 পড়িল ইছার মুণ্ড ভূঁয়ে যায় লোট ॥
 ঠাকুর বলে গা তুলিয়ে এস হুম্মান ।
 অজ্ঞায় ফেলে দাও ইছার মুণ্ডখান ॥
 এত শুনে হুম্মান খায় বায়ু বেগে ।
 হুস্রথের মাথা ঘেন লইতে প্রয়াগে ॥
 পড়িল ইছার মাথা ঘোড় দিতে চায় ।
 চিল হ'য়ে হুম্মান ধবু' লয় তায় ॥
 অজ্ঞাতে ফেলে দেবী জ্ঞানিল যেখানে ।
 দেবী বলিয়ে নীচ হুস্রথের মাথা ॥
 দেবী কয়ালে পলায় য়েব না অহুয় ।
 ধবু' বলে জয় হ'ল দুর্জয় ঢেকুর ॥
 লগ্নে জননী দেবী জ্ঞানিল যেখানে ।
 বরপুত্র ইছাই ঘোড় পড়ে গেল বণে ॥
 দাতালের পথে চণ্ডী টিকিল গিয়ে ।
 বাসী নাগের তরু বলে ভাক দিয়ে ॥
 বেশই মুখ আশ্রয় দেবী করে ।
 দেবী বুলে এ মুণ্ড ভোমার ঘরদে ॥
 বেশেতে : খয় মুণ্ড উগাখিন দেবী ॥
 এনে হইল চাপার মালা আশীর্বাদ লেপ ॥
 দেবী গঙ্গার মুণ্ড য়োর বর্তনান ।
 দেবী গঙ্গারী ছিড়ে করিব খান ॥
 বার বলে ভাঙা বলে ভাক দি ॥
 বেগারিতে বেণী ॥
 গোয়ালারা বয়ে
 মাটি কেটে কা
 বাস হাত বাড়

চল রাজা কবে যাব ইচ্ছায় উপর ।
 রাজ্য করিবে তুমি অমর নগর ॥
 ইছাই বলে দাও আমার ববে কাজ নাই ।
 এই বর দাও মাগো তব সঙ্গে যাই ॥
 বর দিয়ে কৈলাসে পলাল দশভুজা ।
 আরবার কাটিবে এসে লাউসেন রাজা ॥
 বারে বারে চোটগুলো সহিতে আর নারি ।
 সঙ্গে করে লাও চণ্ডি নিবেদন করি ॥
 বাসনী বলেন বাছা এখন কোথা যাব ।
 তোর হিংসা করেছে লাউসেনের রক্ত খাব ॥
 লাউসেনের রক্ত খেয়ে যদি নাই যাই ।
 হরিহর কার্তিক গণেশের মাথা খাই ॥
 ভবানী করিল গড়ে প্রতিজ্ঞা বিশাল ।
 হায় হায় করি কাদে অষ্টলোকপাল ॥
 হায় হায় দেবতা অহুরে কানাকানি ।
 কি বা বন যোগব্রজার জননী ॥
 কেহ বা ঢেকুরে বসে কেহ ঘর যায় ।
 ঠাকুর বলে গা তুলিয়া এস হুম্মায় ॥
 না হল আমার পদা ভারত ভিতর ॥
 লাগেব চল মাঠ বৈকুণ্ঠ নগর ॥
 হুম্মান বলে বাপা বসে
 প্রতিজ্ঞা কত দে মাতি আনি ॥
 বিশাখের দাবিদা তাপনি দেব পান ॥
 এইখানে নাশামুণ্ড নরক দেখেন ॥
 শোণিত বলি

হেনকালে বীণা গেয়ে আইল নারদ ।
 ধর্ম বলে তবু দ্বিষ্ট হইল চরাচর ॥
 ঠাকুর বলেন দাপ্তর নন্দন মুনি ।
 তুমি চেকুণ্ডাভক্ত কর একবার জননী ।
 কু বচনে গালি দিলে চণ্ডীর বিজয়মণি ।
 তোমাকে না-জানি নাই তুমার পুণ্যল ।
 বসিলেন নারদ গিয়া গাছের আড়াল ।
 দেবতা করেন মনে অমরে অকাল ॥
 কেহ বলে নারদ মুনি কথাচিৎ বাঁচে ।
 রাস মণি মুকুতা মিশাল হয় পাঁচে ॥
 দেবতার কথা শুনে কান্দে লাউসেন ।
 হাতে ধরি ধর্ম তাকে উপদেশ দেন ॥
 তোমার উপর ববে দেবী হানিবে কাল অসি ।
 অমনি ভুঞ্জেতে পড় ধর্মের তপস্বী ॥
 অচেতন হ'য়ে থাক ধরণী বিমানে ।
 তোমার পাঁছে আছি আমরা যত দেবগণে ॥
 এত বলি পলায় ধর্ম ছা মাসের গণে ।
 বিপদ পড়িল হেথা রাজা লাউসেনে ॥
 ঈশ্বর গায় গীত ভাবিয়া ঠাকুর ।
 কৈতব দে বল হরি পাপ যাক দুঃ ॥

নারদ সাহসে এড় লাউসেন নীব ।

তাকে চণ্ডী বলে ত কহিল ।

না আর বাঁচ ত তপস্বী ।

তোল পাঁকে কমল কাঞ্চনে কলি দিল
 চান্দ পানি ঢেয়ে চণ্ডী রক্তপান কৈল ॥
 একপাশে ঘোণী করিল হতমাতা ।
 চানি ভাঙিয়া বলে ইচ্ছাই ঘোষ কোথা
 প্রতীক লাউসেন বেড়েছে পাকভোগে ।
 তবে কেন উহার শোণিত মিতা নাই লাগে ॥
 ইচ্ছাই ঘোষে জিজ্ঞাসেন একবার জননী ।
 বীণা গেয়ে আইল নারদ মহামুনি ॥
 আশীর্বাদ করিতে আসে হেমন্তের বি ।
 নারদ বলে মামী গো খেরছিলে কি ॥
 ষিক ষিক ওগো মামী তোমার জীবন ।
 পরম বৈষ্ণবী তুমি এ কার্য কেমন ॥
 কলি যুগে করে কে এতটা অহুচিত ।
 বিকুভক্তি দাতা হোয়ে খাইলে শোণিত ॥
 কমল কাঞ্চনে কালি কেন দিলে মামী ।
 এ কথা মামার কাছে বলে দিব আমি ॥
 পরম বৈষ্ণবী মামী জানিহু ঈশ্বরী ।
 এমন নৈলে মামী হয় অস্বরভাতারী ॥
 আমি জানি মামী তোমার পূর্বের সমাচার ।
 এমন নইলে আমি কহ আইবুড়ভাতার ॥
 লাউসেনের রক্ত যান মিঠা নাই পাণ্ড ।
 তোমার এটা ইচ্ছাই ঘোষি বাড় বেড়ে থাকি ॥
 এত শুয়া দাসলী কোশে দশ, মন ।
 তোমার রক্ত পান মাসদ বদিব পদ
 তোপে কমলপান দেবী পাবে পর ॥
 টোক ফেলে পাইল নারদ মুনির হুবন ।
 নারদ লুকাল গিয়া মহাশয়ের ত্রিকিণ্ডেগণ ॥
 তথাকারে গেল হেনবদায় ।
 মামা জন মন দৈবদেয় দায় ॥

পার্বতী পুষ্কর দাতা হৈল বিষখ ।
হাত হাতে ইছাই ঘোষে পড়িল ধ্বজ ।
সম্মুখে মরণ দুর্ভাগ্য মিলিত ।
সকলের বসিবে মোর ভীষণ শোণিত ।
বলেব কাঁপিয়া যায়েত এস দূর ।
ইছাই ঘোষকে ডেকে বলে মরনার সদাগর ॥
লাউসেন বলে ইছাই তোর ভয় নাই ।
এস আমি মাথার পাগ তোরে দিয়ে যাই ॥
কিছু মোরে দেও তুমি ঢেকুরের কর ।
আজি হইতে রাজ্য তুমি ঢেকুর নগর ॥
দেখ গিয়া বলিতে বালক নির্ঘাতন ।
সংসার খুঁজিয়া দেখ প্রাণ বড় ধন ॥
ইছাই বলেন সেন ভক্ত নাকি দিব ।
আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মরিব ॥
তোমার হাতে সেন আমার মৃত্যু হয় যদি ।
আমি জানি তুমি আমার গোবিন্দ শরণি ॥
রানের গণ্ডেতে তুমি নিয়েছে রাবণ ।
বন্দন করিবা বাঙ্গালী বাহারণ ॥
এক দিয়া রাবণ পেয়েছে এক লাগ
এমের হাতে মরে গেছে সিন্ধু সবার ॥
এত শুনি হঠাৎ বীরের হরণ
কাট কাট ছাটাইছে হাতে পাণ পাতাল
পড়িল বোম্বের মাথা পাটার ধবর্ণ ।
কাটা মুখের বয়ে উবাসী ভবানী ॥
জয় দুর্গা রক্তিম সৈন্য গাত
কঙ্কের উপর
এইক্ষ

পড়িল ইছাইএর মুণ্ড জেড়ানিতে চায় ।
 চিল হোয়ে হুম্মান তুলে নিল তায় ।
 অন্ধনসারথি নাথ রথে আছে চড়ে ।
 ইছাইএর মুণ্ড লয়ে তথা গেল উড়ে ॥
 লাগ ব'লে পোবিনের হাতে তুলে দিল ।
 এস বলে ঠাকুর কোলেতে তুলে নিল ॥
 বাম ভাগে বসাসেন দেব নারায়ণ ।
 চতুর্ভুজ হোয়ে বসে গোয়ালানন্দন ॥
 ইছাই ঘোষ রৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ নগর ।
 রামদাস গায় গীত লখা মায়াম্বর ॥

অতিবেগে ঢেকুরেতে আইল ভগবতী ।

দেখিল ইছাইএর স্বরু গড়ে বহুমতী ।
 ইছাইএর স্বরু দেবী কোলে করে নিল ।
 অংশনার মন্দিরেতে কুলে শোয়াইল ॥
 আকুল হইয়া কান্দে প্রকার জননী ।
 যা গৃহে ইছাই বিনে আঁধার অবনী ।
 ইছাইএর মুণ্ড যদি এইবার পাই ।
 শঙ্করের উপর রাখা করিব ইছাই ।
 এক বলি হুঁজে দি অজ্ঞার বচন ।
 কাঁচিলে কাঁচিতে, স অজ্ঞের কাপড় ।
 গোদাবরী গোকুল দুজেন হরিধার ।
 গঙ্গা নদী লক্ষপুরে সমুদ্র উপার ।
 গঙ্গার আইলা মন্দারী ।

পাশি ॥

এক বলি ইছাই স্বরু কোলে করে নিল ।
 পদা সমী কাঠগুলি আনি যোগাইল ॥
 নিষ্ঠার ক রিল চিতা নানা অগ্নোত্তর ।
 মানিক রতনে কুণ্ড করিল পাজন ॥
 চন্দনের গড়ে দিল চন্দনের কাঠ ।
 ধূপ ধূনা কস্তুরী আদি আর জিনিষপাট ॥
 চাপা কলা সৌরভ উপরে ঢালে ঘি ।
 ইছাই ঘোষে অগ্নি দেয় হেমন্তের ঝি ॥
 নাড়িয়া চাড়িয়া চণ্ডী পোড়াল ইছাই ।
 সাগরে ফেলিতে অস্থি যান মহামাই ॥
 গরামধ্যে পিণ্ড দিল ব্রহ্মার জননী ।
 পুনরপি ঢেকুরে আইল নারায়ণী ॥
 বেটা মৈল বলা চণ্ডী ছাড়িল নিখাস ।
 তিনরাজি দেউলে করিল উপবাস ॥
 পদাঘাত কর্যা চণ্ডী ভাঙ্গিল দেহারা ।
 অজ্ঞাতে টেনে ফেলে অজ্ঞার বারান ॥
 কান্দিতে কান্দিতে মাতা করিল গমন ।
 ইছাইএর ঘরে গিয়া দিল দণ্ডন ॥
 পোড়ার শোভা নেমে বার গাঙা ঘর ।
 বান বিষ্ণু - কলা মেঘেরে মনোরম ॥
 রামদাস নাচরী ধা অষ্টজার পিড়ে ।
 চন্দনের স্বস্ত তার চন্দনের পিড়ে ।
 অজ্ঞার ঘরে ঘরে ইছাই পালভাত ।
 চামরে ছেঁয়েছে ঢাল বিকরী ।
 বস জল চামলে ছেঁয়েছে চানি ।
 ববনে জড়িত তার মেজে কাঁচ ।
 এই ঘরে ইছাই পুজ করিত জন ।

এই পালকে বাছা করিত বদন ॥

বক্ষিত রজনী নাট, গীতে ।

আমরা গীরিতে ॥

আমরা

আমরা

আমরা

আমরা

কার্তিক গণেশ পুত্র কেন না মরিল ।
 ইছাই বিনা এই দেশ শূন্তকার হ'ল ॥
 কান্ধিতে কান্ধিতে মাতা করিল গমন ।
 পথে দাঁড়াইয়া আছে ময়নার তপোধন ॥
 পথে দাঁড়াইয়া আছে লাউসেন রাজা ।
 লাউসেনে কাটিতে তবে চলে দশভুজা ॥
 তুমি বেটা বেঁচে আছ আমি নাই জানি ।
 তবে কেন গালগুলো দিল নারদ মুনি ॥
 তোর রক্ত খাব বেটা বধিব জীবন ।
 কোথা তোর ধর্ম তাকে ডাকনা এখন ॥
 সেন বলে তুমি ধর্ম আর ধর্ম কোথা ।
 তুমি ধর্ম তুমি ব্রহ্ম তুমি মাতা পিতা ॥
 জননী হইলে পুত্র ধরয়ে জঠরে ।
 মায়ে যদি বেটা খায় কে রাখিতে পারে ॥
 আখুড়া সাগেতে খড়্গ দিয়াছিলি মা ।
 দয়া নাঞি হ'ল নোরে কেটে রক্ত ষা ॥
 এত শুনে লাউসেন খড়্গ ফেলে দিল ।
 হেটমাথা করে তবে বাসলী রহিল ॥
 যাও বাছা লাউসেন তোরে কাট নাই ।
 খান্ডার পতি তুমি সাধের নাই ॥
 কান্ডার বিভা কালে তোরে দিলাম মালা ।
 বন্দেছিলাম কার্শ্বি গণেশ তোরে শালা ॥

ইছাই মৈল শূন্তকার হোল ঘরবাড়ী ।
 তুমি মৈলে কানড়া হইবে কড়ে রাড়ী ॥
 বাঁশ কেটে পুতে যাও গড়ের উপর ।
 সেন পাহাড় বলে নাম দিলাম সদাগর ॥
 এত বল্যা ভগবতী হইল অন্তর্জান ।
 যেখানেতে আছেন ভাস্কর জিনয়ন ॥
 শঙ্করের কথা শুনে কান্দেন শঙ্করী ।
 রর পুত্র ইছাই ঘোষ পাসরিতে নারি ॥
 যার ভক্তি প্রভাবে দেখিলাম এ জগৎ ।
 লাউসেনের রণে মৈল এমন ভকত ॥
 এত শুনি হাসেন ভাস্কর জিনয়ন ।
 জানিলাম ভগবতী তোমার অঙ্গজান ॥
 ঢেহুরে গোয়ালো বেটা পূজা দিত একা ।
 আমি পূজা করে দিব ঘরে ঘরে লেখা ॥
 রঘুনাথ করে গেল অকাল বোধন ।
 চণ্ডিকার সৃষ্টি হোল ইছায়ের রণ ॥
 হরগৌরী রহিলেন কৈলাস নগরে ।
 হুহুংবধ পালা সাজ হোল এতদূরে ॥
 এইখানে ইছাই বধ হইল সমাপ্ত ।
 রামদাস গাইলেন ধর্ম মুখার্ক ॥

ইতি অনাদিমঙ্গল মহাপুরাণে ইছাইবধ নাম বিংশোঃ সর্গঃ ।

একবিংশ কাণ্ড ।

অথ অঘোর বাদল পালা লিখ্যতে ।

জয় হল ঢেকুর জগতে বলে জয় ।
ধর্ম বলে হইল আমার পশ্চিমউদয় ॥
লাউসেন বসে গিয়া ইছায়ের ঘরে ।
কায়স্থ কাকুর্ন লিখে কতক ভাণ্ডারে ॥
একাকৈ আশুত তরে তুলি ছই কর ॥
বাশ কেটে পুতে রাজা গড়ের উপর ।
সেনপাহাড়ী নাম তার দিলো সওদাগর ॥
বেড়ি দিয়া সোম ঘোষে তুলিল দোলায় ।
আপনি লাউসেন রাজা চাণিল ঘোড়া ॥
পাঁচ দিনে ঢেকুরে গোড়েতে গভায়াত ।
তিন দিনে পাইল গিয়া রাজার সাক্ষাৎ ॥
রাজার সাক্ষাতে মাথা করে হেট ।
এই বেটা লাউসেন হাকে লাও ভেট ॥
গায়ে হোতে ভূপতি ততরে দিল জোড়া ।
বম্বকিস্ হোল টানিয়া ঘোড়া ॥
লাউসেন হই বিদায় ।

তোমার সহিত বিবাদ কর্যাছিল যে ।
বিধিমত শাস্তি পেয়ে মরে গেল সে ॥
হইলাম আটকুড়া আর যাব কোথা ।
সর্বকাল মহাশয় তুমি মাতা পিতা ॥
নন্দর বাসিতে পার যে হয় ঠাকুর ।
আজ হোতে রহিলাম গোড় মধুপুর ॥
এত শুনি তখন কাঁইল পলীপাল ।
পুনরপি ঢেকুরে করহ ঠাকুরাল ॥
ঘাও বাপু সোম ঘোষ বিদায় দিলাম আমি
পুনরপি ঢেকুরেতে রাজা হও তুমি ॥
সোম সোম গোয়ালো যদি হইল বিদায় ।
মাথায় হাত পাঞ্জ বলে হায় হায় ॥
ভাগিনা বাচিয়া এ কি হবে উপায় ।
মরিয়া না মরে পাঞ্জ এ তো বড় দার ॥
ধর্ম বলে হইয়াছে অতি বল ॥
আমি আজি দিব করি পূজা
বাম হাতে কুল দিব ধর্মের জুই ॥
বোন রজাবতী যেন বেটার মা ॥
এই যুক্তি মহাপাঞ করে মনে ॥
কহিবে রাজার বর্ত ॥
ব রাজা শুন মন ॥
পূর্ণ পথ ।
গগবত ॥
পূরণ ।
মান ॥

মন দিয়া শুনব ধর্মের কথা কই ।
কলিযুগে গতি নাকি ধর্মপূজা বই ।
পূর্ণিতে মরুত রাজা ধর্ম পূজছিল ।
যার ধনে বৃষ্টিটির অর্থবেশ কৈল ।
ধর্মপূজা আছিল নৃপতি বৃষ্টিটির ।
ধর্ম চলে গেল রাজা লইয়া শরীর ॥
ইহকালে মান কৈলে পরকাশ পাবে ।
কলিযুগে ধর্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে ॥
রাজা বলে অবশ্য ধর্মের পূজা দিব ।
চল ভাই ভাণ্ডারের টাকা কিছু লিব ॥
ভাণ্ডার কাছেতে পাজ ঘোড়হাতে ক' ।
ভাণ্ডারের ঘন কেন লবে মহাশয় ।
একবার বদনকমলে আজ্ঞা পাই ।
যদ্যপি কারো ঘর দিতে পারি ভাই ।
শস্যের সহিত রাজ্য করিব পায়ন ।
কলি যুগে কিরূপে লব ধর্ম লাগে ঘন ॥
যা বলিল মহাপাত্র ক্ষুণ্ণ রাজার ।
সে যেন ডাকিয়া বলে ধরণে বেগাও
বর প্রতি একজন ফোদাল এক ॥
ন বড়ি কাঁথোর সহিত ধর্ম জানি ।
এক জনে দিগের দূর পালে রাজ্যাব
দায়ি সহরে গেলি বাসকার ॥
রাজার কামনা সব পূরা করণ ।
যে ল পাজি যুগের বচন ॥
সামান্য পুণ্য এ নম্র বেগাব
পুলিষ অঃ ন হবে পুজিব কস্তার ।
উপায়ে কোন চোড় শ্রীর বেলা
না আমি নতীরে মহাপাত্র গোপ
এমন বচন চলে বাঁজি বেঞ্চ
খেয়েছিল মুখ ।
ভিল ভিল করি
বেট বলে জি
প্রাণ পেয়ে ইহ
বাসিলী বলেন

দশ দিনে সারিল দেয়াল সাত পাট ।
আড়া কেটে ছুতার তুলিয়া দিল কাঠ ॥
কামিল্যা গড়ন গড়ে পেতে কারখানা ।
লুট কর্যা খড় আনে কারো নাই যানা ॥
ছাইল ধর্মের ঘর পরম সুন্দর ।
সুবর্ণ পতাকা দিল ঢালের উপর ॥
নাটশাল সারিল গায়নের গীতনাট ।
আমিনী বসিবে যাকী হবে বড় হাট ॥
রামরস্তা পুতিয়া দিলেন বনমালা ।
আঁটাল ধবল চাঁরা মানিকি জামা =
বদিলার নামে পাবে কৈল পাট ।
তিনবার চন্দনে দিলেন ছুয়া কাটি ॥
দেখ দেখে অতীত গাথন বৈল হাট ।
পাশের ছায়ায় শিলি বড় মনোহর
দিলি জামায়ায় পাখি বড় মনোহর ॥
হাজির দেবীর চোখের জলধারা
বাব ভয় পায় মনোহর হাটের হাট
পাশে পাট দিলে মনোহর হাট
মনোহর হাটের জামায়ায়
হাজির দেবীর চোখের জলধারা
পাশের ছায়ায় শিলি বড় মনোহর
দিলি জামায়ায় পাখি বড় মনোহর ॥
হাজির দেবীর চোখের জলধারা
বাব ভয় পায় মনোহর হাটের হাট
পাশে পাট দিলে মনোহর হাট
মনোহর হাটের জামায়ায়
হাজির দেবীর চোখের জলধারা

এখানে ভিকিতে আছে ডিঙ্গা বেছে যান ।
 পাশ পাশে দুজনারে দেখিবারে পান ।
 বিচার লাউসেনে রাজা কোলে করানিল ।
 এর দেখে গোড়িড় সহর হাজে গেল ॥
 সোহ মাসে বাদল হ'ল হের দেখে যান ।
 কৈতের সরিষা গেল খামারের খান ॥
 না জানিয়া গোড়ে করিলাম ধর্মপূজা ।
 আমারে বকিত কেন হোল ধর্মরাজা ॥
 আপনি লাউসেন রাজা পূজহ ঠাকুর ।
 তোমা হোতে আশাব যেন দুঃখ যায় দূর ॥
 এত শুনি সেনরাজা করিল গমন ।
 সেনকে দেখিয়া স্থির হইল পবন ॥
 নুচিল বাদল উদয় দিবাকর ।
 মাকতি বিদায় হোয়ে না দেখিয়ে তখন ।
 লাউসেনে পূজা দিল ভেবে নারায়ণ ।
 মধ্য প্রাণদান পাইল হারা পায় ধন ।
 জয় জয় শব্দ হইল গোড় ভুবনে ।
 সেনের গৌরব বড় বাড়িল তখনে ।
 তা দেখিয়া মাহুদের মুণ্ডে পড়ে কান ।
 রাজ বনে অবধান করি হারান ॥
 লাউসেনে দত্ত দত্ত করি কারণ ।
 বিকসিতগিরি হোল বিদায় পবন ॥
 শনিবারে পবন পাইল শশীবর ।
 নন্দ হোল কেবা রম আকর ।
 কর দিলে লাউসেন ধর্মের ভকিত ।
 ঠাকুর হইল দিকু দেখিব যোগ্যতা ॥
 যেখানে দিল যদি হয় জয় লয় ।
 কোথা গেল ক' দিবে পশ্চিমউদয় ॥
 যথিষ্ঠা কোথা দিল পাণ ঘুচে সেন

রাজার কথা অন্তথা করিবে কোনজন ।
 পশ্চিম উদয় দিতে করহ গমন ॥
 সেন বলে করিলে নিবৃত্ত দেখবণ ।
 অন্তহিরি উদয়গিরি এ কথা বোমন ।
 বন্ধার শক্তি নাহি পশ্চিম উদয় দিতে ।
 আমাকে করিলে আজ্ঞা হাকণ্ড বাইতে ॥
 চারি মাস ময়না নগরে আমি যাই ।
 পূজার কারণ জানি লব মারের ঠাক্রি ॥
 পাত্র বলে তোমার জননী যদি জানে ।
 লোক দিয়া তাহাকে আনাব এইখানে ॥
 সেন বলে জননী আপিবেন হেথা ।
 প্রায় বুঝি বন্দী করি যাব মাতাপিতা ॥
 মায় বলে প্রমাণ থাকহ সর্বজন ।
 তব মায়ের মায়ের এলে হয় বন্দীমান ॥
 জাতিবাসি ভাগিনা ভাগিনা বাসে সদা ।
 জাতিমার সঙ্কর নুচিল কলহের ॥
 সেনের কোটালি এরে দ্বারা দেখে লে ।
 সেনের লইয়া এখনি কোটালি ॥
 সেন দিল লাউসেনে রাগিল কাগাগারে ।
 সেন বলে বীর কালু কুমি যাও ঘরে ।
 মায়ে গিয়া কহিবে এ কথা বদরগ ।
 ঘোরতর বিপদে কেবল নারায়ণ ॥
 অবোধ ভূপতি কিছুই নাহি বুঝে ।
 আমার বচনে মেসে পশ্চিমউদয় খুঁজে ॥
 সেনের পাইয়া আজা চলে মরু-
 নৌকারে ॥

দ্বিজ বলে সেন রাজা বদি থাকে স্বরা ।
 ধূপ ধূনা সিন্দূর নায়েতে দাও ভরা ॥
 উড়ির তণ্ডুল লাও কেশ্বর পানিফল ।
 সুবর্ণ কলসে তরি লও গঙ্গাজল ॥
 সাতু মুণ্ড রথ লাও কপিলা নামে গাই ।
 আতপ তণ্ডুল হাণ্ডি নিরামিষ টাণ্ডি ॥
 শারি শুখ পক্ষী লাও পিঞ্জর ভিতর ।
 দেশের বারতা পাব কত দিনাস্তর ॥
 এত শুভা সেনরাজা সাজায় তরণী ।
 বারটা ভকিতে চাপে সামুলা আমিনী ॥
 কান্ধে ঢাক বাজায় বাইতি হরিহর ।
 ইছা রাণা হাঁড়ি চাপে নৌকার উপর ॥
 ফলমূল নিল কত চিনি চাপাকলা ।
 নারিকেল গুবাক নিল ধূনার পাঞ্জলা ॥
 সুবর্ণের হাঁড়িতে ভরিল স্নাত যধু ।
 বাণিজ্য বেণারে যেন জায় বেণে সাধু ॥
 পূজার যতক জব্য ভরা দিল লায় ।
 ঘর ঘর সেনরাজা হইতে বিদায় ॥
 সন বলে এস এস বীর কালু ভাই
 য দেশে হও রাজা আশ্রিত, যাই ॥
 প্রাণ পালন কর দেশে বাক ভূমি ।
 মঙ্গল হোল ভাই বনে যাই আমি ॥
 আশ্রিত হইবে দক্ষিণ ময়না ।
 রাজিতে এসরে লইবে একমানা ॥
 বেটার আশ্রয় হইবে দিনে হবে রাজা ।
 কালু বীরে হইবে পালিবেক প্রজা ॥
 জয়পতি পাঞ্চে দিয়া কৈল সমর্পণ ।
 আমার ময়না হইতে বহিছে তথ

চিত্রসেন খেলা করে বসিয়া মেজায় ।
 বেটা বলা লাউসেন কোলে নিল তার ॥
 সাতবার চুষ খায় বদনকমলে ।
 'ধর' বলে ফেল্যা দিল কলিকার কোলে ॥
 যাইব হাকও দেশ আসি বা না আসি ।
 কলিক্বে বলেন আমি সঙ্গে যাব দাসী ॥
 সেন বলে তপস্রাত্তে বড় হুঃখ হবে ।
 চিত্রসেনে চোখে চোখে সর্বদা রাখিবে ॥
 এত শুভা কান্দিল সেনের চারি রাণী ।
 গোবিন্দ গমনে যেন কান্দেন গোপিনী ॥
 কারুপানে সেনরাজা ফিরে নাঞি চায় ।
 বড় হুঃখ বেড়ি হোল মা বাপের পায় ॥
 পারিল মায়া মোহ সংসার বাসনা ।
 ছাড়াইয়া গেল রাজ্য দক্ষিণ ময়না ॥
 আকুল হইয়া কান্দে ময়নার প্রজা ।
 কহ বলে কোথাকে চলিলে রামরাজা ॥
 রমণী পুরুষ কান্দে বলে হায় হায় ।
 জন্ম বন্ম ঘল্যা রাজা চাপিল ভিজায় ॥
 দণ্ডধারী কণ্ঠারী বসিল বিশাশয় ।
 রাজার চাকর তারা সর্বকাল যয় ॥
 বাহ বাহ বলিয়া ডিঙ্কেয় স্বরা ।
 ছুটিয়া বহিল যেন গগনে তারা ॥
 কালিনী বাহিয়া সরস্বতীতে মিলিল ।
 সলিল সরণি সেন সাই চলিল ॥
 ডাইনে নীলাচল হৈ যোথা জয়
 জয় জগন্নাথ

কলিযুগে বল্লনা করুণাময় জানে ।
 ছলিতে আইল ধর্ম রাজা লাউসেনে ॥
 পশ্চিমউদয় হবে জানিয়া পরতেক ।
 ফকির হৈল ধর্ম আপনি আলেক ॥
 জলেতে মসজিদ ভাগায় আর বনবাজার ।
 ধর্ম কর্যা ধর্মমায়া সব অঙ্ককার ॥
 ফকির হু করে সব কারে নাঞ্চি দেখি ।
 মসজিদ পিঞ্জরে জলে তায় শুক পাখী ॥
 সেন বিনা আর কেউ অস্ত্রে নাঞ্চি দেখে ।
 দামসতি দেদার বলে ফকির সব ডাকে ॥
 দামসতি দেদার আমলা নাদামসতি দেদার ।
 ফকির বলেন বাপা হোদাম আলার ॥
 জয়ধর্ম ডাকিছে ডকিতে বার জন ।
 ফকির বলেন জয় মানে দেবদাস ॥
 জয় জগন্নাথ হরি জয় জগদীশে ।
 আমার সেলাম শুকু তারে কোন্ দিশে ॥
 বুঝিলেন ফকির ভকত বটে এই ।
 ফকারিএ ফকির লাউসেনে ফের দেহে ॥
 শুন শুন পরমহংস হন কোনজন ।
 নেন বলে সেই আল্লা শূন্দের স্বজন ॥
 ফকির বলেন ব নিষেধ কিএ মেরা ।
 এক বাত কহি যা মন মিলেগা তেরা ॥
 পঞ্চ বর্ণের গাভী এ হুঙ্ক কেন ।

বলে এক রাহা এ তব্ব জান ॥

বাপা খুব বদার ।

বা করতার ॥

ভেক ভুজঙ্গম নিয়া যায় এক ঠাঞ্চি ।
 এমনি মূনির আঁজা কোন হিংসা নাঞ্চি ॥
 বাহিল যুগল দহ ময়নার রাজা ।
 দেখিল বিমলাগুরে যথা দশভুজা ॥
 স্বর্গে মন্দাকিনী পাতালে ভোগবতী ।
 ভোগবতী হোতে গঙ্গা নেবেছে বহুমতী ॥
 কোন গিরি হোতে গঙ্গা নেবেছে মোহিতে ।
 সেই পথে গেল সেন পশ্চিমউদয় দিতে ॥
 যেই দেশে নৃপতি কপোতসুত রাজা ।
 সেই পথে গেল সেন করিতে ধর্মপূজা ॥
 দেখিল হাকণ্ড নদী বয়েছে উজান ।
 সলিল রয়েছে পূর্ণ শোণিত সমান ॥
 সামুলা আমিনী সব দেখাইয়া দেই ।
 চেয়ে দেখ বাপুণে হাকণ্ড নদী এই ॥
 এই নদী হাকণ্ড সর্ব শাস্ত্রেতে কয় ।
 সঙ্ঘাকাল হোলে সূর্য এইখানে নায় ॥
 এই গিরি দেখা যায় বড়ই বিস্তার ।

আড়াস হোলে হয় অঙ্ককার ॥

এহন, পুজিলে ধর্মের দেখা পাবে ।
 বন কাট ৬ শ্রমের পূজা দিবে ॥
 এত শুনি তরঙ্গী ছিল লয়ে ঘাটে ।
 জয় দিয়া ডকিতে কুলে ক গিয়া উঠে ॥
 ইছা রাণা হাড়িকে ডকিয়া ল পা ॥
 বন কেটে কর তুমি ঘাটের দি করে ।
 আঁজা পেয়ে ইছা রাণা কুঠারি ৬ ৥
 নানা জাতি বন কাটে ঘাটের ল সোনা ।
 সেওড়া সেকুল কাটে ভাল হোতে খুনা ॥
 কাঠ বেছে রাখে জাতির ঘাটে ।
 বন কাটে হাক কাটে ॥

এইখানে অঘোর বাদল পালা যায় ।
হরি হরি বল সবৈ ধর্মের সভায় ॥

জ্বলিলে এ কাণ্ড চিত্তে পূর্ণ অভিলাষ ।
অনাদি মঙ্গল গায় কবি মানদাষ ॥

ইতি অনাদি মঙ্গল নামক মহাপুরাণে অঘোরবাদল পালা নামে একবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥

দ্বাবিংশ কাণ্ড ।

জাগরণ পালা লিখ্যতে ।

বন কেটে ইছারাণা বাঞ্চিল বসতি ।
তাহাতে পূজিবে রাজা ধর্ম গুণনিধি ॥
পূজার যতেক জব্য এনেছিল নায় ।
রাজা পেয়ে ভক্তিতে তুলিয়া নিল তারি ॥

ব্য যত গাজনে রাখিল তারি সারি ।
হর্ষে কলসে রাখিল গঙ্গাবারি ॥
কাছে ঢাক খাওয়া বাইতি হরিহর ।
বেত হাতে নাচিছে হুগুড় সঙ্গার ॥
জয় ধর্ম বল্যা রাজা মুক্ত কৈল কেশ
রাজপাত্রা ঘুচাইয়া হোন সন্ন্যাসী বেশ ॥

ধর্ম ডাকিল ভক্তিতে এগরি ।
কণ্ডের জলে চান্না নৈল অন্তর ॥
তোর হুগুড় করিল বন্দনা ।
কান্দে হোল পাখকের সোনা ॥

বরিতে হারাজ আইল গাজনে ।
অলঙ্কার পূজা বৈসে সাবধানে ॥
খাসন করি তখি ভূতভক্তি হোয়ে ।
ধর্ম পূজা লাগি সেন উপবাসী হোয়ে ॥

দিনে লক্ষ তুলসী দেয় গঙ্গাঙ্গা বদ্যে ॥
অনাদি মঙ্গল গায় কবি মানদাষ ॥
ত্রিহা কেটে দিল দিল কলাপাতে ।
তবু দেখা না হইল ঠাকুর জগদাধি ॥

হে ধর্মঠাকুর দিনের দিবাকর ।
কপট তেজিয়ে দেহ পশ্চিমউদয় বর ॥
ভক্তবৎসল তুমি ভক্তের কাজে ।
হৃদয় রক্ষ কৈলে তত্ত্বতৈ সমাধে ॥
ভক্তবৎসল তুমি ভক্তের গতি ।
পূরণে শুনেছি তুমি পাণ্ডবসারথি ॥
যতুগৃহে সেকালে পাণ্ডব পঞ্চজন ।
হোয়ার নামে নিস্তার পেয়েছে এংজন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী কৃষ্ণজি সাথ ।
অর্জুনের অমৃতত আপনি রাখানার্থ ॥
আপনার বক্ষন না বাপের পায়ে দিয়া ।
শাক্ত এসেছি প্রভু কবি অভাগিয়া ॥
হলো বন্দী জনক জনক, দুইজন ।
এ বারো পঞ্চদশ হোয় নাহি দরশন ॥
এত বল্যা লাউনে ধর্ম পূজা করে
হোথা বাজ পুণ্ড্র গিরি গজেন্দ্রবাহনে ॥
লাউনে রেল হাকত ভিতর ।

নাহি দে পাতর নিয়ে শুনহ উত্তর ॥
বান গিয়ে যাসকে কপটি নৌডেশর ।
অনাদি মঙ্গল গায় কবি মানদাষ ॥
মাপা বলি কহিলেন ভক্তকবি উলি ॥
কৃষ্ণকথা শুনিতে রাখার মেল মন ॥
নন্দবাসী বনে গেল বেবেব কারণ ॥

কলি আর আপুর নজের তেল পীড়া ।
 দ্বাদশ বৎসর গেল রাজপাট ছেড়া ॥
 নল আর দময়ন্তী ফিরে বনে বনে ।
 শোলমাস পড়েছিল কুড়াইল গণে ॥
 দাহন করিতে দিল দময়ন্তীর হাতে ।
 বলিতে লাগিল রাজারাগীর সাক্ষাতে ॥
 গোড়াইয়া আন মীন করিব ভক্ষণ ।
 এত বল্যা গেল নল করিতে তপণ ॥
 গগনে চাহিয়া দেখে অবসান দিন ।
 দাবানল পাটবাণী গোড়াইল মীন ॥
 পাটবাণীতে গোড়াইল বাক গোড়াইল ॥
 পরম আনন্দ রাজা একথা শুনিয়া ॥
 মাহদিগে সমস্ত শুনে মনে মনে ।
 নলদশা ভাগিনার বটল হস্তধিনে ॥
 পাত্রে বলে এখন কি করিব উপায় ।
 কোন বন্ধে ভাগিনা যমের বাড়ী যায় ॥
 পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছে ভাগিনা ।
 আমি আজ লুটে নিব দক্ষিণ ময়না ॥
 লুট কর্যা আনিব সেনের মালমাতা ।
 রামমণি মুকুতা পরেশ হীরে গাঁথা ॥
 ভাগিব সেনের বাড়ী না রাখিব দেশে ।
 সেনের ভিটার মাঝে বুনিব সরিষে ॥
 মনে মনে যুক্তি করিয়া মতিমো ।
 বেলা পাঠানে দিব চাণী ভাগিনা বো ॥
 কলি বড় দিব হাসান হোসেনে ।
 সিয়লার বিবাদ ঘটান হোসেনে ॥
 ভাগিনার বংশে যেন নাহি দেয় বাণী ।
 হাতীর পায়ে ফেল্যা নিব চিহ্নসেন নাতি ॥
 আমি আজ লুটে নিব ময়না মধুপুর ।
 তবে ত আমার বুকে বুচিবেক দুখ ॥
 তবে যদি এই কর্ম করিবারে নারি ।
 তবে আমি মহাপাত্র নাম বুখা বরি ॥
 এই যুক্তি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে ।
 আরবার কহিছে রাজার বিজ্ঞানে ॥

আমার মন রাজা শুন মন দিয়া ।
 লাউসেন ভাগিনা কোথা দিল পাঠাইয়া ।
 পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছে ভাগিনা ।
 কোথাকার গুণা লুটে দক্ষিণ ময়না ॥
 দিবস দুপুরে গুণা উজানির মাঠে ।
 তিন সন্ধ্যা পড়েছে ময়নায় আগর হাটে ।
 রাজির ভিতরে গুণা বার ক্রোশ যায় ।
 লোকের ঘর ছুয়ার ভেদে কলিচূণ খায় ॥
 গুণায় লুটিল রাজ্য হৈল বাধান ।
 অতঃপর ময়নায় হবে সমাধান ॥
 স্বাক্ষর পণ্ডিত হোল চারি বেদ ছাড়া ।
 কারহ পলায় ফেলে কাগজের তাড়া ॥
 অনাদ্য পদারবিন্দ তরঙ্গ কেবল ।
 রামদাস যায় দীত অনাদ্য মঙ্গল ॥

নারি রাণী পলাইল চারি বাজার বি ।
 বীর কালু দোহ দিব কি ।
 বুঝত, "য কারো হাতে কীথে পো ।
 মেঘেতে বিদ্যে "শন নেগনের লো ॥
 পড়িলে উঠিতে না। "কশ নাহি বাহে ।
 কোথা ছিল পাপ রাহ গল্প "দিল চাদে ॥
 ভামূলী পলায় পথে গোয়াল ।
 মোদক পলায় কত ক্রমে ফেল্যা ।
 ভাজিল ময়না রাজ্য হৈল বিধান ।
 রাজা বলে কর ভাই যা হয় বিধ ।
 সাজ পাত্র যতেক লইয়া দলবল ॥
 সাজ পাত্র হোরে বাবে ভৈরবী ॥
 কালি গিন্না পাত্র উ ।
 অতঃপর সাজ পাত্র ।
 গুণা বরি আনিব গুণার ।
 রামমণি মুকুতা মাথার খজ ।
 গুণা বরি দেখিব হকিণে ।
 ব্রহ্মাণ্ডের রাজার বাজারে খান ॥

আপনি সাজিতে যায় রাজা গোঁড়েশ্বর ।
 পাত্র বলে মোর মুখে পড়িল বজ্রর ॥
 হৃদয় সাগর পাড়ি ডাবে মনে মনে ।
 রাজাকে সাক্ষ্য কয়ে মধুর বচনে ॥
 তুমি যাবে শিকারেতে রাজ্যে সর্বনাশ ।
 অরাজকে গোড়দেশে মজিবে নরেশ ॥
 দিবসে লুটিবে রাজ্য সকল ডাকাত ।
 কদাচিত সজ্ঞনের রক্ষা হয় জাত ॥
 রাজ্য সজ্ঞাজিৎ মৈল আপন সাধনে ।
 রাজপাট ছাড়ি মৈল লঙ্কার রাবণে ॥
 নকর হইতে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয় ।
 তবে কেন আপনি সাজিবে মহাশয় ॥
 হাতে অস্ত্র পাইলে তুমি মুখে নাহি যায় ।
 কি কাজ আকৃষি যদি হাতে ফল পাই ॥
 তুমি আমার হাঁকুর কেবল জগন্নাথ ।
 আমি তোমার নকর কেবল বাহন জাত ॥
 প্রজার পালন কর দেশে পাক তুতি ।
 গণের শিকার করি আমি গিয়া আমি ॥
 আমি পাত্র জোবাকুর না করি ন ॥
 হাতে চাহিয়া আপনিই ॥ ১ ॥ ধরে ॥
 কান্দনী গজাব জলে নৈবেদ্য খাব ভাত ।
 সবে ভাগিনা-কাটিব কলাপাত ॥
 এক যক্ষ্ম লে কালুশিহ্ন দম ।
 ক... তোমার নর মঙ্গল ॥
 আপনা... দি বলে কদর্জি বাণী ।
 গৌরব ক... হইবে হানাহানি ॥
 কার্য্য ব্রাহ্ম... করিল নিবেদন ।
 বল ভাসে ঘুচা দাস বিরচন ॥
 এটি বলে বেছে

সাজিল মুকুন্দ মল তাহার দোসর ।
 ভীম পরাজয় মানে যাহার সময় ॥
 রাজার জামাতা সাজে হুবকরাজ না ।
 হাতী করে বোহে আনে হিননের কা ॥
 পবনপাথর ভাসে সাগরের ফেন ।
 পাত্তের ভাগিনা সাজে নামে রূপসেন ॥
 রাম বীর রূপসেন বম অবতার ।
 তার সঙ্গে ঘোড়া সাজে বাহার হাজার ॥
 উভদলে কোমর বান্ধে সেধ বাহাদুর থা ।
 যার পান যোগায় তামলী হরি দী ॥
 সাকি বাকি সাজিল বমজ ছই ডাই ।
 গোঁড়ে ঘোবা নাহি মানে রাজার দোহাই ॥
 চুড়া নামে ঢালী সাজে জাতিতে তামলী ।
 হাজার বাহুরী তার তিন হাজার ঢালী ॥
 ইন্দ্রে খেটে কোমর বান্ধে ডাট গজাধর ।
 নাক দিগ চাপে গিয়া হাতীর উপর ॥
 হুজোড় কাবাড়ি আর হাবনিয়া ঘোর ।
 ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ ॥
 উভদলে কোমর বাপে রমতির জোম ।
 পান বান্ধে সমস্ত বদমে চাল বম ॥
 ফরিবাল পাগ দিতে যাকের আশ্রয় ।
 বাইল তখনে পাগ সাগর তল ॥
 আবাস: সারস পড়ে নাহি কুক বোল ।
 কুম্ভমেট্টা পানী মনে কুম্ভ কোল ॥
 তেঁতুলে বাদী সাজে বয়ের দোসর ।
 হাড়িয়ে তাম্রকুট ইশের উপর ॥
 তিন হাজার ঢালী তার অনেক বাহুরী ।
 আঙুলে মারি করি বানেন হয় ত্রিক ॥
 রাতিত হাটুত মেয়ে আছে মনকান ।

ইন্দ্র যুক্তিকা বাছা আমি নিধে চোর ।
 ময়না নগরেতে লাগাও নিক ঘোর ॥
 শয়নে বেজন থাকে বসে ঘেবা খায় ।
 কর্ণীর দোহাই আছে আগে ধর তার ॥
 দোকানী পসারী ঘেবা পথে ফেরী যায় ।
 দোহাই ভবানীর আছে আগু পাড় তার ॥
 যুবতীর ছুই চক্ষু ধর দৃঢ় করি ।
 মনের আশুনে রাতি আগে গ্রহর চারি ॥
 ছয় মাসের নিকে যদি না লাগে তাহার ।
 ভোজরাজের আত্মা কুন্তকর্ণের দোহাই ॥
 এত বলি হুক দিয়া উড়াইল মাটি ।
 ছয় মাসের তরে ময়নার পড়িল নিন্দাটি ॥
 নির্ঝাঁকু করিয়া যায় ময়না নগর ।
 চৌকিতে চলিয়া পড়ে কান্দুনিহ বর ॥
 সাকা শুকা তের বীর ছুঁয়ে গড়াগড়ি ।
 এক টাই ঢাল পড়ে অজ্ঞের পায়দ্বী ॥
 তৈল লবণ নগরে বেচে যেন জন ।
 সেইখানে নিদ্রা যায় পাতিয়া বসন ॥
 যবতী ধুমায় যত যুবকের কোলে ।
 ছুঁনী ডগিয়া পড়ে রক্তের ॥
 ধন বসন তার চাপা ১০ গা ।
 সাধ করে খোঁপা কুঁড়ি জিন ছায়াময়ের মা ॥
 গড়াগড়ি গেল সাধের বাবন ।
 বাধা কালে না করে সেদিন ॥
 রসিক ক রস খেতে ছিল চুম ।
 কাল হল র যুখে দুজনায় ঘুম ॥
 ধরেতে মাঝা পুয়ার নাভেতে কুকুর ।
 কুলবনে পড়ে রছিল হস্তক ময়ুর ॥
 কুকুল ভ্রমণে মিলিল যত ঘন ইন্দ্র ।
 জেনে যুক্তি আশেতে কোন চোখ ১১ গা ।
 নিন্দেয় কোন শিশু নিন্দা পূর দেয় দাঁড়ী ।
 যাকে পার নিন্দাটি সেইখানে গড়াগড়ি ॥
 প্রীতি ভায়া ভীত নে ঘন মাথা নাড়ে ।
 নিন্দাটি পড়িল গুণ্ডী পড়ে ভীত পাড়ে ॥

নিন্দাটি পড়িল যে ময়নার সাত গড় ।
 দবে মাত্র জেয়ে রৈল সামন্ত জাকড় ॥
 ধনমন্ত দুমুনী জগিছে পাতিদিনে ।
 অতএব নিন্দাটি নাই লক্ষ্যাব নয়নে ॥
 তরে আছে ডোমের বেটা ছুঁয়ে আছে পা ।
 অতএব চৌগ্রহর আগে সাকা শুকোর মা ॥
 ভেলকী ভোজের বাজী বাড়িল বাজারে ।
 গায় কবি রামদাস অনাধোর বরে ॥

ঘন ঘন বারতা জানে কালুর স্বয়ংবার ।
 নিঃশব্দে সকল চোর দেখে সব বাজার ॥
 আট গুণ্ডা বাজার মোপ নিঃশব্দে ঘাটি ।
 কামস্ত পাড় দেখে সমুখে তেলী বাটি ॥
 জুসানে দোকান ঘর পরিবার বন ।
 গজল কাঞ্চন যদি পুরোঁর বরণ ॥
 ধরেতে প্রদীপ লালিতের দেখে আগা ।
 গৃহস্থের বসধান ঘটপাটী খালা ॥
 ঘন দেখে পুরন করিতে নারে হিয়ে ।
 কেন চাকরি ক বলাব আপনার মাথা খেয়ে ॥
 হায হায করিয়া বপালে জানে হাত ।
 বাজার চাকুরি লগা ধরে নাই ভাত ॥
 দিক বালুক যেমন পরের আশা করে ।
 নদীকুল থাকতে কেন ঘরে বসে রয়ে ॥
 পরদন অরগত অসার জীবন ।
 পরের আশা করে তার জীবনে মরণ ॥
 এত বলি চোর ভাসে নয়নের জলে ।
 বখান জনন মোর হল কলি ফালে ॥
 বখান জনন মোর হল কলি ফালে ॥
 বখান জনন মোর হল কলি ফালে ॥
 বখান জনন মোর হল কলি ফালে ॥
 উপনীত হল গিয়া ভোমেদেব পাড়া ॥
 বেড়া পাঁচীর ভোমেদেব চৌচালা ঘর ।
 স্ববর্ণ কুমড়া দেখে চালের উপর ॥

ধর্ম পূজা করিতেছিল লক্ষ্মী ডুমুরী ।
 চোরের তনিতে পায় চরণের ধ্বনি ॥
 পূজা রেখে ভোমের বেটা মনে যুক্তি করে ।
 যম ইচ্ছা কর্যা না আসে ময়না নগরে ॥
 এ দেশে লক্ষ্মীর ঘোর কেবা নাহি জানে ।
 কেন বেটা এসেছে রে ময়না ভুবনে ॥
 আপনার কানে গেয়ে মহুঘোর সাড়া ।
 চুপে চুপে ডুমুরী ধরিল ঢাল খাঁড়া ॥
 কাট কাট বলিয়া তকপি হুল্লাবি ।
 চোর বলে বাপ রে পড়িল মহামারি ॥
 পাছু হতে ডুমুরী ডাকিছে ধর ধর ।
 নিদে মিটে চোর কৈল চরণেতে গুর ॥
 চুপি চুপি চোর সব পলায় চকল ।
 কালীর ওরে পায় হল কাণ্ডাজল ॥
 পাছু হতে ডুমুরী কিরিয়া এল ঘরে ।
 নিদে মেটে চোর গেল লক্ষ্মীর ভিতরে ॥
 পাজ বলে চোর সব এস খাই দিগে ।
 থমাই কাবাই আমি ভোমাদের দেখিগে ॥
 কহ দেখি রাজার কুশল সমাচার ।
 কোন্ ঘাটে গোলিনী গঙ্গায় হলে পার ॥
 কহ দেখি কানু বীর কার্য করে কি ।
 কোন্ কক্ষে আছে লক্ষ্মী সান্না ভোমের দিগে ॥
 চোর বলে জানা গেল চতুরানিপনা ।
 আজ্ঞা কর রাজসেনা বেড়ুক ময়না ॥
 এগার বৎসর হল রাজা নাই পাটে ।
 ধর্ম পূজা করিতে গেছে হাকপের ঘাটে ॥
 এত শুনে মহাপাজ হাসে খল খল ।
 গা তোল কোমর বাঁধ পাঠান যোগল ॥
 আজ চল ময়না রাজ্য হানা দিবে ।
 এত বলি জিন সব বাড়িল ঘোড়ার ।
 হুসেন বলে বাবা জাকর খোদার ॥

একবারে ঘোড়া সাজে বাহান্তর হাজার ।
 ঘর ঘর শব্দে কালিনী হোল পার ॥
 হতী ঘোড়া পার হল মাহুঘ প্রবীণ ।
 কাদাপারা জল হল মরে গেল মীন ॥
 পাংর ফেলিলে যায় এক পক্ষে তল ।
 ঘোড়ার চাপানে হল একহাঁটু জল ॥
 হাজার হাজার আগে চলে বেলদার ।
 ঘোড় ঝাড় কন্দর কাটিয়া একাকার ॥
 মানা কেটে হানা বাক্কে গাড়ী যেতে চায় ।
 হাতী ঘোড়া রাউত মাহুত পায় পায় ॥
 চৌদিকে বেড়িল গিয়া দক্ষিণ ময়না ।
 কান্ডনে আগুন যেন উথলিল সেনা ॥
 দিনকর চকোরে হইল বেন চালি ।
 ফিরিঙ্গি আগুলে বৈসে নব্বই কাহন ঢালী ॥
 কেলিলে সরিষা মুগা নাহি যায় তল ।
 চৌতিতে বেড়িল গিয়া পাঠান যোগল ॥
 বেড়িল রাজ্যক সেনা অকালে অনিল ।
 পায় লক্ষ্মীর রাখিতে নাহি তিল ॥
 গড় ৩০ হস্তীপলা কনখে শব্দ ।
 অঁধার ঘাট বেন গরুত্রে জলদ ॥
 বড় বড় ঘর ভাঙে ডু বড় কাঁত ।
 রেইটি পাথরে হাতী বড় দাঁত ॥
 বড় বড় গাছ ভাঙে তার পান খাল ।
 হাতী ঘোড়ার মলমুত্রে নদী ন
 টলমল করে ময়না পদ্মপুজে জ
 অজ্ঞান্যামী নারায়ণ জানিল সব ॥
 ধাওয়াধাই কালুর শিতরে দহে ॥
 স্বপনে সকল কথা জানাল ভবন ॥
 গৌড় হতে মহাপাজ লয়ে বাত সেনা ।
 কালরাজি নিশিধোর হইল নির্ভয় ।
 দুর্গা পূজা কর বাপু রণ হবে জয় ॥

উঃ হুঃ ডাঁড়ি জাগ নড়বড়ি
আমার শব্দ রাধা ।
শব্দ পাইয়ে আইল খাইয়ে
কহ কালু সমাচার ।
ডোম তের স্নান কিসের কারণ
আইল ঘরে আমার ।
কালু কহে তাই কিছু মথু চাই
এসেছি তোমার বাসে ।

ব্রজবর নন্দন গীত বিরচন
গাইল রামের দাসে ॥

योग का प्र सिद्धि

১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

সাত বড় ডোম তোর জন ।
 সাত দিঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥
 হাক ডোম জান করে বীর কালুর শাল ।
 কীর বশ রাখে কত চিনি চাঁপা কলা ॥
 মধু পিঠে মিলনে সৌরভ বয়ে বাষ ।
 ওদন ব্যঞ্জন পিঠে পরিপূর্ণ তায় ॥
 বীর কালু গড়ে কালী মূর্তি দশভুজা ।
 মধু মাংস মিশারে চণ্ডীর করে পূজা ॥
 পদ্মহার গাঁথি কালু দেয় কালীর পায় ।
 ব্রহ্মার জননী-স্নান আরগো হেথায় ॥
 উরুমালা বাঁধে ধনী বৈরাগিণি বাজনা ।
 কেহ বলে পূর্ণ হল ব্রহ্মার বাসনা ॥
 জয় হুগাঁ বলে পদ্মা দেখে দৃষ্টি দিয়ে ।
 বীর কালু পূজা করে আমায় গিয়ে ॥
 ধন্য বাছা বীর কালু আমার পূজা করে ।
 অধিকার দিব আজি পূর্ণ উপরে ॥
 স্রব্ধি কালুকে আজি কুব্ধি ধরিল ।
 ভবানীর নামে মধু না-নিবেদিল ॥
 উৎসর্গিয়া নাহি দিল মাংস তে ভবানী ।
 পাসরিয়া ডোমের বেটা শাইল আপনি ॥
 ধরিতে নারিল মন, এ বড় অপায় ।
 ডাকাডাকি ডোম সদ মদ বেটে খায় ॥
 মদ খেয়ে হান কাট চণ্ডীর শব্দে ।
 হাজার হাতীর বল রাখে বাম হাতে ॥
 ছোট তাই তুলে দেয় বড় ভেয়ের মুখে ।
 কেহ বলে সর্বকাল যাক এই হুখে ॥
 কেহ বলে লাউসেনের পুত্র তার ভাক সব ।
 কাল হইতে চণ্ডির বাড়ীতে মদ খাব ॥
 বিনে ডোম কহিছে কালুর বর্তমানে ।
 বেটি বেচে সোনা দিল স্রো চণ্ডির কানে ॥
 জয় হুগাঁ বলে পদ্মা দেখে দৃষ্টি দিয়ে ।
 এমন কেন হল কালু মদক হইরে ॥
 পুরুষ পুরুষে বেটা ডোম পূজা করে ।
 তবে কেন ডোমের বেটা আমাকে পাসরে ॥

নিমন্ত্রণ করে আনি করাল উপবাস ।
 বারে বেটা কালু তোর হবে সর্ব নাশ ॥
 সাকাতকো কাটা বাবে ডোম তোর জন ।
 বীর কালু কাটা বাবে সত্যের কারণ ॥
 কালুকে শাপিয়ে চণ্ডী চলিল ঘরিত ।
 অহকারে নষ্ট বেন গেল পরীক্ষিত ॥
 অর্জুনের শক্তি যেন হরে নারায়ণ ।
 আরবার মদ খেতে করিল গমন ॥
 মদ খেয়ে ঝাতাল মুখেতে নাই বোল ।
 চণ্ডিদের কি বউ দেখে দিতে চায় কোল ॥
 আজি কেন হেথা দেখি সাকাতকোর মা ।
 তোর রূপ দেখিয়ে ধরিতে নারি গা ॥
 আই মরি মদমাতালে বলিতে বলে কি ?
 জাত নিয়ে পলাইল চণ্ডির বউ কি ॥
 ছুটে যেথা পূজে ধর্ম লক্ষ্মী ডুম্নী ।
 ডাকাডাকি করে দোহাই দিতেছে চণ্ডিনী
 'জা নাই পাটে আজি হৈল অকারণ ।
 কেন তোর পতি লক্ষ্য রাবণ ॥
 আর বীর কালু মানী বলে যায় ।
 আজ কেন 'মদ বেটা আলিঙ্গন চায়' ॥
 এত শুনি ডুম্নী চলে করে ডর ।
 গেল যথা কালু বীর ধূসর ধূসর ॥
 বাহ পাসরিয়া লক্ষী কোলে নিল তার
 অজ্ঞান হয়েছে কালু জ্ঞান না
 সুরা পানে মত্ততা বনেতে কবে ॥
 গড় করে মেগের পায় আর কালু ॥
 হেনেগো ডুম্নী তোরে দণ্ড করি ।
 তোর হাতে মপি রাজ্য ময়রা নগরী ॥
 আজি মত্তমাতাল হইয়া আজি আমি ।
 আমার বদলে দেশে চৌকি দাও তুমি ॥
 আজি যদি রাখিতে পার রাজ্যের ময়না ।
 রাতি পোহাইলে দিব হীরে মতি সোনা ॥
 আমি আনি ডুম্নী তোমার বত বল ।
 লক্ষে পার হতে পার লরবতীর জল ॥

যে কালে কুমারী ছিলে মা বাপের ঘরে ।
তোমার শর পড়েছিল লঙ্কার ছায়ায় ॥
তাইবার ভোমের নাম রাখলো ডুমুনী ।
হেঁটার ধরিয়া রাখ মরনা অধনী ॥
দলী বলে প্রাণনাথ গুন মন দিয়া ।
কি বলে রাখিব মরনা নারী জাতি হৈয়া ॥
খেলাকুমে যেতাম আমি লইয়ে ছাবাল ।
নিশান পুতে বিক্ৰিতাম সাতাশ বিড়ে ফাল ॥
তখন গৌড়ে না ছিল আমার তুল্য ঢালী ।
পূর্ণিমার চাঁদে গোসাঞি কোন্ দোষে কালী ॥
সাধ করে চন্দন সদাই পরি চুরা ।
চাপড়ে ভাঙ্গিয়া যেতাম আড়াই বুড়ি গুরা ॥
ঘোষনের ভরে ভুঞ্জে না পড়িত পা ।
এখন হুঁয়েছি আমি তের ছেলের মা ॥
পাকিল মাথার কেশ শঙ্খের বরণ ।
হুমি ধরি উঠি বসি বতই যাতন ॥
বুড়াকালে বলবন্ধি যায় রসাতল ।
উঠিতে বসিতে নারি দেহ টলমল ॥
এখন বদন নাহি সেকালের পারা ।
কানের বদলে মাকন্দ হুল ॥
খা শুনিয়া বীর করে বৈ যায় ।
মাগ পোয়ের কথা কলো সদা নাহি যায় ॥
বেটা ল শক্ত আর মাগ হ'ল আন ।
অব পূর্বের অপমান ॥
মাগা চোকরা রাশিব বাড়ীঘর ।
পাবার বেটা সবাই থাকে এথা স্বতস্তর ॥
এত তনি বলি কালু গণিল প্রমাদ ।
হেনকালে ছুড়ী ছাড়িল সিংহনাদ ॥
ছুমি সিংহ রাগ আমি তোমার পনিভা ।
লাউনে ধরাতে পারিব গৌড়ের ছাতা ॥
ইন্দ্ৰ এসে রণ দেয় আমি দিব হানা ।
তিন লোকে তনাব সময়ে স্বনবনা ॥
প্রজাপতি পুরন্দর বধিব তাহারে ।
যম এলে বলি দিব হুর্গার বর্পরে ॥

ছয় বেটা সাত বেটা তের ছেলের মা ।
থাকে বীর সমে জাকু নখের সেনার ঘা ॥
তের ছেলের মা বটি ভবু নহি বুড়া ।
বাটুলে উড়াতে পারি পুরুতের চুড়া ॥
হয়-নয় চিনিয়ে দেখ মাথার ছত্বর ।
তোমার বামে হুন্টা গোড়াই বামা ৩৩৩ ॥
তের তোমে তোমার বাঁশে মিতে নারে ভরা ।
সেই বাঁশ কেবল লখের ধমু খাড়া ॥
কালু বলে ও কথার প্রত্যয় নয় মনে ।
মৈল সজাতি রান্না ভুবন বাখানে ॥
এক শরে পাথর করিতে পারি কাঁড় ।
তবেত তোমাকে দিব মরনার ভার ॥
এত তনি ডুমুনী চরণে করে ভর ।
অবিলম্বে চলে পলা বাসর ভিতর ॥
সিকার উপরে বাঁশ আনিল পাড়িয়ে ।
নেতের আঁচলে ধলা দিল উড়াইয়ে ॥
বহুর উপরে বাঁশ বুকে দেয় পা ।
বাজিতে বহুমাত্রার বিপরীত দ্বা ॥
হাদেগো ভোগেদের বেটা তুলি লগ ধমু ।
তোমার পাতীর ভরে কাঁপে নোব তমু ॥
লঙ্কে বলে বহু তোর মুখে পড়ুক বাজ ।
এমন কথা কহিলি তোর মুখে নাই লাজ ॥
যেকালে তৈল মহাভারতের রণ ।
দুষ্টিগির রণেতে দারিদ্র্য দুর্গোদন ॥
রঘুবংশ জরবংশ সূর্যবংশ বল ।
ভারচেয়ে চক্রবংশ রণে বলবান ॥
গজার নন্দন ভীষ্ম সবাকার মূল ।
কেমনে সহিলে তার ধমকের ধম ॥
এত বলি বাঁশ তুলে রাখিল অমূল্যে ।
জয় দুর্গা দুর্গা যন ডেকে ডেকে বলে ॥
কালক্রম বাঁশখানি গেটে গেটে মণি ।
কালামুখী কালিকে কেবল কাদম্বিনী ॥
তিন গোটা বাণ লয়ে করিল গমন ।
বীরের নিকটে গিয়া দিল বরশন ॥

অনাদিপদরাধিন্দ ভরসা কেবল ।

রামদাস বিচরিল অনাদি মঙ্গল ॥

লখে লয়ে ধনুশর বীরে বলে জোড়কর
কর বীর সত্বরে গমন ।

কেমন পাবাণ থান দেখাইবে বর্তমান
চল বাব আধড়া ভবন ॥

আমি লক্ষে মেয়ে ছার সঁপিলে ময়নাভার
বিজিবারে দাক্ষণ পাথর ।

কেবা হেন বীর আছে আসিবে আমার কাছে
মরিবারে ময়না নগর ॥

কালরাত্রি নিশাঘোর এসেছিল একচোর
কালিনী করিয়ে কিংবদন্তি পার ।

সেই হাতে সকাগেতে ধর্ম পূজি অকুচিতে
তোমা লয়ে হ'ল মহামার ॥

তঁড়ির বাড়ীতে গিয়ে স্বরাপানে মত্ত হয়ে
করেছিলে অকাল প্রলয় ।

রাজা নাই রাজপাটে হাকণ্ড নদীর ঘাটে
দিতে গেছে পশ্চিমউদয় ॥

লক্ষ্মিয়ে যতেক ভাষে কালু মহাবীর হাঙ্গ
ডুমুনীর মাগে আলিঙ্গন ।

রচিয়ে ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়ে বন্দ
রামদাস করিল রচন ॥

তুলে দাও পাবাণ অঙ্গার কর তুমি ।

তবে ত পাবাণধান বিধিতে পারি আমি ॥

এত তনি বীর গেল পাবাণ তুলিতে ।

স্বমেক পর্ত্ত যেন লাগে বীরের হাতে ॥

শঙ্কসিঁরি গোবর্দ্ধন কিবা হিমালয় ।

তুলিতে না পারি বীর মাগে পরাজয় ॥

তা দেখিয়ে ভোমের বেটি থিক্ থিক্ বলে ।

বাম হাতে পাবাণ তুলে ধনুকের হলে ॥

ধনুকের তলে তুলে ঘন দেয় পাক ।

আকাশে ফিবাণ যেন কুমারের চাক ॥

আজ্ঞা হোক পাবাণ বিজিয়ে কাজ কি ।

এই পাবাণ রাবণের গড়ে ফেলে দিই ॥

নয় আজ্ঞা কর ফেলি দক্ষিণ সাগরে ।

নয় আজ্ঞা কর ফেলি কামাখ্যা ছয়ারে ॥

বলিতে কহিতে পাবাণ ফেলে তুমিভলে ।

অয় দুর্গা রক্ষিনী বিশালা বলে চলে ॥

শরভূড়ে ধনুকেতে ডেকে বলে মার ।

বোল সাঙ্কের পাবাণ শরিতে হ'ল ফার ॥

পাবাণ বিজিয়ে শর তারা হেন ছুটে ।

গগন মণ্ডলে শর তালি হেন উঠে ॥

সেই শর পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর ।

বিভীষণ তরাসেতে কাঁপে থর থর ॥

উদ্ধাপাত সম শর ঘুরে ঘুরে বলে ।

পাতালে ঠেকিল বন্ধুণের রসাতলে ॥

লি রাজা অনন্ত বাহুবী কৈল ভর ।

ঠা রছিল গিয়া ডুমুনীর শর ॥

মহেন্দ্রে মর ধরিয়ে ছিল যে ।

ডুমুনীর শর পুঠে থুইল সে ॥

পাবাণ বিজিল লক্ষে সামন্ত বাকড় ।

কালু বলে রাখ লক্ষে মরনার গড় ॥

এত বলি বীর কালু পড়িল ধ্বংস ।

বিধ তলে সন্ধ্যাকালে শনিবার

তা দেখিয়ে ডুমুনী কপালে মারে ॥

না জানি এবার কি করেন রাধাধি ॥

এত বলি প্রাণনাথে কোলে করি নিল ।

আপনার শরন মন্দিরে চলি গেল ॥

প্রাণনাথে শোয়াইল খাটের উপর ।

তুলিচা বিছানা তার উড়নি চাদর ॥

একপে পরাণনাথ নিজা বাও তুমি ।

বা কর গোবিন্দ আজ চৌকি দিব আমি ॥

অন্ধকার রায়ে বড়ি নাহি দেখে বাট ।

রেউটি পাবাণ বাক্য কালিনীর ঘাট ॥

অঙ্ককার রাজে বৃড়ি চারি পানে গায় ।
 ভাতকাটা কেলে হাঁড়ি অলে ভেসে যায় ॥
 ভাতকাটা ভেসে যায় আর কলাপাত ।
 লস্ক্রে ভাবে ময়নাতে কেবা খেলে ভাত ॥
 লাফ দিয়ে উঠে বৃড়ি গড়ের প্রাচীরে ।
 দেখিল রাজার দল গড়ের বাহিরে ॥
 ডাক ছেড়ে বলে লস্ক্রে ভাগর ভাগর ।
 কোন্ বেটা এসেছেরে ময়নার গড় ॥
 ঘরদল কি পরদল পরিচয় দে ।
 এত রাজে ময়নার গড়ে এলি কে ॥
 সত্য করে বল তোরা কাহার নকর ।
 নতুবা সবাকে আমি পাঠাব যমদর ॥
 ধরে ধরে দেখি তোমা নবলক্ষ দল ।
 সবাকারে দেখি যেন আখিনের ছাগল ॥
 নামজাদা রাউত মাথাঘ ঘার টায়ে ।
 আশু বলিদান দিব ক্রিসব ভেয়ে ॥
 মিপাই সন্দার কাটিব যেন কলার গাছ ।
 পুতুর গাবানে যেন চিলে গায় মাছ ।
 হস্তী ঘোড়া কাটিয়া করিব খানি খানি ।
 যাছকুটে বাটে যেন ধরেন্দ্র-শরণী ॥
 আমার নাম বটে লস্ক্রে সামন্ত স্বকড় ।
 হাঙ্গী ঘোড়া কেড়ে নিব গালে দিব চড় ॥
 লস্ক্রে-রচনে পাঁজ রড় ভয় পেয়ে ।
 লস্ক্রে-হাছেতে গেল হাসিরে হাসিরে ॥
 হেসে ছেঁচি কথা কয় মাছদে পাত্তর ।
 রামদাস বলে পাঁজ কাটালি লস্কর ॥

রাজা আজা দিল হেতুয়ার লইল
 ইশ্বের উপর দিতে হানা ॥
 যে করিলে আশা সে হল নিরাশা
 তোয় লাউসেন মৈল ।
 নহিল উদয় সর্বলোকে কয়
 বহিজে কিরিয়ে এল ॥
 বিষম আরতি দিল নয়পতি
 পশ্চিমউদয় রাত্তি ।
 নহিল উদয় সর্বলোকে কয়
 বিষ খাইল রজাবতী ॥
 রাজা কর্ণসন পুত্রের কার্য
 মরে গেল একাশালে ।
 ছাড়িল ঠাকুর জামিল কর্ণর
 দিল গজাজলে ।
 জ্ঞানজক রাজ্য বুকে নিজ কার্য
 মোরে পাঠাইল রাজা ।
 সেনের যত ধন তোরে সমর্পণ
 আনন্দে পালহ প্রধা ॥
 সমাইয়ে জোড়া চতুর্নের ঘোড়া
 কালু বীরে দান দিল ।
 কালুর কপালে সেটেরের শালে
 বিধাতা লিপয়ে ছিন ॥
 তসরের ভূমি পরগো ভূমি
 আশ যত অলকাব ।
 ক্রীণাম লক্ষণ শত্রু বিচক্ষণ
 গলে পর স্বর্ণহার ॥
 রতন মন্দিরে থাকিবে আদরে
 পালকে ঢালিবে পা ।
 গোরব বাড়াব দাসী সঙ্গে দিব
 করিবে চামরের বা ॥
 কহি হিতবাণী শুনগো ভূমি
 তোমার হইবে কার্য ।
 যেন রত্ননাথ বালি করে বধ
 সুরগ্রীবে দিলেন রাজ্য ॥

পাণ্ড কহে বাণী শুনগো ভূমি
 ক্রোধ না করিহ ভূমি ।
 মিথ্যা নাহি কই গোড় দেশে রই
 গৌড়ের পাতর আমি ॥
 রাজা গৌড়েশ্বর রাজ্যের ঈশ্বর
 তাহারি যতক সেনা ।

আমার বচন করহ পালন
পাছে করে থাক শকা ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ বধে দশানন
বিভীষণে দিল লক্ষা ॥

হস্তিনা কুবন রাজা হুৰ্যোধন
কৌরব দৌরব কুক ।

গন্ধার তনয় ভীষ্ম মহাশয়
বার সঙ্গে দ্রোণপুত্র ॥

পাণ্ডব নন্দন ভাই পঞ্চজন
ভীম অর্জুন মহাবীর ।

ভারতের রণে জিনি হুৰ্যোধনে
রাজা হল যুধিষ্ঠির ॥

সেতমতি সন্ধান ভোমার সন্ধান
তোরে রাজ্য কিংম আমি ।

একরাত্রি তরে পলাইয়ে ছুরে
গড় ছেড়ে দেহ তুমি ॥

কলিঙ্গে কানড়া ধরে ঢাল খাঁড়া
বিলাব হাসান হোসনে ।

ভাগিনা মরিল নাতিটা ব'লিল
কেটে যাব চিত্রসেনে ॥

জাগরণ পাল।

একথা শুনিয়া কাপিল গন্ধিমা
শেল মাইল যেন গায় ।

জলন্ত আগুনে যেমত ব্রাহ্মণে
দুত তলে দিল তায় ॥

ভাবে মনে মনে শুধিব লবণে
কাটিব সকল সেনা ।

রাউত রাউত বত রাগপুত
রক্তে বহাইব হানা ।

এতক ভাবিলে করে ছলিলে
কহিলে মধুর

স্বপ্ন নন্দন গীত বিরচন
গাইল রামের হাস ॥

৫ পয়ার ॥

লক্ষী বলে ওহে পাত্র স্বতন্ত্র নই ।
বীর ঘরে আছে আগে তাকে গিয়া কই ॥

দণ্ডচারি এখানে বিলম্ব কর তুমি ।
বীরকে সংবাদ করে আসিতেছি আমি ॥

সাকাকো ছই পুত্র মহা ধনুর্ধর ।
ভের ঘর ডোম আছে যমের দোসর ॥

সবা সথে পরামর্শ করে অসি আমি ।
নিষ্কটক করে রাজ্য দিয়ে যাবে তুমি ॥

এত বলি কথায় পাঠে সন্তুষ্ট করিলে ।
গড়ের ছায়ে লক্ষী উত্তরিল গিয়ে ।

ছুর ছায়ে লক্ষী চারিপানে চায় ।
ট নাহিক খিল করে হায় হায় ॥

উত্তরে লক্ষী দিলেক ব'লো ।
এই ছায়ে ছায়ায়ী জাজি সর্বমঙ্গলা ॥

জাগরে উত্তর ছায়ায় ব'লিল গমন ।
পশ্চিম ছায়ায় লক্ষী দিল দরশন ॥

পশ্চিম ছায়ায় দিল ছুর কপাট ।
পবন গমনে যার নাই দায় বাট ॥

দক্ষিণ ছায়ায় দিল পাথরের তালা ।
এই ছায়ায় ছায়ায়ী জাজি সর্বমঙ্গলা ॥

পূর্বে ছায়ায় জাগাইয়ে ভেবে ভক্তকালী ।
পাথরের তালা দিল ভাবিয়ে বাসলী ॥

চারি ছায়ায় জাগাইয়ে করিল বাসনা ।
মনে করে একলা বাইব এক হানা ॥

এক বৃদ্ধ দিলে আগে সত্যে হব পার ।
বেঁচে আসি প্রাণনাশে দিব সমাচার ॥

আপনার শয়ন মন্দিরে দরশন ।
স্মানিল হেতু্যার বৃত্ত ভেবে নারায়ণ ॥

দেখে বলে সাক্ষী থাক অনাক্ষ গোমাত্রিক ।
 মেয়ে হ'য়ে পুরুষ কাটি যোর দোষ না ।
 যুদ্ধে ব'লে সে বড়ী হয়ে য়ে য়ে ।
 দশবিশ হাতা কটে উত্তে অশি ভুলে ॥
 এক চোটে কটে যায় দশবিশ ঘোড়া ।
 অমনি রাউতে হানে বাঘে যেন মেড়া ॥
 সিংহের সমান সম্মুখে তাক ছাড়ে ।
 শরতের মেঘ যেন পর্কতের আড়ে ॥
 পদাতিক পাইয়ে হানিছে দশবিশ ।
 মহাপুজার কালে যেন ছাগল মহিষ ॥
 কারে কার্টে কারে বিচ্ছে কারো পানে চার ।
 যুদ্ধে বাতাসে যেন তৃণ উড়ে যায় ॥
 বিপাক পড়িল আজি অষ্টমীর দিনে ।
 খুব খুব সর্দ'র পড়িছে বলিদানে ॥
 হান হান শব্দে হাতীর শুঁড় হানে ।
 গড়াগড়ি যায় কুন্ত ময়না মশানে ॥
 জিয়ন্ত লুকার কত মড়ার মিশালে ।
 একলক্ষ বাহিনী ডুবিয়া মৈল জলে ॥
 পড়িল রাজার বেটা রাজার আমাই ।
 বাহিনী পড়িয়া গেল লেখা জোখা নাই ॥
 কথিরের ধারা বয় তিন কোশ জুড়ে ।
 হাতী ঘোড়া ভেসে যায় ধেবা গেল পড়ে ॥
 মাল্লবের মাথা ভাসে যেন শতদল ।
 গোড়াগুলো ভেসে যায় কুমুদের দল ॥
 পাগ বাহা পাঠান মোগল রক্তজবা ।
 পড়িয়া তখন করে তোবা তোবা ॥
 শকুন গৃধিনী সব করে রক্ত পান ।
 জবা ফুল দেবিয়া রাক্ষসী ধরে গান ॥
 এক শিবা ভাকে তো হাজার শিবা ভাকে ।
 কত পাণী তরন্ত মড়ায় মাথা ঢাকে ॥
 শৃগাল কু'র হল রণে অবতার ।
 দশবিশ'ানে সঘনে চীৎকার ॥
 তীরগুল কুরাইল সাক হোল রণ ।
 ভক্ত, পল যতেক সেনাগণ ॥

প্রথম বশেতে হ'ল মাউদেবু ভক্ত ।
রামদাস বিরচিল অনাদির ভক্ত ॥

॥ “একাবলী” ॥

সেনাভক্ত দিল বশে ।
দিশা লাগে জনে জনে ॥
কেহ পড়ে কুমিতলে ।
কেহ ঝাঁপ দেয় জলে ॥
কেহ দশনেতে খড় ।
কেহ লঙ্ঘন করে গড় ॥
কেহ ধরে ছুটী পাও ।
প্রাণরক্ষা কর মাও ॥
চাল খড়া মোর লেহ ।
ধর্মপথ ছেড়ে বেহ ॥
বাহিনী কাতর দেখে ।
ধর্মপথ ছাড়ে লখে ॥
ভক্ত দিয়া গেল সেনা ।
পছয়া করিল থানা ॥
একাবলী পদ মনে ।
কবি রামদাস ভণে ॥

পাত্র মাছদিয়ে লঙ্কর লইয়ে
পছয়া করিল থানা ।
নব লক্ষ ছিল তিন লক্ষ মৈল
জগে দেখে সর্ব জনা ॥
কেহ বলে জ্যোতা বশে গেল কাটা
কেহ বলে মৈল ভাই ।
কান্দে খানসামা বশে মৈল মামা
হায় চল ঘরে যাই ॥

এতেক তনিয়ে কহে মাছদিয়ে
যে জন পান্নাবে ঘরে ।
যত ষোড়া হাতী লবে খেলারতি
শুণাগার সরকারে ॥

পাত্র বলে ভাই
আরবার দিব না ।
হকুম রাজার দিবে শুণাগার
পলাইবে খেই জন ।
এতেক উত্তর তনিয়ে লঙ্কর
সবে বসে চারিপানে ।
সর্দার সিপাই বসে ঠাই ঠাই
বিচারিল মনে মনে ॥
কাতর বাহিনী দেখিল ডুমুনী
ঝুঝিল রণের কলা ।
রাউত্তের মুণ্ড মাতদের শুণ্ড
গলে দিল গণ্ডমালা ॥
সমর জিনিয়া কালুর পাশে গিয়া
কহে নিজা যাও ।
বিপদের বেলা জুরা পানে ভোলা
লখের মাথাটা খাও ॥
দেশে নাই রাজা লুটে গেল প্রজা
মাছদে পাতর এল ।
এসেছিল সেনা আমি দিহু হানা
পছয়া পালিয়ে গেল ॥
দিহু খেদাড়িয়ে গেছে পলাই
পছয়া করিল থানা ।

গা তুল সত্তর বাহুহ কোমর
ডোম বীর তের জনা ॥
কহিছে ডুমুনী বীর শিরোমণি
বীর কালু নাই শুনে ।
অনাদি মঙ্গল প্রবণ মঙ্গল
রামদাস রস ভণে ॥

গা তোল পরাণনাথ কত নিজা যাও ।
জগে যদি সুমাও লঙ্ঘন মাথা খাও ॥
এত বলি গায় দিল শীতল চন্দন ।
তথাপি না নিজা ভাঙে ডোমের নন্দন ॥

শীতল চন্দন তায় যুবতীর হাত ।
 বৃন্দাবনে নিজা ঘেন যার রাখানাথ ॥
 লক্ষ্মী বলে সাক্ষী থাক অনাদ্য গোসাঁই ।
 চাপড়ের জিয়াব পতি মোর ধোষ নাই ॥
 চাপড়ের ঘায় যদি মোর পতি মরে ।
 এই হত্যা লাগুক গিয়া ধর্মের উপরে ॥
 তিনবার অনাচ্চ চরণে করি গড় ।
 উঠ বলি হেন্যা দিল ভীষণ চাপড় ॥
 চাপড় খাইয়া বীর জলে কোপানলে ।
 ক্রোধ ভরে ধরে গিয়া ডুমুনীর চূলে ॥
 ধর্মপাল ভোমের বেটি জানে খাউতান ।*
 তের ছেলের মা হলি তবু খোশা টান ॥
 কোথা গেলি শাকা স্নেহে শুন্ মোর কথা ।
 এক চোটে কেটে ফেল্ তোর মাথের মাথা ॥
 জমদগ্নির পুত্র যেই পরশুরাম ছিল ।
 বাপের বচনে মার মাথা কেটে নিল ॥
 লক্ষ্মী বলে জানিবে খাউতান পণ ।
 চক্ষের মাথা খেয়ে দেখ ঘিরেছে ময়না ॥
 ডিবাড়ী সুরা পানে শুয়ে রৈলে তুমি ।
 রে হ'য়ে রাজলক্ষ্মীর হাণী দিই আমি ॥
 এত শীঘ্র শুনিল যদি লক্ষ্মীর তুণ্ডে ।
 আকাশ ভাঙিয়া পড়ে কালু বীরের মুণ্ডে ॥
 কি বোল বলিলে লোথে বল বিবরিয়া ।
 তবে চল সিলের বনে যাই পলাইয়া ॥
 বুনিব বাঁশের পেতে বেচিব তাল চাটা ।
 মাঝারের গলে নাকি কুঞ্জের ঘাঁটা ॥
 এত শুনি ডুমুনী কপালে হানে হাত ।
 ধর্মের মাথা খেয়ে বুদ্ধি যাবে অধঃপাত ॥
 ভোজনের পাখ আগে কৈলে কলাপাত ।
 এখন বড় হুঃখ যে সোনার খালে ভাত ॥
 কর্ণসেন দাতা মৈল লবণের গুণে ।
 তুমি পলাইতে চাও দিল্লের বনে ॥
 কালু বলে গালি দাও করিয়া গজনা ।
 যা শালী রাখণে যা তোর বাপের ময়না ॥

এত বলি বীর কালু করিল শয়ন ।
 আরবার ধরে লক্ষ্মী কান্ডের চরণ ॥
 বায়ে বায়ে প্রাণনাথ নিজা বাও তুমি ।
 নিশ্চয় ময়না গেল নিবেদিলাম আমি ॥
 কালু বলে বায়ে বায়ে করহ জঞ্জাল ।
 সতীনে ডাকিয়া তোর ধর খাণ্ডা ঢাল ॥
 তবে যদি সনকা সময়ে নাঞি যায় ।
 বড় বেটা স্নেহে আছে ডাক গিয়া তায় ॥
 এত শুনি ডুমুনী চরণে করে ভর ।
 অবিলম্বে চলে গেল সতীনের ঘর ॥
 লক্ষ্মী বলে উঠ উঠ ওগো বড় দিদি ।
 এতদিনে বাম হ'ল ধর্ম গুণনিধি ॥
 প্রাণনাথ মত্ত পিয়া হয়েছ কাতর ।
 মাহদিয়া লুটে নিল রাজাদের ঘর ॥
 তিন লক্ষ হাতী ঘোড়া কেটে এলাম আমি ।
 গড় করি বড় দিদি এবার চল তুমি ॥
 সনকা বলে বড় না কথার পরিপাটী ।
 লাজের মাথা খেয়ে এলি সান্না ভোমের বেটী ॥
 আমার বাড়ী ছুটে এলি লাজের মাথা খেয়ে ।
 তখন আমারে তুমি দিলে খেদাড়িয়ে ॥
 ফুলের বিছানায় শোও খাও বিড়িপান ।
 আমাকারে নাঞি দিলে চাটা অর্দ্ধখান ॥
 হাতে পর সোনার বাউটি কানে মদনকড়ি ।
 তুমি পারা ঠাকুরাণী আমি পারা চেড়ী ॥
 যে ঘরে সতিনী থাকে সেই ঘর তিতে ।
 এই দোষে রামচন্দ্র হারালেন সীতে ॥
 তোমার কুবচনের আলায় মুঞি মৈত্ৰ পুড়ে ।
 ঘোরে সার করে দিলে স্ত্রীরামের কুঁড়ে ॥
 কুলো পেতে বুনিতে গচিয়া গেল হাত ।
 এক রাত আঁত পূরে নাহি দিলে ভাত ॥
 যদি মরে পোড়ামুখো সমাচার পাই ।
 মৎস্ত এনে রেখেছি পোড়ায় ভাত খাই ॥
 এত যদি গাল দিল নিদাকণ সতা ।
 কাঁদিয়া চলিল লক্ষ্মী বড় বেটা যথা ॥

* 'কত হলো জান'—পাগলুর ।

সাকার কোলেতে আগে মহয়া ডুম্বনী ।
 গা তুল কোলের চাঁদ ডাকে ঠাকুরাণী ॥
 এত শুনি বীর উঠে নিজা তেরাগিয়া ।
 মায়ের চরণ ধরে ধরনী লোটাইয়া ॥
 কেন মা কান্দিয়া আইলে ঘোর দু'পর রাত্তি ।
 তোমার বুকের মাঝে কে জ্বলেছে বাতি ॥
 মুখে চুষ দিয়া বলে লক্ষ্মীয়া ডুম্বনী ।
 চল বাপু সংগ্রামে করিতে হানাহানি ॥
 সাকা বলে বল মাতা বাড়িতে কোমর ।
 কাল হ'তে মাথা ব্যথা কাল হ'তে জ্বর ॥
 খেতে শুতে দিন চার স্থখ নাঞি পাই ।
 শুয়ে থেকে স্বপনেতে গাধার চেপে যাই ॥
 কি জানি কপালে আজি মৃত্যুকাল লেখা ।
 ঐ দেখ কালপেচা চালে দিল দেখা ॥
 এত শুনি ডুম্বনী কপালে হানে হাত ।
 দূর দূর ওরে বেটা দূর গাধার জাত ॥
 লক্ষ্মী বলে ওরে সাকা হ'য়ে না মরিলি ।
 হেন ছার কথা কেন বদনে আনিলি ॥
 জন্মিলে মরিতে হবে কে করে অন্তথা ।
 তবে কেন মরিতে মনেতে পাও ব্যথা ॥
 যত কিছু দেখ বাছা সব দিন দোষ ।
 যায় যাকু জীবন জগতে থাকু বশ ॥
 বশকীর্তি বিহীন জীবন অকারণ ।
 বশ যায় নাই তার জীবন্তে মরণ ॥
 বশ লাগি সুখা সুখ কাটা গেল ।
 যার মাথা গোবিন্দ প্রয়াগে ফেলেছিল ॥
 মরে যারে সাকা কাল ফেলে দিব হাঁড়ি ।
 এই বউ মহয়া হউক কড়ে রাঁড়ি ॥
 সাকা বলে গাল কেন দাওগো জননি ।
 জন্মিলে মরিতে হবে আমি তাহা জানি ॥
 যাইগো মা রণে, ফিরে আসি বা না আসি ।
 মহয়া রহিল মা তোমার সেবাদাসী ॥
 মহয়া বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন ।
 রামের রণেতে ভজ দিয়েছে রাবণ ॥

ভজ দিয়া রাবণ পেয়েছে বড় লাজ ।
 রামের হাতে মরে গেছে সিদ্ধ তার কাজ ॥
 এত শুনি সাকা বীর বাড়িল কোমর ।
 সুবর্ণ টোপর লয় মাথার উপর ॥
 মাথায় টোপর লয় চরণে নুপুর ।
 ঢাল খাণ্ডা হাতে নিল ভাবিয়া ঠাকুর ॥
 বিদায় হইল সাকা মায়ের চরণে ।
 অভিমহ্য যার যেন ভারতের রণে ॥
 কত দূর গিয়া বীর দেখিল লঙ্কর ।
 জয় ধর্ম বলিয়া ধনুকে যুড়ে শর ॥
 এক শর ছুড়ে দিতে বাইশ ঘোড়া পড়ে ।
 কদলী বিছার যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥
 আচম্বিতে লঙ্করে পড়িয়া গেল রজ ।
 গরুড়ের রণে যেন পড়িল মাতঙ্গ ॥
 পাজ বলে রাজ নৈমন্ত দেখ দৃষ্টি দিয়া ।
 কালুর বেটা সাকা এল ধনুক ধরিয়া ॥
 পাজ বলে যে আনিবে সাকা ভোমের মাথা ।
 তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা ॥
 আরো ইলাম করিব ভাগিনার চারি রাণী ।
 সালের কাবাই তারে পরাব এখনি ॥
 এত শুনি চুড়ো তামলি উঠাইল পান ।
 সাকার সম্মুখে গেল যমের সমান ॥
 মহাবলবানু বীর বড় বল ধরে ।
 আশী মণের ঢাল ধরে তার বাম করে ॥
 বাহুবলে মহামত্ত করে অহঙ্কার ।
 ডাক দিয়ে সাকায় বলে রামরামী আমার ॥
 এক কড়া কড়ি ভাই হুজনে রাখিব ।
 চণ্ডী বার সহায় হবে সেই ফিরে যাব ॥
 সাকা বলে সত্য কথা বলি চুড়ো ভাই ।
 এক পা পিছাও যদি কালীর দোহাই ॥
 চুড়ো বলে ওরে ভোম দিব্যি দিলি মোরে ।
 পাছে তুই প্রাণভরে পলাইবি ঘরে ॥
 সাকা বলে রণে ভজ নাহি আমি দিব ।
 মা দিয়েছে গালি আজি নিশ্চয় মরিব ॥

আশু হ'তে পিছু দিকে ফেলি এক পা ।
 মহা ডুম্বনী নয় সে আমার মা ॥
 তক্তকদাচিত যদি এক পা পিছাই ।
 দোহাই ধর্মের লাউসেনের রক্ত খাই ॥
 এত বলি ছুই জনে হানে পরস্পর ।
 কেহ পারে জিনিতে নারে দুজনে সোসর ॥
 ছুই সিংহে বুঝে যেন ছুই মত্ত হাতী ।
 পদাঘাতে টলমল করে বহুমতী ॥
 ফলজ মারিল চুড়ো সাকার উদরে ।
 বাহির হইল আঁত দেখে ভয় করে ॥
 পাগ ছেড়ে কোমর করিল সাবধান ।
 খেদাঙ্কিয়া চুড়োকে করিল ছইধান ॥
 চুড়ো তামলী সমরে গেলেন যমঘর ।
 সাকা বীর পড়ে ঢ'লে ধূলায় ধূসর ॥
 মা মা বলিয়া বীর পড়ে বেণাবনে ।
 কালিনী মায়ের প্রাণ আনিল খেয়ানে ॥
 অবোধ মায়ের প্রাণ বাছা পাঠাইয়া ।
 ঘরে মন স্থির নয় দেখে বাহির হইয়া ॥
 আচমিতে রক্তপাত লক্ষের ছুই শুনে ।
 লখে বলে কিছু নয় বেটামৈল রণে ॥
 শুন সিদ্ধাদার ছোট বোনের জমাই ।
 সন্ধ্যাকালে বাছা এগেল কেন এল নাই ॥
 ভাল মন্দ নাহি জানি সাকার সমাচার ।
 মোর পোকে ডেকে আন যাও সিদ্ধাদার ॥
 এত শুনি সিদ্ধাদার করিল গমন ।
 সাকার সম্মুখে গিয়া দিল দরশন ॥
 উচ্চসরে সাকা বীর হরি বলে ডাকে ।
 হেনকালে সিদ্ধাদার গেল তার সম্মুখে ॥
 সিদ্ধাদার দেখিয়ে করুণা করে বলে ।
 গায় কবি রামদাস করুণার কলে ॥

অথ করুণা রাগ ।

ওরে সিদ্ধাদার ভাই কহিও মায়েরে ।
 বড় বেটা তোমার আজি পড়িল সমরে ॥

তরকচের সর দিও ডোম তের জনে ।
 হুংখ বড় দেখা না হইল কারো সনে ॥
 মোর হাতের ধুকখানি দিও বাপের তরে ।
 পাটের পাছড়ি দিও শুকো ভায়ের করে ॥
 স্রবণ টোপর দিও মহা ডুম্বনী ।
 সুগু দিও যথা আমার মাতা অভাগিনী ॥
 মরে যাই সিদ্ধাদার কপালের লেখা ।
 হুংখ বড় বাপের সন্ধিতে নৈল দেখা ॥
 মাকে বলে পাঁচীরে রাখিতে মোর মাথা ।
 ঢাকা দিতে বলে মাকে অশ্বখের পাতা ॥
 যদি লাউসেন আসে পশ্চিমউদয় দিয়া ।
 ধর্মের কপায় মোরে দিবে জিয়াইয়া ॥
 হরি বলে সাকা বীর তেজিল পরাণ ।
 সুগু কাটি সিদ্ধাদার করিল পরান ॥
 দূর হতে দেখে লক্ষ্মে সিদ্ধারে একেশ্বর ।
 অমনি আঁছাড় খায় ধরণী উপর ॥
 তুমি এলে ঘরে মোর বাছা রৈল কোথা ।
 সিদ্ধাদার বলে মাগো এই লও মাথা ॥
 পরাণ বিকল মাতা করে পরিভাপ ।
 সাকাই সুল্লর বাছা কোথা মোর বাপ ॥
 শাবক হারানে ঘেন বাধিনী ফুকারে ।
 ভূমিতলে পড়ে লক্ষ্মে কান্দে উচ্চসরে ॥
 খুড়ি জেঠাই বোন কান্দে মাসী আর পিসী ।
 ফুকারি ফুকারি কান্দে কাছের পড়িসী ॥
 মহা সুল্লরী কান্দে সোজরিয়ে শুণ ।
 এমন বয়সে দাগা দিলে ধর্ম নিদারুণ ॥
 লক্ষ্মে বলে আমার জীবনে কাজ নাই ।
 পরিবোধ দেয় ছোট বোনের জমাই ॥
 শুন শুন ঠাকুরাণি আমার বচন ।
 সকল তেজিয়ে সার কর নারায়ণ ॥
 ধন বল পুত্র বল কেহ কার নয় ।
 হাটের হাটুয়া সজে যেন পরিচয় ॥
 অতিমহ্য মৈল কেন ভারতের রণে ।
 শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী প্রাণ খরিল কেমনে ॥

আপনি সারথি যার দেবগদাধর ।
 তার পুত্র মরিল কেন সময় ভিতর ॥
 কান্দিতে কান্দিতে লক্ষী ভাবে মনে মনে ।
 দয়ায় সাগর ধর্ম কত মায়া জানে ॥
 এতেক বলিল যদি বোনের জামাতা ।
 উঠিয়া বলিল লক্ষ্মে নাহি কর কথা ॥
 লক্ষ্মে বলে ভাল নয় শোকে দিলে মন ।
 কোন বুদ্ধিতে রাজার রাখিব ধনজন ॥
 পড়িল অগাধ চিন্তা লক্ষ্মীর উপর ।
 কান্দিতে কান্দিতে গেল ছোট বেটার ঘর ॥
 শুকো শুকো বলে লক্ষ্মী তিন ডাক দিল ।
 বাহির হয়ে আর শুকো তোর ভাই মলো ॥
 এত শুনি শুকো বীরের শুকাইল মুখ ।
 কান্দিয়া দাঁড়াল গিয়া মায়ের সম্মুখ ॥
 শুকো বলে জননি গো আর কেন্দ্র নাই ।
 যেই পথে গেছে দাদা আমি এই বাই ॥
 লক্ষ্মে বলে যাও বাপু কোন্ কালকে আর ।
 রাজার লবণ তোরা শোধ এইবার ॥
 মায়ে প্রণমিয়া বীর বাঞ্ছিল কোমর ।
 সিলে পুরে শুকো বীর ডাকে ধর ধর ॥
 তের বীর সাজিল সিঁদার পেয়ে সাড়া ।
 অমনি বাহির হল লয়ে চাল খাঁড়া ॥
 উলটিয়া নাহি চায় স্ত্রীপুত্রের মুখ ।
 ডুমুনী সকল কান্দে মনে পেয়ে দুখ ॥
 নদী পার হয়ে যায় যথা রাজসেনা ।
 পার না হতে তের দলুই পথে দিল হানা ॥
 কাট কাট শব্দে বাজিয়ে গেল ঠায় ।
 সময়ে পশিল ডোম কিরে নাহি চায় ॥
 ভেয়ের শোকে শুকো হল আসল মাতাল ।
 খেদাড়িয়ে হাতী পাড়ে যেন মেঘপাল ॥
 হানে কাটে ডোম সব নাহি করে ভয় ।
 ভদ্র দিল রাজসেনা রণ হল জয় ॥
 রণ জিনে তের ডোম করিল গমন ।
 কালিনীর ঘাটে করে স্নান তর্পণ ॥

নরহত্যা মহাপাপ খণ্ডাইব জলে ।
 স্নান করে ঝাট যাব শুকো বীর বলে ॥
 ঘাটে রেখে হেত্য়ার যতেক কোমরবন্দ ।
 স্নান করে ডোম সব পরম আনন্দ ॥
 নদীকূলে গদা পাইক ছিল লুকাইয়া ।
 শুড়ি শুড়ি ডোমেদের হেত্য়ার নিল গিয়া ॥
 হেনকালে মহাপাত্রে পেয়ে স্বর্ণ খাঁড়া ।
 মার মার বলিয়ে বিখোরে দিল তাড়া ॥
 মার মার ডাক ছাড়ে গোড়ের স্রাবড় ।
 শুকার উপরে শুলি যেন বহে বড় ॥
 সুপাণ্ডা শুকার উপরে শুলি পড়ে ।
 একে একে তের দলুই গেল যমঘরে ॥
 গড়ের ভিতরে লক্ষ্মী সমাচার পায় ।
 পাষাণে কুটিয়া মাথা করে হায় হায় ॥
 দুই বেটা কাটা গেল সাধের জামাই ।
 তের ঘর ডোমের কেউ বাতি দিতে নাই ॥
 কেমনে রাখিব আর ময়নার গড় ।
 বীরের নিকটে লক্ষ্মী গেল দড়বড় ॥
 গা তুল পরাপনাথ মোর মাথা খাও ।
 কি হল বিপদ আজ দিশে নাঞি পাও ॥
 ময়না রাখিতে বীর হও তরাসিত ।
 রাবণ সাজিল যেন মৈলে ইন্দ্রজিত ॥
 কৃষ্ণের ভাগিনা মৈল হুডুদ্রা নন্দন ।
 তার পিতা ধনজয় করিল প্রাণপণ ॥
 সাকা শুকো প্রাণে মৈল আর দুই পো ।
 কিসের কারণে কান্ড কর মায়া মো ॥
 এত শুনি বীর কালু মুখে দিল জল ।
 দেবীর শাপ পুত্রশোক গায়ে নাই বল ॥
 যেনা টাকী হাতে কালু করিল গমন ।
 রাজার বাহিনী যথা দিল মরশন ॥
 দূর হতে কালু বীর করে অচুমান ।
 থাকরে যাইয়া এই দিব বলিদান ॥
 কালু বীরে তখন দেখিয়া নদীকূলে ।
 খালুকী ধনুক ফেলে উভরড়ে চলে ॥

ওতে যাতে লুকাই বলে কালু হল কাল ।
 মাথায় হাত দিয়া ভাবে নবলক্ষ দল ॥
 ধামে ভেঙ্গে পলাইল সদর চটকী ।
 রামরায় রূপনে লাগিল ভেলুকি ॥
 পাত্র বলে যে আনিবে বীর কালুর মাথা ।
 তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা ॥
 এন শুনে ঐশ উড়ে গেল সবাকার ।
 কেহ বলে বাপরে বিপাক হল আর ॥
 পতঙ্গ হইয়া বাদ মাতঙ্গের সনে ।
 পিপীলিকা করে গিরি ধরিবে কেমনে ॥
 শশকে মশকে কোথা শাঙ্গুল শৃগাল ।
 মরকত মণি কোথা তিমির মিশাল ॥
 পাঁচ লক্ষ সেনা যদি হোল হেটমাথা ।
 পাছু ছিল কেমো ডোম আশু কয় কথা ॥
 পানি উঠাইল কামু কালু বীরের ভাই ।
 কালুর আনিতে মাথা কামু বলে যাই ॥
 এখনি আনিব মাথা প্রবন্ধ করিয়া ।
 সবে মাত্র মোর মাথা দিও মুড়াইয়া ॥
 ঈজিত বুঝিয়া পাত্র (তার) মাথা মুড়াইল ।
 পাখার পিঠেতে তারে চাপাইয়া দিল ॥
 যেন কত অপমানে তাড়াল তাহারে ।
 দূর হোতে কালু ডোম পায় দেখিবারে ॥
 ভেয়ের কাছে কেমো গেল কান্দিয়া কান্দিয়া ।
 এত দুঃখ পাই দাদা তোমার লাগিয়া ॥
 মরণ অধিক লজ্জা মস্তক মুগুন ।
 তোমার কাছেতে তাই লইছ শরণ ॥
 আশ্বাস করিল কালু দিব ঘরবাড়ী ।
 রাজা এলে মাহিনা বাড়াব সরকারী ॥
 কামু বলে কালু ভাই তু বড় চণ্ডাল ।
 ঘর ভেঙ্গে পলাইলি বৃকে মেরে শাল ॥
 এত বলি কুঞ্জর উপরে তারা খসে ।
 স্তম্ভদুঃখ কহিবারে নদীকূলে বসে ॥
 হেনকালে লক্ষী ভুখনী করে নিবেদন ।
 ঘর ভেদি মরে গেছে লক্ষার রাবণ ॥

বাণি বধে স্ত্রীবি রাজস্ব কেন করে ।
 বাড়ী ঘর বনিতা সকল লইল পরে ॥
 রাবণ বধিয়া রাজ্য করে বিভীষণ ।
 তারা সতী দেবর লইয়া ঘর করে কেমন ॥
 আমি হব অনাথ স্বদেশ হবে ভেল ।
 কালু বলে তোর কথা বাজে যেন শেল ॥
 কুন্তল ধরিয়া কালু দেয় স্তুটনাড়া ।
 বাঙ্কিল লক্ষীকে লয়ে কদম্বের গোড়া ॥
 নিভূতে বসিল তখন ভাই ছইজন ।
 হেনকালে কেমু ডোম করে নিবেদন ॥
 কেমু বলে বড় দাদা আগে সত্য কর ।
 তবে চিরকাল হব দাদার নকর ॥
 কালু বলে যেবা চাবে সেই ঘন দিব ।
 প্রাণত্যাগ ছোট ভাই কোথা গেলে পাব ॥
 এত শুনি বীর কালু তুলেতে ভুলিল ।
 গঙ্গাজল তুলসী তখনি হাতে নিল ॥
 সত্য সত্য ব্রহ্মদত্য যদি করি আন ।
 এই সত্য লজ্জি করি নরকে পয়ান ॥
 বহুমতী শস্য হরে কপিলা হরে ক্ষীর ।
 ব্রাহ্মণেতে বেদ হরে ইন্দ্র হরে নীর ॥
 তবে কেমো ডোম বলে কহি শুন দাদা ।
 টাকী করে কেটে দাও আপনার মাথা ॥
 কালু বলে ওর কেমো কি কর্ম করিলি ।
 তার পাকে মায়্য করে গঙ্গাজল দিলি ॥
 এখনি করেছি সত্য যদি করি নয় ।
 এই পাপে হবে নাঞি পশ্চিমউদয় ॥
 অবশ্য মস্তক দিব তার দুঃখ নাই ।
 বড় দুঃখ হেতোর ধরিতে পাইছ নাই ॥
 কেন হল বিধাতা মলিন এতদিন ।
 কেন ধর্ম ঠাকুর মোর দশা কৈলে হীন ॥
 ছোট ভাই হয়ে রে চণ্ডাল হোলে তুমি ।
 এক চোটে কাট ভাই যুগু দিলাম আমি ॥
 এক চোট বিনে ভাই না কর দোষর ।
 এক চোটে কেটে ভাই সত্যে কর পার ॥

এত বনি ভেয়ের হাতে তুলে দিল টাকী।
 বসিল উত্তর মুখে খসাইল রাজী ॥
 তুলসীর মালা নিয়া রাম রাম বলে।
 কেমো ডোম টাকী তবে হাতে লইল তুলে ॥
 ছু হাতে ধরিয়া টাকী ওসারিল চোট।
 পড়িল কালুর মুণ্ড ভূমে যায় লোট ॥
 কাটিয়ে ভাঙের মুণ্ড বাহনে কৈল ভর।
 লাক দিয়া চাপে গিয়া হাতীর উপর ॥
 চালাইয়া দিল হাতী নাহি দেখে পথ।
 ইজ্ঞকে বইয়া ঘেন চলে ঐরাবত ॥
 হেনকালে লক্ষ্মে ডুমুনী দেখিবারে পায়।
 দেওর হোয়ে মোর কান্তের মুণ্ড নিয়ে যায় ॥
 তিন বার ডুমুনী সোড়রিল ভগবান্।
 ভাঙ্গিল কদম্ব গাছ দিয়া ঝুটি টান ॥
 দূর হতে মারে টাকী কিবা তার কথা।
 এক চোটে কেটে ফেলে দেওরের মাথা ॥
 হস্তী কেটে কেমোর মুণ্ড ফেলে দিল জলে।
 কুড়িয়ে কান্তের মাথা কোলে নিল তুলে ॥
 কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মে চলে গেল ঘরে।
 বিপাক বাড়িল বড় ডোমেদের তরে ॥
 আই মা বলিয়া কান্দে ডোমেদের মেয়ে।
 কেহ শব্দসোনা কেলে গড়াগড়ি দিয়ে ॥
 কেহ বলে কোথা গেল গোসাঞি গোসাঞি।
 স্বামী বিনা ক্রীলোকের অস্ত গতি নাই ॥
 কেহ বলে বিধাতা হইল নিদারুণ।
 ময়নার গড়ে পাজি আলিল আগুন ॥
 ডোমেদের রামা কান্দে উধারিয়া শোক।
 দেখিয়া চপল হল ময়নার লোক ॥
 কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মে করিল গমন।
 কলিজার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
 করপুটে কান্দিয়া কহিল সব রামা।
 রাজি হানা দিতে আইল লাউসেনের মামা ॥
 সাকা শুকো কাটা গেল ডোম তের জন।
 মোর কান্দ কাটা গেল সত্যের কারণ ॥

এত শুনি পাটরাণী করে হায় হায়।
 দুই চক্ষু বহিরা ঘেন মন্ডাকিনী বায় ॥
 সকল সংসার শূন্য একজন বিনে।
 কেবা আছে সারথি আপনি যাব রপে ॥
 বিবাহে বিক্রম টুটে ভাল কথা নয়।
 সবাকারের ভাল হয় পশ্চিমউদয় ॥
 লক্ষ্মেকে পরিতে দিল তসরের তুনি।
 তবে ঘরে চলে গেল যতেক ডুমুনী ॥
 সমরে সাজিতে রাণী করে লাস বেশ।
 সুবর্ণ চিকুপি দিয়া আঁচড়িল কেশ ॥
 চরণে নুপুর দিল গায়ে হৃৎকার।
 বিদায় হতে চলে গেলেন সতীনের ঘর ॥
 কি কর কি কর ঘরে কুমারী কানড়া।
 বলিতে লাগিল রামা দিয়ে বাহনানড়া ॥
 মামা শবুরের কথা লোক মুখে শুনি।
 চৌদিকে বেড়িল সেনা ময়না অবনী ॥
 ঘরে থাক সতিনী গো হোয়ে সাবধান।
 আমি যাব সমরে যা করেন ভগবান ॥
 এত শুনি কানড়া হাসেন থল থল।
 কে জানে বড় দিদি তোমার এত বল ॥
 সহজে হুম্মরী তুমি পূর্ণচন্দ্রমুখী।
 এমন বেশ করিয়াছ ভাল নাই দেখি ॥
 সোনা মণি অলঙ্কারে সেজেছ পরিপাটি।
 পাছে তোমায় লোকে বলে গোলা হাটের নটী ॥
 তোমা হতে লোকমুখে হবে উপহাস।
 কুখ্যাতি ঘটিবে কান্তের হবে জাতিনাশ ॥
 তবে যদি মামা শবুর করেছে সাক্ষি।
 আমি যাব সমরে করিতে হানাহানি ॥
 কলিজা বলেন না গো তুমি থাক ঘরে।
 বড় থাকিতে ছোট যাবে বৃদ্ধ করিবারে ॥
 চিজসেন বাছায় লয়ে ঘরে থাক তুমি।
 রাজার লঙ্কর আগে দেখে আসি আমি ॥
 তা শুনিয়া কানড়া করেন নিবেদন।
 তোমায়ে রপে ঘেন না চিনে কোনোজন ॥

পুরুষের কাছে গো পুরুষ বেশ চাই।
 রাজার হেতোর লগে রাজার কাবাটী ॥
 মাথায় নকুট পরো অঙ্গে জামা জোড়া।
 বাবানিকে আজ্ঞা দাও সেজে দিকু ঘোড়া ॥
 এত তনি রাজরাণী ঈশং হাসিয়া।
 অঙ্গ হতে আভরণ ফেলে খসাইয়া ॥
 অঙ্গের বতেক সাজ আর আভরণ।
 কেবল না খসে শঙ্খ স্ত্রীরাম লক্ষণ ॥
 দক্ষিণে থমুক ফেলে বামে ফেলে তুণ।
 পৈতা গলে দিয়া যেন সাজিল বামুন ॥
 সমরে সাজিতে রাণী সম্বরিল সেনা।
 খোপাতে তিলক লইল এওতে যাবে চেনা ॥
 ঘর হতে কলিঙ্গ বাহিরে দিল পা।
 চিত্রসেন বাছা ডাকে কোথা যাও মা ॥
 আসি বলে গেল পিতা পশ্চিমউদয় দিতে।
 এত বলি চিত্রসেন লাগিল কান্দিতে ॥
 ছ হাতে ধরিয়া কোলে লইল হৃন্দরী।
 মরি বাছা তোমার বাংলাই লয়ে মরি ॥
 মরি বাছা কেঁদো নাঞি ওরে বাপধন।
 এত বলি সতীনে করিল সমর্পণ ॥
 হাতে হাতে সঁপে দিতে ভেসে গেল লো।
 পাছে দিদি মনে কর সতীনের পো ॥
 কানড়া বলেন দিদি আমি তোমার দাসী।
 তোমাকে সতীনে বলে কছু নাঞি বাসি ॥
 পানসিহি মা বাপ তোমার মুখে দেখি।
 এমন সময়ে ওরূপ কথা কেন বল দেখি ॥
 এত বলি ছুসতীনে করে কোলাকুলি।
 এই রূপ জিনিগে ঘুচিবে চূণ কালি ॥
 লাফ দিয়া কলিঙ্গা ঘোড়ার পিঠ নিল।
 নুতন নটুয়া যেন নাচিতে লাগিল ॥
 পসারিতে চরণ মাথায় ঠেকে চাল।
 কালপেচা চালে বসে বন ডাকে কাল ॥
 শুকতর কোন্দল করিছে খাওয়াখায়ি।
 সজাক সজাক মনে পড়িল সদাই ॥

অযাজিক মহাপাপ হতেছে স্মরণ।
 তিনবার স্মরণ করিল নারায়ণ ॥
 খর চলে বাজী যথা রাজার বাহিনী।
 দূর হতে দেখে সবে করে কানাকানি ॥
 পাজ বলে রাজসৈন্ত দেখে দৃষ্টি দিয়া।
 লাউসেন ভাগিনা এল যুদ্ধের লাগিয়া ॥
 সেই আভরণ আছে সেই ঢাল খাঁড়া।
 বর্তমানে দেখে সেই সুরফরায়ে ঘোড়া ॥
 সবে দেখে প্রমাণ ভাগিনা থাকে ধরে।
 যেমত অর্জুন ছিল বিরাট নগরে ॥
 ভাগিনার চরিত্র সবাই দেখে চেয়ে।
 কেবল সেজেছে বার বছরের মেয়ে ॥
 দিকু থাকে ভাগিনা মেয়ের থাকে কাছে।
 ইহার অধিক লজ্জা আর কি যে আছে ॥
 পুরুষ হৈয়া পরে কপালে হিন্দুর।
 চণ্ডালের লাছে রবে হইয়া কুকুর ॥
 যুবতীর পারা দেয় বদনে অর্দ্ধমৃত।
 পায় পায় পাতক দেখিলে তার মুখ ॥
 ফাটা শঙ্খ করে দিলে হয় সর্বনাশ।
 পতিনিম্মা শুনি সতী ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥
 পরিচয় করিছে কলিঙ্গা পরদলে।
 দিকু থাকে শবুর গো বাজ পড়ুক কপালে ॥
 কপূরখলের কন্যা আমি কলিঙ্গা কুমারী।
 কদাচিত্ নই হে আমি ময়নার অধিকারী ॥
 পাজ বলে ছাদে বেটি নটিনীর চেড়ী।
 হুসেনের হোয়ে থাক্ বেগমের নড়ি ॥
 হুসেন দুয়াজি যদি পাজের আজ্ঞা পায়।
 হুসেন বলেন বাবা যা করেন খোদায় ॥
 বাহ নেড়ে আসে পাজ হাসান হুসন।
 হরি প্রভিকুল যেন এ কাল যবন ॥
 হেনকালে পাটরাণী মনে যুক্তি করে।
 প্রভিকুল যবন হুহাতে পাছে ধরে ॥
 যবন পরশে জাতি যুবতীর যায়।
 তবে পশ্চিমউদয় না দিবেন ধর্ম্মরায় ॥

স্বপ্নর শাউড়ী বোর না হবে ছাড়ান ।
 প্রাণনাথে নিশ্চয় ছাড়িবে ভগবান ॥
 হেনকালে যখন ধরিতে আসে হাতে ।
 কহিতে লাগিল রাণী তাহার সাক্ষাতে ॥
 তুমি ধর্ম বাপ হও আমি মেয়ে হই ।
 আমার পানে এস যদি ধর্মের দোহাই ॥
 এত বলি যমধর নিল বাম করে ।
 রাম বলে তুলে মারে আপন উদরে ॥
 চলিয়া পড়িল রাণী ধরণী উপর ।
 বড়রাণী কলিকা গেলেন যমধর ॥
 অপক্লম মরণ সবাই দেখে ভায় ।
 রাম রাম সোঁওরণ করিল রাম রায় ॥
 যোগল পাঠান সেখ কেউ দিওনা হাত ।
 খুব হিন্দুর মেয়ে খুব তেরী জাত ॥
 পাঁজ বলে ভাগিনবউ গেলেন যমধরে ।
 সরকারী করিয়ে রাখ ওঁতির পাংথরে ॥
 এত শুনি বাজীবর করিল হুঁচুনি ।
 তরাসে পলায় কত তোখর বাহিনী ॥
 কত শত বীর পড়ে চরণের ঘায় ।
 লেজ সাটে দশ বিশ যমের বাড়ী যায় ॥
 ছুটে গিয়া উপজিল গড়ের দুয়ার ।
 প্রাণ ত্যজে হুঁচুনি করিয়া তিনবার ॥
 সাড়া শুনি কানড়া উঠিল ব্যস্ত হোয়ে ।
 বারিভরা ঝারি নিয়ে দাসী চলে খেয়ে ॥
 ধুমসী দেখিল আসি বার হোয়ে তুর্প ।
 নিখন হোয়েছে বোড়া জিন তার শূন্ত ॥
 কলিকা মহিষী পারা পড়েছে সমরে ।
 সমাচার দিতে যায় কানড়ার ঘরে ॥
 কান্দিয়া ধুমসী বলে শুন ঠাকুরাণি ।
 রণে হত হল চিত্রসেনের জননী ॥
 এত শুনে কানড়া হইল শোকাবুল ।
 অল আছাড়িয়া কান্দে নাহি বাঁকে চুল ॥
 ইহা ভয়ে দিয়া গেল দুখের ছাওয়াল ।
 মোর বুক মেয়ে গেল নিদাক্ষণ শাল ॥

বিকল হইল রাণী প্রবোধ না মানে ।
 জোড়হাতে ধুমসী কহিছে বর্তমানে ॥
 সতীন মরিলে হয় সোহাগে আগল ।
 তুমি সতীনের শোকে হতেছ পাগল ॥
 চিনিতে রোপিয়া নিম দুয়ের লিকনে ।
 জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে ॥
 সাপিনী বাঘিনী সিংহী গোষ নাঞি মানে ।
 চন্দ্রকেতু রাজা মৈল মণি বিজ্ঞমানে ॥
 সাপে কেটে মরে গেছে ধনুস্তরি রোজা ।
 বাঘ পুষে মরে গেছে দক্ষিণের রাজা ॥
 যাউক সে সব কথা ছাড়হ হতাশ ।
 জয়হুগী পূজ দেবি বিপদ যাউক নাশ ॥
 এত বলি কানড়ার মুখে দিল জল ।
 দেবী পূজা করিবারে আনে শতদল ॥
 অনাদি পদারবিশ্ণু ভরসা কেবল ।
 রামদাস বিরচিল অনাদি মঙ্গল ॥

একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজা ।
 কৈলাস ছাড়িয়া মা'লেন দশভুজা ॥
 অষ্টাঙ্গ লুটায় রাণী করে প্রণিপাত ।
 শুব করে গলায় বসন জোড়হাত ॥
 শঙ্করঘরনি শিবে শঙ্করমোহিনি ।
 শুভদা সারদা সদা সমররসিনী ॥
 বিপদে পড়িয়া মাগো ভাকি বার বার ।
 তোমা বিনে মহাদেবি নাহি দেখি পার ॥
 এত শুনি মহামায়া কোলে নিল তুলে ।
 প্রবোধে মুছায় মুখ নেতের অকলে ॥
 কি লাগি কান্দহ বাছা কহ বিবরিয়া ।
 ব্রহ্মার অধিক তোরে করুণার ছায়া ॥
 কানড়া বলেন মাগো কর অবধান ।
 তুমি ত সকলি জান কেন কহ আন ॥
 পশ্চিমউদয় দিতে গেল ময়না অধিকারী ।
 গোড় হোতে মায়াখণ্ডর ঘেরিয়াছে পুরী ॥

সাকা শুকো কাটা গেল ভোম ভের জন ।
 বীর কালু কাটা গেল সত্যের কারণ ॥
 তবে রণে সেজে গেল চিত্রসেনের মা ।
 মনোহুঃখে মরিল বৃকেতে মারি যা ॥
 চণ্ডিকা বলেন বাছা তোর ভর নাই ।
 কোন ছার গোড় কিবা করে বড়াই ॥
 অনেক দিবস কোথা রণ নাঞি পাই ।
 ঘুড়ী সাজাও মায়ে রিয়ে চল রণে যাই ॥
 উপলক্ষ বিনা আমি রণে যেতে নারি ।
 এত শুনি উল্লাসিত কানড়া কুমারী ॥
 আজ্ঞা হোল বারালে সাজিয়ে দিতে ঘোড়া ।
 বারাল মহলে বড় পড়ে গেল সাড়া ॥
 জিন কসে বাঞ্ছে পাঁচ রত্নের খোপনা ।
 কত অপরূপ তার অরূপ বসনা ॥
 সাবধানে বামদিকে রাখিল কলস ।
 তার উপর উরুমালা ঘাগর গুণা দশ ॥
 কণু কণু ঝুণু ঝুণু বাজিছে মেথলা ।
 গলায় পরায় গজ মৌক্তিকের মালা ॥
 চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ।
 বিনা মেঘে বিজরী করিছে ঝল মল ॥
 কানড়া করিল সাজ রাউতের বেশে ।
 মনে করে যাব মামা স্বপ্নের উদ্দেশে ॥
 মাথায় বাস্তিল পাগঁ করিয়ে উঠানি ।
 দপ দপ জলে যেন অজগর মণি ॥
 ক্ষীণ তনু অন্ধকারে দেখিতে না পাই ।
 গায়ে তুলে পরে রামা লঙ্কের কাবাই ॥
 সোনারূপা তাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ ।
 রতন মণি পটুকা করিল কমরবন্দ ॥
 পরিল ইজের খাসা নামে মেঘমালা ।
 টুকিণে তুলিয়া বাঞ্ছে আপী মণের ফলা ॥
 ধুমসীর সাজন দেখিয়া ইন্দ্র কাঁপে ।
 কেহ বলে এ মাগী মাহুঘ হোল শাপে ॥
 না বলিতে ধুমসী রণেতে আগুসার ।
 ঘন ঘন রাউতে ডাকিছে মার মার ॥

পড়িল ময়নার গড়ে সদা পতিভর ।
 হাতী ঘোড়া একাকার রাজার লঙ্কর ॥
 পাত্র বলে রাজনৈক দেখ দৃষ্টি দিয়া ।
 এবার ভাগিনা এল বৃদ্ধের লাগিয়া ॥
 বড় স্ত্রী যে ভাগিনার গেছে যমঘারে ।
 তার পাকে এল সেন যুদ্ধ করিবারে ॥
 এত বলি মাহুদিয়ে পসারিল পা ।
 ভাগিনা বউকে বলিছে ভাগিনে বটে বা ॥
 জলন্ত অনলে যেন চলে দেয় শি ।
 হাত তুলে ডেকে বলে হরিপালের ঝি ॥
 মনে পড়ে নাই তোমার পূর্বের বারতা ।
 কানড়া আমার নাম হরিপালের স্ত্রী ॥
 হাতে স্ত্রী বেক্রে তোর রাজা হল বর ।
 সাধ ছিল আমাকে করাতে স্বয়ম্বর ॥
 সে সব পূর্বের কথা মনে নাহি পড়ে ।
 বাঁকা ছিলে কুঁড়ো বেলে সিমুলের গড়ে ॥
 পাত্র বলে ভাগিনা বউ কুলে দিলি কালি ।
 মামাখণ্ডের কুলে দিলি জলাঞ্জলি ॥
 একবোলে দুবোলে দুজনে বোলচাল ।
 দুইজনে মহাযুদ্ধ আগুন উথাল ॥
 পবনে করিল ভর কানড়ার ঘুড়ী ।
 দুহাতে ধরিয়া কাটে কানড়ার চেড়ী ॥
 একচোটে কেটে যায় দশ বিশ ঘোড়া ।
 অমনি রাউতে হানে গায়ে জামাঘোড়া ॥
 সিংহনাদ সমান সঘনে ডাক ছাড়ে ।
 শরতের মেঘ যেন গরজে গভীরে ॥
 মার মার ডাক ছাড়ে গোড়ের ন্যাবড় ।
 তীরগুলির শব্দে বহিল যেন ঝড় ॥
 বাণের উপরে বাণ আগুনের ছটা ।
 বিষম ধমুকগুলো বাঁশ টানে গোটা ॥
 তার আগ ঢালী যুঝে বজ্রি কাহণ ।
 হান হান ডেকে আইল হাসান হান ॥
 ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর তরে ।
 পদ্মপত্রের জল যেন উলমল করে ॥

ধর ধর শব্দ সে শুনিতে বিষম ।
 অকালে কহিল যেন কালাঙ্ক বস ॥
 বাজীর পিঠে বসি হুঙ্কার কানড়া ।
 ভূজক রসনা সম হাতে ঢাল খাড়া ॥
 এক চোটে কেটে যায় কুঞ্জর মানব ।
 ফুটিল কমল কলি কনক কৌরব ॥
 বহিল রক্তের জ্যোত ভট্টিনীর ধারা ।
 হাতী ঘোড়া ভাসে তার বীন কূর্ব পারা ॥
 হেনকালে মহামায়া উঠিল আসিয়া ।
 ডাকিনী ঘোগিনী দানা নাচে ধৈর্য ঠৈর্য ॥
 তান হাতে বড় কায়ো বা হাতে বর্পর ।
 বিপরীত ডাক ছাড়ে ভাগর ভাগর ॥
 ভালগাছ সমান দানা লাফ দিয়া পড়ে ।
 দশ বিশ হাতী গিলে গলা নাড়ি নড়ে ॥
 বিশেষ ঘোগিনীগুলো হাতী ধরে গিলে ।
 মৎস্ত কুড়ায়ে যেন লয়ে যায় চিলে ॥
 কুরঙ্গ ভূরঙ্গ কেহ করে ফেলাফেলি ।
 লাফ দিয়া কারে যায় কারে দেয় গালি ॥
 ঢালী পাসী রাউত সারিয়ে যায় গালে ।
 ছেলে যেন মুড়ি খায় অতি উষাকালে ॥
 দিকে দিকে বিস্তৃত দক্ষিণে দানার বটা ।
 লাফ দিতে পড়ে যায় বাইল হাত ভটা ॥
 দেবতা মানবে রণ অতি ভয়ঙ্কর ।
 সহিতে না পারে রণ গৌড়ের পাতর ॥
 ভজ দিল বাহিনী ডাকিয়ে যায় দানা ।
 লক্ষ দিয়া পড়ে লক্ষবিধ হাত ধান ॥
 গুড়ি গুড়ি কয়েতে পাকায় রায় রায় ।
 তাড়াতাড়ি ডাকিনী সিজিয়া কেলে তার ॥
 জলে ডুবে রহিল কেহ সত্যার মিশালে ।
 বাছিয়া বাছিয়া দানা ধরে ধরে গিলে ॥
 এলাহি ভাবিয়া দিয়া পলায় তখন ।
 বাজী কেলে পলাইল হাসান হুসন ॥
 শিবকে ছাগল মেনে উত্তী পলাইতে ।
 তাড়াতাড়ি ডাকিনী ভুলিয়া দিল বেতে ॥

এইরূপে ধরে গেল রক্তক বাহিনী ।
 মহাপাণ্ড পলাইতে না পার সরণি ॥
 সম্মুখে ইকুর বন গৌড়ের পাতর ।
 তরাসে লুকার পাত্র তাহার ভিতর ॥
 খাইয়া ধুমলী দিয়া অগ্নি দিল তার ।
 শৃগাল গর্ভেতে পাত্র তরাসে লুকার ॥
 দেবী প্রতিকূল তার পুড়ে পৌণদাড়ী ।
 ধেয়ে গিয়ে ধুমলী মারিলেক গড়াবী ॥
 লাফ দিয়া ধুমলী পাত্রের ধরে ফুটি ।
 ধূপধাপ শব্দে ফিলের পরিপাটী ॥
 হেনকালে আগু হল কুমারী কানড়া ।
 মামাখন্তরে কাটিতে উঠায় ঢাল খাড়া ॥
 একচোট দেয় যদি যায় মাথাধান ।
 হেনকালে মহামায়া কহিল লক্ষান ॥
 শুন শুন কানড়া বচনে দাও মন ।
 মহাশুক নিধন করহ কি কারণ ॥
 মহাশুক মামাখন্তর বধ অসুচিত ।
 হেন ছার কর্ম কর শেষে অবিহিত ॥
 মাথায় বসন লাই চুল যায় দেখা ।
 লাফ খেলি লাজের এক মাথায় দাও ঢাকা ॥
 বাদী মেয়ে বিবাহ করিবে কার সনে ।
 ভবানী করিল রক্ষা পাত্রের মরণে ॥
 এত বলি ভবানী বলিল শুকতলে ।
 কানড়া বাতাল করে নেতের অঞ্চলে ॥
 ধুমলী পাত্রের পলায় তুলে দিল বেড়ী ।
 আগু টানে জন দশ পাছু যারে চেড়ী ॥
 বচন বলিতে নিশ গড়ের ভিতর ।
 ডাক দিয়া আনিল নাপিত বরাবর ॥
 পাত্রের মুড়ায় মাথা কালিনীর কুল ।
 গাধা গচরের মূতে ভিজাইল চুল ॥
 ডানি গালে চূণ দিল বাম গালে কালি ।
 কোথা ছিল গুড়ের মালা এনে দিল মালী ।
 বালক বালিকাগুলো বলে নানা বোল ।
 ধেয়ে এসে গোদালা মাথায় চালে ষোল ॥

উঠিতে বসিতে কেহ মারে বেতের বাড়ী ।
 বাথার উপরে কেহ ডালে ছুঁতো হাঁড়ী ॥
 বায়ু হাতে কাঁটামুড়া কেহ মারে কেল ॥
 মেয়েগুলো গালি দেয় 'দেশভাঙ্গা' বলে ॥
 নানা অপমান করে নগরে নগরে ।
 বাছুরে বানর যেন নাচার ঘরে ঘরে ॥
 পরদল ধুমসী করিল দেশবই ।
 পগাইয়া বার পাত্র মাজ প্রাণ লই ॥
 উঠিয়া পড়িয়া পুন ফিরে ফিরে চার ।
 দাক্ষণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ার ॥
 খাওয়াখাই উচানলে হইল সকাল ।
 হেনকালে খেছ লয়ে গোষ্ঠেতে রাখাল ॥
 ঘর হোতে মহাপাত্র করে অল্পমান ।
 এক মুঠো চাউল যোগে বাঁচাইব প্রাণ ॥
 পাত্রকে দেখিয়া গক ছুটিয়া পলায় ।
 দশ বিশ রাখালেতে খরিয়া কিলার ॥
 নগরে নগরে পাত্র পেয়ে অপমান ।
 পাছু রেখে ফেলে গেল দেশ বর্জমান ॥
 তৈরবী গন্ধার জল নায়ে হয়ে পার ।
 দেবাদেখি উপনীত রমণি রাজার ॥
 পাত্র বলে দিনে দেখা করিব কেমনে ।
 ওতে আতে লুকাইয়া রহিল এক বনে ॥
 পরিতে বসল নাঞ্চি মাথা হল নেড়া ।
 বগন বিহনে বেশ বেন লক্ষীছাড়া ॥
 দশা খাট হলে পুরুষ এমনি হুঃখ পায় ।
 মহামত্ত বারণে বেঙের লাখি যায় ॥
 হেথা হুমান আইল পাত্রের আবাসে ।
 বড় পুত্র কামদেবে কহে সবিশেষে ॥
 দৈবজ্ঞ দেখিয়া কাম দেয় সিংহাসন ।
 না বসিতে বলে বিজ বড় অকলাণ ॥
 মঙ্গলবার আজি একাদশী তিথি ।
 পরিপূর্ণ সারাদিন আজুরে রেবতী ॥
 তিন বায় নিছবোগনটান মলিন ।
 নিবেদিলাম এই মাসের হইল বার দিন ॥

কামদেব বিকৃত মিশ্রন ভাল দেখি ।
 তুরগ দশনা লেখা দশদিকে লিখি ॥
 বাস শুণে বাড়ীর পক্ষাতে কেল বড়ি ।
 সকল আছে ভাল বাপ বাড়ীর বড় ভেড়ি ॥
 বাড়ীর ঈশানকোণে ভুতের আশ্রয় ।
 এসে দেখা দিবে রাজি হলে দণ্ড ছয় ॥
 আপনার ঘর ছয়ার আপনার নারী ।
 নাম ধরে ডাকিবে অনেক মারা করি ॥
 বলে গেলাম এই কথা সকলে থাক দড়ি ।
 পাটকেল পাথর করিয়ে রেধ জড় ॥
 চাল কড়ি অনেক দৈবজ্ঞ পাইল দান ।
 রাখালে বিলায়ে দিয়ে যান হুমান ॥
 দিন গেল অন্ত যদি আইল অন্ধকার ।
 ধীরে ধীরে যার পাত্র আপন আগার ॥
 আবছার ছয়ারে দেখিল তার ঝি ।
 বাপে দেখি মাকে বলে ছাদে ওটা কি ॥
 ছি ছি বলে তখন কামদেবের মা ।
 মামাখণ্ডর বট তুমি হোথা থাক বা ॥
 পাত্র বলে আমি তোর মামাখণ্ডর নই ।
 কামদেবের বাপ বটে তোর পতি হই ॥
 কে কার দোহাই শুনে অন্ধকার রাতে ।
 পাটকেল পাথর কত পড়ে চারিভিতে ॥
 বলিতে বিশেষ ধরে বামহাতে বাতি ।
 কোথা ছিল দাসী মাসী বাড়ি মারে লাখি ॥
 খাইয়া দাসীর লাখি গড়াগড়ি যায় ।
 দশাখাট পুরুষ এমনি হুঃখ পায় ॥
 বিপাকে পড়িয়া পাত্র উঠে খাই দিল ।
 খাওয়াখাই রাজার গোড় চলে গেল ॥
 আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া ।
 সর্বনাশ হোল তোমার সৈন্তগণ লৈয়া ॥
 ধরে লুকাইয়া আছে লাউদেন ভাগিনা ।
 মেয়ের বেশে কেটে কেল নয় লক্ষ সেনা ॥
 পশ্চিমউদয় নাহি দেয় লুকাইয়া আছে ঘরে ।
 যেমত অর্জুন ছিল বিরাট নগরে ॥

এত শুনি হুঃখী বড় গোড়ের রাজন ।
 কানড়াকে লয়ে তবে শুনহ বচন ॥
 কানড়া পাগল হোল সবাকার শোকে ।
 হাতে ধরে ভগবতী জল দেয় মুখে ॥
 না কর ক্রন্দন বাছা শুন সাবধান ।
 কলিঙ্গার অগ্নিকর্ষ কর পিণ্ডদান ॥
 তবে পশ্চিমউদয় দিবেন ভগবান্ ।
 এত বলি ভগবতী হইল অন্তর্দান ॥
 বড় রাণী কলিঙ্গাকে তুলে নিল ঘাটে ।
 অগ্নিকর্ষ কর্তে যায় কালিনীর ঘাটে ॥
 সখি দ্বিজ আনিল চিতার আয়োজন ।
 ধূপধূনা স্তুত আর স্তব্ধ চন্দন ॥
 কলিঙ্গার দেহখানি তুলিল চিতায় ।
 কানড়া কুমারী আদি অগ্নি দিল তায় ॥
 নয়নে ভাসিল জল যেন স্রবধুনী ।
 সতীনের সপিণ্ডন সারিল তবে রাণী ॥
 মা মা বলিয়া যবে চিত্রসেন ডাকে ।
 নানা ছলে পরবোধে চুষ দেন মুখে ॥
 আদর করিয়া রাণী তুলে নেন কাঁখে ।
 ছুঁতের বালক নাকি চুষে কভু থাকে ॥
 নিরবধি কান্দেন কানড়া চন্দ্রমুখী ।
 খেতে শুতে অন্তরে বাড়িল ধুকধুকি ॥
 কানড়া কুমারী রৈল ময়না নগর ।
 হাকন্দে সেনেরে লয়ে শুনহ উত্তর ॥
 আনন্দের সীমা নাই হাকন্দের ঘাটে ॥
 বিধিমত ভক্তিতে গাজন সব খাটে ॥
 নিয়ম ধরে বসে আছে সেখা রাণাহাড়ী ।
 ধর্ম জয় বলে বেটা যায় গড়াগড়ি ॥
 অর্ঘ্য দান করিছে হুল্লভ সদাগর ।
 জোড়হাতে বলিছে ধর্মের বরাবর ॥
 ওহে ধর্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর ।
 কপট তেজিয়ে দাও পশ্চিমউদয় বর ॥
 এত বলি লাউসেন অর্ঘ্য দান দিল ।
 আচম্বিতে সেই অর্ঘ্য ভূমিতে পড়িল ॥

কলিঙ্গা মরেছে তার অন্তি কারণ ।
 অতএব অর্ঘ্য তার না নিল নারায়ণ ॥
 লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পায় ।
 অনাস্তমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥

সাত পাঁচ ভাবে সেন কুমারের চাক ।
 কি জানি ময়না রাজ্যে পড়িল বিপাক ॥
 কলিঙ্গা কানড়া আর অমলা বিমলা ।
 এই চারি রাণী যেন নব শশিকলা ॥
 কি জানি কলিঙ্গা গো অধর্মের দিল মন ।
 সেই অপরাধে আমার ছাড়িলা নারায়ণ ॥
 মাতা পিতা বন্দী থুয়ে এসাম কারাগারে ।
 আমার না দেখিয়া মা মৈল অনাহারে ॥
 দেশে পাত্র ব্রহ্মচারী হয়েছে উপবাস ।
 পান মত্ত হয়ে কালু না কৈল তন্নাস ॥
 নিশ্চয় বিপত্তি হল মাসী আমার লয়ে ।
 হেনকালে সারি শুক বলে ডাক দিয়ে ॥
 আমি খুড়া আমি জোঠা সোদর সারথি ।
 আমি এনে দিব ময়নধর কুশল ভারতী ॥
 পক্ষীর বচন শুনি করে হায় হায় ।
 বিপত্তি দেখিয়া পাখী উড়িয়া পলায় ॥
 অকালে পুষিলাম পক্ষ স্তুত অন্ন দিয়া ।
 আমার বিপদ দেখি যায় পলাইয়া ॥
 অনাত্মের পদরেণু ভরসা কেবল ।
 রামদাসে দয়া কর ভকতবৎসল ॥

সারি শুক বলে রাজা কর অবধান ।
 নিশ্চয় আমারে রাজা কৈলে পশু জ্ঞান ॥
 পশু পক্ষী বল রাজা পশু পক্ষী নই ।
 গোলকেতে ব্রাহ্মণের ছাওয়াল মোরা হই ॥
 আমার পিতার নাম দ্বিজ হরিহর ।
 সত্যই জানিও যোরা হই সহোদর ॥

একদিন পিতা মোর সঙ্গে করি নিল ।
 ব্রহ্মপুত্র বৃহৎপতি ইন্দ্রপুরে ছিল ॥
 পৃথিবীতে গেলাম মোরা শিবোর মিশালে ।
 গুরুকে প্রণাম না করিল এককালে ॥
 এই দোষে গুরু মোরে দিল বড় গালি ।
 পক্ষ কুলে জন্ম লৈবে আজি কিংবা কালি ॥
 অলজ্ঞ্য গুরুর বাক্য না যায় খণ্ডন ।
 সেইখানে হইলাম বিহ্বল জনম ॥
 অনেককাল ছিহ্ন মোরা ইন্দ্রের ভুবনে ।
 খাইতে খেজুর আইলু ময়না দক্ষিণে ॥
 হেটমুখে খাই মধু মুছে ফেলি চটা ।
 দাক্ষণ আক্ষেপী মোর পক্ষে দিল আটা ॥
 আখটির বন্ধনে ঠেকিলাম ছুটি ভাই ।
 কাছাড়িয়া মারে, দিলাম ধর্মের দোহাই ॥
 ধর্মের দোহাই দিতে হাতে কর্যা নিল ।
 বিক্রম লাগিয়া আসি নগরে পশিল ॥
 পক্ষ লবে পক্ষ লবে ডাকে ঘরে ঘরে ।
 নগরের ছাওয়াল এল পক্ষ কিনিবারে ॥
 গুপের সাগর রাজা দেখিলে আপনি ।
 পক্ষাংশ কাহণ মূল্য করেছ তখনি ॥
 খসাইয়ে দেহ রাজা হাতের অঙ্গুরী ।
 প্রত্যয় পাইতে চায় তোমার সন্মরী ॥
 বার বৎসরের পথ ময়না হাকন্দ ।
 সবে মাজ বিলম্ব হইবে বার দণ্ড ॥
 প্রতিজ্ঞা করিতে পারি ধর্মের সত্য ।
 বার দণ্ড এনে দিব বারতা তোমায় ॥
 সেন বলে নারে অঙ্গুরী নাঞ্চি দিব ।
 এক দণ্ড বিলম্ব লিখন পাঠাইব ॥
 এত বলি সেন রাজা তালপত্র নিল ।
 কলিকার নামে পত্র লিখিতে বসিল ॥
 ক্রীমতী কলিকা তোমায় আমার আশিস ।
 ভাল মন্দ না পাইলাম তোমার উদ্দেশ ॥
 তোমায় কল্যাণে হয় আমার কল্যাণ ।
 ধন কড়ি ভাণ্ডার হইবে সাবধান ॥

গোড় কারাগারে নিবে মাঘের তল্লাস ।
 দেশে যেন ব্রহ্মচারী না হয় উপবাস ॥
 কালুকে ইলাম দিবে পক্ষাংশ মোহর ।
 পালনে রাখিবে ঘোড়া ওগুর পাখর ॥
 গুজের সমান করো প্রজার পালন ।
 দুই জনে অবশ্য করিবে স্ত্রীশাসন ॥
 আর কি লিখিব প্রিয়ে হৃৎক সমাচার ।
 পশ্চিমউদয় নাই দিল ঠাকুর নৈরাকার ॥
 বার দিন মাসের তারিখ দিল তায় ।
 আপনি বাক্সিল পত্র পক্ষের গলায় ॥
 দুই পক্ষ সেন রাজা হাতে করে নিল ।
 যাও বলে শূন্তপথে উড়াইয়া দিল ॥
 পাখা মেলি উড়ে পক্ষ উগর গগনে ।
 চিনিতে না পারে পক্ষ কত পড়ে মনে ॥
 সেনার চাপানে ময়না হয়েছে ছারখার ।
 শুক বলে এই দেশ চিরু নাঞ্চি তার ॥
 বৃহৎ মাড়িষগাছ লাউসেনের নাছে ।
 প্রত্যয় পাইয়া পক্ষ বসে সেই গাছে ॥
 এই বটে ময়না বাপার বাড়ী ঘর ।
 দেখিয়া ভাঙ্গিল দিশা সেনার পিঞ্জর ॥
 উড়ে গেছে পক্ষের গায়েতে পড়ে জল ।
 কোথা গো কলিকা মা ডাকে কল কল ॥
 তা শুনিয়া মনে করে কানড়া যুবতী ।
 নাম ধরে কেবা ডাকে ঘোর ছপর রাতি ॥
 বাহির হইল কানড়া সন্দেহে সখীগণ ।
 সারিসকল দুটি হাতে বসিল তখন ॥
 করে বসি কমলবদন পানে চায় ।
 কানড়া সন্মরী দেখে করে হায় হায় ॥
 অকালে পুষিলাম পক্ষ স্মৃত অন্ন দিয়ে ।
 আমার পরাণনাথে কোথা আইলে খুয়ে ॥
 জাহাজ ডুবেছে বুঝি দরিদ্রার ভিতর ।
 তেকারণে জানা'তে আইলে বুঝি ঘর ॥
 সারিসকল বলে মাতা না কর ক্রন্দন ।
 আমার গলেতে আছে বাপার লিখন ॥

হাঁকল্যেতে আছে বাপা আমি পানে চেয়ে ।
 তুমি কেন কান্দ মা' সমাচার পেয়ে ॥
 পাঁচ দিন তোমরা পাথরে বাঁধ হিয়ে ।
 যাবৎ না আসে রাজা পশ্চিমউদয় দিয়ে ॥
 তাবৎ ধর্মের নামে দেহ পুণ্ড্রজল ।
 কলিকালে জানিবে ধর্মের বড় বল ॥
 কহ পক্ষ রাজার বিলম্ব কতদিন ।
 কুলের কমলফুল হয়েছে মলিন ॥
 এত বলি কানড়া মুখেতে দেয় জল ।
 মলিপত্র বোঁগায় ধুমসী পরদল ॥
 স্তুতি আদি লিখে যত পত্রের বিধান ।
 ত্রীমুখ ময়নাপতি ইন্দ্র মঘবান্ ॥
 মহাপদ চরণকমলে দণ্ডবত ।
 অভাগীয়ে ছাড়িল বার বচ্ছরের পথ ॥
 একাদশী গেলে নাথ পশ্চিমউদয় দিতে ।
 দুয়াদশী এস পাত্র ময়না লুটিতে ॥
 গোড় হতে তোমার মায়া লয়ে যত সেনা ।
 ছারখার কৈল তোমার দক্ষিণ ময়না ॥
 সাকান্তকো কাটা গেছে ডোম তের জন ।
 বীর কান্দু কাটা গেছে সত্যের কারণ ॥
 তবে রণে সেজে গেল চিত্রসেনের মা ।
 আপনার বুক হানে কাটারীর খা ॥
 কালমুখী হেনে মৈল তোমার বড় রাণী ।
 হুঙ্কার বিনা বাছা মরে আমি অভাগিনী ॥
 আর কি লিখিব কান্দ দুঃখ সমাচার ।
 লঙ্কাকাণ্ড শুনেহ লঙ্কার ছারখার ॥
 বার দিন মাসের তারিখ দিল তার ।
 রাজহুতা পাঁতি বাক্যে পক্ষীর গলায় ॥
 পাকা আত্ম পনস খেজুর দিল খেতে ।
 ক্ষুধা দূর যাবে শুয়া ধারাদাই যেতে ॥
 শুয়া বলে ধর্মের নিয়ম এতদিন ।
 এতলো খাইলে হবে তপস্যা মলিন ॥
 এত বলি গগনে উড়িল সারি শুক ।
 পশ্চিম গগনে যায় মনে পেয়ে হুঙ্কার ॥

হাঁকল্যে আছেন সেন পক্ষপানে চেয়ে ।
 হেনকালে সারি শুক উতরিল গিয়ে ॥
 পক্ষ বলে মহারাজ কি বলিব আর ।
 পত্রপাঠ পাইবে সকল সমাচার ॥
 এত শুনি সেনরাজা পাঁতি এলাইল ।
 কলিকার মৃত্যু দেখি চলিয়া পড়িল ॥
 লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পার ।
 কেন মিছে পুজিলাম ঠাকুর ধর্মরায় ॥
 ধর্মপূজা করিতে অধর্ম কিবা হল ।
 কোন্ অপরাধে আমার কলিকা মরিল ॥
 কলিকার রূপ শুণ কেমনে পাসরিব ।
 বল মাসি উপায় আমি আর নাঞি জীব ॥
 মরে যাকু কলিকা তার নাই দায় ।
 চিত্রসেন বাছা আমার ধূলয় লোটায় ॥
 যেইখানে কলিকার মৃত্যুটি পড়িল ।
 হাড়িয়া চামর কত গড়াগড়ি গেল ॥
 যেইখানে পড়িল কলিকার ডান হাত ।
 সরস নবনী জিনি কমলের জাত ॥
 হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম সর্ব গা ।
 বাঁধুলি শুবক জামাশালে দুটা পা ॥
 তিলফুল জিনি নাসা তুলনা দিব কি ।
 বল মাসি উপায় আমি আর নাঞি জীব ॥
 এমন তহু কলিকা হইল ছারখার ।
 কলিকা বিহনে মাসি জীবনাক আর ॥
 কোলে করে সাবুলা তুলিল বোন পো ।
 নেতের অকলে মাসী মুছেদিল লো ॥
 শোকলিঙ্গ কিছু নয় শুন বাপধন ।
 বনিতা সম্পদ স্তম্ভ নিশির স্বপন ॥
 তুমি কবি পণ্ডিত এমন বুদ্ধি কেনি ।
 বলবুদ্ধি হারাইলে ময়নার গুণমণি ॥
 সুরধুনী জামাতা জয়মণি নাম বার ।
 সর্পাঘাতে মরে গেছে বোল রাণী তার ॥
 বোল গুণবতী ছিল পরম সুন্দরী ।
 রূপে গুণে একজন ইন্দ্রের বিভাধরী ॥

তথাপি দীক্ষণ শোক নাঞি তার মনে ।
 তোমার এত শোক কেন বনিতা স্মরণে ॥
 মা বাপ রাখিলে বন্দী তার নাহি দার ।
 জীর শোকে পাগল হয়েছ সুবরার ॥
 ধর্মকে জানায়ে মাগ পশ্চিমউদয় বর ।
 ধর্মপদে মন দিয়ে শোক পরিহর ॥
 ধর্ম বই প্রতি নাই ধর্মে দাও মন ।
 আন করে এসে পুত্র ধর্মের চরণ ॥
 এত শুনি সেন রাজা হইল খেউর ।
 আন করে পুত্রে সেন গোবিন্দ ঠাকুর ॥
 সামুলা বলেন বাছা সাংখ্যান চাই ।
 পাঁচলক্ষ বৎসর সেনিলে বর পাই ॥
 ছমন করিলে এতে সর্করাশ হয় ।
 একমনে সেবা কর আনন্দ ছদয় ॥
 সেন বলে কহিলে লোকের বিজ্ঞানে ।
 হাকমে ধর্মকে মানাব সাত দিনে ॥
 সাতমাস গেল বয়ে বৎসর সমুখ ।
 তপস্তা করিয়া মাসি কত পাব দুখ ॥
 তপস্তা করিতে মাসি আর শক্তি নাই ।
 ঘটে বিসর্জন দিয়া চল রেষে বাই ॥
 আপনি রহিব বন্দী রাজ কারাগারে ।
 মা বাপের ছাড়াইন করিব গিয়া ঘরে ॥
 এত শুনি সামুলা কয় পূজার উপদেশ ।
 কুম্ভ ঘোষিবে রাজা কেন যাবে দেশ ॥
 দ্বিজাসিলে পূজার কথা বলে দিতে পারি ।
 কলিযুগে যাতে বশ অনাস্ত্রী হরি ॥
 অস্ত পূজা কর এনে কমলের ফুল ।
 তবে ঠাকুর ধর্ম হবেন অক্ষুণ্ণ ॥
 লাউসেন বলে মাসি তখন না কহিলে ।
 লক্ষ ভায় ফুল ফুটে সাটি দীঘির জলে ॥
 ইজিতে লইতাম ফুলি পদ্ম শতভার ।
 এবে কোথা পাব মাসি জুয়ুজের পার ॥
 সামুলা কহেন বাছা-সেহ ফুল নয় ।
 চারিবার কমল জগতে যারে কয় ॥

পরাপর কমল ফুটে ব্রজার মন্দিরে ।
 দ্বিতীয় কমল ফুটে মহাদেবের শিরে ॥
 তৃতীয় কমল ফুটে বসুনার জলে ।
 চতুর্থ কমল বাছা তুমি কলিকালে ॥
 তোর মাথা লোকে বলে কমলের ফুল ।
 তোর ছটী পায় বলে কনকের মূল ॥
 তোর ছটী হাত বলে মুণালের লতা ।
 তোর বক্ষস্থল দেখি কমলের পাতা ॥
 মাথা কেটে ফেলে দাও তেকাটা উপর ।
 সেন বলে মাসি তবে গায় এল অর ॥
 আপনি কাটিয়া দিব আপনার মাথা ।
 আমি যদি মরে যাব ধর্ম পাব কথা ॥
 মাথা কেটে দিতে মোরে মাসী হোয়ে বলে ।
 মামার সনে যুক্তি বুঝি করেছে বিরলে ॥
 সামুলা বলেন দূর ময়নার ভূপতি ।
 তুই ব্যাটা হলি কেন সহজে দুর্ধতি ॥
 মানাতে নারিলি ধর্ম একমন চিতে ।
 ছ মন করিলি বেটা মাথা কেটে দিতে ॥
 যখন তোমার মাতা শালেভর দিল ।
 খানিদশ বাণের উপর হয়েছিল ॥
 চতুর্ভুজ চাম্পায় দেখিল রজাবতী ।
 আমি বলে দিলাম রে তেঁই পূজাবতী ॥
 উত্তানপাদের বেটা এব মহাশয় ।
 যাহার তপস্তার কথা ভাগবতে কয় ॥
 এব বড় বৈষ্ণব বৈষ্ণবী তার মা ।
 বেটাকে বলিল বাপু হরি গুণ গা ॥
 অনাহারে তপস্তা করিল মধুবনে ।
 পাঁচ বছরের শিশু কৃষ্ণ পাইল কেনে ॥
 আন কথা নাহি বাপু হয়ে একমনে ।
 মাথা কেটে ফেলে দাও গোবিন্দ চরণে ॥
 সেন বলে মাসীমা তবে ঘরে যাও ।
 অভাগার সঙ্গে কেন তুমি ঝুংখ পাও ॥
 যাও ভাই ঘরে যাও বাইতি হরিহর ।
 যাওরে ভকিতা তোমরা সবে যাও স্বর ॥

যাও ভাই ঘরে যাও গোপাল পণ্ডিত ।
 নবখণ্ড হাক্ষ্মেতে হইব তুরিত ॥
 গোড় ঘেয়ে কইও আমার বাপ মায় ।
 নবখণ্ডে মরিয়াছে তোমার তনয় ॥
 বকিল বিধাতা যত মনে ছিল সাধ ।
 মাগী হোয়ে সেজে আইল আমার বিবাদ ॥
 ভকিতা বলেন রাজা ঘরে নাহি যাব ।
 তুমি মরিবে মহাশয় আমরা মরিব ॥
 কান্ধিতে কান্ধিতে বলে ইছারাণা হাড়ি ।
 প্রাণ গেলে মহাশয় নাহি যাব বাড়ী ॥
 বেটুয়া কুকুর বলে আমিও সংহতি ।
 নয়নেতে হেরিব ঠাকুর যুগপতি ॥
 তুমি নবখণ্ড হবে আমি তাড়াব নাছি ।
 তার পাকে এতকাল তোমার বাড়ী আছি ॥
 এত শুনে উল্লাসিত ময়নার তপোধন ।
 জয় জয় শব্দ হইল ধর্মের গাজন ॥
 সামুলা জালিল আসি মন ধূনাচুর ।
 সেনরাজা বসিলেন পূজিতে ঠাকুর ॥
 আপনায় অঙ্গ রাজা দেই উৎসর্গিয়া ।
 যেন মধুরধ্বজ দেন কৃষ্ণ ধোয়াইয়া ॥
 কাতি হাতে বসিল ময়নার তপোধন ।
 একান্তে ধোয়ায় সেন ধর্মের চরণ ॥
 কাটিয়া গায়ের মাংস পোড়ায় আশুনে ।
 জাতিপুঙ্গু হয়ে পড়ে গোবিন্দ চরণে ।
 কাটিয়া গায়ের মাংস হল অস্থিসার ।
 তবু দয়া না করিল ঠাকুর নৈরাকার ॥
 দয়ার ঠাকুর ধর্ম দীনের বাপ মা ।
 অস্ত্রমে তরসা এবে ওই রাজা পা ॥
 এত বলায় গলায় কাতি দিয়ে দিল একটান ।
 অবনীতে পড়ে যুগু তাকে ভগবান ॥
 সামুলা রাখিল যুগু তেকাটা উপর ।
 তবু যুগু বলে দেহ পশ্চিমউদয় বর ॥
 আল চাল কাঁচা ছুড় স্বর্ঘ্য অর্ঘ্য দিয়া ।
 বারটী ভকিতা মৈল সন্ত্যাস করিয়া ॥

যোগেতে তেজিল প্রাণ কুলের ব্রাহ্মণ ।
 সামুলা মরিল কেটে হয়ে দুইখান ॥
 ইছারাণা হাড়ি মরিল কোদালে করে ভয় ॥
 ঢাক ভেঙ্গে মরিল বাইতি হরিহর ॥
 সারিসুয়া পুড়িয়া হইল ছাইচুর ।
 কেবলমাত্র জিয়ে রইল বেটুয়া কুকুর ॥
 গো হত্যা ব্রাহ্মণ হত্যা স্ত্রী হত্যা হইল ।
 গগনে রবির রথ অমনি থেমে গেল ॥
 আচম্বিতে রক্তবৃষ্টি বজ্রাঘাত হয় ।
 উল্কাপাত ভূমিকম্প হাহাকারময় ॥
 শূন্তের বিমান কাঁপে শূন্তের উপর ।
 হুহুমান ডাকিয়ে বলেন মায়াধর ॥
 চক্রাবর্ত ফিরে কেন আমার বিমান ।
 কোন্ ভক্ত বিপদে বা হারায় পরাণ ॥
 জানিয়া না জানে প্রভু মায়ায় কারণ ।
 হুহুমান করপুটে করে নিবেদন ॥
 সাংজাত মরেছে প্রভু ময়নার তপোধন ।
 বারখণ্ড শেষ হ'ল বান্ধতি পূজন ॥
 অবনী মণ্ডলে যদি পাবে পুণ্ড্রজল ।
 তক্ত মৈল এই দণ্ডে দিয়াইতে চল ॥
 ঠাকুর বলেন রথ আন হুহুমান ।
 যথা ভক্ত তথা আমি ইথে নাঞি আন ॥
 বীর হুহুমান করে রথের সাজন ।
 ধরে ধরে গাধনি পরেশ হীরা মণ ॥
 সিন্দূর বরণ রথ হিলুলের ছটা ।
 চারিদিকে উল্কাপাত ঝাপর কত ছটা ॥
 চামর পতাকা কত রথের নিশান ।
 রথ লয়ে হুহুমান যোগান তখন ॥
 আপনি চলিলেন হরি গোলোক ছাড়িয়া ।
 ব্রহ্মা আদি দেব চলে পাছু গোড়াইয়া ॥
 দেবতা বলিল চল কৌতুক দেখিব ।
 অহুর বলেন চল পাপ খণ্ডাইব ॥
 দেখিতে দেখিতে রথ গোলোক বাহির ।
 মন্দাকিনীর ঘাটেতে গেলেন যুদ্ধবীর ॥

হেনকালে চরণে পড়িল হুঁয়ান ।
 ইবে সে কোথাকে বাণী করেছ পরান ॥
 এ রূপ দেখিলে পাণী আজি তরে যাবে ।
 তব নাকি কলিযুগে আর পূজা হবে ।
 চারিযুগ পূজা করে নিবেদন করি ।
 আমার বচনে তুমি হইও ব্রহ্মচারী ॥
 এত শুনি ঠাকুর হৈল ব্রহ্মচারী ।
 কুশ ডোর কোমরে হাতেতে কুশাকুরী ॥
 ভিলকুশ সজেতে অঙ্গেতে বাঘছাল ।
 মুখে সদা হরিবোল হাতে অক্ষমাল ॥
 এইরূপে যাত্রা কৈল অনাস্ত ঠাকুর ।
 পথে পড়ে নিজা যায় বাটুগা কুকুর ॥
 ঠাকুর বলেন বেটা পথ ছেড়ে দে ।
 হাকন্দ নগর যাব আশীর্বাদ লে ॥
 এদেশে তোমারে কেবা দিল অধিকার ।
 পথ আগুলিয়া দেহ কোন্ সমাচার ॥
 বেটু বলে কহ কহ তুমি কোন্ জন ।
 তোমার বচনে কেন ছেড়ে দিব গণ ॥
 এদেশে আমার ঘর ছিল অনেক দিন ।
 তপস্তা করিয়া আমি হয়েছি মলিন ॥
 অনেক দিবস আমি মথুরানিবাসী ।
 গয়া গঙ্গা মথুরা পৈরাগ হতে আসি ॥
 বলিতে কহিতে বেটু মুখ তুলি চায় ।
 কুকুরের তরাসে পেছুলেন ধর্মরায় ॥
 ব্রহ্মচারী রূপ বেটু নয়নে দেখিল ।
 গোবিন্দের পায়ে পড়ি কান্ধিতে লাগিল ॥
 আর কেহ নও তুমি অনাস্ত ঠাকুর ।
 প্রায় বুঝি আমাদের হুঃখ গেল দূর ॥
 এত শুনি হেসে হেসে বলেন ঠাকুর ।
 বিষ্ণুর ভকত তুমি কে বলে কুকুর ॥
 কুকুর হইয়া বেটু কিবা ভাগ্য করে' ।
 পূর্ব তপস্যার ফলে চিনিলা আমারে ॥
 বেটু বলে ও কথাই প্রত্যয় নাই মনে ।
 চতুর্ভূজ রূপ আগে দেখিব নয়নে ॥

যেই রূপে বসেছিলে অর্জুনের কাছে ।
 সেই রূপ দেখিব মনেতে সাধ আছে ॥
 নতুবা যে রূপে লৈলে গোপীর বসন ।
 সেই রূপ দেখিব নন্দনের নন্দন ॥
 বলিতে বলিতে বেটু গড়াগড়ি যায় ।
 দৃঢ়ভাবে ধরিল ধর্মের দুটা পায় ॥
 ভকতের কথা শুনি দেব নারায়ণ ।
 স্বরূপ ধরিল কিবা ভুবনমোহন ॥
 সজল জলদকুচি নবঘনশ্রাম ।
 বাম করে শোভে বাঁশী জিভল হুঁয়াম ॥
 সে রূপ দেখিয়ে বেটু কান্ধিতে লাগিল ।
 আনন্দে নয়নে ধারা উথলি উঠিল ॥
 শিলা বেগু বেত বাড়ি সেই ত আপনি ।
 নুপুর অঙ্গদ বালা পলা নীলমণি ॥
 শিখিপাখা বিউনি বক্রজ মালানিধি ।
 একই বালকে স্তব করিল দশ বিধি ॥
 ঠাকুর বলেন বেটু মেগে লহ বর ।
 আর কেন স্তব কর শূন্য ধূসর ॥
 বেটু বলে মোরে যদি হলে বরদায় ।
 তুলসী করিয়া তুমি রাখ রাজ্য পায় ॥
 এত শুনি ঠাকুর হৈল হেঁটমাথা ।
 শ্রান যদি হতে চায় তুলসীর পাতা ॥
 তুলসী করিয়া যদি তোরে বর দিব ।
 দান যজ্ঞ তপস্তা লকল মিথ্যা হব ॥
 তোরে যদি বর দিব করিয়া তুলসী ।
 কদাচারী হবে আমার ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ॥
 গঙ্গাজল তুলসী অপর বোল নাম ।
 এই তিনে হয় মোর অভেদ উপাম ॥
 যাহার বাড়ীতে থাকে তুলসীর গাছ ।
 তার বাড়ী গোলাক বৈকুণ্ঠ তার নাছ ॥
 স্থানের মার্জনা করে যেনা দেয় বাতি ।
 শতেক পুরুষ তার গোলোকে বসতি ॥
 একভাবে তুলসী দণ্ডবত করে যে ।
 পুরটের বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে সে ॥

এত কথা শুনিলি বেটু এক কথা বই ।
 সত্যভাষার পুরাণ শুনেছ দেশ বৈ ॥
 সত্যজিতের কস্তা সেই সত্যভাষা ছিল ।
 পারিজাত হরণে গোবিন্দ দান দিল ॥
 ফুল লয়ে নারদ আপন দেশে যায় ।
 কান্দিয়া কান্দিগী বলে কি হবে উপায় ॥
 কান্দিগী বলেন মুনি আমি কি বলিব ।
 কৃষ্ণকে কিরিয়ে দাও জুখে ধন দিব ॥
 সায় দিয়া স্বরায় ধরিল দেবগণ ।
 এক ডালায় রাখে ফুল আর ডালায় ধন ॥
 নানা ধন আনিল বাহার নাঞ্চি মূল ।
 কোন্ ধন আছে হে হরির সমতুল ॥
 ছাঙ্গান্নকেটি যত্নবংশে যত ধন ছিল ।
 গোবিন্দের সমান জুখিতে নাই হোল ॥
 যত ধন ছিল প্রভুর সরকারি পাটে ।
 গোবিন্দের সমানে জুখিতে নাই আটে ॥
 হেনকালে উদ্ধব সে সমাচার পেয়ে ।
 কান্দিগীর তরে মুনি বলে ডাক দিয়ে ॥
 হেদেগো কান্দিগী আমার বচন শুন ।
 ধনের গৌরব তোমরা করেছিলে কেন ॥
 একদিন বসেছিলাম তুলসী কাননে ।
 তাতে আমি শুনেছিলাম প্রভুর বদনে ॥
 সেই কথার পরীক্ষা লইব এই স্থানে ।
 একটা তুলসী পত্র আনহ যতনে ॥
 হাতে করে লয় মুনি তুলসীর দাম ।
 লীলক কেশব বলি গিখে ছুটি নাম ॥
 ধন এড়ে দিল সেই তুলসীর পাত ।
 তুলসীর প্রমাণ হইল রাখানাথ ॥
 এত বড় মহিমে লিখিছে মহামুনি ।
 মন দিয়া শুন বেটু তুলসী কাহিনী ॥
 অস্ত্র বর মাগ বেটু অস্ত্র বর মাগ ।
 তুলসীর মহিমে মুকতি মহাভাগ ॥
 বেটু বলে তবে আমার বরে কাজ নাই ।
 তুলসী হইতে কেন বঞ্চিলে গোসাঞি ॥

কেতকী চম্পক নয় মল্লিকা টগর ।
 এত শুনে হাসিতে লাগিল মায়াধর ॥
 ঠাকুর বলে বেটু তোর ফুলে অভিলাষ ।
 আকন্দ হইয়া তুমি হইবে প্রকাশ ॥
 আকন্দ হইল বেটু ধর্মের মায়ায় ।
 এখন ফুলেতে সাক্ষী কুকুরের প্রায় ॥
 আকন্দ ফুলের জন্ম বেটুয়া কুকুর ।
 আপন গাজনে যান গোবিন্দ ঠাকুর ॥
 যেই খানে লাউসেন হয়েছে নব খণ্ড ।
 ধর্মের জলিবে যথা আগুন ধূনা দণ্ড ॥
 সিন্দুর বরণে কধির বয়ে যায় ।
 তা দেখিয়া ঠাকুর বলেন হায় হায় ॥
 ওরে বাপু লাউসেন এমন বুদ্ধি কেনে ।
 আপনা কাটিতে আজ্ঞা দিল কোন্‌জন ॥
 দেবতা অস্তুর এহা সাধিবারে নারে ।
 হেন ছার কর্ম কর মহুয়া শরীরে ॥
 কাটামুণ্ড ধস্ত্র ধস্ত্র বলে ঘনে ঘন ।
 কোলে করে আপনি তুলিলা নারায়ণ ॥
 গলিয়া গিয়াছে দেহ অতি পচা গন্ধ ।
 ঠাকুর বলেন আমারু, স্বধা মকরন্দ ॥
 শুদ্ধ করে তন্ন তোলে হাকন্দের জলে ।
 কুশজল দিলেন আর বেদমন্ত্র বলে ॥
 বেদ পাঠ অহুতাব কুশজল দান ।
 সেনের গায়ের মাংস ধরিল উজান ॥
 পঞ্চপ্রাণ পঞ্চস্থান করিল অধিকার ।
 আপনি ঠাকুর কৈল জীবন সঞ্চার ॥
 উঠিয়া বসিল রাজা চারিপানে চায় ।
 কারে না দেখিয়া ঠাকুর করে হায় হায় ॥
 দেবতা এসেছে কিছা যক্ষ কি কিন্নর ।
 মায়া করে' কেবা এলে গাজন ভিতর ॥
 মরেছিলাম এখানে জিয়ায়ে গেল কে ।
 যেই জন জিয়াইলে সেই বর দে ॥
 নয় অভাগার হত্যা লও আরবার ।
 দয়া যদি না রহিল যুগা জিয়ে আর ॥

এত বলে সেন রাজা হাতে নিল ক্ষুর ।
 ব্যস্ত হয়ে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর ॥
 ম'রো নাঞি বাপধন আমি ধর্ম্ম রাজা ।
 তোমা হ'তে কলিতে প্রকাশ হবে পুজা ॥
 সেন বলে তুমি যদি সত্য করতার ।
 কারাগার কর আমার মায়ের উদ্ধার ॥
 ঠাকুর বলেন বাপ দিলাম ঐ বর ।
 অন্তগিরি উদয়গিরি রাজ্যের ভিতর ॥
 সেন বলে ও কথা প্রত্যয় নয় মনে ।
 আগে জিয়াইয়া দেও ভকিতে বার জনে ॥
 এত শুনে ঠাকুর হাসেন খল খল ।
 উঠ ভকিতে বলে ফেলে দিল জল ॥
 প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ভকিতে বার জন ।
 জয় জয় শব্দে হোল ধর্ম্মের গাজন ॥
 সামুলা সেনের মাদৌ শব্দ বাজাইয়ে ।
 হয়ে বাইতি ঢাক বাজায় নাচিয়ে নাচিয়ে ॥
 চারি দিকে বসিল দেবতা সারি সারি ।
 মধ্যখানে আপনি বসিলা শ্রীহরি ॥
 দেবতা মনুষ্য জড় হই এক ঠাই ।
 সেন ভাবে মোর সম শ্রীপাবান্ নাই ॥
 একে একে সকল দেবতা পানে চাই ।
 সমস্ত এসেছে কেবল সূর্য্য আসে নাই ॥
 পশ্চিমউদয় হবে নাই এহার লাগিয়ে ।
 সপ্তম পাতালে সূর্য্য গেছে পলাইয়ে ॥
 ঠাকুর বলেন শুন শুন বীর হুম্মান ।
 সূর্য্য গেছে পাতালে তৎকাল ডেকে আন ॥
 ধাইল পাতালে হুম্ম পবনের বল ।
 নিজরূপে তরণী করেছে ঝলমল ॥
 ছেন কালে চরণে পড়িল হুম্মান ।
 পশ্চিমউদয় দিতে সূর্য্য করহ পয়ান ॥
 সকল দেবতা আছে তব সূখ চেয়ে ।
 গোবিন্দ তোমাকে লইতে দিল পাঠাইয়ে ॥
 এত শুনি তরণী তবে হইল তরল তহু ।
 দূর হও দুরাশয় জারজাতা হু ॥

অকালে অবিধি কথা কতু শুনি নাই ।
 তের দণ্ড রাজ্যে পশ্চিমউদয় হতে বাই ॥
 হুম্ম বলে গোবিন্দ আজ্ঞায় গালি ৎহু ।
 তোমার নাম ভাহু হে আমার নাম হুম্ম ॥
 যেকালেতে যুদ্ধ হল রাম আর রাবণ ।
 ঐষধ আনিতে গেলাম সে গচ্ছমাদন ॥
 নিষেধ করিহু তখন না শুনিলে কানে ।
 লেজে তোমায় বেঁধেছিলাম পড়ে না কি মনে ।
 এক বোলে দুই বোলে দুজনে গালাগালি ।
 লেজে বেঁধে সূর্য্যকে লইল কক্ষে তুলি ॥
 সূর্য্যকে বাঁধিয়ে লয়ে চলিল হুম্মান ।
 দেবতা সভায় হেথা গণিল নিদান ॥
 ঠাকুর বলেন বাপু যাও নারদ মুনি ।
 তুমি নিজে যায়া আন সূর্য্যের আশুনি ॥
 কোন্দলিয়া শুরু মুনি কোন্দল না পায় ।
 বেণা গাছে বেঁধে খুঁটি গড়াগড়ি যায় ॥
 তা দেখিয়া দিবাকর ভাবে মনে মনে ।
 অম্বরের হাতে দশা হইছে এমনে ॥
 কিল খেয়ে নারদ হোয়েছে অচেতন ।
 দয়া করে সূর্য্য তার এলায় বন্ধন ॥
 নারদ বলেন সূর্য্য কি কর্ম্ম করিলি ।
 তুঁই বেটা কেন আমার তপস্তা ভাঙ্গিলি ॥
 বেণা গাছে খুঁটি বেঁধে আমি স্তব করি ।
 এইখানে নিতি দেখি চতুর্ভুজ হরি ॥
 হেন স্তব লঙ্ঘন করিলে কি কারণ ।
 তোরে বেটা বিনাশিব রাখে কোন্‌জন ॥
 এত শুনে সূর্য্য হল পরাণে কাতর ।
 লঘু দোষে শুরুদণ্ড না কর আমার ॥
 সম্মুখে কান্দেন সূর্য্য এই কথা বলি ।
 অবশেষে তিন দেবতা হল কোলাকুলি ॥
 অবশেষে উপনীত বধা দেবগণ ।
 এস বলে আদরিল দেব নারায়ণ ॥
 এত বলে রথে তুলে বসাল তরণী ।
 বাজি নাই কাছি নাই ভাবেন আপনি ॥

পাতালে বাসকী এসে রথের হল দড়া ।
 কোন কোন দেবতা রথের হোল ঘোড়া ॥
 দেবতা অশ্বরে রথ করে টানাটানি ।
 নারায়ণ কাছি ধরে চলেন আপনি ॥
 উপলক্ষ রথ উঠে গগন মণ্ডল ।
 সকল সংসার রোজে করে বলমল ॥
 সকলে দেখিল যদি রজনী পোহাইল ।
 ঘর ছাড়ার মাজনে সবাই মন দিল ॥
 হাটুয়ে সাজিল হাটে পসরা লইয়া ।
 পণ্ডিত পুরাণ গায় সভায় বসিয়া ॥
 লাজল লইয়া মাঠে ধাইল কুবাণ ।
 প্রথম বৈশাখ মাসে নৃতন বুনে ধান ॥
 বৈশাখের খর রোজ সপ্তমীর তিথি ।
 নারায়ণ উদয় দিলেন শনিবার রাতি ॥
 পঞ্চম পাতকী যত সংসারে আছিল ।
 পশ্চিমউদয় দেখে তারা অর্গে চলে গেল ॥
 ধেয়ে গিয়ে মায়ের কাছে কহেন কর্পূর ।
 বাহির হয়ে দেখে দয়া করেছে ঠাকুর ॥
 রজাবতী কর্ণসেন দেখে বন্দিশালে ।
 হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি খসে সেই কালে ॥
 কানড়া কুমারী দেখে ময়না নগরে ।
 ময়নার প্রজা আদি ধর্ম পূজা করে ॥
 আনন্দের সীমা নাঞ্চি ময়নার প্রজা ।
 আজি কালি আসিবেন বাড়ীতে মহারাজা ॥
 চিত্রসেনে কানড়া কোলেতে করে লেই ।
 পশ্চিমউদয় তখন দেখাইয়ে দেই ॥
 রাজা গোড়েশ্বর দেখে রাজ দরবারে ।
 অনেক ব্রাহ্মণে রাজা আনে গঙ্গাতীরে ॥
 সোনা বাধা খুর গাভী শত পরমাণ ।
 ব্রাহ্মণে ডাকিয়া রাজা করিলেন দান ॥
 রাজা দান ধ্যান করে পাত্র করে মানা ।
 পশ্চিমউদয় কোথা লাউসেন ভাগিনা ॥

শ্রমেক শিখরে নাকি রজকের ঘর ।
 তারা নাকি নিত্য কাচে দেবতার অশ্বর ॥
 পোড়ায়েছে ক্ষার কেটে শুকনা ডাল পালা ।
 পর্ত্তে আশুন জেলেছে তার হয়েছো আলা ॥
 মাহুদের বচন রাজা আর নাঞ্চি শুনে ।
 হেমতুলা দান করে অনেক ব্রাহ্মণে ॥
 সেনেরে ডাকিয়ে হেথা কহে ধর্ম্মরায় ।
 বার দণ্ড উদয় হ'ল সূর্য্যের বিদায় ॥
 লাউসেন ডাকিল বাইতি হরিহরে ।
 গজাজল তুলসী দিলেন তার করে ॥
 সাক্ষাতে দেখিলে ধর্ম্ম দিলেন উদয় ।
 পাছে মোর ঠক মায়া ইহা মিথ্যা কয় ॥
 তার পাকে গজাজল সাক্ষী রাখি আমি ।
 এ কথা মামার কাছে কবে গিয়া জুঁমি ॥
 বিদায় হয়ে বৈকুণ্ঠে গেলেন মায়াধর ।
 অন্ধকারে তখনি ঢাকিল অতঃপর ॥
 ফলশ্রুতি লিখিল কপিল মহাশয় ।
 কত পুণ্য গায়নে শুনিলে কিবা হয় ॥
 যে গাওবে যে শুনিবে তার জন্ম নাঞ্চি ।
 এক মনে শুনিলে গোবোকে পাবে ঠাই ॥
 ব্রাহ্মণে শুনিলে হবে সেই বেদশুক ।
 সবংশে শুনিলে হবে কলিতে কল্পতরু ॥
 ছাত্রগণ শুনিলে গুরুকে রাজ্য ভাব ।
 গুরুভক্তি করেন যত অনেক বিদ্যালাত ॥
 রাজা শুনিলে বাড়ে রাজ অধিকার ।
 কায়স্থ শুনিলে হয় সম্পদ অপার ॥
 উদাসীন শুনিলে তাহার ভক্তি বাড়ে ।
 জন্মে জন্মে তার বিদ্যা ভক্তি নাঞ্চি ছাড়ে ॥
 সধবা শুনিলে তার ধনপুত্রবতী ।
 বিধবা শুনিলে তার ধর্ম্মে হয় মতি ॥
 অতঃপর জাগরণ পালা হল সার ।
 রায়দাস গায় গীত গাওয়ালেন কালুরায় ॥

ইতি জাগরণ পালা সমাপ্ত ।

২৩শ ও ২৪শ কাণ্ড ।

অষ্টমঙ্গলা ও স্বর্গারোহণ ।

জয় জয় ধর্মরায় আনন্দ ঠাকুর ।
রথ লইয়া পদে হুঃখ কর দূর ॥
মি দেব দয়াময় দীনের সখল ।
খস্তিম কালেতে তোমার ভরসা কেবল ॥
দাবাহন ঘটে সেন বিসর্জন দিয়ে ।
দাবাজাত সব নিল নৌকায় হুলিয়ে ॥
বর্ণ কলসে পূরে হাকন্দেব্র জল ।
গিয়ে গিয়ে আরোহিল ময়নার বীরদল ॥
গুহারী কাণ্ডারী বসিল বিশাশয় ।
রাজার চাকর তারা চিরকাল রয় ॥
বাহ বাহ বলিয়ে ডিকায় হল তারা ।
ছুটিল বহিয়ে ঘেন গগনের তারা ॥
গোদাবরী গোমুখী দুর্গতি নর্মদায় ।
যোগেশ্বর ছাড়াইয়ে যমুনা গিয়ে পায় ॥
বাহ বাহ বলে রাজা বাজাল বাজনা ।
তিনমাসে ছাড়াইয়া এল হাটখানা ॥
ঋষি পুরে শুনিল সিংহের বড় ভয় ।
পাণ্ডবের দেশে এল সেন মহাশয় ॥
নদী বাহে সদাই না রহে এক তিল ।
সেন রাজা হল গিয়ে গোঁউড়ে দাখিল ॥
দেশে গিয়ে উত্তরিল ভৈরবীর ঘাটে ।
বাক্সিল বহিজে রাজা বাজ ভাণ্ড উঠে ॥
দামামা দগড় বাজে বাউস কাঁকর ।
সওদা করে দেশে ঘেন এল সওদাগর ॥
কাপিল গোঁউড় রাজ্য বাস্তব শুনি ।
বেহ বলে কোথা হতে আইল নৃপমণি ॥

একবোলে ছবোলে রাজাকে সমাচার ।
পশ্চিমউদয় দিয়ে এল রজার কুমার ॥
মাথায় হাত দিয়া পাত্র করে হায় হায় ।
ভাগিনা বাঁচিয়ে এল কি হবে উপায় ॥
মনে করি ভাগিনা হাকন্দে গিয়া মৈল ।
কলিযুগে কর্তৃক পুনীকিত হইল ॥
মরিয়া না মরে ভাগিনা ধর্মের দেবক ।
মকরের জলে পারা জমিল পাবক ॥
বন্দী করে একবার যদি দেখা পাই ।
চোর বলে বাক্সিয়া আনিব দুটা ভাই ॥
এই যুক্তি মনে ভাবে মাহদে পাঁতর ।
লাউসেন বিদায় করে নায়েব নফর ॥
সাংজাত ভকিতে যত নায়েব নফরে ।
সবাকারে তুবে রাজা বজ্র অলঙ্কারে ॥
শামুলা আমিনী পাইল তগরের ভূণি ।
আশীর্বাদ করে যায় ধর্মের আমিনী ॥
হেমতুলা দান করে ব্রাহ্মণে দক্ষিণা ।
ডিক্সা বেয়ে যায় তবে দক্ষিণ ময়না ॥
সাংজাত ভকিতে যত হইল বিদায় ।
লাউসেন চলিলেন দেখিতে বাপ মায় ॥
বাজারে চলিল সেন আলো করে পথ ।
লোক সব খেয়েছে করিতে দণ্ডবত ॥
কেহ বলে ইহাকে দেখিলে পুণ্য হয় ।
কলিযুগে দেখাইল পশ্চিমউদয় ॥
কর্ণুর পাতর ছিল মায়ের সেবনে ।
কতদূরে দেখিতে পায় দাদা এসে গণে ॥

কর্ণূর বলেন মাগো এস বাহির হয়ে ।
 দাদা পারা এল ঐ পশ্চিমউদয় দিয়ে ॥
 তপস্তা করিয়ে দাদা হয়েছে মলিন ।
 বার হোয়ে দেখ মা তোমার শুভদিন ॥
 এত দিনে কর্ণূর বালা নাহি দেখে পথ ।
 রাম আইল ঘরে যেন আকুল ভরত ॥
 নয়নে বহিছে ধারা যেন গঙ্গাজল ।
 দাদার বন্দিল যুগল চরণকমল ॥
 ছুটী ভাই দাণ্ডাইল দাদার বরাবরে ।
 লব কুশ জানকী কেবল শোভা করে ॥
 বাহু পসারিয়া মাতা পুত্র নিল কোলে ।
 লক্ষবার চুষ ধেন বদন কমলে ॥
 কহ কহ বাপধন কুশল তোমার ।
 কিরূপ দেখিলে তুমি ঠাকুর কর্তার ॥
 বিবরিয়া সেন রাজা কহে সব যায় ।
 দোলা চেপে মাছদিয়ে আইল তথায় ॥
 কর্ণূর মামাকে তখন দিল সিংহাসন ।
 আসনে বসিয়া কোপে জলে হতাশন ॥
 পাত্র বলে সেন তুমি ছিলে লুকাইয়া ।
 কাটিলে রাজার সেনা কানড়া হইয়া ॥
 পশ্চিমউদয় না দেও লুকায়ে ছিলে ঘরে ।
 যেমন অর্জুন ছিল বিরাট নগরে ॥
 মা বাপে করিয়ে চুরি পলাইবে তুমি ।
 কি বলে রাজার কাছে জবাব দিব আমি ॥
 কপালের ভাগ্যে আমার দৈব ছিল সখা ।
 তেজি আজি চোরের সহিত হল দেখা ॥
 এক বলি ধরিয়া লইল ছুটী ভাই ।
 বিষম চোরের কারা জানা যায় নাই ॥
 উভয় সন্ডট হোল বলে রজাবতী ।
 লাউসেনে বলে বাপু স্থির কর মতি ॥
 তোমার মামার সঙ্গে যদি তুল হাত ।
 তবে তোমার নিশ্চয় ছাড়িবা জগন্নাথ ॥
 পাত্রেয় পায়েতে ধরি করি নিবেদন ।
 দৈবকী ধরেছে যেন কংসের চরণ ॥

নানা মতে করে রজা কাকুতি মিনতি ।
 হেন অজ্ঞচিত দাদা ভাগিনার প্রতি ॥
 জাকুবী পুরাণে ছিল রায় চন্দ্রহাস ।
 ভাগিনার চূলে ধরে তার সর্বনাশ ॥
 তুমি ভাগিনার চূলে কেমনে ধরিলে ।
 বিশাশয় পুরুষ দাদা নরকে ডুবালে ॥
 বোনের ভারতী পাত্র নাই শুনে কানে ।
 দিগরে হুকুম দিয়ে আনিল লাউসেনে ॥
 আগে পেয়ে কোটাল বাকিল পেছমোড়া ।
 ধরাধরি দিগরে পড়িয়ে গেল সাড়া ॥
 বার দিয়ে বসেছে ভূমতি গোড়েশ্বর ।
 লাউসেন বেঁধে লয় তার বরাবর ॥
 পাত্র বলে মহারাজা শুন মন দিয়া ।
 ভাগিনার কথা কব সত্য বসিয়া ॥
 পুরাণে ছটের কথা শুনেছ যেমন ।
 সেইরূপ ভাগিনা করিত এতক্ষণ ॥
 মা বাপ করিতে চুরি এসেছে ভাগিনা ।
 আপনার হুকুমে কাটিল বন্দিখানা ॥
 এত শুনে মহারাজা কহে লাউসেনে ।
 কি বলে তোমার নামা কহ এইক্ষণে ॥
 এত শুনি লাউসেন হাত জুড়ি কয় ।
 আমার হৃৎথের কথা শুন মহাশয় ॥
 হাকন্দ যাইতে হোল তোমার আদেশ ।
 সাংজাত ভকিতে কত লইলাম বিশেষ ॥
 বার বৎসর তপস্তা করিলাম উপবাস ।
 তবু কিছু না পাইলু ধর্মের তল্লাস ॥
 তবে মাথা কেটে দিহু ধর্মের খেয়ানে ।
 হাসিয়া কহেন পাত্র ভাল কথা মেনে ॥
 যে কথা কহিলে ভাগিনে মনে নাঞ্চি লই ।
 কাটা মুণ্ড কথা কয় কোথা শুনি নাঞ্চি ॥
 তা শুনিয়া লায় দিল যত সত্যজন ।
 সবে বলে লাউসেন একথা কেমন ॥
 তোমার গায়ে দেখিব নবখণ্ড চিনা ।
 তবে জানি উদয় দিল পাত্রেয় ভাগিনা ॥

ত শুনে সেনরাজা হল হেটমাথা ।
 এক বলে দয়ার অবধি নাথ কোথা ॥
 হে কৃষ্ণ কোথা গেলে যশোদা ছালা ।
 হারি আমার লজ্জা নিবার গোপাল ॥
 ত বলি ধর্ম অপে মনে অমুরাগ ।
 চিহ্নিতে গারে হোল নবখণ্ড দাগ ॥
 ওচ্ছেদ হয়ে পড়ে দরবার ভিতর ।
 পশ্চিমউদয় প্রমাণ দেখে পাত্রবর ॥
 বে মুণ্ড লাগে জোড়া কঙ্কের উপর ।
 ধু সাধু ধর্ম জয় সভার ভিতর ॥
 দরে সেনেরে রাজা বসায় কোলেতে ।
 উসেনের গোরব বাড়াল বিধিমতে ॥
 হাপাত্র মনে বড় হুঃখিত অন্তর ।
 জাকে গঞ্জিয়া বলে মাহদে পাতর ॥
 বেশ্য দক্ষিণ দেশে বটে ওই ধারা ।
 খো বেচে খায় তারা মগধের পারা ॥
 তলকি ভোজের বাজি শিখিবে ভাগিনা ।
 তুবা বসন পায় গজমুক্তা সোনা ॥
 হবে জানি ইহার সাক্ষী থাকে একজন ।
 ত্য মিথ্যা উদয় দিয়েছে নারায়ণ ॥
 এত শুনি সেনরাজা হাত জুড়ি কয় ।
 হরি বাইতি সাক্ষী আছে শুন মহাশয় ॥
 গত শুনে মাহদিঘে, হোল হেটমাথা ।
 তবে ত ফুরায়ে যায় কন্দলের কথা ॥
 যনে ভাবে মহাপাত্র বাইতিরে তুলাব ।
 ভয়ে কিম্বা লোভে তারে অধর্ম বলাব ॥
 এই যুক্তি মনে করে মাহদে পাতর ।
 আর বার কহিছে রাজার বরাবর ॥
 থাক এর বিচার পরেতে হবে ভাই ।
 আজ্ঞা কর রমতীর খাজনা কর্তে যাই ॥
 আদেশ পাইয়া পাত্র আরোহিল দোলা ।
 বাইতির বাড়ীতে গেল মহারাজার শালা ॥
 মহাপাত্র দেখিয়া বাইতি করিল জোহার ।
 পাত্র বলে কহ হরি কুশল তো তোমার ॥

পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছিলে তুমি ।
 ঐ কথা শুনিয়া খেয়ে এলাম আমি ॥
 যখন তোমার জিজ্ঞাসিবে রাজা মহাশয় ।
 তুমি বলিবে হয় নাই পশ্চিমউদয় ॥
 এই লও অঙ্গুরী রতনের হার ।
 ঐ কথা দরবারে কহিবে একবার ॥
 এত বলে চলে পাত্র বিদায় হইয়া ।
 উপনীত হল তবে দরবারে গিয়া ॥
 রাজার সাক্ষাতে পাত্র হাত জুড়ি কর ।
 ভাগিনার বিচার করহ মহাশয় ॥
 রাজা বলে শুনরে কোটাল ইন্দ্রজাল ।
 কার নাম হরি বাইতি ডাকরে তৎকাল ॥
 আজ্ঞা পেয়ে দিগের ধাইল বায়ুহরে ।
 দড়বড়ি পৌছিল হরি বাইতির ঘরে ॥
 রাজার তলপ বেটা চল এই বেলা ।
 উচিত পাইবি শাস্তি করিস্ যদি হেলা ॥
 হরি বলে একদণ্ড বিলম্ব কর ভায়া ।
 জল ভরিতে গেল ওই আমাদের জায়া ॥
 জল ভরে বাইতি বউ অতি দড়বড়ি ।
 পথের ঘাটে পড়ে তার শব্দ শব্দী ॥
 পুত্র হয়ে মিথ্যা কবে তপির কারণে ।
 সপ্তম পুরুষ পড়ে ধরণীর গণে ॥
 আপন বধুর তরে বলে ডাক দিয়া ।
 কেন মিথ্যা কহিবে মা কিসের লাগিয়া ॥
 পেয়েছ রাজার ধন দাও ফিরে লয়ে ।
 বাড়ী গিয়া বাছারে তুমি বলো বুঝাইয়ে ॥
 এত শুনি বাইতি বউ করিল গমন ।
 ঘরে গিয়া ধরে আগে কাস্তুর চরণ ॥
 কেন মিথ্যা কবে তুমি কিসের লাগিয়া ।
 লয়েছ রাজার ধন দাও ফিরাইয়া ॥
 তোমার মা বাপ কান্দে পড়ে' ভূমিতলে ।
 এত শুনি বাইতি বেটা অগ্নি হেন জলে ॥
 ঠিক হুপুয় বেলা গেলি জল ভরিবারে ।
 ভূত প্রেত পিশাচ দেখেছি পুরুরে ॥

বলিতে কহিতে বাইতি দিগুণ উথলে ।
 বনিতার চুল দড় বেঞ্চে তবে ফেলে ॥
 বনিতাকে বেঞ্চে রেখে করিল গমন ।
 রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥
 পাত্র বলে হরিদাস এসো এসো হেতা ।
 কি দেখেছ হাক্ষের কহতো বারতা ॥
 সেন বলে কেন মামা করিলে ইজিত ।
 কিছু নয় এর পাছে আছে বিপরীত ॥
 রসিক স্তম্ভন রাজা সব তত্ত্ব জানে ।
 গন্ধাজল তুলসী আনিল সেইখানে ॥
 হাতে লয়ে যতনে তুলসী গন্ধাজল ।
 যেইরূপ দেখেছ হরি সেইরূপ বল ॥
 যদি মিথ্যা কহিবে পাইবে প্রতিফল ।
 নরকে পচিবে পুনঃ যাবে রসাতল ॥
 বলুমতী বলে আমি সবার ভার বই ।
 মিথ্যাবাদীর ভার আমি কভু নাঞি সহি ॥
 যুধিষ্ঠির মিথ্যা দিল গোবিন্দ চরণে ।
 কাল দেখা দিল তার গোলোক দক্ষিণে ॥
 এত শুনে হরি বাইতি মিথ্যা বলতে চায় ।
 সরস্বতী এসে তার বলিল জিহ্বায় ॥
 বৈশাখের ছয় দিন সপ্তমীর তিথি ।
 গোবিন্দ উদয় দিলেন শনিবার রাতি ॥
 এত শুনে মহারাজা সাধুবাদ দিল ।
 জামা জোড়া ইলেম তখনি কত হল ॥
 ষোড়শ চোপে তরি বাইতি চলে যায় বাড়ী ।
 আড়ে আড়ে চায় মাছদে মুচড়ার দাড়ি ॥
 টাকা খেয়ে বাইতি বেটা ঠিকালে আমাকে ।
 লাউসেন আগে থাকু মারিব শালাকে ॥
 এই যুক্তি মনে ভাবে মাউদে পাতর ।
 আরবার কহিছে রাজার বরাবর ॥
 চোরের উৎপাত বড় হয়েছে নগরে ।
 ভাণ্ডার লুটিয়া নিল কাল রাত দুপুরে ॥
 এত শুনে মহারাজা কল্পিত অন্তর ।
 দুই চকু রক্তবর্ণ কাঁপে কলেবর ॥

রাজা বলে ডাক দেখি সহর কোটাল ।
 পাত্র বলে জান নাঞি কোটালের ঠাকুরাল ॥
 রাজিদিন বেটা পড়ে থাকে খাটে ।
 শুনি নাকি চার রাড়ী তার ভাঙ ঘুটে ॥
 ডাকাত সিঁদেলের সঙ্গে করেছে মিতাষি ।
 চুরি করে সঙ্গে বেটা নাম কোতোয়ালি ॥
 রাজার হকুমে হাজির কোটাল ইশ্রাজাল ।
 ঢাল তরোয়াল পিঠে যেন জমকাল ॥
 পাত্র বলে কোটালরে কোথা গিয়াছিলে ।
 রাজার ভাণ্ডারের টাকা কার বাড়ী দিলে ॥
 কোটাল বলিল ওগো নিবেদন মোর ।
 বাপকে প্রত্যয় নাঞি যদি হয় চোর ॥
 গিয়াছে রাজার টাকা আমি এনে দিব ।
 স্বর্ণপুরে থাকেতো ইশ্রের ঠাঞি যাব ॥
 আজ্ঞা কর দিন চারি হবে বিলম্বন ।
 যা হয় উচিত দণ্ড পাইব তখন ॥
 লিখে পড়ে দিয়ে দূত হইল বিদায় ।
 মহাপাত্র ডেকে কানে কহিল তাহায় ॥
 পাইবি রাজার টাকা হরে বাইতির ঘরে ।
 ইহার সন্ধান আমি বলে দিহু তোরে ॥
 একে সে কোটাল জাতি পাত্রের আশ্বাস ।
 হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ ॥
 বেড় বেড় বলে ধায় কোটালের ঠাট ।
 বাইতির ঘরে যেন বসে গেল হাট ॥
 লায়ের কাছী আনিয়ে কোমরে দিল ডোর ।
 কেহ বলে আই মাগো বাইতি বেটা চোর ॥
 কাল এল হরে বাইতি পশ্চিমউদয় দিয়ে ।
 কেমন করে রাজাদের টাকা নিল গিয়ে ॥
 হরের গলায় দিল লোহার শিকল ।
 ঘর দুয়ার সকল করিল পয়মাল ॥
 রাজার ভাণ্ডারের টাকা দাখিল করিল ।
 রামরস খাইতে কোটাল কিছু পাইল ॥
 হরিদাসে নিয়ে গেল দরবার ভিতর ।
 হেনকালে হেসে বলে মাছদে পাতর ॥

পাজ বলে রাজসভা দেখ দৃষ্টি দিয়ে ।
 লাউসেনের শাকী এল এই দেখ খেয়ে ॥
 মিথ্যা করে লাউসেনে করেছে খালাস ।
 তার শাকী মহাজনের গলে দেখ ফাঁস ॥
 হরিদাস বলে বটে নিবেদন মোর ।
 পরীক্ষা করিবে রাজা যদি হই চোর ॥
 পাজ বলে মহারাজা তুলো নাঞি তুমি ।
 চোরের পরীক্ষা রাজা সব জানি আমি ॥
 চোর হলে বিস্তর সাধিয়ে রাখে ছালা ।
 রঞ্জিতারা জানে ঐ হাতচোর শালা ॥
 আমি জানি বিস্তর তোমার আন্তমূল ।
 চোরের পরীক্ষা রাজা কেবল জিশূল ॥
 পাজভেদী রাজা আর নারীভেদী নর ।
 পাজভেদী ভূপতি তুলিল গোড়েশ্বর ॥
 টুঙে আশী হাত কাঠ উড়া করে খুইল ।
 হরিদাস বলে হরি এই দশা হৈল ॥
 দেশ ভেঙ্গে খেয়ে আইল বস সব লোক ।
 হরিদাস কান্দেন মনেতে পেয়ে শোক ॥
 হরিদাস স্তব করে ভেবে ষষ্ঠরায় ।
 দোলায় চেপে মহাপাজ আইল তথায় ॥
 কোটালের তরে পাজ কহিছে গঞ্জিয়ে ।
 এত কেন বিলম্ব বাপের খুঁতি খেয়ে ॥
 আকাশে হইয়া গেল দুপ্রহর বেলা ।
 চোরের খাইলে খুঁতি কোটালিয়া শালা ॥
 এত শুনে কোটালের কাঁপে কলেবর ।
 হরিদাসে তুলে দেয় জিশূল উপর ॥
 'রুক হরি' বলে ডাকে বাইতিনন্দন ।
 কোলে করে রথেতে তুলিল নারায়ণ ॥
 হরিদাস স্বর্ণে গেল লইয়া শরীর ।
 কেহ বলে এই ত দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ॥
 হাইতিবেটার পুণ্য নয় কাঠের এটা গুণ ।
 পাজ বলে শুন এর পূর্ববিবরণ ॥
 পূর্বকালে এই কাঠ দেব অংশে ছিল ।
 তেজি বেটা পাতকী পরশে স্বর্ণে গেল ॥

সেন বলে বুকে বিশারদ হও মায়া ।
 এক কথা কই আমি দোষ কর কমা ॥
 দেব অংশে কাঠ যদি মায়া ইহা জান ।
 তবে মায়া সংসারেতে হুঃখ পাও কেন ॥
 আর কেন হুঃখ পাও সংসার বহিয়া ।
 মায়া তুমি স্বর্ণে যাও জিশূলে চাপিয়া ॥
 পাজ বলে নায়ে বাপু আমি নাঞি যাব ।
 বড় বেটা কামদেবে এখনি পাঠাব ॥
 পাজের হুকুমে দূত তেমনি ধাইল ।
 কামদেব পাঠ পড়ে ধরিয়ে আনিল ॥
 পাজ বলে যাও বাছা উপদেশ কই ।
 তোরা তরে রথ লয়ে বসেছেন গোসাঞি ॥
 হরিদাস স্বর্ণে যায় সঙ্গে যাও তুমি ॥
 লাউসেন রহে তেজি রহিলাম আমি ॥
 কামদেব বলে পিতা করি নিবেদন ।
 জিশূলে চাপিলে হবে আমার মরণ ॥
 হরিদাসের পারা আমি পুণ্য নাই করি ।
 পাজ বলে মিথ্যা কথা দেখিয়াছে হরি ॥
 তবু হুঃখ মাছদের দয়া নাই মনে ।
 জিশূলে চাপায়ে দিতে বলে যনে যনে ॥
 ধরাধরি জিশূলেতে দিল চাপাইয়া ।
 হুম্যান বলে তবে ঠাকুরে ডাকিয়া ॥
 মহাপাপী আসে রথে দিই দূর করে ।
 মারিল বজ্রলাগি কামদেব মরে ॥
 পাজ বলে এই বেটা মহাপাপী ছিল ।
 মেজো বেটা জয়মণিকে জিশূলে তুলে দিল ॥
 হুম্যান পদাঘাতে দিল যমালয়ে ।
 আর তিন বেটারে আনিল দূতে গিয়ে ॥

* মূল পুথির শেষ করেক পাতা নষ্ট হইয়া থাকায়
 এবং বহু অনুলক্ষ্যে তাহা আর কোথায়ও না পাওয়ার
 গায়নের বৌদ্ধিক গান সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ
 করা হইল ।

† জৈমিনি ।

একবারে তিন জনারে জিশূলে তুলে দিল।
 হুজুমান্ পদাঘাতে যমালয়ে নিল ॥
 পাঁচ বেটা মরে গেল ভাবে মনে মনে।
 ছ'মাসের শিশু আনিতে পাঠায় তখনে ॥
 পাজের পাইয়া পান দিগের সব ধায়।
 ধরাধরি করি শিশু আনিল তথায় ॥
 দুই বিহনে বাছা কান্দিয়া ব্যাকুল।
 অকালে শুকাল যেন কমলের ফুল ॥
 ভগীরথ যেমন কৈল বংশের উদ্ধার।
 পাজ বলে করিবে মোর কনিষ্ঠ কুমার ॥
 এত বলি আপনি জিশূলে তুলে দিল।
 হুজুমান্ পদাঘাতে যমালয়ে নিল ॥
 ছ'বেটা মরিয়া গেল পক্ষতের চূড়ে।
 রজাকে দিতেন গালি আপনি আঁটকুড়ে ॥
 ভাল করিলে মন্দ ফল না দিবে গোসাঞি।
 পরের মন্দ করিলে আপনার ভাল নাই ॥
 হেন কালে রজাবতী সমাচার পেয়ে।
 সেনের গলায় আসি ধরিল কান্দিয়ে ॥
 ওরে বাছা লাউসেন কি কর্ম করিলি।
 বাপের বংশের মোর বাতি নিভাইলি ॥
 যার সঙ্গে কোন্দল তাহারে না থুইলি।
 অজান পণ্ডর তুল্য শিশুরে বধিলি ॥
 এত শুনি সেন রাজা ঈষৎ হাসিয়া।
 ছ'মাসের শিশুটীকে দেন জিয়াইয়া ॥
 প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু হাসে খল খল।
 দেখিয়া বিস্ময় মানে সভাস্থ সকল ॥
 তা দেখিয়া মহাপাজ অমৃতপু হৈয়া।
 তাগিনায় গলে আসি ধরিল কান্দিয়া ॥
 কম অপরাধ ভাগিনা কম অপরাধ।
 কুপা করে দাও আমায় অভয় প্রসাদ ॥
 সেন বলে কেন মায়া এখন এমন।
 তবে কেন পোড়াইলে ময়না জুবন ॥
 যেমন কর্ম করিলে ফল ভুঞ্জহ তাহার।
 গুড়িয়া বাউক অল দেখুক সংসার ॥

এই বাক্য বলিতে ময়নার সন্নাগর।
 তখনি গলিয়া পড়ে মাছদে পাতর ॥
 সর্কাক পলিয়া পাজের পড়িছে রসানি।
 ভেয়ের দুর্গতি দেখে কান্দে রজারানী ॥
 ওরে বাপু লাউসেন আশীর্বাদ লাও।
 তোমার আমার দিব্য অল করে দাও ॥
 এত শুনি সেনরাজা ঈষৎ হাসিয়া।
 পরিবার বসন রাজা দিল আঁজাড়িয়া ॥
 সেই বস্ত্র মাছদিয়া পরশিল গায়।
 আছিল যতক ব্যাধি ছাড়িয়া পলায় ॥
 মুখে না লইল বস্ত্র বাসীর কারণ।
 সংসারেতে মহাব্যাধি বাড়িল এখন ॥
 মাছদে পাতর যদি বস্ত্র মুখে দিত।
 তবে কেন মহাব্যাধি সংসারে রহিত ॥
 পাজ বলে যাও বাপু দেশে যাও তুমি।
 ধর্মী হলে তুমি রে অধর্মী হলাম আমি ॥
 মা বাপ লইয়া সেন চাপাল দোলায়।
 আপনি লাউসেন গিয়া চাপিল ঘোড়ায় ॥
 অস্ত্র এক ঘোড়া চাপি চলিল কর্পূর।
 অযোধ্যায় যায় যেন শ্রীরাম ঠাকুর ॥
 দশ দিনে ময়না দাখিল গিয়ে হল।
 ময়নার প্রজা বলে রাজি পোহাইল ॥
 আনন্দসাগরে ভাসে ময়নার প্রজা।
 কেহ বলে বাটীতে আইল রাম রাজা ॥
 লক্ষপতি প্রজা সব হয়েছে কালান।
 অম্বের বিহনে সার কেবল কলান ॥
 প্রজার দারিদ্র্য হুঃখ হেরি সেনরায়।
 হেটমুখে মনে মনে ঈর্ষ্যকে ধোয় ॥
 ভক্তের ভাবনা বুঝি দেব নারায়ণ।
 অমৃতকুণ্ডের মেঘ ডাকিল তখন ॥
 অমৃতকুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ।
 যত জন মরেছিল পাইল জীবন ॥
 শকুনী গৃধিনী খেলে কারে খেলে দান।
 গুড়ির প্রমাণ জিল মবলক-সেনা ॥

প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ডোম তের জনে ।

কলিঙ্গা স্তম্ভরী বেঁচে উঠিল ক্ষণানে ॥

সজ্জা শুকো প্রাণ পায় কালু বীরবর ।

প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ওঁতির পাথর ॥

পূর্ব প্রায় হইল সব দক্ষিণ-ময়না ।

নানা ধনে পরিপূর্ণ বিচিত্র সাজনা ॥

ধর্মের কৃপায় কারো নাই রোগ শোক ।

সর্বধর্ম কামাশীল সুখী সর্ব লোক ॥

এইরূপে কিছু কাল লাউসেন রায় ।

রাজত্ব করেন সুখে ধর্মের কৃপায় ॥

কলিরে আগত দেখি দেব মায়াদর ।

হুতুমানে ডাকিয়া কহেন অতঃপর ॥

ঠাকুর বলেন যাও বীর হুতুমান ।

কলি এল লাউসেনে রণে করি আন ॥

এত শুনি রথ লয়ে পবননন্দন ।

সেনের সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন ॥

শুরু দেখে দুটা ভাই করে প্রণিপাত ।

দাঁড়ায়ে রহিল দৌহে যুড়ি দুটা হাত ॥

হু বলেন শুন বাপু ময়নার তপোধন ।

তোমার তরে রথ পাঠালেন নারায়ণ ॥

সেন বলে কহ শুরু কলির ধর্ম কি ।

হুতুমান বলে শুন এই বলে দি ॥

দান করি ফল হাতে লহ গজাঙ্ঘল ।

একমনে পূজ ধর্মের চরণকমল ॥

কলিচরিত্রের গীত গান হুতুমান ।

রামদাস বলে কর নায়কের কল্যাণ ॥

শুন রাজা লাউসেন কলির ভারতী ।

পরীক্ষিত পতনেতে কলির উৎপত্তি ॥

হরিয়ে সাগর গঙ্গা না রহিবে চিন ।

অকুলীন কুলীন কুলীন হবে হীন ॥

নগর সাগর হবে সাগর হবে ডাকা ।

কলিযুগে অপরূপ ব্রাহ্মণের সাজা ॥

কায়স্থ ব্রাহ্মণে বর হবে একতর ।

বিদ্যালী তেজিয়ে হবে সেজালীর বর ॥

ব্রাহ্মণে বেচিবে মাংস চাউল লবণ যি ।

কহ সেন কলিতে নিস্তার আছে কি ॥

আশদ কাটিয়া লোক কইবে শেওড়া ।

কায়স্থ ব্রাহ্মণ তুলে বসাবে গুঁড়িপাড়া ॥

কলিযুগে নৃপতি হইবে দুর্ধর্ষ ।

অবিচারে পৃথিবী হরিয়া লবে শস্ত ॥

কলিযুগে বাসব হরিয়া লবে জল ।

কলিযুগে বৃক্ষ আদি হবে মন্দফল ॥

পরধনে তঙ্কর দিবসে দিবে ডাকা ।

খল জনে মজাইবে পুণ্যবানের টাকা ॥

ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করে ছয়ারে দিবে কাঁটা ।

বউ হয়ে শাস্ত্রীকে মারিবেক কাঁটা ॥

পুণ্যের শরীরে এসে পরশিবে পাপ ।

কলিযুগে দুহিতা সম্ভাব করিবেক বাপ ॥

ভাই ভগিনীতে লোক পরশিবে অঙ্গ ।

শুন রাজা লাউসেন কলির যত রঙ্গ ॥

সাত বছরের নারী হবে রজস্বলা ।

একভাগ বিয়ালী হবে তিন ভাগ পালা ॥

এত শুনি কর্পূর কর্ণেতে দিল হাত ।

কর্পূর বলেন দাদা এতটা উৎপাত ॥

বিদায় হয়ে বাই চল লাউসেন ভাই ।

মা বাপের চরণে বিদায় হয়ে বাই ॥

এত বলি দুটা ভাই করিল গমন ।

পিতার নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥

লাউসেন বলে পিতা করি নিবেদন ।

তোমার তরে রথ পাঠালেন নারায়ণ ॥

কর্ণসেন বলে রে বৈকুণ্ঠ বাব আমি ।

এ সব ধন সম্পদ কাকে দিবে তুমি ॥

সেন বলে বিষয় মায়া হইল তোমারে ।

এই দেশে রাজা হবে সন্ন্যাসাত্তরে ॥

বাপকে প্রবোধ দিয়া করিল গমন ।

মায়ের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥

সেন বলে গুণো মাতা শুন মন দিয়া ।

গোবিন্দ পাঠালেন রথ তোমার লাগিয়া ॥

রজা বলে মোর স্বর্গ স্বামীর চরণে ।
 পতি বিনা গতি নাই যাব কার সনে ॥
 সেন বলে তোমাকে পূর্বেতে আছে বর ।
 দেহ পালটিয়া যাবে ইন্দের নগর ॥
 পূর্বেতে তোমার নাম ছিল জাহবতী ।
 পুঞ্জার কারণে নাম হল রজাবতী ॥
 এত বলি যা বাপেরে পরবোধ দিয়া ।
 কুক ঘেন যান নন্দ যশোদা ছাড়িয়া ॥
 প্রণাম করিয়া দৌড়ে হটল বাহির ।
 রজাবতী কর্ণসেনের পাষাণ শরীর ॥
 চারি পাটরাণী তুলে রথের উপর ।
 শারি শুক পক্ষী নিল পিঞ্জর ভিতর ॥
 বাঁচা ডকিতে এসে হল উপনীত ।
 রথেতে তুলিল রাজা হয়ে আনন্দিত ॥
 সাম্ভা আমিনী চাপে রথের উপর ।
 ঘোড়া ঘুড়ী রথে সেন তুলিল সম্বর ॥
 কালুকে বলিল কালু রথে চাপ গিয়া ।
 গোবিন্দ পাঠান রথ তোমার লাগিয়া ॥
 কালু বলে তোমার সঙ্গেতে যাব আমি ।
 মদ মাংস তপায় গিয়া খেতে দিবে তুমি ॥
 সেন বলে ওরে কালু কৈলি সর্বনাশ ।
 ঝাপড় হইয়া তুমি হওগে প্রকাশ ॥
 ঝাপড় হইয়া থাক বৃন্দের উপরে ।
 ডোম তোমায় পূজিবে পাইয়া শনিবারে ॥
 লঙ্কে বলে বলিল লঙ্কে রথে চাপ গিয়া ।
 গোবিন্দ পাঠান রথ তোমার লাগিয়া ॥
 লঙ্কে বলে মোর স্বর্গ স্বামীর চরণে ।
 পতি বিনা গতি নাই যাব কার সনে ॥
 সেন বলে তোমাকে পূর্বের আছে বর ।
 যজ্ঞ হয়ে থাক বটমূলের উপর ॥
 যে কালেতে জরাসন্ধ পালন করেছিলে ।
 সেই কালে জরা যাকশী নাম খুইলে ॥
 তে কারণে তোমাকে পূর্বের আছে বর ।
 যজ্ঞ হয়ে থাক তুমি সংসার ভিতর ॥

এত বলি বিদায় চাহেন সওদাগর ।
 ভাঙ্গিয়া পড়িল লোক ময়না সহর ॥
 আকুল হইয়া কান্ধে ময়নার প্রজা ।
 কেহ বলে কোথাকে চলিলে রামরাজা ॥
 প্রজাকে ব্যাকুল দেখি লাউসেন রায় ।
 রথ হইত চিত্রসেনে ভূমিতে নামায় ॥
 চিত্রসেনে রাজা করি রথে গেলেন দেশে ।
 রাম ঘেন রাজা করি রাখিল লবকুশে ॥
 দশ অবতার গীত গান হুমান ।
 রামদাস বলে কর নায়েকের কলাণ ॥

নাহি ছিল জল স্থল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল
 নাহি গিরি মেউর মন্দার ।
 মনরূপে মহামতি শূভ্রেতে করিয়া স্থিতি
 একাকী ভ্রমেন নিরাকার ॥
 ফিরেন পরম শূভ্রে স্বস্তি নাহিক মনে
 উল্ক জন্মিল নাসিকায় ।
 ক্ষুধায় কাতর পাখী ভগবান্ ভক্ত দেখি
 মুখের অমুঠ দিল তায় ॥
 কিছু বা উলুক খাইল বিষতে জন্মিল জল
 জলেতে হইল একাকার ।
 রহিতে না পেয়ে স্থল ধর্ম হলেন বিকল
 মীনরূপে হলেন অবতার ॥
 কুন্ত বাসকী আদি হইলেন গুণনিধি
 বরাহ হইল শেষকালে ।
 হিরণ্যাক্ষ মহাকায় যুদ্ধ করিবারে বাধ
 তারে বধ করিলা পাতালে ॥
 দৈত্যরাজ মহাশূর জিনিতে ইন্দের পুর
 দেবপুরে গগিল প্রমাদ ।
 নরসিংহ রূপ ধরি দৈত্য বিদারিয়া মারি
 প্রহ্লাদে করিলেন প্রমাদ ॥
 অধর্ম বানন বেশে বাইলে বলির বেশে
 জিহাদ ধরণী লৈতে চায় ॥

কিতি জুড়ে পদ একে আর পদ ত্রয়লোকে
তৃতীয় পা বলির মাথায় ॥

তবে নারায়ণ হরি রামরূপে অবতারি
ভরত লক্ষণ শত্রুঘন ।

দারুণ দৈবের পাকে বনবাস দিল তাকে
সত্য লাগি রাম গেল বন ॥

রামের হরিল নীতা সুগ্রীব তাহার মিতা
জাঙ্গাল বান্ধিল সিন্ধুজলে ।

বধ করি দশাননে র'জ্য দিল বিভীষণে
নীতারে আনিল চতুর্দোলে ॥

অবোধায় রাম রাজা আনন্দে যতেক প্রজা
লিখিল বান্ধীকি মহামুনি ।

উগ্রসেনের স্ততা গোবিন্দের তেঁহো মাতা
নাম তাঁর দেবকী ঠ'কুরাণী ॥

অষ্টম গর্ভেতে হরি দেবকী উদরে ধরি
কৃষ্ণপঙ্ক ভাঙ্গুপদ মাসে ।

ধরাভার নিবারিতে হরি আইল অবনীতে
তাহা শুন কহি অনায়াসে ॥

পুতনা বধিয়ে হরি শকট ভঞ্জন করি
বধ কৈল যমল অর্জুনে ।

শ্রীদাম সুদাম দাম কৃষ্ণ সহ বলরাম
খেজু লয়ে চলিল বাধানে ॥

অঘাসুর বকাসুর তৃণাবর্ত মহাসুর
কেলীবধ করিল গোপালে ।

জগতে হইয়ে কান গোপীর সাধিলে দান
অবশেষে ঝাঁপ দিলে জলে ॥

কালিয় মর্দন করি গোকুলে আইলে হরি
অকুর যোগায় আনি রথ ।

অকুরের রণে হরি চলিলেন মধুপুরী
গোপীকার সিদ্ধ মনোরথ ॥

কুবলয় হস্তী ছিল তারে হরি বধ কৈল
বধ কৈল যুষ্টিক চানুর ।

দুরাশয় কংস ছিল শত্রু ভাবে মুক্ত হল
হরি রহিলেন মধুপুর ॥

দশ অবতার কথা ভারত পুরাণ পাথা
ইতিহাস করিল সাহার ।

পরশর মহামতি তেজে যেন প্রজাপতি
ব্যাসদেব তনয় তাহার ॥

ব্যাস নারায়ণ হরি তাহারে প্রণাম করি
চারি বেদ বদনে সাহার ।

দশ অবতার গায় কবি রামদাস গায়
হরি বল জন্ম নাহি আর ॥

প্রথমে করিল পূজা দ্বিজ হরিশ্রয় ।

এক লক্ষ বাতি জ্বলে গাজন ভিতর ॥

তার পর পূজিল মূনি উর্ধ্বশী ।

এক লক্ষ গাজনে রাখিল সম্মানী ॥

তবে সনাশিব প্রভু সনা ডোম হয়ে ।

মেঘ রাউলে জন্ম নিল গিয়ে ॥

দুর্গা হল ডোমনী আর শিব হল ডোম ।

মেঘ রাউলে পূজা করিল ধরম ॥

তবে পূজা দিয়াছিল বন্ধুকা গাজন ।

যেই যজ্ঞে গঙ্গা এল করিতে রক্ষন ॥

তবে রাজা মোহিনী মাকাতা পূজেছিল ।

বার ধনে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ হল ॥

ধর্মপুত্র আছিল পাণ্ডব যুধিষ্ঠির ।

স্বর্গ চলে গেল রাজা লইয়া শরীর ॥

মহারাজা হরিশ্চন্দ্র হয়ে দুরাচার ।

ভাষ্কিয়া ধর্মের ভিটা করিল ছারখার ॥

পুত্র কামা করে রাজা ক্ষিরে বনে বনে ।

বার বৎসর ছিল গিয়া বন্ধুকা গাজনে ॥

ধর্মের রূপায় তার লুয়ে পুত্র হল ।

পুত্র বলিদান দিয়া কিরিয়া পাইল ॥

তবে পূজা করিলেন গোউড় গাজন ।

যে গাজনে হইল ঝড় গুটি বরিষৎ ॥

একাদশ যুগেতে একাদশ পুত্রের ছিল ।

তোমা হতে বারমতি পরিপূর্ণ হল ॥

এস দানপতি লহ হাতে গজাজল ।
 অষ্ট তপ্তল দূর্বা আর বার ফল ॥
 হজ্জবানের হাতে রাজা দিয়া পঞ্চ ফল ।
 রথে গিয়া চাপিল ময়নার বীরদল ॥
 দেখিতে দেখিতে রথ উঠিল আকাশ ।
 স্তম্ভক ছাড়ায়ে মেক অনাদির দাস ॥
 মন্মাকিনীর ভলে রাজা নান আচরিয়া ।
 পাইল দেবের দেহ মনুজ তেয়াগিয়া ॥
 প্রথমে বিদায় হল ভবিত্তে বার জন ।
 তারা সব রৈল গিয়া বিষ্ণুর ভবন ॥
 ষোড়া ঘুড়ী রৈল সূর্য্যরথের উপর ।
 আপনি ডাকিয়া তারে দেন মায়াধর ॥
 চারি পাটরাণী গেল ইন্দ্ৰের মন্দিরে ।
 শচী পুরন্দর এসে ডেকে নিল তারে ॥
 শারী শুক পক্ষী ছিল পিঙ্গর ভিতর ।
 ত্যজিয়া পক্ষীর মূর্ত্তি দ্বিজের কোণর ॥
 দ্বিজ হরিহর দেখে আনন্দ জদয় ।
 নিজালয়ে লয়ে গেল আপন তনয় ॥
 সামুলা আমিনী যায় ব্রহ্মার মন্দিরে ।
 সাবিত্রী আসিয়া ডেকে লয়ে ধান তারে ॥
 চারি যুগ আছিল সে সাবিত্রীর দাসী ।

পূজার কারণ নাম লাউসেনের মাসী ॥
 যার যেই অধিকার সবাই বিদায় ।
 ঘন ঘন কর্পূর গোবিন্দ পানে চায় ॥
 কর্পূর মিশাল হল প্রভুর বদনে ।
 যেইখানে উৎপত্তি মিশাল সেইখানে ॥
 সিংহাসনে সেন রাজা ঢালিলেন পা ।
 আপনি গোবিন্দ করেন চামরের বা ॥
 লাউসেন রহিলেন গিয়া স্বর্গপুরে ।
 বারমতি স্কন্ধীত সাক্ষ হল এত দূরে ॥
 এইখানে বারমতি হৈল সমাপ্ত ।
 রামদাস গাইলেন ধর্ম্মমুখকৃত ॥
 যে গাহিলাম যে রহিল যুমে বিশ্বরিল ।
 মুনীনাক মতিভ্রম যদি বা ভুলিল ॥
 অপরাধ লবে নাই রাজরাজেশ্বর ।
 এই নিবেদন করি তোমা বরাবর ॥
 যে গাওয়াল যে শুনিল প্রভু ধর্ম্মরায় ।
 ককন কল্যাণ তার নিবেদিত পায় ॥
 ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক তাহার ।
 অন্তকালে হয়ে থাকু তবসিদ্ধি পার ॥
 এইখানে ঋষ্টমঙ্গলা হল সাথ ।
 হরিধ্বনি কর সবে হইহু বিদায় ॥

ইতি অনাদিমঙ্গলনাম শ্রীধর্ম্মপুরাণ সমাপ্ত ॥

পরিশিষ্ট

সুভাষিতাবলী

পয়ার

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

পয়ার

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

অতি দর্পে হত হ'ল লঙ্কার রাবণ ।

হিরণ্যকশিপু মৈল রাজা দুর্বোধন ॥ ১১১

আকন্দের বদলে মাকল হ'ল হারা ॥ ২১১১

একে কাটা বাও তায় জাঘীরের রস ॥ ১৬১২

কত কাল বসে খাব পিতার অর্জুন ॥ ৮১১

কতকল্প রয় মিথ্যা চাতুরির কথা ॥ ১১২১

কুপুত্র যে জন, খায় বাপ মায়ের উপায় ॥ ৮১১

কোন্ ছার জীবন যৌবন বালির বাধ ।

রাহু গরাসিলে হে মলিন হয় চাঁদ ॥ ১১৬১

ঘর ভেদি মরে গেছে লঙ্কার রাবণ ॥ ২২১১

ঘুমাইলে লোক হয় জিয়ন্তে মরা । ১৪২১

চাকর কুকুর তুলা এক ভেদ নাঞি ।

দরবারে দেখিলে রাজা চাকরের বড়াই ॥ ১৭৪২

চাকর কুকুর তুলা এক ভেদ নাই ।

সভামধ্যে দেখ রাজা চাকরের বড়াই ॥ ১৬৬২

চান্দ বসে আকাশে বোজন লক্ষ দুই ।

দেখ না চাতক কেন চৈচায় বিধুর ॥ অর্থালঙ্কার ।

কোঁতুকে কুমুদ ফুটে কোঁমুদী পাউরা ।

সেইরূপ সতত তুমিবে পাতি দিয়া ॥ ২৭১২

চিনিতে রোপিয়া নিম্ন দুষ্কের সিক্তনে ।

জেতের স্বভাব তিস্ত না চাড়ে কখনে ॥

সাপিনী বাঘিনী সিংহী পোষ নাঞি মানে । ২২৪২

[পয়সা সিক্তিতো নিতঃ ন নিষো মধুরাঃতঃ ।]

জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর ।

কুকুরে আদরে উঠে মাথার উপর ॥ ১৮২

পুত্রশোক তুলা বাধা না আছে ধরার ॥ ১৮১

হুঁশিয়ার চাঁদে গোশাঞি কোন্ দোষে কালী ॥ ২১১১

বনিতা সম্পদ কুখ নিশির স্বপন ॥ ২৩০২

বিধাতার কলম বাবা রদ হবে নাই ॥ ১৬০১

বিধি বাম বাহুরে তাহার সদা ছপ ॥ ৩০১

বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল ।

সময়ে পীযুষ হয় সাপের গরল ॥ ১৭৭২

বৃদ্ধ ভাতার যুবতী মাগ কেমনে হবে ঘর ॥ ১১১১

বেকলে গজের দন্ত না যায় ভিতর । ১৩৭১

মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে

পতঙ্গ পতন যেন বজ্রের আওনে ॥

ভুজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে ।

জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ প্রচুরে ॥

ককট হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল ।

ইন্দুর হইয়া কোথা জিনেছে বিড়াল ॥

সালুর কি হ'রে লয় ফণি-মাথার মণি ।

অসম্ভব কথা কেন বল নারায়ণি ॥ ১৬১২

যখন দৈব ধরে যারে কার বাপে রাগি ।

নল নিল জনক দৈইমন্তী রাণী সাকী ॥ ১৮৫১

জানিলাম জামাতা ভাগিনাশ্রুতা পর ॥ ১৪৬২

দশা পাট হলে পুরুষ এমনি ছুপে পায় ।

মহামত্ত বারণে বেঙের লাধি পায় ॥ ২২৭১

ছুপ ছুপ যত বল সহোদর ভাই ।

কখন বা ছুপ আছে কত ছুপ পাই ॥ ১৫০২

দুষ্কের বালক নাকি চুখে কতু থাকে । ২২৮১

ধর্মেতে ধার্মিকে রক্ষে করেছেন বাস । ৩২২

দিক থাকুক যে জন পরের আশা করে ।

নদীকূল থাকতে কেন ঘরে বসে মরে ॥

পরধন অন্নগত অদার জীবন ।

পরের আশা করে তার জীবন্তে মরণ ॥ ২০৭২

নলিনীদলের জল জীবন চকল ।

জলেতে বিধোক যেন করে টলমল ॥ ৪২২

[নলিনীদলগতজলমতিভরলঃ]

তবজীবনমতিশয়চলম্ ॥]

পতঙ্গ হইয়া বাদ মাতঙ্গের সনে । ২২১১

পাত্রভেদী রাজা আর নারীর ভেদী নর । ১৩০১, ১৬২১

পাত্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর । ১২৫২

পাথর ফেলিলে যার এক পক্ষে তল ।

ঘোড়ার চাপানে হল এক হাঁটু জল ॥ ২০৮২

পন্নায়
পাথরের পরে আঁক লিখিলে নাকি মুছে ॥ ৩২।২
পুত্র বিনে সংসারে সকল শূন্যময় ।
পুত্র বিনে কে তারিবে পুত্রাশ নিরয় ॥
পুত্র বিনে কে করিবে কুলের উদ্ধার ।
পুত্র বিনে পিতৃলোক করে হাহাকার ॥ ৪২।১
যতক্ষণ নাহি দেখি আপন নয়নে ।
প্রত্যয় না যাই আমি কাহার বচনে ॥ ১২৪।১
যশকীর্ত্তিবিহীন জীবন অকারণ ।
যশ যায় নাই তার জীবন্তে মরণ ॥ ২১৮।১
যশকীর্ত্তিবিহীন জীবন অকারণ ।
যার যশ নাঞি তার জীবন্তে মরণ ॥ ১৭২।২
যুবক স্বামীর কথা পীযুষের কণ ।
যুদ্ধ সোআমীর কথা হৈঁচা ঘায়ে মুন ॥ ১৯১।১
যেখানে সম্পদ বাড়ে সেখানে বালাই ।
কোথা গেল কর্ণ রাজা দুর্ব্বোধন রার ॥ ১৮৭।১
যে লয়েছে স্বরগের পীযুষের তার ।
কাজির আবাদে কড় তৃপ্তি হয় তার ? ॥ ৫২।২
শুভ কর্ণে শীঘ্রভা অশুভে বটে বাজ ॥ ৪৫।১
[শুভশ্রু শীঘ্রন্ অশুভশ্রু কালহরণম্ ।]
নাগ চেড়ে শিরোমণি রহিতে পারে কোথা ॥ ১৪৬।১
স্বপ্ন দ্বন্দ্ব যত কিছু ললাটের লেপা ।
মন দড় থাকিলে দেবতার সনে দেখা ॥ ৪২।১
হাতে অন্ন পাইলে ত মুখে নাহি খায় ।
কি কাজ আকুঁষি যদি হাতে কল পাই ॥ ২০০।১

অলঙ্কারগর্ভ বাক্যাবলী

যমুনা আকৃতি সিলে (= পাষাণী কালীমূর্ত্তি) ১।১
অনলে পতঙ্গ যেমন পুড়ে হয় ছাই । ১৯।১
মেঘমালা কাদম্বিনী হাতীর চাপান ।
(= হাতীর হাওদা)
অশ্বখের পাতা যেন বরোজের পান ॥ ২০।২
উল্ল উল্ল উলাউলি উল্লাসিত মন । ২৬।২
উল্লবন হতে যেন বেল্লল পিচাঙ্গী । ১১৫।২
ওড়মালা কেবলি পাঁখিল মালাকার ॥ ১৪।২
(= জবাকুলের মালা রক্তধারার সহিত উপমিত ।)
কদলী বিছার ঝড়ে ॥ ২২।১
কদলী বিছার যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥ ২১৮।২
কলার কান্দি ধরিয়া যেমন বাছুর ঝোলে ॥ ৮৫।১

পন্নায়
কাটিব যেন কলার গাছ । ২১০।১
কামকান্তা কাঁখে কিবা কনককলসী । ১০৪।২ অপ্রাস
গমে যেন পাবকের ফুল ॥ ৩৩।২
গন্ধাজলে ভাসে যেন ঠিক বাসি মরা । (অশুভ উপমা)
৬৬।২
ঘুরলে বাতাসে যেন তুণ উড়ে যায় ॥ ২১৫।২
হুতের কোলেতে যেন ঘোলের পসার ॥
জালিয়ার জালে গো হাঁকিয়া লর পানি । ১২
ঘোড়া জেনে তারা গমে ॥ ২২।১
চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ ১০০।২
পতির পরশরূপ তপনকিরণে ।
কমল প্রকাশে রক্ত উথলে স্বর্ণপে ॥ ৫৪।২
নরলোকে নাহি হেরি হেন মনোরমা । ২৪।২
হলক্ষণা হুরূপা হুমরা
নির্ব্বন্ধ নিবন্ধ অক্ষ । ১।১
পতঙ্গ পতন যেন যজ্ঞের আগুনে । ৮৫।১
পদ্মপাতে জল যেন টলমল করে । ১৬৮।১
পাবকে বসিয়ে যেন নদীর পুতুলী । ৪৮।২
পাষাণ লুক্কিয়া নিল কদম্বের ফুল ॥ ৮৫।২
পাষাণের রেণ মা তোমার মূণের রা ॥ ১৭।২
(= মুছিবার নহে ।)
পুকুর পাবানে যেন চিলে পায় মাছ ॥ ২১৩।১
পুরটপুতলী রামা তাহাতে প্রকাশ ॥ ৪৮।১
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুর গ্রাসেতে ॥ ১৪০।২
বাসের লোচনে বহে জাহ্নবীর ধার ॥ ১৭।১
বাছা হারাইয়া গাভী যেন গুঁজে যায় ॥ ১৮৬।২
বাছুর হারালে যেন বাখানিয়া গাই ॥ ৪০।২
বাছুর হারালে গাই যেন । ৬৪।১
বাছুর হারাএ যেন বাখানিয়া গাই ॥ ৬৪।২
বার হল চিকুপি তার তিনটে ছিল ঝাঁড়া ॥ ১১৫।২
বেণাগাছের ঝোড়ে যেন বসিল জাম্বুকী ॥ ১৬৮।২
ছুটিল বহিষ্ণু যেন গগনের তারা ॥ ৪৩।১
অলস্ত আগুনে যেন হুত পেলে অলে ॥ ১০৭।১
জীবনবিহীন যেন মীনের আকার ॥ ৫৪।১
ঝাপিল বদনচন্দ্রে বসন অধরে ॥ ৫৫।১
ডুবিল পদ্মিনীসখা পশ্চিমের পারে ।
কুমুদিনীকান্ত জাগে গগন উপরে ॥ ৫৫।১

পয়ার

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

তম্বুরটি শোভা করে সরিষার ফুল । ১১৬২

ভরিতে ভরলিযোগে তরিল অজয় । ১১১

তার মাঝে রঞ্জা বেন মেঘে ঢাকা শলী । ৪৬১

তিন দিন মোকাম করহ যুবরায় ।

তিন দিনে শুনেছি জোয়ার টুটে যায় ।

যোবন বসন ধন এইরূপ জানি ।

মোকাম করিয়া তবে বৈস নরমণি । ১৭৫২

তিলতুঞ্জে কুবাণ বেন লাঙ্গল জুড়ে দিল । ১১৫২

দিনে দিনে বাড়ে গৌর গুরুপঙ্কের শলী । ৪১১

দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশিকলা । ৩০১

দেহ দেখে মন্দার হুমকি পায় লাজ । ১৮০১

নদনদী প্রসবিয়ে গরাসে তোরনিধি ।

ভুজঙ্গ গরাসে তার আগুন সজ্জানে ।

যজ্ঞ করা যজ্ঞফল দাও কোন্ জনে । ৪০১

নবীন নীরদকান্তি । ৫০১

নবীন লাবণ্যময়ী নবীন যুবতি ।

দিন দিন নবভাব ধরে রঞ্জাবতী । ৫৪১২

বেণীগাছ আড়ে যেন লুকার জঘুকী । ২১৫১১

মার্জারের গলে নাকি কুঞ্জরের ঘাঁটা (ঘটী) । ২১৭১১

মেঘেতে বিজলী যেন নেপনের লো । ২০২১২

—যজ্ঞের অগুন পারা অলে । ১৪৪১১

শশকে মনকে কোথা শাঙ্গল শৃগাল ।

সরসত মণি কোথা তিমির মিশাল । ২২১১১

শাবক হারারে বেন বাঁধিনী ফুকারে । ২১১১২

গুরুপঙ্কে বাড়ে যেন নব শশিকলা । ৬৫১

শুভ সাং সংযোগ সংসার সমুদ্রাদ । ৪১১

শোঁথো পূর্বা, ধর্ম সম ধর্ম, ২৫১২ (= যমকামুদ্রাস)

সকল সংসার দেখে সরিষার ফুল । ৩০১

সজ্জার হাতে বেন সিংহের মরণ । ৮১১

—সরি সরো সরিত সাগর । ৮১১

সারথি বিহনে বেন নাকি চলে রথ । ১৭৮১২

সিন্দুর বিহনে পরে পাটকেলের গুঁড়ি । ১১৫১২

সিন্দুরের বেড়ি দিল চন্দনের রেখা ।

প্রথম দিনে উদয় বেন কুমুদের সখা । ১০৬১

সিংহের বিরম বেন তারা হেন ছুটে । ১১১২

সে বিভাবিতাবে যেই ভাব আবির্ভাব ।

অপ্রেমিক বিনে তার কে বুঝিবে ভাব । ৫৫১১

বদেশ পাইয়া ভুলে প্রবাসের দুখ ।

চাঁদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় হৃথ ॥ ৫৩২

সাধারণ শব্দমুচী

অকারণ = অলক্ষণ, অশুভ ঘটনা । ২১০১২

অক্ষয়কুমার (মহীরাবণ-কুমার) ১৭৭১১

চারি রাণী অগ্নি খায় = চিতানলে দেহত্যাগ করে ।

১৭১১২

অগ্নি খেতে আসে । ১৮০১১

অগ্নি খেতে চলিল । ১৮০১২

অগ্নি খেয়ে মরে । (অগ্নিতে প্রবেশপূর্বক আত্মহত্যা

করে) ১৭৭১২

অগ্নিপিত্ত = অগ্নিরাশি বা চিতা প্রজালন । ১৮০১১

অঙ্গস্ত্রাস ২০১১১

অঙ্গের উড়ানি (ওহারণী, চাদর) ১২৮১১

অজয় ঢেকুরে—অজয়-তীরস্থিত ঢেকুর গড়ে । ১৫১১

অন্তেব = অন্তঃপ্রব । ১৯১১, ২০১২, ৩৭১২, ৬০১২,

(অন্তঃপ্রব) ৬২১১, ৮৬১১, ১০৪১১, ১১২১২, ১১৯১২,

১২০১১, ১২০১২, ১৮৬১২, ২০৭১২

অচিরাৎ = সহস্র, সংস্কৃত অব্যয়, বিস্তৃত্যন্ত । ৪০১২

অচিরাৎ ১২১১১

অন্তসব = এত অধিক, প্রয়োজনাতীত । ৩৫১১

অতিথি—অতিথি । ৩৭১২

অতিথি—অতিথি । ১১২

অদন—অন্ন । ১৫১১১

অধিকারী = রাজকণ্ঠচারী । ১৪০১১

অধিকারী = পাত্র । ১৫৬১১

অধোনকে = শালের নিয়ন্ত্রিত কাষ্ঠলগ্ন । ৫০১১

অনান্ত গোবিন্দপদ = বিষ্ণুপদ, ধর্মগুরু ও বিষ্ণু

অভিহিত । ১১৫১২

অনাহতু = বিনা কারণে । ১৩৬১১

অনিল = পবন, আকালিক ঝড় । ২০৮১২

অমুহুতা = অমুমরণ অথবা হুপ্রতিষ্ঠিত । ১৮১১২

অমুপান = অমুপন । ৭৭১২

অমুকুলকোলা = হুগলী জেলায় গোয়ালী গ্রামে পূজিত

ধর্ম ঠাকুর । ৫১২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও তত্ত্ব

অমুবল=রাজশক্তিতে শক্তিমান, অমুকুল শক্তিবিশিষ্ট,
বলীভূতশক্তি। ২৮১১

অন্তঃপুরে=অন্তঃপুরে। ৭২১২, ১২৬১২

অন্তরে=দূরে। ২০৭১১

অন্দরে=অন্তঃপুরে। ১৪১২

অপরঞ্চ=অধিকন্তু, আবার, পুনশ্চ, পুনরাহ, —সংস্কৃত।

০৪১১, ০৯১২, ৪২১২, ৬৭১২, ১৯১১, ১৬১২, ৭৯১২, ১০৯১১

অপরূপ=অপূর্ণ। ২৯১২

অপায়=নাশ, অভাব, অনিষ্টকর, হানিকর, বিপদ।

১১১২, ২১১২, ২১০১১

অবতার=বিগ্রহ। ১৪১১১

অবিভাত=অবিবাহিতা, ২৫১১

অবৈজ্ঞব=বিকল্পজ্ঞান অবহেলাকারী। ১০৮১১

অভয়ায় বীড়া ৮৬১১

অভাগিনী (অভাগা) ২০১১২

অমরা অমরানগর=স্বর্ণ। পৌরাণিক স্বর্ণ, এখানে
‘শচীকান্ত’ রাজা। ৮৮১২

অমলা, বারুয়ের মেয়ে। ১০৪১২

অমলা—কান্দুসিংহের তৃতীয়া পত্নী। ১৭৯১১

অধিকা বিজয়া=অধিকাকে বিদয়া, ‘অধিকা বিজয়া
যেন দশমীর তিথি।’ ১৪৮১১

অর্জুন=কিরাতার্জুন কাহিনী। ১৫০১১

অজু নসারথি—ধর্মশাস্ত্র ৬০১১

অর্জুনসারথি হরি ৬০১১

অর্জুত=সুখাবরণ। ২২০১২

অহর ভাতারী ১৯০১২

অরুণতী—বারুয়ের মেয়ে, ১০৪১২

অষ্টমলকার ১০৬১১, ১১৫১১, ১১৫১২

‘সিন্দুরে মাজিয়া পরে অষ্টমলকার।

তাড়বালা, বাজুবল, মূলা নাকি বার।

পাগুলি, বউলি, বালী দোহুতি-তেহুতি।

রসকাণ্ডি সহিত পরিল মণিপাতি।”

অষ্ট আভরণ ১১৫১১, ১১৭১১

অহরক্ষকংকরা (সংস্কৃত) ১১২

অহঙ্কার মন, সাধ্যাপরিভাষা। অহঙ্কার ও মন। ৪৪১১

‘জাই উই’ (জার্নাদ) ১০১২

জাইবুড় ভাতার ১১০১২

পৃষ্ঠা ও তত্ত্ব

আউকাল=দীর্ঘ লাক, ১০২১২

আউলের—‘বোল সন্ধ্যা বন্দ আউলের রক্তিম পুরলী’।
৪১২

আউ=নৃতন, কাঁচা ১১৯১২

‘আউ কলসী, আউ সরি আর আউ হাড়ি।’

আগল—‘প্রেমতে আগল’ ৭৫১১

আগর হাট=অগ্র হাট। ২০২১২

আগুচৌকি—Front Guard, ২০৫১১

আগুন গিয়া থাই=চিতাঘি প্রবেশ করি। ১৭৯১২

আঘোর ঘোর=বিহ্বলতা, নিজাকুল ভাব। ৬১১১

আগারগী=অঙ্গরক্ষিকা, প্রাচীন ধরণের জামা। ২১৫১১

আকনে=মাহেশের নিকটবর্তী গ্রাম। ৫১২

আপটি=ব্যাধ ৮৯১২, আফেটা—২২৯১১

আপুটির বন্ধনে (ব্যাধের জালে) ১৫৫১১

আপড়া=অকবাটক, কুতীর আড়ডা। ৬৭১১, ৬৯১১

আপড়াশালেতে=অকবাটশালায় ৮২১১

অকলে=আঁচলে, বস্ত্রপ্রান্তে। ৩৫১১

আটবর্ণ—চারি বর্ণ ও ছত্রিশবর্ণের মাঝামাঝি। ৮৮১১

আটকুড়া ২৮১২, ২৯১২, ৩০১১, ৩০১২, ৪২১১, ১৯৪১২

আটকুড়ী ২০১১, ৪৭১১, ৮২১১, ৯৭১১, ১৭৮১১,

১৭৮১২, ১৮৭১২

আঁটাল=টানে বাধা। ১১৫১২

আঁটিতে=তর্কে পরাজিত করিতে। ২৫১১

‘কধার আঁটিতে কেহ নারে বুড়া হ’লে।’

আটকি=আটকাইয়া। ১৭১১

আঠার গণ্ডা বাজার—১৫৫১২

আট গণ্ডা বাজার—২০৭১২

আড়ুরের—গ্রামের নাম। ৫১১

‘আড়ুরের বান্দাথে করি প্রণিপাত।’

আঙির পাখর (স্থবিধ্যাত অর্থ)—১০৪১২, ১৮২১১,

১৮০১১, ১৮০১২

আঙির পাখর লব গোনাগারের তল। ১০৩১১

আঙির পাখর বাজী তারা হেন থসে (উকাসমগতি

১০৫১১

আঁত (উদর) ২১৭১২

আতর=অন্ত ৮৭১১, ১৬১২, ১৬৪১১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

আদড় (অবুঢ়, অসম্বন্ধ) ১৪২/২

◌ (আ—দুঢ়, মুক্ত)—১০৯/১

আদাস=অভিবোধ, অনুবোধ, অনুবোধ সহ প্রার্থনা।

৬৭২, ৮৯২, ৯১১, ১০২১, ১১২২, ১৫৪২

আদ্বপুজা—হরিশ্চন্দ্রকৃত পূজা। ৩৮/১

আনন্দ—বিশেষণবৎ প্রয়োগ। ৭৫১, ১৪১২, ১৭৯২,
২০১১, ২২০২

আনন্দ অপার=অপার আনন্দিত। ১৫৫১, ১০০২

আনন্দ বাধাই—আনন্দ-তরঙ্গিত। ১৫২১, ১৭১২

আনন্দে বাধাই, তরঙ্গচকলতা। ১৫০১, ১৫৩২

আপনা খাইয়া—আত্মস্বাতী বচন ১৫৭২

আপনার মাথা পেয়ে ২০৭২

আগ্নেয়ে=অগ্নায়ু—বংশহীনত্ব হেতু। ৪২/১

আগ্নিবন্ধু=আত্মীয় স্বজন। ২৯/১

আবিভায়=বিনা বিবাহে ১৪৪২

(কথার) আভাসে=দীপ্তিতে, চারুত্বে, হৃদয় কোশলে
১৪৮/১

আমলার গাছ ৭৬/১

আমাকারে (আমারে) ২১৭২

আমানি=অন্ন-সিক্ত পীতল পানীয়। ১৫১১

আমিনা সরাই ৮২২, ১৭২২, ১৭৪২, ২০৪২

(ধর্মের) আমিগী ৪৬২

আমিনী (ভৌগোলিক নাম) ৫৯২

আমিলা=স্থানের নাম ২৮১, ৬২১, ৮১২

আরজে=নামধাতু, নিবেদন করে। ১৩২

আরণা বেরাল=বস্ত্র বিড়াল। ১৭/১

আরতি=অনুরোধ। ২১৩২

‘আরতি বাকি শিরে’ ৩৫/১

আরায়=স্থলে ১০০২

আরিন্দা=প্রতিষন্দী। ৮২২

‘আগে আগে ধাইল আরিন্দা শিলাদার।’

আলম আলম—পতাকা, নিশান। ৩/১

আশদের পাতা যেন বরোজের পান।

কম্পনশীলতার উপমা। ১৬২/১

আশয়—আশা। ৩৫২

আশা—দিক, দিশা ১০০২

আশী মণ ধুনা জলে ২০১১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

আশী মণের ফলা (চাল) ১০৪/১

আখিন মাসের পূজা ১৯২২

রাজসাহী ভাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ সর্ব-

প্রথম শারদীয় পূজা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(গ্রীঃ পঞ্চদশ শতক)। এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের

মধ্যে মতভেদ থাকিলেও শারদীয়া পূজার

প্রবর্তন বেশী পূর্বে হয় নাট বলিয়াই অনেকের

মত।

আপ্ত=গোটা, অক্ষর। ১০৪২

উচ্চা রাণা হাড়ীকে ৪৪২

উচ্চা রাণা হাড়ী ৫৪২

উজের—বিবিধ ‘উজার’ প্রচলিত। ১০৪/১

‘পরিল উজের পান। নামে মেঘমালা।’

ইনাম=ইলাম, পুরস্কার, উপহার। ৫৪১, ৭২/১,

১০১১, ১৪৮২, ২৮৮২

ইন্দুর ধান=ইন্দুরের মকিত ধান। ১৭৬২

ইন্দুরমাটি ৬১/১

ইন্দুর মাটি ২০৬২

ইন্দুর স্তম্ভিকা ২০৭১

ইন্দ্রে মোটে ২০৩২

ইন্দ্রজাল (ইন্দ্রমোটে) ১০৮/১

ইন্দ্র=ইন্দ্র মোটে, ইন্দ্রজালিক। ১৮৪২

ইন্দ্রজিত মালের নাম ৮৩২

ইন্দ্রপুত্র কলাপর ৮৮২

ইন্দ্রনরোবর ১১২

উ, মেড়, মসানে,=এই মন্দিরের বধ্য ভূমিতে। ১/১

উরদাল=বার্ষিক কর ১৫১, ১৫৯২, ১৬০১

উফলা=অধের আভরণবিশেষ।

“রুণ রুণ করিয়া বাজিছে উফলা।

উসত দোলিচে তার কাকনের মালা।” ১০৪২

উকিলের ১৯২

উগলের=হোগলার

‘চেউয়ে উলটিয়ে পড়ে উগলের পাতা।’ ১০২/১

উগারে গীত=উদ্গারে কালপ্রভাবে, গান গায়,

প্রাকৃতিক উদ্দীপনার বলে। ১০৪২

উগ্রতপ, কঠোর=রুচ্ছ সাধন, কলপ্রাপ্তি পর্যন্ত

আত্মনির্ধাতন। ৪৬/১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

উঘারিরা=উদ্ঘাটিত করিয়া, প্রকাশ করিয়া। ২২২।১

উচালন=গ্রামের নাম। ২৮।১, ৫৯।২, ৬২।১, ৮১।২,
৮৮।১, ১৪৭।১, ১৬৫।২, ১৭১।১

উচাটন=চঞ্চল, উদাস। ৩৮।২

উড়নি=উর্দ্ধাঙ্গের আচ্ছাদনস্বরূপ চাদর। ২।২২২

উড়পাকে (উভজীন লক্ষে) ২১৫।১

উড়ি=অকুঠি ধাতু। ৪৫।২ উড়িধান, ১১৯।২

উড়ের গড়=স্থানের নাম। ৬০।২, ২০৪।১

উত্তরলি (উত্তরলিত, উচ্ছল তরল বস্তুর স্থায় চঞ্চল)
২০৯।১, ১৪৯।২

উত্তরে দিল=নামাইয়া দিল, (আপনার অঙ্গের পোষাক)

তাগ করিয়া দান করিল। ১৯৪।১

উত্তরে=পরবর্তী কথা। ১৫৫।২

উত্তর=পরবর্তী কথা, কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ। ১৬৩।২,
১৬৯।২, ১৮২।১, ১৯৪।১, ২০১।২

উথলে=উত্তেজিত হইয়া উঠে।

তাগ প্রাপ্ত তরল বস্তুর সহিত উপমা।

‘বলিতে কহিতে বীর দ্বিগুণ উথলে।’ ১৪৩।১

উপমা দেখাব কত জন, উপমা=উদাহরণ ২৪।১

উপসিদ্ধু—

‘সিদ্ধু উপসিদ্ধু তার দুইটি কোঙর।’ ১৫৪।২

উপাড়ে, (উৎপাটন, উপ্পাড়ন নামধাতু)—উৎপাটিত
করে। ৬৮।১উভ, উভুত, উর্দ্ধুগত, উচ্চ ৩৪।১, ৭৮।১, ১৬৭।২,
২০৪।২, ২১৫।২

উভ উভ বীরদাপে ১৩২।১

উত্তরড়ে=উর্দ্ধু বেগে, প্রবল বেগে। ১০৮।১, ১৪৩।১,
১৫১।১

উত্তরায়=উর্দ্ধু রবে, উচ্চস্বরে। ৬৪।১

উন্ন=অবতরণ কর, আগমন কর, আসিয়া অধিষ্ঠান
কর। উন্নিবে ১।১

উন্নিলেন বাসলী=বজ্রধরী অবতীর্ণা হইলেন। ১৬১।১

উরে (উন্নিসি, বক্ষে) ১৩০।১

উলে (অবতরণ করে) ১৪৯।২, ১৫০।১

উন্ন মাল ১৮৭।২

ধনুক শর রেখে বীর ধরে বাঁড়া ঢাল।

ক্ষুণ্ণ ডেকেছে বতকে উন্নমাল। ১৮৭।২

উন্নমাল কাঁকর ঘটা বেয়ারিণি বাজনা।

কেহ বলে পূর্ণ হ'ল ব্রহ্মার বাসনা। ২১০।১

সাবধানে বামদিকে রাখিল কলস।

তার উপর উন্নমাল ঘাঘর গণ্ডাশ। ২২৫।১

সিন্ধুর বরণ রথ হিন্দুলের ছটা।

চারিদিকে উন্নমাল ঘাঘর কত ঘটা। ২০২।২

উল্লু=লুইচল্লের বাঁটুলে আহত। ৩৩২

উল্লাপাতসম=অতিশ্রুতগতিসম্পন্ন। ২১২।২

উল্লক্ষন=আগড়ার শিক্ষা। ৬৭।১

উল্লপুংর স্বকন্দু, কোথায়? ৩২।১

উল্লাবর=অজয়তীরবর্তী গ্রামের নাম। ১৫।১

উল্লকোটি=অসংখ্য। ৬২, ৫৭।২

উল্ললে=অতি অগভীর, যে জলে হাঁট ডুবে না।

১৪০।২, ১৮০।১

এই কাল=অবিলম্বে। ১০০।১

এই পান লঙ=১২৭।১, ১৩০।২

পান, পুষ্প ও স্থপারি সহ, কর্মভার অর্পণ করা হইত।

একখান (এক টুকরা) ১৫০।১

একদৃষ্টে (করণে তৃতীয়া, ‘দৃষ্টা’) ১২৪।১

একলক্ষ ফলা, ১২০র মধ্যে একলক্ষ ভাঙ্গা

হইল? ১৭৫।২

একেক (সন্ধি) ৬৯।২

এক সম্বন্ধর (পূর্ণ এক বৎসর) ১৪৫।১

একাকার সম ১৮৪।১

একিদাহারা=দৈর্ঘ্যহীন, বৈধ্যহীন। ১৩২

একোজনাব ১৭।১—একো=প্রত্যেক। ৫৮।২,

৬৯।২, ১১৮।১, ১৫০।২

এয়োগণ=সমবাগণ (এয়ো=অবিধবা)। ২৬২

এয়োজাত, সমবাসদৃহ। ৩০২

এয়োতি=সমবাস লক্ষণ (অবিধবাত্ত)। ৩২২, ১৭১।২

এওৎ—ই। ২২৩।১

এলাহ (আনুলায়িত কর, বন্ধনমোচন কর) ১৭৪।১

এলাহি=ঈশ্বর। ২২৬।১

এহার=ইহার ১১০।২

(ঘোড়া) ওত্তির পাখর। ১৬৬।২, ১৭০।১, ২২৪।১

ওত্তে (একান্তে, আড়ালে) ১৪০।১

ওন্ন=সীমা ১১৬।২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

ওসারিল=বিস্তার করিল। ৮৮২, ১৭৭১, ২২২১১
 ও-এ=বলীকরণের ঔষধ। প্রাচীন কুসংস্কার ৮১২
 ঔষধ বলিয়া দিব (ঔষধ নির্দেশ করিব) ১০৮২
 কউসে ৭১১

‘পীরের কউসে মোর হাজার সালাম।’

কজ্জল হেটে ১৪১১

কাজল হেটে=সন্নাসী। ১৪০২

“কাজলহেটে হৈল তবে কালু মহাবীর।”

“পাশে চলে বীর কালু কেবল কজ্জল হেটে।”

কড়ে রাঁড়ি (অন্ন বয়সে বিধবা) ২১৮১

কড়ে রাঁড়ী ১১৩২

কড়ে=গ্রন্থি। ১৮৫১

কড়ি=ধন ১৪১১

“কিরে ঘরে বাই চল প্রাণ বড় কড়ি।”

কঠোর=কৃষ্ণ সাধন, তপস্বী ৩০২, ৪৬২, ৫৪১

কঠোর তপ=কৃষ্ণ সাধন, আ-সিদ্ধিলাভ আশ্রয়নিযাতন
 পণ। ৩২২, ৩৩১, ৪৬১, ৪৬২

কঠমালা=কঠহার। ১০৮২

কদম্ব গের্দুয়া, কদম্বগোলক, গেন্দুক, গেন্দুয়া,

গের্দুয়া। ৬৮১

কদাচিত=কচিৎ, কখনও, প্রায় না। (সংস্কৃত)।

১৮৫১, ২০৩১

কদর্শিত বাণী=রুচকথা, রুচ কথ। ২০৩১

(তার মহাধান গেছে) কদলীর দেশে ১১৩২

কদলীর দেশ=নারীর দেশ, এ দেশে পুরুষের প্রবেশ
 নিষিদ্ধ ছিল। নাথ সিদ্ধা মৎস্যোক্তনাথ (মচ্ছিন্দ্র
 নাথ) এই দেশের রাণীর মনোহরণ পূর্বক ভোগে
 মগ্ন হইরাছিলেন।

পিতামহ কনকসেন। ১১০২

কন্দর। ২০৮২

কমঠ সিকাঠি (কচ্ছপ সৈন্ত) ১০৪২

কমলপুর=গ্রামের নাম। ১৪৭১

কামালপুর=গ্রামের নাম। ২০৪১

কমলের স্কল=যোগেশ্বরের কমল। ২০১১

কমলা=গ্রামের নাম। ১৪৭১

করস=অবসজ্জার ব্যবহৃত আভরণবিশেষ। ১০৪২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

করতার=প্রভু, ধর্মঠাকুর। ৭১২, ৩৭২, ৪১২, ১১১১,
 ১২১২, ১৮৭১, ১৯৫১

করতা=কর্তা, প্রভা। ১২১২

করতাল=গঞ্জরী। ১৮৪১

করাত=হুত্রধরের অস্ত্রবিশেষ, কাঠছেদনযন্ত্র। ১২৪২

কর্জ (ঋণ)। ১৮৫২

কর্জনা (ভৌগোলিক নাম)। ৫৯২, ৬০২, ৮৮১,

২০৪১

কাজলা (=কর্জনা ?) ১৫২২

কর্ণদত্ত পিতা ১২৩১

কর্ণসেন ২০২

পিতা কর্ণসেন ১১০২

কর্ণে দিল হাত, পাপকণা জনগের পাপ মোচনার্থ ১০৭২

কর্ণুর ভবিষ্যদ্বক্তা ৮৮২

কর্ণুরদল, ২৫২, ২৮২, ৭৪১, ১০৩১, ১০৫১, ১৪৩১,

১৪৪১, ২২০২

কর্ম্মী=শ্রমিক। ৭৬১, ৭৬২, ৭৭১

কর্ম্মকার=শ্রমিক। ৭৭১, ৭৬২

কামিনী=শ্রমজীবী, ৭৬১

কামিনী—১০৪১

কলধোত বৃকে (অশ্রুধোত বৃকে) ১০৬১

কলম (লেখনী) ১০৩১

কলা=কল্লকঙ্কার নাম। ১০২

কলা=বাক্চল, বচনকৌশল। ১২২২

কলা=রণকৌশল। ২১৬২

কলাধর=উল্লপুত্র। ৮৮২

কলিচূপ=quick lime, ২০২২

কলিরাম (‘ঘটিরাম’ তুল্য মহাপুরুষ) ২০৫১

কলাগী মালতী=বিনা আত্মানে উপদেশদাতা

প্রতিবেশিনীষয়। ৮১২

কলিজ ১১১

কলিঙ্গ ১৭১১

কলিঞ ১৫৪২

কল্লতরু=হানের নাম। ১৪৭১

কল্লোলে=সমুদ্রতরঙ্গের স্তায় যোর শব্দে। রণভরীর

শব্দ এখানে সমুদ্রকল্লোলের সহিত উপমিত। ২০২

কণ্ডনি=শোষণ। ১৮০২

শব্দ	পৃষ্ঠা ও উক্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও উক্ত
কঙ্কণনন্দন (কঙ্কণ ও কাঙ্কণ এবং কুর্ক অবতার)	৩৬২, ৫৮১	কারহু=লিপিকর, লিপিকর জাতি। ১২২, ১১৪১	
‘কঙ্কণ মূনির পুত্র রঞ্জার তনয়’ ৬৯১		কারওছি ২০১১	()
কহিতে বলিতে ১০৬২		কারকুন=লিপিরক্ষক, লিপিকর, record keeper.	
কাগজ ১১৪১		১২২, ১১৪১	
কাঙালসখা=ধর্মঠাকুর (=বিষ্ণু)। ৪৮১		কাল চাপ=মৃত্যুবাণ। ১৮১	
কাঙুর=কামরূপ, কামরু, কামরু, কামরু, কাউর ৬৮২		কালচিত্তে ধাবড়=জঙ্গল-কাটা ডোমের নাম। ১৭০১,	১৭৫২
কাঙুর মহিম=কামরূপের বুদ্ধ। ১৪৭২		কালদণ্ড শাল=যমদণ্ডতুলা ভয়ানক শাল। ৪১২	
কাচ=মণি ও মুক্তা হইতে তিল। ১১৭১		কালনিজা=অশুভ নিজা। ৬৩২	
কাছি=দৃঢ় রজ্জ্ব। ১১২		কালরাত্রি=অশুভ রাত্রি, নিশীথ রাত্রি। ২০৮২	
কাছের পড়িসী=নিকট প্রতিবেশী। ২১১২		কালরাত্রি নিশাঘোর (ঘোর নিশীথে) ২২১১	
কাটুব নাই (স্থানীয় ভাষা) ১১০১		কালযবন=যমতুলা শক্তির যবন। ১৪২২	
কাটাকাটি ১৪২২		কালসাপ=বিষধর সর্প, কৃষ্ণসর্প। ১০২২	
কাটা কড়ি=হাস্যোদীপক কর্ণভূষণ। ১১৫২		কালি=কৃষ্ণবর্ণ শূকরের নাম। ১৪১২	
কাটারি=ময়ূপূত। ১৪০১		কালিনী=কাল+ইন্দ্র (?) (=জল)+ঈ। ৫২	
কাটি=কুজ বট, (কাটিকা)। ৪১১		কালিনী গঙ্গা=রূপনারায়ণ। ৫৪২, ৬০২, ৮২২	
কাটি=কঠী ১১৫২		কালিনী গঙ্গা=রূপনারায়ণ। ২৮১, ২০৪২	
কাটাল=কটকফল > *কটভাল > কাঠা আল		কালিনী=রূপনারায়ণ। ৫০২, ৫১২	
> কাঠাল, > কাটাল। ১৭৫২		কালিনী=রূপনারায়ণ। ৪৩১, ৮৮১, ১৬৬১, ১৮৪২,	২২৬২
কাড়=শর, বাণ (সাঁওতালী শব্দ)। ২০২		কালিনীর জল কাজলবরণ। ২০৬১	
কাড়া=চক্রাবিশেষ। ১৮৪১		কালিনী মায়ের প্রাণ ২১১১	
কাণাকানি=কাণে কাণে কথা। ৫৮১		—পুত্রের বিপদে মাতার প্রাণ কানিয়া উঠে, সেই	
কানাকানি ১৮১২		জন্তু তিনি অস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন।	
কাঁত, কাঁথ, দেওয়াল ২০৮২		কানু রায় ৮৫২	
কাতি ৩৬১, ২০২১		কানুসিংহবর, ডোম সেনাপতি। ২০৭১	
কাদম্বিনী=হাতীর পিঠের হাওদার প্রকারভেদ। ১৬২১		কামজোড়া=হানের নাম। ২৮১, ৮২২, ২০৪২	
কানড়া ১৫১২, ১৭১১		কাশ জোড়া— ১৪৭২, ১৫৩১, ১৬৫২, ১৭১১	
কানঘোড়া=কান পশু জুড়িয়া ১১৭১		কাশীপুর ১৪১১	
কানি (স্ত্রীকড়া) ১৮৬২		কিন্নরা—(স্ত্রী) কিন্নরী। ১৭১	
কামুতাগ (ভৌগোলিক নাম) ৫১২		কি করিতে পারি=কর্মবাচ্য। ১০০১	
কাবাই=বর্ষ, সাজোয়া। ১০৪১, ১৭০১, ২০৫২,		কিরে দিয়া ৫১১	
২২০১		কিরে=শপথ। ১০৮২	
কামার বিশাশ (১২০) ১২৪২		কীচকের অগ্নি—ভীম। ৮০১	
কামদল=বানের নাম। ১৫৪১, ১০০২		কুকুরের রক্ত=নরহত্যার চিহ্নরূপে ব্যবহৃত। ৬০১	
কামাককানন ১৫০১		কুড়েতে=কুটীরে ১১৫২	
কাবাব,=ভাটের অভিজ্ঞতা, ভাট। ‘রাবাব’		কুঠার=শ্রমধর-ব্যবহার্য অস্ত্র। ৭৬১	
ক্রিয়া। ১১১, ১৫৬২			

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

কুতুকিনী ৩২।১

কুন্ গুণে ?—হানীর উচ্চারণ,=কোন্ গুণে। ১৭২।২

কুপিল (কুপিত) ১০২।১

কুমারের ঢাক ২২৮।২

কুলচণ্ডী—হানের নাম, ১৫২।২, ২০৪।১

কুলটা ১১১।২

কুপুণ, তালা, বকন—১২।২

কুরু—সংস্কৃত, ৪৪।১

কুপা কুরু—সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মিশ্রণ, ৫০।১

কুশমেটা বাঙ্গা ২০৩।২

কৈদ নাঞি, হানীর ভাষা, 'কৈদ না' অর্থে, ৬৮।১

কেনি, কেনে—কেনি=কেন ? ১৫১।২, ১৭১।১

কেনে ('কেহে'—ঐক্যকীর্তনে)=কেন ? ৬৯।১, ৭২।১

কেলেসোনা—আদরের সম্বোধন। ২০৯।১

কেগুর—পক্ষে জ্ঞাত বর্তলাকার সিটাবাদ মূলবিশেষ।
১৭৬।২

কৈবর্ত—কবি রামদাস কৈবর্ত, ১৫৩।১

কৈবর্তনন্দন ৫২।১

কৈল চরণেতে ভর (took to his heels) ২০৮।১

কোটাল ইল্লজাল, ইন্দেমটে ৮২।১

কোটালে (কোটালিয়া) ১৭৪।২

কোখা (হানীর ভাষা) ২০১।২

কোল—জাতিবিশেষ ২০৩।২

কোলভরা=পুত্র ৩৮।২

ক্লেদপানা=জুছা ১০৬।২

কীরগণ্ড=কীরের নাড়ু ১৫।১

খগমণি=অলঙ্কারবিশেষ, 'গরুড়মণি' হইতে ভিন্ন, ১৫৮।১

খড়ি=গণনা, জ্যোতিষিক গণনা, ৮৭।১

খন্নর=খর্পর, পোণিতাধার পাত্র, ৩৮।১

খরচ=খারসী শব্দ, ২০৫।২

খরশান=ক্ষুধা ধারে লাগিত, ২২।২

খাইয়া আমার মাথা ১৫৭।১

খাঁড়া=খাণ্ডা, খড়গ, ৯৮।২, ১০৪।১, ১৭৩।১

খাণ্ডা (খাঁড়া, খড়গ) ২১৭।২

খানা (গর্ভ) ২১৫।১

খানেকাজ (খানশামা) ২০৩।১

খানসামা ২০৬।১

পৃষ্ঠা ও ত্ত

খানি খানি=খণ্ড খণ্ড ১৮১।১

খায় কষ্ট বাখা=এসববেদনা ভোগ করে, ৮১।২

খাষ নাঞি=খাইব না, হানীর ভাষা, ৭২।১

খালাস=মুক্ত, ১১২।২

খুব তাজী ঘোড়া=আরোহণযোগ্য হুন্সর অশ্ব, ১৫।১

খুব তেরী জাত=তোমার (হিন্দুকুলে) জন্ম সত্যই
প্রমাণসাহ, ২২৪।১খুব খুব তাজির পিঠে খুব খুব পাঠান—
(হুন্সর হুন্সর অশ্বের পৃষ্ঠে হুন্সর হুন্সর পাঠান)

খুব খুব (ভাল ভাল) ২১৫।২

খেদুমত=দাসত্ব, চাকরী, ২০৫।১

খেদে আমার মাথা ১০৪।১

খেলি লাজের মাথা ১১৫।১

খেসারতি=কতিপূরণ, ২১৬।১

খোদায়=ঈশ্বরের নিকট, ১৩।২

মাতা খোলা ডাই ডাই=এসবে সাহায্যকারিণী খাত্তী,
ডাই=দাই, ৬।১খোলা দাইমা=যে খাত্তী সন্তান এসব করাইয়া দেয়,
৮৭।২

গঙ্গা=নদী, ৩০।২

‘সবর গঙ্গা দামোদর ভড়ে হয়ে পার।’

গঙ্গাজল—তুলনী, গঙ্গাজল ও গণ্ডকোশিলা স্পর্শ করিয়া
শপথ গ্রহণের পদ্ধতি। ‘তাত্র’ স্পর্শ করিবার পদ্ধতি

দেখা যায় না। ১১১।২, ১১৮।২, ১৪৪।১

গঙ্গাজল তুলনী (শপথবাচন তাত্রবিহীন) ২০৯।২

গঙ্গাজল নাড়ু—সাদা চিনির তৈরী, গুড়ের নয়, ৮৭।২,
১০৮।২

গঙ্গাজল চামর=শেত চামর, ১১২।২

গঙ্গাধর—ভাটের নাম, ২০৫।২

গজকা=অশ্বের গলভূষণ, ১০৪।২, ১৩৭।২

গজমাতা—গণেশজননী, ঐল্লজালিকের উপাস্তা দেবী,
৬১।২

গজমোক্তিকর মাল্য ২২৫।১

গজসিংহ খুড়ো—একজন ডোম সর্দারের নাম, ১৫১।২

গজসিং—১৭৩।১

গজেন্দ্র মোক্ষণ—পৌরাণিক কাহিনী, গজ-কচ্ছপের
গল্প, ১৭০।১

শব্দ	পৃষ্ঠা ও ভুক্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও ভুক্ত
গড় করি (প্রণাম করি)	১৪০২, ১৪৭১, ২১৭২	গাজে=গর্জে, ১৮২, ১৫৭১	
গড়=প্রণাম, ৭১১, ১৫১১, ১৭১১, ১০২২, ১০৫১, ১৪৪১, ১৮০২		গাঁটি, গ্রহিবন্ধন, ১০৬১	
গড়খানা ১৫২		গাড়ে (গর্ভে) ২০৭১	
গড় মান্দারণ ৮২২, ১৫৩১, ১৭২১, ২০৪২		গাবালে=(পুষ্করিণীর) গর্ভে ৩২২	
গড়ারী ২২৬২		গারে হধাকর (চাঁদ, বর্ষ) ২২২২	
গড়ে (গর্ভে) ১১২২		গারেনের গুরু মা=মা দুর্গা কবির গুরুরূপে কল্পিত, ১১	
গতি=সন্ন শিক্ষার বিবিধ ক্রম, ৬৭১		গুণপনা=বাহাদুরী, গুণিত, 'গুণ'শব্দ বিশেষ্য, ইহার উত্তর বিশেষ্যের প্রত্যয় 'পনা' (=ত্ব, যন) যোগ করা যায় না। 'গুণিপনা' শুদ্ধ হইত। ৮০১	
গনে গনে=পথে পথে, ৩০১, ৩০১		গুণাগার=কতিপূরণ, ২১৬১, ২১৬২	
গন=পথ, সর্কারী পথ, ৩৪১		গুস্তির=গণনার, গণতি ১৪৫১	
গনে=কুজ পথে, পারে হাঁটা পথে, ১০৪১, ১০৮১, ১১১২, ১১৭২, ১২৭১		গুস্তির প্রমাণ—১৭০১, ২০৪১	
গণে—১৪১২, ১৫৩১, ১৮০২, ২০৪২		গুপ্ত গন=সাধারণের অপরিচিত পথ, ১১১	
গণকীর জল ১০৪২		গুপ্ত বারণনী=বারণসীতুলা মাহাত্ম্যবৃত্ত, কিন্তু সাধারণের মধ্যে সে মাহাত্ম্য প্রচারিত নয়। ৬১	
—গণকী নদী কোথায়? কবির ভৌগোলিক জ্ঞান পরম্পরী। সব শুনা কথা, কতক কল্পনা।		গুয়াচোট—শাড়ীর প্রকারভেদ। ৭০২	
হুগলী, হাবড়া ও মেদিনীপুরের বে সকল অংশ কবির স্ব-পরিচিত, সেই সকল স্থানের বিবরণ প্রামাণ্য।		গুরুগতি=লঘুগতি, কিপ্র, ২১২, ২৫২, ২৮১, ২৯১, ৮৮১, ১২১১, ১৩০২, ১৭১২	
গণকীশিলা—ধর্শশিলা, শালগ্রামশিলা। শপথ বাচনে এই শিলা ব্যবহৃত হইত। ১১১২		গুরুভক্তি বিদ্যালান্ড (=গুরুভক্ত্য বিদ্যালান্ড:)—সংস্কৃত প্রভাবযুক্ত বাঙ্গালা বাক্য, ৬৬২	
গণমালা ২১৬২		গুলতাই বাটুল ৩০২, ১৪১২, ১৭৬১, ১৭৬২	
গণা=গণ্ডার ৭৪১, ২০২২		গুলান (=গুলতি) ১২০২	
গণ্ডার (গাভীর, ধমুকের) ২১১২		গেটোলা (গ্রন্থিত পুটলী, গেটোলা) ১৪৫২	
গণ্ডার=মন্দির, সাধারণতঃ 'গণ্ডারী', ১৪১২		গোড়ায় (পশ্চাদ্ভাবন করে) ১৬১২	
গণ্ডারে—ক্রিয়াবিশেষণ, আধুনিক মাইকেলী প্রয়োগের দ্বারা প্রয়োগ, ২১১, ২২৫২		গোড়ায় (অনুকরণ করে) ২২৭১	
গয়বানি=অজ্ঞাতকুলনীলা, গালাপালির ভাষা, ২১৫১		গোড়ে ১৮০১	
গয়ামধো পিণ্ড দিল ১১২২		গোপন গনে—পারে হাঁটা ছোট পথে, ১৮১	
গরুড়মণি=মণিময় অলঙ্কারবিশেষ, ১০৮২, ১১২১		গোরকী—গ্রামের নাম, কবির মাতুলালয়, ৫২	
বিনতানন্দনমণি=গরুড়মণি, ১৫৮১		গোরোচোনা=গোরচনা নামক বৈষ্ণব, ১১৭১	
গলে দেই কতি ৩৭২		গোলাহাট ১১০১	
গলায় কতি দি ৩৭২		গোড়গনে—গোড় বাইবার পথে, ১১২১	
গহনে=গভীর অরণ্যে ৩০১		গোড়—গোড়—৮০১, ২০৮২	
গাভাও—গান করাও ৩১		গোড় মধুপুর, গোড়রূপ মধুরা, ৮৭২, ১০৭১, ১১৪১	
গাই—কর্কষাণ গা+ই ৭১২		গোড়ের মাকাতা ১৬১	
গাভাখাড়া=মৎস্তবিশেষ, ১০২১		ঘন কাশি ১১৫২	
		ঘরদল (স্বপক) ১৭৬১, ২১৩১	

শব্দ	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
ঘরভরণ—গৃহভরণ, ৩১	
বাঁধা=বা ২১	
ঘাটহ (নামধাতু, দোষ দাও), ১৫৭২	
ঘাটি মাগি=দোষ স্বীকার করি ১৯১	
ঘাটি মান=দোষ স্বীকার কর ২৭১	
ঘাঁটা=ঘট। ৬৮২	
ঘাড়িলি=ঘাড় নাড়া ? ১৬১	
(কামদল) “জল খেতে ঘাড়িলি দিলেক গোটা দুই । পাড়ে মৎস্ত পড়িল চিতল বাটা কই ॥”	
ঘিয়া জল খার—যতপক বস্ত্র খাইয়া জল পান করে ২০৪১	
‘আগুকার লস্কর ঘিয়া জল খার । পিছুকার লস্কর রাঁধুনি নাহি পায় ॥’	
ঘুড়ী=ঘোটকী ১৬৭২, ২২৫১	
ঘোর ভরণ, ঘর ভরণ, গৃহভরণ ১০৮২	
চউবেড়া—স্থানের নাম, ১৬৫২	
চউকী (চতুর্দিক) ২২১১	
চড় মারে ১২৯১	
চণ্ডী—চণ্ডী ও বাসলীর অভিন্নত্ব । ১৫৯২, ১৮৪১	
চতুরালিপনা ২০৮১	
চতুর্দলে (চৌ-দোল, দোলা, পাকী) ১৪০১	
চন্দ্রবাণ—আতসবাজীর এক প্রকার বাজী ; ধমুক হইতে বাণ আকারে নির্গত হইয়া আকাশে উঠে এবং সেখান হইতে নামিবার সময় সমস্ত পৃথিবী শুভ্র আলোকে আলোকিত করে । ১৭০১	
চরণ চারে=পদভরে, অনুপ্রাণ । ২০২	
চরণে করে ভর—ইংরাজিতে ‘the gate-keeper took to his heels’ হইবে । ৯২১	
‘এত শুনি দুয়ারী চরণে করে ভর । দুয়ারী চলিয়া গেল মহাল ভিতর ॥’	
চলন—মনসিকার প্রকারভেদ ৬৭১	
চাই (মাটির ডেলা) ১৯৫১	
চাপুর—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত অশ্বর, ৮৪১	
চাতুরালি=চাতুর্য ১১৮১	
চাদা=(চন্দ্রাতপ) ৪৫১, ১৯৫২	
চালি=গোলাকার দীপদান ১৬৭২	
‘চেরাক কাদানি চালি চাকের পারা ঘুরে ।’	

শব্দ	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
চাপাকটি=চম্পকবর্ণ ১১৭১, ১৫৮১	
চাপাকলা—একজন ডোম সর্দারের নাম ১৭০১	
চার=মৎস্ত প্রস্তুত করিবার যন্ত্র, ১৭৫২, ১৭৬১	
চার গুণ বাড়। ২০৪২	
‘তাদিকে চাহিয়া লক্ষ্য। চার গুণ বাড়।’	
চার চিয়া শিরে=হুল্লর ভাবে টেরি কাটা মাথায় ২০২	
চিত্রবতী—বারুয়ের মেয়ে ১০৪২	
চিত্রসেন বেটা (লাউসেনপুত্র) ১৪৭২	
চিনিবাস=জীনিবাস ৫৯২	
চিয়াতে=মচেতন করিতে ৫৮২	
চিয়ান=চৈতন্ত দান করেন, জাগান, ৫০১	
চিয়ায়, জাগায় ১৬২	
চিয়ান চাপড়=জাগাইবার জন্য চপেটানো ১৭১, ১২২২	
চুড়া নামে ঢালী ২০৩২	
চুপড়ি বেটা ডোম ২০৫১	
চুমকড়ি,—চুম্বক+টিকা (অল্লাখে) চুমকড়িআ, চুমকড়ি ৯০২	
হুবর্ণের চুড় ৫৪১	
চুণ কালি (কলঙ্ক) ২২০১	
চেরাক কাদানী—অবশিরে স্থাপিত দীপদান ; অথ- সজ্জাবিশেষ । ১০৪২, ১৬৭২	
চোক=তীক্ষ্ণ ৯৮১	
চৈত্রের সন্ন্যাস=চৈত্র মাসের গাজন । ৭৪২	
চোর পালিতার গাছ=কটকময় বেড়াগাছ ৭৬২	
চোর মুড়া ১৬৯১	
চৌকরি=মঞ্চ ৫১	
চৌদল=চতুর্দল, দোলা ১৮১১	
চৌদ্দ ইচ্ছাশ্রুত=চতুর্দশ মনুপুত্র ১০১২	
চৌপাড়া—স্থানের নাম ১৭১১	
চৌবেড়ে—স্থানের নাম ১৪৭২	
চৌশিতে=চতুর্পার্শ্বে ২০৮২	
চড়া নীতি ‘তিনবার...দিল ছড়া নীতি ।’ ৪৫১	
ছত্র—রাজচিহ্ন ৮৮২	
ছরমতি=নষ্ট মতি ২৮২	
ছম ছম চাহনি=চঞ্চল চক্ষু ১০২১	
ছলিতে.আইল ধর্ম ৫০১১	

শব্দ

পৃষ্ঠা ও তত্ত্ব শব্দ

পৃষ্ঠা ও তত্ত্ব

চাড়িয়ে=চাড়াইয়া, পরিষ্কার করিয়া ১১

ছান্দলা (ছন্দদোলা) ১৪৫২

ছান্দলা ১১১

চার, ছায়ার, আঁজরে ২২২

চিটের কাবাই—চিটের কাপড়ে প্রস্তুত পোষাক, ১৬১২

ছুঁতো হাঁড়ী ২২৭১

চেড়ে দেয় গন, পথ ছাড়ে, দাবি ত্যাগ করে, অধীনতা

স্বীকার করে। ১৭১২

চেবড়—‘জাবড়’ শব্দের অল্পকরণে ‘চেবড়’। ১৩১

জউঘর=যতুগৃহ, ৪৭১১

জগন্নাথ=রণভেরী ২১১১

জগণি (?)—নগরের ভিত্তিস্তম্ভ (?) ৪৫১১

জগাই মাধাই ৪১২

জঙ্গলিয়া শালা ১৪০২

জড়া=জড়োয়া ১০০১

জতুঘর=গালা-ঘর ৪৭১১

জরা=জরাগ্রস্ত ১১১১

জবাচুর করি ভাঙ্গে—শুক জলাফলের জ্বায় চূর্ণ করিয়া

ভাঙ্গে ৭৫২, ৮৯২

জবারচি (জবার্ণ) ১৭২২

জমকাল ১১১২

জয় ধ্বস্তুরি ১৮২২

জয়পতি মণ্ডল—কর্ণসেনের রাজ্যের একজন প্রধান,

৭৫২, ৮৮১

জয় বিষহরি ১৮২২

জয়মুনি (জৈমিনি, জৈমুনি) ১৩৪১, ১৪১১,

১৪৮২, ১৭০১

জয়াবতী—রাণী, ২৬১

জর—বাস্তবিশেষ, ১৮৪১

জরাপে—বাস্তবিশেষ, ৮৮২

‘আগু হয়ে বারেন জরাপে দিল বা।’

জরাসন্ধ ১৪২২

জলবেগে=জলপ্রবাহের জ্বায় গতিবেগে, ২২১

জলাসনে—কীরোধ সমুদ্রস্থিত বটপত্রের আসনে, ৫২

জলে—নদীগর্ভে, ১১৫১

জলেশ্বর (বরুণ) ১০৭১

জাফড়া—মুসলমান সেনাদলের নামভেদ, ১৬২১

জাফড়া—মুসলমান সেনাসম্প্রদায় ভেদ, ২২২

জাফাল=সেতু, ৭৭২, ১৫৫১

জাজপুর ০১

জাড় গ্রাম ০১

জাড়ি (জালা) ১০১২

জাত=(জন্ম) ১৬২২, ২০০২

জাত লব ১২০২

জানি নাকি—হানীয় ভাবা, ৭২১

জাকর খোদার ২৮১

জাবক—বাবক, ১০৬১

জামতি—বাকুই নারীদিগের নগর, ১৮৪১

জামতির রাজা ১৮৮২

জামতির লোক ১৮৮১

জামতি পালা ১১২১

জামা ৭৯২

জামা জোড়া ৫১১

জার জার—জারুনাথ, ৩০২

জারজাতা=কুলটার পুত্র, ১০৭১, ১০৭১

জালন্দারনগর, ৭৩২, ১১২, ১২২,

জালন্ধা ১৩০২, ১৫৪১

জালন্ধা নগর ৮৮২

জালানশিখর—রাজা, ১২২

জালানশিখর ১৭২

জালান শেখর ১৭১২

জিন=অশ্বের পৃষ্ঠসজ্জা, ১৪৯১

রাজা জিমুতবাহন (পৌরাণিক)=জীমুতবাহন, ১২৬

জুগপতি=যুগপতি, ধর্মঠাকুর, ১২৯২

জুড়ে (জুটে) ৫১১, ৫১২

জেরান (জীবনদান দেন) ১৮০২

জোড়কর ২২১

জোড়া ১১৪১

জোঁদা দই=টক দই ৫৮২

এই জোয়ারের জল, ১০৫২, ১৭৫১

জোয়ার ভাটা কবির দেশে আছে, কিন্তু হিমালয়

সরিকটে কোনও নদীতে থাকিতে পারে না

আবার জোয়ার তিন দিন থাকে না। পৌরাণি

কাহিনী অনুসারে এই তিন দিন পৃথিবী রজস্ব

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

শব্দ

পৃষ্ঠা ও ত্ত

ধাকেন এবং কামাখ্যার নিকট নদীজল রক্তবর্ণ
ধারণ করে।

জোরাভূরি (বল প্রয়োগ) ২০০১

জোহার=নিবেদন, report, জ্ঞাপন ৮১২, ৮২১,
১০৫১, ১৫২১, ১২৮২, ১৬৬১, ১৭০১, ২০৫২

জোরল, জোরাং—গালা বা আঁটা রূপে ব্যবহৃত বস্তু।

জৌ=যত্ন, গালা। রঙ্গ=রাং, রঙ। ১৭৮১

ঝাট—ঝটিতি, সঘর, ১০৯২, ১৮০১

ঝাপিয়ে কাঁচুলি=কাঁচুলি আচ্ছাদন করিয়া— ১০৪১

ঝালর—৪৭২

ঝিলি—গুড় ও ছোলাভাজা দিয়া প্রস্তুত গ্রামা মিষ্টান্ন-
বিশেষ। ১৬০২

ঝুঁটি ১৪০১

ঝোড় বন্ধর। ৬৩১

ঝোরে=উপত্যকায়, তরাই প্রদেশে, ১০৫১

ঝোরে ঝারে ১০৫১

টসা=বিলু বিলু নিঃসৃত, ১৬২

টাক্সোন ঘোড়া ৫৯২

টাক্সোনিয়া ৭৯২

টাক্সোনিয়া ঘোড়া ১১৪১

টাক্সনিয়া তাজি ১৬৭২

টাটাটাটি—পীড়াপীড়ি, ধৃত্যধতি ১৪২২

টান—আঁটির্নাটি ২১৭১

করিয়া টাননি (কষিয়া) ১৭০১

টালনি—ঢালু, বাঁকা ১৮৫১

টেকোর বাটন—কেশহীন স্থানে কৃত্রিম কেশ (শণ)
বিস্তার। ১১৫২

টেড়ি—কেশবিস্তার ১৪২২

টেনা=ছিন্ন বস্ত্র ১৭৬১

ঠাট=সেনা ২১১

ঠাট=চাতুরী ৯২১

ঠাট=কলা ১১০১

রাজার ঠাট উড়াইব তুলা—তুলার মত উড়াইয়া দিব।

২১২

ঠেটাপনা=ধুঁততা, স্থানীয় ভাষা ৭২১

ঠেঙ্গা=বটি ১১২

ঠেটা=খলসভাবা ৫৮২

ডুমুনী ২০৮১

ডেড়ি=কতি, লোকমান ২২৭২

ডেরি ৪১১

ডোমচিল—অশুভ, শয়্মচিল শুভ শব্দ, ২০৪২

ডোম তের জনা ২০৯১

ঢাকার বেপারী, ঢাকায় বাণিজ্য করিতে গিয়াছে।

১০৭১

বাণিজ্য উপলক্ষে ঢাকা প্রবাস। ১৪৭১

চামালি=তামানা, রসিকতা। অসমীয়া ভাষায় 'রঙ

চেমালি' হুপ্রতিষ্ঠিত। ২৫১

চাল ১০৪১, ১৭৩১

চোঁটাপনা=ধুঁততা ১০৮২

চেমন=কুলটা, অষ্টা, ১০৪১, ১১০১, ২০৪১

চোল ১৮৪১

তক্ষণি=অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ, ২০৬১, ২০৮১

তক্ষক (প্রবক্ষক) ১১৫১

তড়ু=তট, জলশূন্যতা ১৪০২, ১৮০২

তড়ে পার=বিনা নায়ে পার, অল্প জলে হাঁটিয়া পার
গমন। ১৪৭১, ১৫৩১, ২০৪১

ততক্ষণে=অবিলম্বে ১০৭২

তৎক্ষণ=তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে ২০১২

তৎকাল=যথাকালে ২৫২

তৎকাল=অবিলম্বে ৮২১, ১১০১, ১৭৬১, ১৯১২

তৎকালে=অবিলম্বে ১৭২১

তৎপর (তদুৎপত্তি) ১৭১১

তথাস্থ=তাহাই হউক। সংস্কৃত বাক্য। ২৮২, ১১৭২

তদন্তর=তদন্তর, তার পর ২৯২

তবাশীথে=সন্ধি ২৯২

তরকট=ধমুক, তুণ্ডির ১০৪১

তরকটের সর=ধমকের বাণ, তুণ্ডির সর। ২১৯২

তরগী=সুখ্য ১০৮২

তরগী (সুখ্য) ১০০১

তরগী অমুকুল=নোকা নিরাপদ ২১১

তরগু (জন্ত, তাড়াহাড়ি) ২১৫২

তরাসে তরল=ত্রুত চঞ্চল, আনহেতু কম্পমান, ৪৫১,
৫০২

তরাসে তরল তদু=ভয়ে কম্পিত দেহ। অমুপ্রাস। ২১২

শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
 তরাসে=তরে, স্থানীয় ভাষা। ২২৪।১
 তরে=অন্তরে, নিকটে, জন্ত। ৭৫।১, ১৩২, ১২৬।২,
 ১৪৭।২, ১৬০।১, ১৬০।২, ১৬৬।২, ১৭৪।২, ১৭৮।১,
 ১৮১।২, ২০৫।১, ২০৫।২
 তরেতে=জন্ত ৬১।১, ১১১।১
 তর্কাতর্কি তুরিতে=কথার কথার অজ্ঞাতনারে,
 অভিসম্বর। ২০।১
 তসরের ডুনি=তসরের সাড়ী, সিক সাড়ী, ১৫১।১
 তসলিম=নমস্কার, অভিবাদন। এই অভিবাদনে দক্ষিণ
 হস্ত এমন ভাবে নামাইতে হইবে যে, তাহা প্রায়
 ভূমি স্পর্শ করিবে, এবং তার পর ধীরে ধীরে সেই
 হাত তুলিয়া তদুপরি শিরঃস্পর্শ করিতে হইবে।
 ৮২।১, ১২৭।২, ১৭২।২
 তাক=যুক্তি, কল্পনা, ৯১।১
 তাক=আশ্চর্য্য ১২৫।১
 তাজি=আরবদেশীয় অর্থ, আরবদেশীয় অর্থ সুবিখ্যাত।
 পরে আরোহণের অর্থমাত্রকেই 'তাজি' বলা হয়।
 ১০৪।২
 তাড়াইব মশা মাছি ডাঁশ ৪১।২
 তাণ্ডবেতে (নারীমৃত্যু) ১৫৮।১
 তাদিকে=(অপেক্ষার্থক) ২০৪।২
 তামাসাগিরি=তামাসাপ্রদর্শনকারিগণ ১১৫।২
 তাগু=বস্ত্রগৃহ ২০৫।২
 তাগুঘর=বস্ত্রগৃহ ১৮২।১
 তাগুঘরে=বস্ত্রগৃহে ১৪০।২
 তাগুলেখর=কামরূপের নিকটবর্তী স্থান, ১৪১।১
 তাক্রবিহীন শপথ ২২১।২
 তারা=বাকুরের মেয়ে, ১০৪।২
 তারা যেন তুরগ, ১৬৮।২
 তারা দিয়া, ১৫৪।২
 তারা=উকা, ২১২।২
 তারিপি তরলে আসি তরাও তুরিতে=অশুপ্রাণ,
 তরলে=তাড়াতাড়ি। ২১।২
 তাল=ব্রহ্মতাল ১০।১
 তাল চাটা=তালপত্রের চাটাই, ১৫১।১
 তালি=বৃৎপিণ্ড, আচ্ছাদন, ১৮০।২
 তালি=উকাপিণ্ড, ২১২।২

শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
 তাহাকে অধিক (অপেক্ষার্থক 'কে' প্রত্যয়), ১৬৪।১
 তিউড়ি=ত্রিগুটিকা, তিনটা মাথাওয়ালা উনান, ৩১।২
 তিন ভাই এক মাগ—ব্রজা, বিহু, শিব তিন ভাই—
 ধর্ম্মঠাকুর কর্তৃক সৃষ্ট মহামারার গর্ভে তিন জনের
 জন্ম। ঐ মহামারাই ঐ তিন সহোদরের গরীব
 কামনা করেন,—কিন্তু কেবলমাত্র শিব তাহাকে
 গ্রহণ করেন। ১৮৮।২
 তিলোত্তমা=বাকুরের মেয়ে, ১০৪।২
 তীরকাটা=বাণ। ১৮৫।১
 তুলসীমহিমা, ৭২।২
 তুলসী=বাকুরের মেয়ে, ১০৪।২
 তুলসী গন্ধাজল=সত্যবাচনে 'তাঁত্র' উপেক্ষিত। ১১১।২,
 ১১৮।২, ১৪৪।১, ১৬০।২
 তুলার=গুহবর্ণ যুগ। তুলার মত বর্ণ বলিয়া ইহার
 নাম তুলার। ১৩১।১
 তুলার প্রবেশ—(কোমল তুলার যথো লৌহাস্ত্র প্রবেশ
 যেমন সহজ, সেইরূপ)। ১৬৪।১
 তুলা=তুলার মত, ১৬৭।২
 তেই (সেই জন্ত) ১০৪।২, ১১১।১
 তেকাটা=তিনখানা কাষ্ঠদণ্ডনির্মিত ক্লেম, ২৩১।২,
 ২৩২।১
 তেঘরা=স্থানের নাম। এই পংক্তিটিতে ছাপার ভুল
 আছে। সংশোধন করিলে নিম্নরূপ হইবে।
 'শ্রামহন্দর বন্দ তেঘরা গড়ের ভিতরে।'
 তেজে ঘিষামের রবি—ঘিষাম=মধ্যাহ্নকাল। এটা
 বাঙ্গালা সমাস। ৬৭।২
 তেঁতুলে বাগ্‌দী, ১০।১, ২০২।২
 তেন=তেমন, ৮১।১, ১৭৪।১
 তের ডোম, ১৬৬।১, ১৮০।২
 তের ডোমের নামে যম জল নাহি খায়। ২০৪।২
 তের দলুই (দলপতি, দলওই, দলোই, দলুই) কাচ
 ডোমের ১৩ জন অন্তর 'তের দলুই' নামে প্রসিদ্ধ
 ১৩০।২, ১০৪।২, ১৪১।১, ১৫২।২, ১৬৬।২
 তেলী, ১৫০।১
 তেঁহ=তিনি, ১০৭।১
 তৈনাতি করিয়া, ১৬২।২
 তো=তথ, ৩২

শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত
তোকদড়ি=বগনরজ্জ, ১০৮২		একাঙ গর্ভকে 'দহ' বলে। সংস্কৃত 'হ্রদ' শব্দ হইতে	
তোড়গ=কর্ণভূষণ, করভূষণ, ১২৭১, ২০৫২		'দহ' উৎপন্ন হইয়াছে। ১২৫১	
তোবা তোবা=পাপকর্ষ করিয়া অমুশোচনা, অমুতাপ,		দাগী=দাহ। মূল 'দাঘ' শব্দ হইতে 'দাহ' উৎপন্ন	
দুঃখপ্রকাশ, পাপ স্বীকারপূর্বক ভবিষ্যতে তক্ষণ		হইয়াছে। 'নিদাঘ' শব্দে 'দাঘ' আছে। ৬৪১	
অমুষ্ঠানবিরতির প্রতিজ্ঞা। ১০২, ২১৫২		দাগী=বেদনা। ফার্সী দাগ শব্দের অর্থ 'চিহ্ন',	
তোমাকে পরিতোষ (১৮৩২)		'কতচিহ্ন', 'কলঙ্ক' ইত্যাদি। ৩০১	
আসিত বচন (জ্ঞানকর বাক্য) ১৭২১		দাঁতে কুটা করে—কমা প্রার্থনা করে, ১৭৫১	
ত্রিদণ্ডী=যিনি তিনখানি দণ্ড ধারণ করেন, এমন		দাঁদাড়িয়া—নাওতালী ত্রিমাপদ="প্রহার করিয়া"	
ত্রক্ষচারী, সন্ন্যাসী। ২৩২		৯১১	
থরে থরে=স্তরে স্তরে, ১৫৯১, ১৫৯২		দাদি=দক্ষ, ১০৫২	
থুয়ে রাখ=রেখে দাঁড়, ১১৬১		দাছড়ঘাটা—স্থানবিশেষ। পৌরাণিক গাজনের জন্ত	
থুল=হুল, হুলকথা, মোটের উপর, ১২৫২		প্রসিদ্ধ। ৪৮২	
থেকা ৭৮১		দানখণ্ড—ফলার উপর বর্ণচিত্রে ঐকৃষ্ণের দানখণ্ডলীলা	
থোতুই=ছিত করিয়া রাখি—সঞ্চয় করি, ব্যবহার না		চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন 'দানখণ্ডে'র উল্লেখ—	
করিয়া তুলিয়া রাখি। ২০৫১		ঐকৃষ্ণকীর্তনের ? ৭৮২	
দক্ষিণ জড়ুর ৬৭১১		দানী, দানব, দানব, দানী ১৪১২	
দক্ষিণময়না—'উত্তর কোশল' তুলনীয়, কিন্তু উত্তর ময়না		দাবড়=তাড়া, ১৭৭১	
উল্লিখিত হয় নাই। ৫৩২		দানোদর ৬০২, ৬০২	
দগড়ী দগড়—চক্রাবিশেষ। 'দগড়ী' শব্দ 'দগড়' শব্দের		দারাবতী—পৌরাণিক কাহিনী, ৪৩২	
উত্তর অল্পার্থে (diminutive) স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়		দিগার=লোকজন, অস্মিক, ৬০১	
'ঙ' সহযোগে নিম্পন্ন। ২০২		দিগের—১২৮১, ১২৮২	
দড়=দৃঢ় ১৪০২		দিগের সব—অমিকেরা, ১৩০২, ১৫০১, ১৫৫১,	
দণ্ডক=দণ্ডবিধাতা, ৪১		১৫৫১	
দন্তামুষ্টি হেনেছি=দন্ত ও মুষ্টিপ্রহারে বধ করিয়াছি,		দিন দোষ (অন্তর্ভুক্ত দিনের ফল) ২১৮১	
০ ১৬৪১		দিল (চিত্র) ১৭২২	
দবির পীর—দবির=চিত্রগুপ্তের স্তায় হিসাবরক্ষক।		দিশে—দিশা=দিক। কাজের পেয়া। ২৪২, ১১৯১,	
পীর=বৃদ্ধ, যাজ্ঞ ব্যক্তি। ২০৪২		১০০১	
দরবার ২৪১		দিশে নাহি পাই ১১০১	
দলুই=দলপতি, ২২০১		দুকূল গভীর ২০৪২	
দলুজে=বাহির দলুজ=বাহির বাড়ী, '১২০২'		দুফর=দুই প্রহর, বধ্যাঙ্ককাল, ১১৯২, ১৮০২	
দলের সর্দার (সেনাপতি) ১৭৪২		দুবকরাজ সা, দুবরাজ সাহা=দুবরাজ শাহ। দুবক=	
দশক ৮৭২		দুবক। ২০০২	
দশনে ধরে খড়=বৈষ্ণব বিনয়, হীনতা, ১৭৭১		দুমন=বৈমনস্ত, অশ্রমসংকতা, ২০১১	
দশনেতে খড় ২১৬১		দুয়ারীর তরে=দ্বারপালের নামে, উদ্দেশ্যে, ০৪২	
দশবান সোনা (মাণ ?) ৬৫১		দুস্ত মহিম=ভয়ানক বৃদ্ধ, ১৩০১	
দহা=দুই প্রকৃতি, ৮০১		দুয়াপদ=বিয়-বিপদ, ১৯০১	
দহে=নদীমধ্যে গভীর জলবিশিষ্ট পুষ্করিণীর স্তায়		দুলিচা—গালিচা, ১১৭১	

শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত
হুলো—একজন ভোর সর্দারের নাম, ১৬৬।১		ধর্মবজ্ঞে ৩৬।১	
হুলুভ সদাগর ২০১।১		ধর্মের আমিনী ১৫৩।২	
হুল্পার (হুল্লর) ১০৬।১		ধর্মের ঘর ১১৫।২	
দেজ=দেও, দাঁও, ১।১		ধল=গুজ, খেত, ২০৩।১, ২০৪।২	
দেউট=দীপবর্তিকা, ১৮।২		ধাই=ধাবন, দোঁড়, ২০৮।১, ২২৭।২	
দেউল=মন্দির। ১৫৫।১		ধাউড়ী—শুকরের নাম, ১৪৯।২	
দেউলে=মন্দিরে। ১১২।২		ধাউত=ধাতু, ১১৮।২, ১৪৯।১	
দেবঠাট=দেবসেনা, এখানে ‘দেব সমাগম’, ‘দেব সভা’, ৮৮।২		ধাউতানপণা (ঢেঁটামি) ২১৭।১	
দেবী মহামারী ১৬৭।১		ধাওয়াধাই ৪০।২	
দেবীর ত্বব ২০৬।১		ধাওয়া ধাই ৫।১	
দেয়=দানযোগ্য ২৯।১		ধাতুকা ধাতুকী—পক্ষীর নাম, ১০৪।২	
দেয়ান=সভা ২২।১		ধাতু কুটে (ধান ভেনে) ২০৯.২	
দেয়ান=সভাসদ ৮৮।১		ধাবকের বেশে=ধাবকের বেগে ? ধাবক=যে দোঁড়াইয়া যায়। ৮১।২	
দেয়ানে=সভার ৫৯।১, ১১০।১, ১২৭।১, ১৭১।১		ধাবকের বেগে ১৭২।১	
দেয়ান, দীপত্বক, দীপগাছা, ৪৫।২		ধাবড়ী—শুকরের নাম, ১৪৯।২	
দেল (দেওয়াল) ১১৫।১		ধামাতকারিণি—ধর্মাদিকরণিক, ধামাদিকরণী, ৫।১	
দেশবই (দেশে বহন, স্থানীয় ভাষা) ২২৭।১		ধার (ধারা, অশ্রুধারা) ১৭৮।১	
দেশান্তরী ১২৯।১		ধিয়াং ধিয়াং—মানলের শব্দ, ১৪২।১	
দেহারী [দেবগৃহ > দেবঘর > দেবইর > দেহারী]		ধীবর ১৮৫।২	
=মন্দির, ১১২।২		ধুকধুকি=ছলিত্ত। ১৬।১	
দোনার ফুলে=জ্যোৎস্না পুষ্প, ৫।১		ধুচুনী বুনে ১৫১।১	
দোর (?) ১১৬।২		ধুকুমার—প্রলয়কালীন অন্ধকার, ৪৮।১	
দোলজ—বাহির হ্রদ, বৈঠকখানা, ৮৭।১		ধুলটাজি—স্থানের নাম, ৮২।২	
দোহাই=পপথ, ২।১, ১৮।১, ৭৬।১, ১২৪।২		ধুলডাঙ্গা—স্থানের নাম, ২৮।১, ২০৪।২	
দ্রবময়ী জাহ্নবী=ভরল গঙ্গা, ১৪৮।২		ধুলডাঙ্গী ১৫০।১	
দ্রব্যজাত (সমষ্টিবাচক) ১৬০।১		ধোবো (গুজবর্ণ, স্থানীয় শব্দ) ১৬২।২	
দ্রুতগতি=গুরুগতি, শীঘ্রগতি ৩২।১, ৩৫।২, ৪৮.২		ধোলো (স্থানীয়) ১৬০।১	
দ্বারকেশ্বর—নদ, ২৮।১		নকত্রবেগে=উভার বেগে, ৫০।২	
দ্বিতীয় মিহির—দ্বিতীয় সূর্য ১৪৯।২		নজরি=উপহার, ২১।১	
দ্বিধাম (সমাস) ১২৬।২		নচিনী ১১।২	
দ্বিধামের ভাষা ১০।১		নদ্র নামে কামারে ৪৬।২, ৭৬।১	
দ্বিধামের রবি—নামাস, বাজালা নথ্যবুগের সাহিত্যের		নকর=বি, দাসী, স্ত্রী, ১১৪।২	
স্থিতি, ১৮।১		নবখণ্ড—নবখণ্ড ত্রিতে আপনার দেহকে নব খণ্ডে বিভক্ত	
ধকধকি, জলুনি ৬০।১		করিয়া ধর্মঠাকুরকে বলি দিতে হয়। ২০২।১	
ধনী—ধনিকা, হুন্দরী, তরুণী, ১০৫।২, ১১৮।১		নববালা—পুলিজ, স্ত্রী বালা, ৭১।১	
ধর্মঠাকুরই ঐক্য—২০৩।২		নব লক্ষ দল=নব লক্ষ সংখ্যাবিশিষ্ট সেনাবল, ১৬৯।২	

শব্দ

পৃষ্ঠা ও শ্লোক

নয়ানী—বারম্বের মেয়ে, ১০৪।২

নয়নীর রায় ২১।১, ১৬২।২, ২০৩।১

নকশা=নখহরগী, নখ কাটিবার অস্ত্র, ১৯।২

নহবৎখানা ২৬।১

নাকানি চাপানি (নাকানি চুবানি, নাক পথান্ত ডুবিয়া
যাওয়ায় নাকে মুখে জল খাওয়া) ১৮১।২,
১৮২।২

নাক চান। ১০৬।১

নাক চোনা=নাকছাবি, ১০৬।১, ১১৬।২

নাগর বিশাশয়=একশ' কুড়ি নাগর, ১১৯।১

নাগরিয়া (নাগরিক) ১০২।১

নাগুরী ৮২।২

নাছে [রখা > লছা > লাছ—নাছ]—রখাসন্দন,
বাহির দুয়ার। ১২৪।১

নাছ—২০০।২

নাছের ফকির—যে ফকির গৃহস্থের বাহিরদরজা পার
হইয়া গৃহস্থকে প্রবেশ করে না। ৫১।১

নাড় গ্রাম ৮২।২

নাফি—স্থানীয় ভাষা, ৮৫।২, ৮৭।১, ৮৭।২, ৮৯।১,
৯১।১, ৯৩।১, ৯৬।২, ৯৯।১, ১০২।২, ইত্যাদি।নাফি বাক্য বৃক=আত্মসংবরণ না করিয়াই ধাবিত
হয়। অতিরিক্ত কোড়ুহলের পরিচয়। ১০৪।১, ১৫১।২

নাটে=নাট্যশালায়, ৩২

না পাউমু দিশে ১১৩।১

নাপান=রক্ত, তামানা, ৭০।২, ১০৫।১

নাপানে—২৬।২, ৭১।১, ৭১।২

নাপিত হরিহর ১৬১।১

না বাক্যে চিকুর—কোড়ুহলবশতঃ বৈধাঙ্গীনতার
পরিচয়। ১৪৩।১নায়ক, নায়িক—যে যজ্ঞমান গান পাওয়ায়, তিনি
নায়ক বা নায়িক। সময়ে সময়ে গায়নকেও
'নায়ক' বলা হয়। ৩৬।২, ৪১।২, ৪৮।১, ১৪৭।২

নায়ে ২২৭।১

নায়ে করে ভর=নায়ে পায় হয়। ২০৪।১

নায়ের জল, ১৮৯।২

নায়ের নফর=নৌকার মাঝি। ৫৪।১

নারদ কোমল ঝুবি ৭৪।১

গ

শব্দ

পৃষ্ঠা ও শ্লোক

নারায়ণ ৮।১

নারায়ণ ঠৈল—মস্তিষ্ক, বক্রতি রোগে ব্যবহৃত ঠৈল।
১৫৯।২, ১৬০।২

নারী—বারম্বের মেয়ে, ১০১।২

নারগ্রাম ২০৪।২

নারেছে—না+পারিয়াছে, ১০৪।১

নিগড়=নিকট। (নিবর্তন—প্রত্যাবর্তন) ১১৪৭।১

নিগড় ১০৮।২

'নিতা বলিদান দেয় মানুষের ছা'—নরবলি প্রথা।
১৭।২নিদাটি—ইঞ্জানপ্রভাবে নিস্তার আবেশ, ঘোর
নিস্তা। ৬১।১, ৬১।২

নিদুটী—৬১।১-২, ৬২।১

নিম্বাটী—২০৬।২, ২০৭।২

নিম্বোর—নিস্তার ঘোর। ২০৭।১

নিদে মেটা, ৬১।১, ৬১।২, ৬২।১, ৬২।২, ৬৩।১, ৬৩।২

নিদে—উল্ল ২০৬।১, ২০৬।২, ২০৭।১

নিদে মিটে—২০৬।১

নিদে মেটে চোর—১২৭।১, ২০৮।১

নিদে চোর—২০৫।২

নিদ্রা মেটে—২০৬।২

নিদে উঠাউল পান—২০৮।২

নিলে (নিস্তার) ২০৭।১

নিশি ঘোর—ঘোর নিশিগে। ২০৮।২

নিসে (নেশা) ২০৮।২

নিষস্তে ৯৪।২

নিপট ৩২।২

নিবড়িল—নিবর্তিত করিল। ৫৮।১, ৬৮।১, ৯১।২

নিবর্ত=নিবৃত্ত, ক্ষান্ত, ১০৫।২

নিম (তিষ্ঠাবাদ, বাবা) ১৩৩।১

নিয়ড়ে (নিকটে) ১৮৪।১

নিল, অনিল—নিলানিল ৭২

নিশা শেষভাগে ৮০।১

নিদান ১০৪।১

নীর=নদী, ১০৪।২

নীলকণ্ঠ ভাতি ৪।২

নীলধ্বজপুর ১০৫।১, ১৪৭।১

শব্দ

মুকি=মুকি, আশ্রয়গোপন। ২০৫১২

মুড়ীর ১১১২

নেই ১২৯১

নেটদের ৮৮১২

নেড়া ঝেড়ে=নেড়ে চেড়ে ৭৭১১

নেতের (silk) ২২৪১২

নেয়র=জাতিগৃহ, নাইয়র, নাইয়র, নেয়র। ৬৮১২

নেহালে=দেপে ৫০১১

নোটিন=খোঁপা, সংবৃত কুন্তল, ৭২১১

নোজন=নগহরলী, ১৬১১২

স্তাবড়=১০১১, ৩৬১১, ১৬৫১১, ১৬৬১২, ২২০১২

পক্ষ=পক্ষী, ৬২১২, ১২৬১১, ১২৬১২

পক্ষীরা=ডানাওয়ালা ঘোড়া, ১৪৮১২

পগারিয়া সর=প্রাকার বা পগারে যে শরখাছ দোলে
১০১২, ১১১২

পক্ষম বেদ=বেদভক্তির পরা কাঠা। ৪৫১২

‘পক্ষম বেদেতে ধর্মপূজার পদ্ধতি।’

পক্ষমীর চাঁদ=রসবান। ১০৬১২, ১০৮১১

“পক্ষমীর চাঁদে পড়ে টুন্ টুন্ মউ।

হেসে হেসে কথা কয় বাকুইদের বউ।”

“তা শুনিরে নয়ানী হইল টেটমাখা।

পক্ষমীর চাঁদ যেন হইল মলিনতা।”

পটু কা=উকীষের উপরিস্থিত শিখা। ১০০১১

পণা পসার=দোকান, ৩৪১১

পতঙ্গ=পুখা ৬০১২

পত্তি পাইক কোরিক ২০১১

পদছা=ছায়া, সমাস, সন্ধি, শেষ অক্ষর লোপ, ১৮১২

পদসম্বাহন=পা টেপা, ৫৬১২

পদাতিক পাইক=অনুপ্রাস। ১১১১

পদ্ম=পদ্মা। আধুনিক পদ্মার সহিত কবির সাক্ষাৎ
পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। সে কালে পদ্মাও
এত উত্তরে ছিল না, অনেক দক্ষিণে ছিল। কিন্তু
তাই বলিয়া রূপনারায়ণ পার হইয়া উঁকি মারিলেই
পদ্মা দেখা বাইত না। ২৮১১, ৫১১২, ৬২১১, ৮১১২,
৮৮১১, ১০৪১২, ১৬৬১১

পদ্মরা—‘পদ্মরা’ স্থানটী কোথায়, বুঝা গেল না। সাহি-
দিয়া বুদ্ধসম্মাকালে একত্র তিন বার এই স্থানটীর
উল্লেখ আছে। ২১৬১১, ২১৬১২

পৃষ্ঠা ও তত্ত

শব্দ

পৃষ্ঠা ও তত্ত

পদ্মহার (পদ্মমালা) ২১০১১

পদ্ম=প্রকার, ২৮১১

‘নানা পদ্ম বাস্তব বলে নিশান উড়ে বার।’

পবন=ভাতারী ১৩৭১২

পয়ঃকেন=জলের কেনা অত্যন্ত গুস্তবর্ণ বলিয়া গুল

শয্যার সহিত উপমিত হইয়াছে। অস্ত্রাধা ‘দ্রু-
ফেন-নিভ শয্যা’। ১১৭১১

পয়ঃকেনা=৫৫১২

পয়ান=প্রয়াণ ৬৬১১

পরদল=শত্রুপক্ষ, বিপক্ষসেনা। ১১৭৬১, ২১০১১, ২২০১২

পরম বৈষ্ণবী তুমি=নারদের মাতুলানী, শাক্তের দেবতা
ভগবতী পরম বৈষ্ণবীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া-
ছেন। প্রতি বঙ্গগৃহেই দোল (বৈষ্ণব উৎসব),
দুর্গোৎসব (শাক্তের উৎসব) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
১১০১২

পরসাল=বাস্তবিশেষ, ১৮৪১১

পরসার=প্রসার, প্রসার-যুক্ত, বিস্তৃত। ১৬১২

পরাজয়=পরাজিত। ৮৪১২, ১০৯১২, ১১৮১২, ১৫০১১

পরার্থা=পরওয়ারা ৮১১২

পরিত্রাহি=রক্ষা কর। সংস্কৃত ধাতুরূপ। ৭৬১১, ৮৯১২

পরিত্রাহি=সংস্কৃত ‘পরিত্রাহি’ পদের বাক্যলা উচ্চারণ
৪৪১১, ১০২১১, ১০২১২

পরিশাট পাট=হিন্দিত লীতল-পাট, ৫৫১২

পরিবোধ=প্রবোধ, সাস্থনা, ৩৭১২, ২১১১২

পরিসর গন=প্রশস্ত পথ। পরিসর=বিস্তারযুক্ত।

‘গন’ এখানে সর্কার্ণ পথ,—একপদী নহে। ১৫৫১২
১৮২১১

পলাশ=বৃক্ষবিশেষ, ১৭৫১২

পাঁইজ পাতা=চরকার সহিত ব্যবহার্য, পাঁইজ কাটি
বার কালে। ১১৫১১

পাউলে (?) ৫১১২

সংজাত সন্ন্যাসী সব গুণিল প্রমাদ।

পাউলে পলাইয়া গেল ভাবিয়া বিবাদ।

পাও=পাদক্ষেপ। পাদ > পাদ > পাও > পা। ২০১১
পাকে, কোশলে, হেতু, ১১০১১

তার পাকে=সেই হেতু। ২২৫১২, ২৩২১১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

পাশুরা—স্বত্বের অস্ত্র, কাঠ চাঁড়িবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। ‘বাইন’ অপেক্ষা ছোট। ৭৬১, ৭৭১

পাশুরা—১২৪২, ১২৫১

পাশে=উকীর্ষ, ৮২১

পাঁচ গণ্ডা কড়ি—ষেটে পাথরের মূল্য পাঁচ গণ্ডা কড়ি অর্থাৎ এক পরস। ১১৫১

পাঁচুটা—নবপ্রস্তুত সন্তানের পঞ্চম দিবসীয় উৎসব।

১২২

পাছাড়ি—দুই জন মজে কুস্তি করিবার কালে পায়ে পায়ে ঝাঁদিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টাকে ‘পাছাড়ি’ মারা বলে। ৮০২

পাছাড়ি=পরিধেয় বস্ত্র, বস্ত্রাঞ্চল, (< পক্ষপটিকা)। ৬২১

পাছাড়ি—৬২২

পাছুরি—৬২২

পাছাড়ি বসন—১২৬২

পাঁজর কালী হল ১৫১২

পাঞ্জলা ১৫২

‘দুপ ধুনা পরিপাটি আলিল পাঞ্জলা।’

পাঞ্জি ২০১

পাট—অধিকার, রাজাপাট, তাম্রপট (পত্র), পট্ট, পাট্টা, পাট। ১৮২

পাটজাদ=পটবস্ত্র। ১৬৪২

পাটের উপর=নির্হাসনে। ১৫৫২

পাণ্ডবদণ্ড ১০৯১

পাতর=পাত্র, সভাসদ, ৭৫১

পাতামল=চরণভূষণ। ১১৫২

পাতিল ধর্মশালা ১৬৪১

পাঁতি=পত্র, ১৮২, ৫৯১, ৮১২

পাতে=মল্লশিকার প্রকারভেদ। উপর হইতে পতনকে ‘পাত’ বলে। ৬৭১

পাত্রেয় ভাগিনা ২০৩২

পাথর জগদল—জগৎ+দলন, যে পাথরে সমস্ত জগৎকে দলন করা অর্থাৎ পিষিয়া ফেলা যায়। ৬৮১

পাথার=অতলম্পর্শ, ১২৫১

পাথরিয়া ১৬২২

পাঁদাড়ে ২০৭২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

পান—কোনও কন্ঠের ভার্যাপন-কালে পুষ্প-পান ও সুপারি দিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই জন্ত ‘পান দেওয়া’ বা ‘পান লওয়া’ শব্দের দ্বারা কন্ঠের ভার দেওয়া বা ভার লওয়া বুঝায়।

পান লাও—১২৫১

লও মোর পান—১২৫১

পান লে—১৭৬১

নিল পান—১৮২১

লইলাম পান—৭৭১

পান দেই—১২৫১

দিল পান—১৬৪১, ১৬৬১, ১৭৪২, ১৭৫২, ১৮২১

ভূপতি দিল পান—১০৫১

দেও পান—৭৬১

দেয় পান ফুল—১৭৬১

পানে (দিকে) ২০৯১

পাবকের সোনা—অগ্নিদক্ষ স্বর্ণ, ত্রুব স্বর্ণ। ৪৫১

পামারী (হাওদা) ১০১২, ১৬০১

পামরি বসনে=রক্তবস্ত্রে, ১৭৮১

পারুল—হানের নাম, পরপার ? (< পারুল)। ২৮১, ৫৩২

‘দলিল সরণে ডিঙ্গা পাউল পারুল’

‘বর্দ্ধমান পিছু রাপি পৌছিল পারুল।’

পার্বতী—বাক্যের মেয়ে, ১০৪২

পার্বতীর ঘোড়া ১৬২২

পারা=মত, যেন, সদৃশ। স্থানীয় ভাষা। ৭২১

পালা—পল্লব, পাতা ২০৮২

পালাসারি ১৪৫২

পাণা খেলে রাউতি চারি জন ১৭৯২

বাণ পাশুপত ১৫০১

পাশুলী—পাদশালিকা, পাদভূষণ, ৭২২, ১১৫১

পাষও (অস্ত্রধর্মাবলম্বী) ১৪২১, ১৪৯২

পাষওদলনকর—ধর্মাস্ত্রাবলম্বী বাস্ত্রির দলনকারী, বিপক্ষনাশন। ১৭৮১

পাষণ্ডী=বিধর্মী, ভ্রষ্টাচার। ৪১

পাষাণ চাপায় ১২৯১

পাহারা পাণ্ডিত্য=চৌকি দিতে কৌশলী। ১৭২

পিয়াশাল—বৃক্ষভেদ, ১৭৫২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

পিরিত=ঐতি, মেহের আকর্ষণ, আদিস।

১১৫।১, ১১৬।১

পিরেশ মেলের গড়, ১৪৭।১

পিরিস মালীর গড়=মান্দারগের গড়। ১৬৫।২

পীর পিরেশমালি ৭।১

পুড়ি=পোড়াই, ৪৭।১

পুড়া ধান—পুড়ো=পাটের ধলী বা খড়ের ধলী, ধান
রাখিবার পাত্র। ১১।২

পুতিয়াচি পাক=চেটা করিয়া তুলিয়াছি। ৫৮।১

পুনরাপি—সংস্কৃত, ১৫।২

পুয় (পুনঃ) ১৮৮।১, ১১১।১

পুন্ড্রাপাতকী—অটিকুড়ার সংস্কৃত ? ২৯।২

পুরট (দ্বর্গ) ২৩০।২

পুরট সাপুড়া=সোনার বাটা ৫৫।২

পুপপান—কোনও কর্মের তার দিবার পদ্ধতি। ৭৭।১

পুজার পদ্ধতি—ধর্মপদ্ধতি শিক্ষা। ৬৭.২, ১৮৪।১

পেড়া (পেটিকা) ১৫৮।১

পেড়ো—পেটিকা, ১১৭।১

পেতে (ঝুড়ি) ২১৭।২

পৈরাগ (প্রয়াগ) ২৩০।১

প্রতাপপুর—স্থানের নাম, ২৮।১, ৮২।২, ১৪৭।২,
১৫০।১, ১৬৫।২, ১৭১।১, ২৮৪।২

প্রতিবাসী=প্রতিবেশী। ৩০।১

প্রতাপ বিহান=অতি প্রতাপে, ১১৭।১, ১৮৬।১

প্রদানি (নামধাতু) ৫৩।২

প্রপঞ্চ জুড়ে—বিত্তত ভাবে, ৭৫।১

প্রবক (কৌশল) ২২১।১

প্রবোধ হইয়া=প্রবুদ্ধ হইয়া, জাগিয়া, ৮৭।২

প্রভুর ফলা, অভয়র অসি, দুই শক্তি একত্র। ৮১।১

প্রভু কালুরায় ৬৫।২

প্রমাই=পরমাণু, ১০৮।২, ১৫১।২

প্রমথ সমর...উপনীতা—স্ত্রী জাতির সঙ্গে যে কালের
সম্পর্ক, সে কাল স্ত্রীলিঙ্গ। ৮৯।২

ফতে—ফার্সী শব্দ, অর্থ 'জয়লাভ', 'বিজয়'। ১০৩।২

ফতেজঙ্গ—ডোম বীরের নাম। বীর কালুর গুড়া। ১৭৩।১

ফরিক—কোনও বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বী সেনা, যেমন—

পাঠান, গুরখা ইত্যাদি। ১৭১।১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

ফলক=পট, ১৭৮।১

ফলঙ্গ=লাক, উলঙ্গন, ২৮।২, ৮৩.২, ১০০।১

ফলঙ্গ=বর্শা, ২১১।১

ফলঙ্গ=নিকোপজনিত আঘাতে, ৭৫।২

ফলবান=কার্যাকর, উৎসাহাশ্রিত, ৯১।১

ফলা=ফলক, ঢাল, ৭৫।১, ৯৮।২, ২২৫।১

ফাঁড়=বিদারণ, বিদীর্ণ, ২১১।২

ফাটনা—চিপের রজ্জতে বন্ধ ভাসমান শরপণ্ড। ১৭৬।১

ফার (ছিন্ন) ১৭৬।২

ফুকে (ফু দেয়) ১৭৩।১

ফুল (ফুলকি, পুষ্পবৎ অগ্রিকর্ণা) ১৪৯।২

ফুলিঙ্গ=ফুলিঙ্গ, ফুলকি, ১৭৬।২

ফুলেছে, পুষ্পিত হইয়াছে, ৯৬।২, ১০২।১, ১১৩।১

ফের=আবর্তন, দ্রুঘটনা, ২৪।১, ১৭৪।১

ফোরিকান—ধর্মবিশ্বাস অনুসারে বিভক্ত সেনাদল,

২২।১

বই করে—বহন করে, স্থানীয় ভাষা, ১৫০।১

বট হৈল—বাতিত হইল, কাটিয়া গেল। ১৮২।১

বকশিশ=পারিতোষিক, পুরস্কার, ৭৬।১

বক্সিস—৭৯।২

বগ, বক ১০২।১

বগরী—স্থানের নাম, ১৭২।২

বজ্র কামড়=বজ্রবৎ কঠিন দংশন। ৫১।২

বজ্র বাটুল=বজ্রবৎ কঠিন বাটুল। ৪৯।২, ১৭৬।২,

১৮৬।২

বজ্জা ? ৯৫।২

বটুয়া—কুকুরের নাম। ১৫৪.২

মানভূম জেলার কাল কুকুরকে 'বাটু আ' বলে।

'বাটু আ' ও 'বেটু আ' শব্দ ত্রুটবা।

বক্রিশ বাধনে—দে কালে কয়েকী বা বন্ধীকে বাধিবার
প্রথা। ১০৮।১বন—মুক্তাকরপ্রমাদে 'গণ' বা 'গন' শব্দ 'বন' হইয়াছে
হইবে—'দু সারি দোকানঘর পরিসর গণ'। ২০৭।১

বনবরা=বস্ত্র বরাহ। ১৫২।২

বন্ধানে—'সন্ধানে' হইবে ? ১৪১।২

বন্ধাবাদ—০৭।২, ৪৬।১, ৪৭।১, ৪৮।২, ৪৯।২

বয়নামা—প্রথানির্দিষ্ট লিপির ভাষা। ৭৫।২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

বরদা, বড়দা—ভৌগোলিক নাম। ৬৮২
 বরাহুমে বারিনাথে ঘোড় দুই করে ॥ ৬২
 বরণ—১৮৪২
 বরের বয়স এগার বৎসর—বালা বিবাহ প্রথা। ১৬১১
 বরোজে—পানের বাগান (hot house)। ৯০১
 বর্গক—অলঙ্কারবিশেষ। ৭৯২
 বর্গবক—শিরোভূষণ। ১৬২১
 বর্ণেবা (বলভা. গোড়রাজের পটমহিষী) ১০৬২, ১০৭২
 'বলবা' শব্দ মুক্তাকরপ্রমাদবশতঃ 'বর্ণেবা' হইয়াছে।
 বর্জমান—২৮১, ৫৯২, ৬৭২, ৬২১, ৬৩২, ৮১২,
 ৮৮১, ১৫২২, ২০৮১
 বলজয়—ডোম সর্দারের নাম। ১৭৩১
 বলনি—নির্মাণ। ৮২২
 বলনি—সূর্য। ১৬৮১
 বলাইলে—আত্মপরিচয় প্রচার করিলে। ১২
 বলিতে কহিতে—অতি সম্বন, অজ্ঞাতসারে। ৭৯২,
 ৯৮১, ৯৬১, ১১০১, ১২২২, ১৬১২,
 বলি মাছুদের ছায়—বরবলি। ১৫২
 বলদে বেপারি—বলদের পুতে মাল বোঝাই দিয়া
 মাহারা ব্যবসা করিয়া বেড়ায়। ২০৫১
 বলভা—রাণীর নাম। ১০৮১, ১৪০১
 বলবা=বলভা। ১০৭২, ১০৮১, ১০৯১, ১০৯২,
 ১৪০১
 বলুকা—রাণী রঞ্জাবতী ও তৎপুত্র লাউসেনের তপস্বী ও
 দক্ষিলাভের স্থান 'বলুকা সরোবর'। বর্জমান
 জেলার বারোহা নদীকে কেহ কেহ 'বলুকা' বলিয়া
 নির্দেশ করেন। কিন্তু বলুকা সরোবর এবং নদী
 পৌরাণিক। আধুনিক যুগে পৌরাণিক নাম লইয়া
 নূতন স্থানের নামকরণের পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত
 আছে। ৩১, ১০১, ৩০১, ৩০২, ১০৯২
 শিব দেন জ্ঞান যারে বলুকার তীরে। ১১৩২
 জ্ঞান=যোগশাস্ত্রের জ্ঞান, যে জ্ঞানে অলৌকিক
 ইন্দ্রজালশক্তি দান করে।
 বসন পারিজাত—একপ্রকার অস্বস্তিত, চিত্রিত ও
 সঙ্গককৃত্ত বহুমূল্য বস্ত্র। ৬২২, ১১৯২, ১২০১
 বসন বীরকালী—বীরনারী-পরিধেয় সাড়ী। ১৮৫১
 বহুর=বহুমতীর। ২১১২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

বস্ত্রজিহে (?) ৬০১
 বা=বাতাস [বাত > বাঅ > বা'।] ২১০২
 বাইতি হরিহর—৫৪২, ২০১১
 বাইরাল সাপ—গুপ্ত কথা প্রকাশ পাইল। ১৮২
 বাইশ হাতীর বল—এখনকার অশ্বশক্তি (horse
 power এর) জায় তখন হস্তিশক্তিই শক্তির মাপ
 ছিল। 'বাইশ', 'বিয়ারিশ', 'নারায়' প্রভৃতি ব-
 কারাদি সংখ্যায্যচক শব্দগুলি বঙ্গভাষায় অধিক
 প্রচলিত। ৮৪২, ১৪২২, ১৬৮২
 বাইশাজে—মকি ? বাইশ+মাজে। ৯১১
 বাউট=বাহুবল। ২১৭২
 বাউলী পারা=বাউলী বা পাগলের মত। ৬৪১
 বাও=বাতাস। [বাত > বাঅ > বাও] ৯৬২, ১৮৪১
 বাকি=অবশিষ্ট। ফাসী শব্দ। ২০৩২
 বাগান—গালাগালি, নিন্দাবাদ। ৩৪২, ৭৪২, ১৬৬২,
 ১৭৪২, ১৯১১
 [বাগান < বাগাখাপন = গুণবর্ণনা, গুণকীর্তন,
 কসর্থে নিন্দাবাদ, গালাগালি]
 বাগানি=প্রশংসা করি। ৭৯২
 বাগ=বশীভূত। ২১৫১
 করি বাগ=বশীভূত করিয়া। ১৬৮২
 বাগ ডোর—অশ্বশক্তির উপাদান, লৌহ শৃঙ্খলবিশেষ।
 বগা। ১৬৭২
 বাগ কামদল—৮৮২
 বাগচা—সমাস। ৯০১
 বাঘরাং—ডোমনীরের নাম। ১০৪১, ১৫১২, ১৭৩১
 বাঘী—স্বীবাঘ। ৫১২
 বাঘিনী—স্বীবাঘ। ৫১২
 বাজি বেগাবন—১২৬২, ১৮০১, ১৯৫১
 বাজি বেগাবনে—৬২২
 বাজবক=বাহুবল। ৭০২, ৮৬১, ১০৮২
 বাজে মাল—বাজেশ্যস্ত সম্পত্তি। ১৬৬২
 বাজে=(বাসে, পাপে) ১৮৭১, ১৮৯১
 বাটালি—স্বরূপের অস্ত্র, ছিদ্র কাটিবার জন্ত ব্যবহৃত
 ৭৭১, ১২৫১
 বাটুয়া কুকুর—২০৫১
 বাড়ীকে, ১০৭১

শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
 বাড়ে শশিকলা প্রায়—অতি প্রাচীন উপমা, ৬৫২
 বাধান—< বাতস্থান ২০২২
 বাদ—হত্যা অপবাদ, ১০৮১
 বাদলপুর (ভৌগোলিক নাম) ৫৯২
 বাধাট—আধিকা, চঞ্চলতা। ৫৯১, ৬০১
 বাধে পেঁচমোড়া—১০৮২
 বান বিনু বাঙ্গলা—পঞ্চাশখানা বাংলা ঘর। ১৯২২
 বাসুরে (বানরিয়) ২২৭১
 বারান্=(অশপাল)। ২২০১
 বামা মান—বামাহলভ মান। ৭০১
 বায়=বাত, বাও, বাতাস। ৭৬১
 বায়ান—১৫৫২
 বার দিন (সপ্তাহের) বার ও দিন (=তারিখ)
 ২২৯২, ২৩০১
 বার দিয়ে=সভা করিয়া ৫৯২, ৬০১, ৬৬২, ১৪৮১
 বার দিলা—সভা পাতিয়া বসিলেন। ৫৭২
 বার পণ (৬০ বারো আনা) ৫৯২
 বার ভূঞা, বাহান্ত মণ্ডল—১৬২, ২০২, ২১১, ২২১,
 ৭৯১, ১১৮১, ১২৪২, ১৩৫১
 বার ভূঞা=বাদল ভৌমিক। ২০৮১
 বার ভূঞা—১৪৯২, ১৭৪২
 বার ভূঞা—১৬৫২, ১৬৬১
 বারমতী—১১১, ১২১, ৭৪১
 বারমতি—১৪৫২,
 বার্মতি—২৩২২
 বারাকপুর—১৭২১, ২০৪২
 বারাল=নির্গত হইল। ৮০২
 বারালে, বারাল—অশপাল। (<বারপাল)। ২২৫১
 বারি (করণকারক) ১৪৬২
 বারি (বাহির) ২০৮১
 বারুই—১০৩২, ১০৪১, ১৫০১, ১৫৪২
 বারুইকে ১৩১
 বারুই গদাধর ১০৮২
 বারুগী (হুয়া) ১৩১২
 বারো বৎসর ২০১২
 বালা=বালক, পুংলিঙ্গ ; ব্রীলিঙ্গে ‘বলী’। ৭৫২,
 ১০০১, ১০৩২, ১০৮২

শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
 বালাই=আপদ, ৮০২, ১১০২, ১৩০১, ১১৬১
 বালি=বকল পত্র। [বকলিকা >বাকলী >বাইলী
 >বালী, বাইল] ২১১
 বালেশ্বর=বালাশ্রেষ্ঠ ৭১১, ৭০২
 বাস=স্বত্বধরের কুঠার-সদৃশ অস্ত্র, কাঠ চাঁড়িবার জন্ত
 ব্যবহৃত। ৭৬১, ১২৪২, ১২৫১
 বাসি=মনে করি, চিন্তি, মানি। ২১২, ৮০১, ৮৬১,
 ১১৪১, ১২২২
 কভু নাহি বাসি (=মানি)—২২৩১
 বাস বীরপণা=বীরত্ব ইচ্ছা কর। ১৭৬১
 বাস দুখ=দুঃখ মনে কর। ১৮৫১
 বাসকি বচন ১৮০১
 বাসকী ১৮৪২
 বাসঘর [বাসঘর > বাসহর > বাসর] ২১১, ১৪৫২
 =বিবাহকালে বরের রাত্রিবাসগৃহ।
 বাসড়িয়া নগর ১৬৭১, ১৬৯২
 বাসনা লোহ পান=রক্তপিপাসা, ২২২
 বাসিন্দা ১৫৫২
 বাস্তুলী=বজ্রেশ্বরী ৬১১, ৭০১,
 বাস্থলী—৮৯১, ৯১২, ৯২২, ২০৬১
 বাসলী=বজ্রেশ্বরী। ১৬৪১-২, ১৮৪১-২, ১৮৭২,
 ১৮৮১, ১৮৯১-২, ১৯০২, ১৯০১, ২০৬২, ২০৯২
 বাসলি—৯৮২
 বাসিলী=বাস্থলী। ১৮৯১
 বাহড়ে=কিরিয়া আসে, প্রত্যাবর্তন করে। (<বাব-
 র্ত্তে)। ২৮১, ১৯২২
 বাহড়িয়া—১৮১২
 বিঘোরে=অস্থবিধার মধ্যে। ২২০২
 বিছাটিমূল ১০৯১
 বিজয়=একজন ডোম বীরের নাম। ১৭০১
 বিজয়া=বাকুরের মেয়ে। ১০৪২
 বিজয়ি=যুদ্ধবিপ্লব। ১৩৪১, ১৭০১
 বিজরির ছটা—উজ্জল শাপবিশিষ্ট অস্ত্রের চাক্‌চিকা।
 ১৬৫১
 বিজরীর লতা—বিদ্যামতার জ্ঞান আকস্মিক জ্যোতি বা
 আলোক, ১৮৩২
 বিজলি—চিহ্ন, দাগ, কলঙ্ক, মলিনতা। ১০৬১

শব্দ	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ	শব্দ	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
‘বত্রিশ দশনে তার পড়েছে বিজলি।		বিশালার—১০২	
বসন্তের কুলে যেন মধু পিয়ে অলি ॥’		বিশালার পা=বিশালাকীর ঈচরণ। ১৭২	
বিত্তি—বৃত্তি, নির্দিষ্ট বস্তু। ১৫১/১		বিশাশয়=এক শ কুড়ি। [বিশ ও শত]।	
বিদ্রুয় ১৮৬২			৪৬২, ১৪১২
বিদে ২০৬/১		বিশাশয়—অনির্দিষ্ট সংখ্যা, বহু। ৭৫২	
বিদ্যাপতি ১৮৬২		বিশাশয় ঘাটি—১৫৫২, ২০৭২	
বিদ্যাহর হরি ১৮৭২		বিশাশয় পাড়া—১২০ খানি গ্রাম। ১৮১	
বিধান ২০২২		বিশাশয় বেগারি—১৫০১	
বিধবা ১২৯/১		বিশেষয় হাতি—১৮২/১	
বিনতানন্দনমণি—গুরুদ্বয়, অলঙ্কারবিশেষ। ১১৭/১		বিশ্ববিদ্য ১২৯/১	
বিনয়=অনুগ্রহ, প্রার্থনা, নিবেদন। ৭২		বিশ্বপদতলে=আকাশে। ৬৯২, ১০৬/১	
বিনে ডোম ১৭০/১, ২১০/১		বিস্তার=প্রাপ্ত। ‘স তু শব্দন্ত বিস্তরঃ’। শব্দ বা	
বিনোদ ঘোষাল আসে রাজপুরোহিত। ২৬২		বাক্যের বাহুলা গুণ্যক্টলে ‘বিস্তর’ শব্দ দাব্যকৃত	
বিন্দুক=কুজ বিন্দু, ১০৬/১		হইবে। ৫২২	
বিপত্তি ঘোরে=বিপদবিস্ময়তায়। ১২৮২		বীণা ১৮৪/১	
বিপত্তো=বিপদে। অধিকরণ। ৯৬/১, ১০০/১,		বীততা ১৮৬/১	
বিপত্তে=বিপদে, অধিকরণ কারক। ১০৯২, ১২৮২,		বীরদাপ=বীরদর্প ৮০/১	
বিপ্রেয় শিরোমণি ১৫৯/১		বীরধটি=বীর বা মনের উপযোগী পরিধেয়। ৮২২	
বিভা=বিবাহ। ১৪৪/১, ১৪৪/২		বীরপণা=বীরহ। [বীরহন > বীরংপন > বীরঙ্গন,	
বিমলা—বাক্যের মেয়ে ১০৪/২		বীরপনা, বীরপণা] ৮৬/১	
বিমলা—রাণী। ১৪৬২		বীরবল=বীরবর। ৯৬২, ১০০২	
বিমলা—লাউসেনের চতুর্থী পত্নী, ১৭৯/১		বীরমাটি=মল্লিকার প্রান্তে গায়ে মাণিবার মাটি	
বিমলা—নিকটবর্তী নদী। ১৬০২		বা খুলা। ৮২২	
বিমলার জল—বিমলা নদীর প্রবাহ। ১৫৯/১		বীরমাটি—১০২/১	
বিগ্নক=বুদ, বুদ, ফেন। ১৮৫/১		বুদ্ধে=বুদ্ধিতে। [‘বুদ্ধা’ করণে] ১৯১/১, ২০২/১	
বিজ্ঞ ৭/১, বিজ্ঞক, ৭২		বুলন=বুলন। মল্লিকার ‘সরণ’। ৬৭/১	
‘বিয়াল্লিশ’ সংখ্যার সমাদর :—		বুলে=বুলে, কিলে। ৩০২, ৩৮২, ৫৮২, ১৪০/১,	
বিয়াল্লিশ চণ্ডাল—১৭৬/১, ১৭৭/১		বেউড় বাণ ১৮৭/১	
বিয়াল্লিশ বাজন—১৫০/১		বেগার বিশাশয় ১৫০/১	
বিয়াল্লিশ বাজনা—১৪৫/২		বেগার—২০৫/১	
বিষদল ১৮৪/১		বেগারি—১৫৯/২	
বিশাই=বিশ্বকর্মা। ৭৮২, ১৬৪/১		বেগারী—১৬০/১	
বিশাএর গড়ন=বিশ্বকর্মার নির্মাণ। ১০১/১		বেচহ—১১৭/২	
বিশায়ের=বিশ্বকর্মা। ৭৭/১		বেটুয়া=কালো কুকুর, কুকুর। ৭৯/১, ২৩২/১, ২৩২/২	
বিশায়েরে=বিশ্বকর্মাকে। ১৮৯/২		বেটু—কুকুর। [বাটু আ শব্দের সংক্ষেপ। মানহুনিয়	
বিশারদ ১৫৯/১, ২০১/২		ভাবা]। ২৩০/১	
বিশালা=বিশালাকী। ১৮২		বেড়ি=শুখল, চরণশুখল। ১২১/১, ১২৯/১	

শব্দ	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ	শব্দ	পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ
বেড়ি দিব—১২৭২		ভদ্রনাথ ১৪৭১	
বেড়—বেষ্টনের মাপ, কটিদেশের পরিধি। ২১৫১		ভাঙির ৬৭১	
বেগী—১৮৪১		ভাঙ্গর=ভাঙাধোর। ৭৪১, ৭৪২, ১৯৩২	
বেগুয়ায়—২০২, ১৬২২		ভাজনবুড়ী, ভাজনবুড়ি ১১৪২, ১১৫১, ১১৭২	
বেগেৎক ১৫৩১		ভাট ১৫৪২, ১৫৬১, ২০৫২	
বেত লয়ে হাতে—“বাদল” ? ৪২২		ভাট গন্ধাধর—১৫৬২, ১৫৯১, ২০৩২, ২০৫১	
বেতার গড়—৬৮২		ভাট=গোলক, গেলুয়া। solid ball. ৬৫২	
বেত=মুগ। ১৬৯১, ২২৬১		ভাটি=ভাঙির ? ১০৬১	
বেত=বেজ। ২২৭১		ভাতনুমে (অন্নর নেশায় নিদ্রা) ৫৬২, ২০৬২	
বেদমন্ত্র—৩৮১, ৫২১		না তাতে ভাতানি=ভাতের জল ১২০১	
বেবুজা=বেজা। ২৭১, ১০৯২, ১১০১, ১১৮২		ভাহুনি ভেনেছে ধান (স্থানীয় ভাষা)। ১৮৫২	
বেকর=মজুরী, বেকরিয়া=মজুর। ১৬১২		ভাহুমতী রাজরাণী (গোঁড়ে) ১৪৮১	
বেকল=মুটেগিরি। ২০৫২		ভাবন ১৭১২, ২০৭১	
বেলদার=যাহারা কোদালি দিয়া মাটি কাটে, ২১১		ভাবকি=ভীতি প্রদর্শন। তুলনীয়—ভাপয়তি	
বেহায়া, বেলিক=লজ্জাহীন। ৩০১		(ভীষতি)। ভাপয়িকা, ভাপয়িকী, ভাবকি।	১০২
বোহরি [বদরিকা, বউরি, বহরি]=কুল। ১৩৮১			
বৈদিক বিধানে—৪৩২ বেদের সম্মান।		ভারতী—৮০১	
বৈদেলী, বিদেলী ১৮৮১, ১২৫১-২, ১২৭১		ভানুকি—১৭৫১	
বৈদেলী কুমার—১২৭১		ভান্তর (ভ্রাতৃ + ঋতুর = ভান্তর) ১৪২১, ১৮৮২	
বৈদেলী বৈকল—১২৫২		ভান্তরের মালা (ব্রাহ্মার মালা) ১৪২১	
বৈষ্ণব প্রধান ২৫১		ভীষমর—৬৬২	
বৈষ্ণব দেয়ান—বৈষ্ণব সভা, ৩৪২		ভুল (কুখিত) ২০৭১	
বৈষ্ণবংশ—১৭২		ভূঞাপণ (ভৌমিকগণ) ১৫৫২	
বাজ=বিলম্ব, ২৬১, ৩৪২		ভূপি—২০৫২	
বাতে=মুগে। ‘বেত’ শব্দ ভ্রষ্টবা। ১৮৯১		ভূঞে—২০৩২	
ব্রহ্মপুর=স্থানের নাম। ৬২১		ভূতশুদ্ধি—২০১১	
ব্রহ্মশাপে বৃক্ষ—চোরপলিতার পাঁচ। ৭৬২		ভেয়ে—১৫৭২, ১৭০২, ২১৩১	
ব্রাহ্মণ ধামুকী—ব্রাহ্মণ ধর্মুর্বাণ হস্তে বৃক্ষ করিত।	১৬৯১	ভেল—২২১২	
		ভেলা—১৮২১	
ভগবতী ৮৯১		ভেলকী—২০৭২	
ভগীরথ ২০২, ১৬২২		ভেলুকি—২২১১	
ভবানী ১৬২২		ভৈরব—১৮৪১	
ভরঙ্গ ১৮৪১		ভৈরবী—৮১২	
ভরম ভেঙ্গে গেল ১১৬১		ভৈরবী গঙ্গা ৫৯২, ৬২১, ১৬৫২, ১৭৪২	
ভরণা ৫১১		ভোরঙ্গ=বিবিধ। (←বহরঙ্গী) ২০২	
ভরা=নৌকা, ৪৩২, ২১১২		ভোলা (বিহ্বল) ২১৬২	
ভলকীর ১৬২২		ভোলে=বিহ্বলতার, ১০৫২	

শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত
মটলা—৬৮৮২		ময়ূর ৩১২	
মকর খাড়ু=রক্তনির্গত চরণ-বলয়। ৬৫১		ময়ূরধ্বজ ২০২২	
মকসল=মকসল। তুলনীয়া—‘মুকু’ বোলা। ১৫৬২		ময়ূর ভট্ট ৩২	
মকবান=ইক্স। ১৭৩১, ১৮৭২		ময়ূরপাখা ৫৫২	
মকলা বাজার—৮৮১১		মরকত ১৭১২	
মক—৪৮১২		মরিকাতা (মর্যাদা) ১৫১২, ১৬০১	
মকসেবা—৪৮১২		মরুত রাজা ১৯৫১	
মটমটি—৮৪১১		মলরাবন—বাগানের নাম। ৭৬১	
মপি—১১৭১, ১৮৪১		মলা ৫১১	
মপিপুর—১৭৫১		মল সারেন্ডধল—সে কালের রামমূর্তি। ৬৬১, ১০০২	
মপিরাম—১৪৮২		মলান, মলান=হস্তাহান। [মলান—মলসংকার- হান।] ১২৮২, ১২৯১	
মপিরামকমলে—৮২২			
মন্ত্র মাতাল—২১০২		মসাপুর ১৭৫১	
মদমাতালে—২১০২		মসিপাত্র=দোয়াত, ১০৩১	
মদেতে উন্নত হাতী ১০১২		মসীপাত্র কলম=দোয়াত কলম। ১৭২১	
মদমন্ত বা মদোন্নত, হস্তী মদ খাইয়া উন্নত হয় না, মদমন্ত বা মদবারিখারাই তাহার মন্ততার কারণ। এখানে সংস্কৃত রাজা ইষ্টে আনিয়া হাতীকে বাক্সালারাজোর মদ পাওয়ার ইচ্ছাছে।		মহল—২৪১১	
মধু=মুর। ১০১২, ২০৯১, ২০৯২, ২১০১		মহলা—৮০২	
মধু-পিঠে=মধু ও পিঠক। ২১০১		মহাপাত্র ২০৮২	
মধু আন সাত গাড়ী। ২০৯১		মহাফলা ৮৬১	
মন কথা নাকি=গুপ্ত কথা কিছুই নাট। ৯০২, ৯৪১, ১৪১১, ১৭২২		মহাসত্ত ১৮৮১	
		মহানাদি ১৯২২	
মনকথা নাই—১০৬১, ১৮২১		মহামারা ৭২	
মনজাই=মনোবারী, মনোমত। ১৪০২		মহিম=মুক, ৭৫১, ১০২১, ১০৩১, ১৪০২, ১৭৭১	
মনাস্তর ৩৮২		মহিমা=মাহাম্মা, মহিম=মুক ১০৩	
মনাসিব=উজ্জিত। ১৮২, ১৭২		মহীরাবণের কথা ২০৬১	
মমুয়াল ৮২		মাউত ১০২২, ১০৩১	
মনোবেদ=মনোবেধ, ৪৮১		মাউদিয়া ২২১	
মন্দার=সমুদ্রে লুপ্তায়িত পর্বত। ১০৫১		মাথাল=মহাকাল কল। ১০৯১	
মন্দিরা—১৮৪১		মাচা=মক। ১৭৬২	
মন্দিরের ১১		মাজি ১৩১	
মম্বস্তর ১৭০১		মণিক অমুরি ১৮০২	
ময়না—৮২২		মাটিপানার গুণ—দেশের বাবহার ১১৬১	
ময়না নগর—১৭২২		মাতঙ্গ ১৪১১	
ময়না মধুপুর—১৫০২, ১৫১২, ২০২২		মাথা পাও—মনিরুদ্ধ অমুরোধ। ৮৭২	
		মাথা পাবে—১৫১১	
		মাদল ১৪২১, ১৮৪১	
		মাদুলি, মাদুলী—তাবিজ। ৭২২, ১৫১১	

শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত
মানকর—৮২২, ১৪৭২, ২০৪২		মির মিজা ২০১	
মানকুর—২৮১, ১৫০১, ১৬৫২, ১৭১১		মীর মিজা ২০০১	
মানসরোবর ১০৫১		মীর হাসান হোসন ২০৮১	
মানস সরোবর ১০৫১		মুকুতা ১১৭১	
মানা ২০৮২		মুকুল মল ২০০২	
মানান=মানসিক, ৩৫২, ৩৬১		মুজ্জদরী—বারুয়ের মেয়ে। 'মন্সোদরী' শব্দের অপভ্রংশ। ১০৪২	
মান্দারণ ২৮১, ১৪৭১, ১৬৫২		মুড়ি ১৬০২	
মান্দাতার যি ১০৮১, ১৪০১		মুণ্ডমালা (ভৌগোলিক নাম) ৫৩২, ৬২১, ৮১২	
মান্দাতার মামা ১৬২১		মুদা=মুদ্রা, Seal, ৮২১	
মাণ (কমা) ১৭০২		মুদা ভেঙ্গে (মুদ্রা ভঙ্গ করিয়া) ১০০২, ১৬৫২	
মায়াঙ্কুথা ফেলা ৭০২		মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—বাক্সালার সহিত সংস্কৃতের মিশ্রণ। ৮৭১	
মায়াধর—ধর্মঠাকুর। ৫০২, ৮১২		মুটিক ৮৪১	
মায়াপক্ষে পুতেছি ৪৯২		মূল=মূল্য ৭৭১	
মায়ামর ৫৮১		মৃগালের দল=ডাঁটা ও নাল।—বিজ্ঞাসাগর ও বন্ধিমের নামে বৃথা অপবাদ। ১০২১	
মায়া মো ২২২		মেঘমালা—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২, ১০৪১, ১৬২১	
মারীচ ২০৪১		মেটে ১৩১	
মারুতি আকৃতি মোর লাও—হানীর উচ্চারণবশতঃ অনুপ্রাস। ৫১২		মেটে পাথর ১১৫১	
মাল=মল ৬৬২		মেনা টাদী ২২০২	
মালক=মলযোগা উল্লেখ ৮৪১		মেনে=বেন, অব্যয় ৫৮১, ৭৪২, ১০২১, ১০২২	
মালক চালক মারে—লাফালাকি করে। ২১১		মেলা পড়া ১১১২	
মালকাঠ=মলব্যবহার্য কাঠ—প্যারালেল বার প্রভৃতি। ৮২১		মেসো ৮০১	
মালমাতা (ধনসম্পদ) ২০২১		মৈল ১৭১১	
মালসাট—মলশিকার 'সরণ' বিশেষ। ৮০২, ৮৪১		মৈমাহুর (মহিমাহুর) ১৬৪১	
মাল সারদ্বলে ৮২১		মো (মোহ) ২২০২	
মালাকার ১১৪২		মোকাম ১৭৫১, ১৮২১, ১৮৪১	
মালাকার দই ১১৫১		মোগলমারি—৮২২, ১৭২২, ২০৪২	
মালী ১৫০১		মোজা, খোলা ২০২	
মাহিনা ২০৫১		মোহিনী মূর্তি ৬৯২	
মাহদিয়ার দুর্কশা বর্ণনা ২২৬২		মোহিনী শক্তি ২০৮১	
মাহুর=সর্পবিধ ৭১১, ১০১১		মোহিম ১৭৪২	
মাহুর (মাহদিয়ার) ১২৪২		মোহরি ৩১১	
মাহেশ ৫২		মক রক্ষ নাগ পক্ষ। ১৮১	
মিঠা নাই লাগে ১১০২		মজের আঙন=হৃদীশু অন্তর ভায় রূপলাবণ্য। ৭১১	
মাপের মিরাপ—পৈতৃক বাসভূমি। ১৫১১		মধা ধর্ম তথা মারায়ণ ৫০২	
মিরজাদা—মিরের পুত্র। ১৭১		মমদগু কাটা ৫২১	

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

বমধর=হোরা, ক্ষুদ্র অসি। ২৫১, ২২৪ ১

বমধরে ১৮৫১

বমুনা সরোবর=বমুনা দীঘী, জামতির দক্ষিণে

অবস্থিত। ১০৪১১

বমের নন্দন (কানু বীর) ১৭৪২

বশোদানলিনী=দেবী ভগবতী। ২০৬১

বামিনে=রাজে। [বামিনীতে]। ২০৮২

বুগপতি ৪৬১, ৫৭১, ৭১২, ১৬১

বে=পাদপুরণে। ১৫৭২

বেন বিজুরি ভটা (অতি পীড়) ১৫০১

যোগটঙ্ক=উজ্জ্বল যোগাশ্রম। ৬০২

যোগপাটা ৫৩২, ৬৪২

বোহার=জোহার, জাপন, নিবেদন। ১০০২

বয়ুর নন্দন=ঐশ্বর্যকার রামদাস আদকের পিতৃনাম

‘রমু’। সে কালের প্রথা অনুসারে পিতৃনাম সহ

আজ্ঞাপরিচয় দিতে হইত। ১৮২, ১০০১, ২০১২

রজনীমুখ=সন্ধ্যাকালে। ৮৮১

রজাবতী ১৫০২, ১৬০১, ১৭৮১

রড়=ছুট। ১১৬১

রণমা=রণরঞ্জিনী দেবী দুর্গা। ১৮২

রণমাতোয়ারা=বৃক্ষোত্তর। ১৮৭১

রতনহার=রত্নহার। ১০৮২

রতি=বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২

রতিনাথ=রাজপুরোহিত। ০৪১

রবিহৃত বার=মঙ্গল বার, অমাবস্তা। ১৫২

রমতী=হানের নাম। ৬০১, ৬৬১, ৮১২

রসনা=রস গ্রহণ কর না,—নামধাতু। ১১৬১

রসাল=আম। ০৮২

রসের কর্ণপ—রসিক রসিকার বেশ বিন্যাসের উপযোগী

আয়না। ১০৬১

রহার=রহস্য়, হুগরতি। ৭৮২

রাউত=কজির, সৈনিক। [রাজপুত, রাজউত, রাউত]

১০৪২, ১৪১২, ১৬২২, ১৬০১, ১৬৮২, ২০৫২,

রাউতে=১৬৮১, ২১৫২

রাউতের=২২৫১

রাউতি=কজিরনারী, বোছুরী। ১৭১১, ১৮০১,

১৮০২, ১৮১১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

রাউত মাউত=সৈনিক ও অবশাল। ২২১, ২০০২

রাউল=সেবাইত। ২১১, ১১১

রাক্ষাসাটি=গ্রামের নাম। ৬২১, ৮১২, ৮৮১

রাক্ষাসেটে=৫১২, ১৪৭১

রাক্ষাসেটা=১৬৫২

রাক্ষী=উত্তরীয়। ২২২১

রাজগনে বার=‘গন’ সন্ধীর্ণ পথ। কিন্তু ‘রাজগন’=

রাজপথ, প্রশস্ত পথ। এখানে ‘গন’ শব্দের ‘সন্ধীর্ণ’ অর্থ নাই। ১১২

রাজটীকা=ব্যাখ্যের অভিধেয়। ৮৮২

রাজতি=রাজত্ব। স্থানীয় উচ্চারণ। ১৭২১

রাজতি=রাজত্ব। ১১৪১

রাজপাটেশ্বরী ১২১১

রাজপুত ১৪১২

রাজবলহাটে ৫৮২

রাজহাট ৮১২, ১৭৪২

রাজার পেয়ে নিশা=‘নিশা’ পুলিশের কর্ম। ১৫০২

রাজিকপালিনী ৬২

রাখিকা=বারুয়ের মেয়ে ১০৫১

রাবণি=রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ। ১৮৫১

রামদাস গুড়ি ১৪১২, ১০১২

রামরস=মুরা। ৬২২

রামরাত্রি পোহাইল=রমণীর রজনীর অবসান হইল।

কালরাত্রি=অশুভরাত্রি, তুলনীয়। ‘রামনবমী’ তুল। ৫৭২

রাম রাম=অভিবাদন, নমস্কার, প্রণাম। ১৮৫২

রামরামি=প্রণাম। ১১১১

রামরানী=১৫১২, ২০৫২, ২১৮২

রামরার ১৬৮২

রামরার রূপসেন যম অবতার ২০০২

রায়ত=সামন্ত, ১৫৮২

রায়বার=কারবার, ভাটের অভিভাবণ, শত্রুপক্ষীয়

রাজার নিকট কটু ভাষণ। ১৫৬২

রায়বেশে,—যাহারা লাঠি খেলা ও তরবারি খেলা

করে। ২০১, ২২১, ২০৪১

রুদ্রী=বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২

রুদ্রী বিশালা ১৮৫২

রুদ্রী হরণ=পুরাণকথা। ১৫১১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও তত্ত

রুখির নয়নে ভাসে—রক্তবর্ণ চক্ৰসহ প্রকাশ

পাইতেছেন। রাজা ক্রোধে রক্তচক্ৰ। ১৫৫২

রূপসেন—পাংয়ের ভাগিনেয়। ২০০২

রূপামণি পাটি ১০৪১

রূপিল=আরোপিল। ৭০২

রেক, রেখ=রেখা, রশ্মি। ৭১১

রেয়েটি পাখর—এক প্রকার লাল পাখর। ৮৫২

রেইটি পাখর ১০০২

রেইটি পাখর ২০৮২

রেউটি পাখর ২১২২

রেয়েটি পাখর ১০৪১

রোহিণী—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২

লখে ২১২১

লক্ষিয়ে ডুমুনী। ১৮৫২, ১৮৬২

লক্ষিয়া ডুমুনী ২০৮১

লক্ষীয়া ডুমুনী ২১০২

লক্ষ্মিয়ে—২১২১

লক্ষের=লক্ষী ডুমুনীর। ৭৯১

লক্ষের ঘোর—২০৮১

লক্ষ্মা—২০৪২

লক্ষের কাঁচলি=লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচলি। ১০৫২

লক্ষের কাঁচুলী=লক্ষ মুদ্রা মূল্যের রাউজ। ১৫৮১

লক্ষের কাবাই=লক্ষ মুদ্রা মূল্যের বর্ষ বা পোষাক।

১৫৮১, ২২৫১

লতা—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২

ললিতা—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২

লবণ—কৃতজ্ঞতার লবণ। ২২০১

লবণের গুণে—কৃতজ্ঞতার লবণে। ২১৭১

লক্ষর=সেনা। ২১৮২

লাউ দস্ত ১২০১, ১০১১,

লাউ দস্ত নাম তার কর্ণ দস্ত পিতা ১০২১

লাউসেন ৬৫১, ৬৬১, ৬৭১, ৭১১, ৭৫১, ৭৬২,

১০২১, ১০৬২, ১০৮২, ১১০১, ১১০২, ইত্যাদি

লাও=লও। স্থানীয় উচ্চারণ। ১৬০১, ১৮৭১

লাগাম ১৬৭২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও তত্ত

লাচে=নাচে, রথাধারে। [লক্ষা ছুয়ার, লাক
ছুয়ার, নাহ ছুয়ার]। ২২৫২

লাজ (খট) ১৪৫২

লাঠারি=লাঠিখেলা। ৬৭১

লায়ের জল=লাফা বা লাল রঙের জল। ১৮৯২

লুইচল ৩০১, ৩০২

লুইসের, ৪০১

লুকি=লুকায়িত। ১৬২২

লুকি=লুকচল, লুকে, লুকেচল—৩৬১, ৩৭১, ৩৭২,

লুকিশ, লুহিস=রোহিতাষ, লোহিতাস, কহিতাস,

লুহিতাস। ৩৬১, ৩৮১

লুয়ে—৩০১, ৩০২, ৩৭১

লুহি—৩৬১

লেউ=লওয়া ইউক। ১১৮২

লেই=লয়। ১৭১২

লে=গ্রহণ কর। স্থানীয় উচ্চারণ।

লেয়=লয়। ১৫১১

লেখাজোখা=হিসাব। ৫৮২

লোঠা ১৮১

লো=অশ্রু। ৩৮১, ১১০২, ১১৭২, ১৪৮১

লোখে=লক্ষী ডুমুনী। ১৫১২

লোখের তরে=লক্ষীর সন্ত। ২০৫১

লোচনী—বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২

লোটন=বোঁপা, সংবৃত কুন্তল। ১০৪১, ১১৫২,

লোভাইল=লুক হইল। ১১১

লোর=অশ্রু। ৫১, ১২৪২

লোহ=অশ্রু ও রক্ত উভয় অর্থে ব্যবহৃত। ২৩১

লোহার=লোহকার, জাতিবিশেষ, লুহার। ১৪২

লোহাটা বন্ধর=বন্ধ তুলা শব্দ লোহাটা, অতি-
মানুষিক শক্তিসম্পন্ন কুণ্ডীগীর লোহাটা।

বামনাকার স্বনামপ্রসিদ্ধ মল। ১৭১১, ২০১১, ২১২২,

৭৪১, ১৭৪১, ১৭৬১, ১৭৭১, ১৭৭২, ১৮১১

লোহাটা—২০১, ৭৪১, ১৭৬১, ১৭৭১, ১৭৭২

লোহাটা বন্ধর—২২১

লোহা=লোহাটা ১৭৬২

শঙ্করচিল=শঙ্খচিল, শুভবর্ণ, হুলকণ, ৬৬২, ১৮১১

শঙ্কচিল—১১১২

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

শব্দ=শব্দবাস্তব। ১৮৪।১

শব্দ জীৱাম লক্ষণ=বৃগল শব্দবলয়। 'এক' সংখ্যা উচ্চারণ না করিয়া 'রাম' নাম উচ্চারণ করিবার পদ্ধতি ব্যবসায়িকগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। দুইটা স্তম্ভ বা প্রির বস্তুর জন্ত 'জীৱাম লক্ষণ' বা 'রামলক্ষণ' শব্দ ব্যবহৃত হইত, এখনও স্থানে স্থানে শুনা যায়। ব্রতকথায় "রাম লক্ষণ" দুই মরাই

পুনঃ পুনঃ শুনা যায়। ২২৩।১

শম্বিনী নগর=ধ্বজরির নিবাসস্থান শম্বিনী নগর। মনসামঙ্গলে এই ধ্বজরির বধের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ১৮২।২

শচীকান্ত=অমরানগরের রাজার নাম। ৮৮।২

শতরূপা কস্তা

শব্দ (কথা) ২০৯।২

শব্দ ৬৪।১

শশিবিন্দুশ্রী অরি=দশমুখ-অরি' অর্থাৎ 'রাম' নাম মরণ। ৮৮।১

শশা ডাঙ্গা=চেকুর বাটবার পথে অবস্থিত গ্রাম।

১৭৫।১

শিপাইতে সরণে=পথ দেখাইতে, পদ্ধতি বিচার করিতে, মঙ্গলক্ষ্যায় 'সরণ' আছে। ৬৬।১

'হুতুমান সরণ শিপান হাতে হাতে।

চলন, বুলন, গতি, উল্লেখন, পাতে।'

শিঙ্গাদার=শুঙ্গবাদক। ৮২।২, ১৭৭।১, ১৭৮।১

শিঙ্গাধার=শিঙ্গাদার। ১৭২।১

শিবরাত্রি চতুর্দশী ১৫৪।২

শিরসি=সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় সংমিশ্রণ। ২৩।১

শিরবল=শিরোবন্ধ, ফার্সী 'সরবল'। ৮৬।১

শিরোবন্ধ (শিরোপা, পুরস্কার) ১২৫।১

শিলা=করেন্দী বা বন্দীদিগের বৃকে 'শিলা' বা পাষণ চাপাইয়া রাখা হইত। ১৮৮।২

শিশুশিক্ষা পদ্ধতি ৬৫।২

শীতকামা=স্বরাশিত। ২৬।২

শীতগতি ৩৪।২

শীলা=বাক্যের মেয়ে! ১০৪।২

শুকপাখীর উপাখ্যান। ১৫৪।২

শুধিব লবণে=কৃতজ্ঞতার ধ্বংস পরিশোধ করিল। ২১৪।১

শব্দ

পৃষ্ঠা ও স্তম্ভ

শুনত=বাঙ্গালী ক্রিয়াপদের সংস্কৃত রূপ। ২৪।১

শুভেছিল=বাঙ্গালী সন্ধি বা সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ। ১৫৯।২

শুভকামা=মঙ্গলকামী। আকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ। ৬০।২

শূন্তের উপর=অগ্নির পাথর নামক অথবা আরোহণ করিয়া লাউসেন আকাশমার্গে যাতায়াত করিতেন। 'অগ্নির পাথর' ভারতীয় 'পেগেসস' (Pegasus)। ১৪৯।১

শেবে='সে' য' হইবে। ২২৬।২

শোকাবুলি=শোকাবুলিতা। জীলিঙ্গ। ৬৪।১

শান=কুকুর। ২০৩।২

শ্রামা রূপার দেউল ১৭৫।১

শ্রীখড়্গহ=স্থানের নাম। 'গোমাক্ষির পাট' বলিয়া 'খড়্গহ' শব্দের পূর্বে সজ্ঞমস্কক 'শ্রী' শব্দ যোগ করা হইয়াছে। ৫।২

শ্রীযুত=রাজা, ঈশ্বর। ১৮।১

শ্রীরামচরণ=সর্বত্র কবির নাম রামদাস, কিন্তু এখানে রামচরণ। ৪৬।১

ষাট্ শাস্ত্র ১১৯।১

ষাট দীঘার (ষষ্টি দীঘির) ২১০।১

ষেটেরের শালে=ষেটেরা পূজার গৃহ। সম্ভানের ছয় দিবস বয়ঃকালে সম্ভাবনো য়েটেরা পূজা নিহিত। সেই রাত্রে বিদ্যাতা জাগিয়া সম্ভানের কপালে তাহার ভাগ্যলিপি লিখিয়া দিয়া যান। তজ্জন্ত লেখনী ও মগাধার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। ২১৩।২

ষোল পাত্র=ষোল জন সভাসদ বা রাজকর্মচারী।

২০।২, ২১।১, ৫৯।২, ৭৯।১, ১১৮।১, ১২৪।২, ১৫৬।১

ষোল সাজের পাথর=ষোল জন লোকে সাইজ বা বাশ দিয়া যে পাথর উত্তোলন করা যায়। ১৫০।১

ষোল সাজের পাথর=৬৭।১, ৮৫।১

ষোল সাইজের কাঠ=৫২

'ষোল সাইজের কাঠ বাহার মুরলী।'

সউপো=সমাস। ১১৫।১ ১১৭।২

সই সাক্ষাৎনি=১৭৯।২

সকল্লিত রা=মধ্যযুগীয় সাহিত্যিক স্রষ্টা। কাঁপা গলা। ১৮।২

সংকেত মাধব ৪০।২

সঙ্গিয়া (সঙ্গী, সাথী) ৬৫।২

শব্দ	পৃষ্ঠা ও ভুক্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও ভুক্ত
সভা (সপত্নী) ২১৭২		সহা—সহার, সখা। ১৪১২	
সতী—বারের মেরে ১০৪২		সহর কোটালে। ১২৫২	
সতীপনা=সতীত্ব ৭০১		সাকা গুকে=কালু ডোমের পুত্রধর। ১০৪১, ১০৫১, ১৪১১, ১৭০১, ১৮৩২	
সৎকরা—বাস্তবিশেষ। ১৮৪১		সাকি—বাক্তির নাম। ২০৩২	
সত্বর—সতর্ক, সাবধান, সাঁওতালী 'সতর' 'হুসিয়ার' ১৮৪১		সাক্ষাৎ, সারাৎসার। সংস্কৃত ৪৯১	
সত্বরিল—নামধাতু। ২২০১		সাক্ষাৎ অনিল=সরং পবন, প্রত্যক্ষ পবনসেবতা ১১৬১	
সত্যাত্মা—বারের মেরে। ১০৪২		সাক্ষাৎ পাবক=মুষ্টিমানু অগ্নি। ১৪৮২	
সত্যজিভা—পৌরাণিক কাহিনী ১৪৪১		সারাৎসার—সংস্কৃত। ৫২২	
রাজা সত্যজিৎ—২০০১		সাক্স (বাক্ত) ১০১২	
সত্যজিৎ রাজা—২১১২		সাক্স দিয়ে মধু এনে দিল সাত আড়ি ১০১২	
সদাই—স্থানের নাম। ২৮১১		সাত জালা মদ বাণের বাঁকে বহিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল।	
সদর (সামনে) ১৫৭২		সাক্সা=নারীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার বিবাহ। ১৮৫২	
সদাপর ৯১১, ৯১২, ১১৮১, ১২০১, ১২২২, ১৬৭১		সাক্সি—অন্তবিশেষ। ২১৫১	
সদাকর—৮৫২		সাক্সনি=সজ্জা ১৪১১, ১৮৫১, ২২২২	
সপ্তপতী (চণ্ডী) ১৮৪১		সাক্সাত ৪৫১	
সভাকার=সকলের, সবাকার। ৯২, ৭৮২, ১৭৯২		সাক্সিতে দিল ঘরা—সজ্জাকর্মে ঘরাহিত হইল।	
সভাকারে=সকলকে ১৬০২		সাক্সিবার জন্ত তাগিদ দিল। ২১২	
সভাকে=সকলকে, প্রত্যেককে। ২১২, ৩৩২		সাত পাঁচ ভেবে=নানাদিক্ বিবেচনা করিয়া। ৭৬২	
সভে=সকলে, ৩২, ৩১১, ৫০১, ৫৩২, ৮০১, ১৮০১		সাঁতোলা আমানি ৫৮২	
সভার সহিত গোড়েশ্বর। ১৮২		সাদি আসোয়ার=অধারোহী। সংস্কৃত 'সাদিন্'=	
সমুদ্র-উ-পার=সমুদ্রের পরপারে। ১১২১		অধারোহী, কিন্তু সাঁওতালী 'সাদন্'=অথ। ১৪১	
সম্বিধান=ধান। ৫০১		সাঁদি=সকি, গুপ্ত স্থান। ৩৮২	
সমচান=বাজপক্ষী। ৩৬২, ১২৬১, ১২৬২		সাদিকা—বারের মেরে ১০৫১	
সরণ শিখাতে=পদ্ধতি শিক্ষা। ৬৭১		সান=সরচান? ৩৬২	
সরণি নিয়ড়ে=পথপার্শ্বে ৭৭১		সানা=উকীল, ভাট, দূত, মধ্যস্থ। ১৮২	
সরাই, সরিৎ, ১৫২		সান্বিল—নামধাতু। ৩৯২	
সরবন্দ—শিরোভূষণ, উকীল। কার্শী 'সরবন্দ'। ১৫১		সাবাস=প্রশংসার্ক অব্যয়। ১৭৭১	
সরজাত=দৃশ্যজাতীয়। দৃশ্য বস্তুর পরিচয়। ৭০২		সাবাসি—নামধাতু। ১১২২	
সর্দার কেলোসোনা—ডোমবীরের নাম, ১০৪১		সাবাসি মেরা ভাই—১২২২	
সয়া=সখা। 'সই' এই ব্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে উৎপন্ন। ৬৭২		সাবাস সাবাস মেরা ভাই—১২৮২	
সরকারে ঘোড়া (সরকারাজী) ২২৩২		সামন্ত কাকড়—১২২২	
সরবতী হার—কর্জহারের প্রকারভেদ। ১৪৮১, ১৬২১		সামন্ত কাকড়—২০৭২	
সরিৎ সরণি—সদীপথ। ৮৮১		সামা ধান বাড়ি=ভ্রাম্যাক খাজ, অকৃত খাজ। ১৭৬২	
সর্বত্তরে=সর্বত্র ৮৭২		সামুলা আমিনী ৪১১, ৪৪১	
সংহতি=সহিত। ১১২, ৬৮১		সামোটে=সংবর্তন করে, সামলার, ৫৭২	

শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত	শব্দ	পৃষ্ঠা ও ত্ত
সায়র=সাগর ১১৮/১		সেগ বাহাদুর বী—২০০২	
সার্থী=স্বার্থী ? ৩০/১		সেখালার=সেরাখালার। ৬৮/২	
সারঙ্গধল ৮১/২		সেজের=শয্যার। ১০৬/১	
সালের কাবাই ২১৮/২		সেনপাহাড় ১১০/২	
সালুর=ভেক। ১৬০/১		সেনপাহাড়ী নাম তার দিলেন সদাগর ১১৪/১	
সাহারারাম ? ৭/১		সেহ—‘সে’ সর্বনামের প্রাচীন রূপ। ১২/১	
সিআন=সজ্জান, সেরানা ৬৫/২		সৈয়দ ১২/২, ১৬২/১	
সিদ্ধাদার (শৃঙ্গবাদক) ২১১/১, ২১১/২		সৈদের মোকাম—২০৪/২	
সিঙ্গে পুরে (শৃঙ্গ দ্ব্যত করে) ১৭০/১		সোঁঙালুক—স্থানের নাম ৫/২	
সিঙ্গের বনে=শৃঙ্গবের বনে। ২১৭/১		সোনা ভোমের ঝি ২০৮/১	
সিজ=মনসাসিজ। ১০২/১		সোল্মালের ফুল ৬২/১	
সিঁদ ১৭/২		সোমরায় ২০/২	
সিঁদ কাটি—৬১/১		সোয়ামী ০০/২	
সিঁদকাটা—২০৬/২		সোসর=ভুলা, সমশক্তিমান। ১০৪/১, ১৭৬/২, ২১১/২	
সিঙ্গে=চোরের নাম। ২০৬/১		স্বনি=স্বনিত। ১৫৭/১	
সিঙ্কু—সিঙ্কু উপসিঙ্কু উপাখ্যান। ১৫৪/২		স্বর্ণবল্লী—বীরের নাম। ২০/২	
সিঙ্কেল—সিঁদচোর। ১৭৬/২		স্বহরণে=স্বরণে, স্বভরণে। ১/১	
সিপাই ১৪১/২		হইল পেউর (ফৌর কর্তৃক শুদ্ধ) ২০১/১	
সিংহ নামে ছয়ার=সিংহঘার। ০৪/২, ১২/১		হটিয়া—প্রবেশ করিয়া। ৪/১	
সিংহলচন্দ্র ভট্ট রায়বার ১১/১		হটুরা—শিবের নাম। ৬/১	
সিংহরথে—সিংহবাহিনীর সিংহরথ। ৭৮/১		হুমান ৬৬/১	
হুচন্দ্র=হুম্মর ‘চন্দ্রক’ বা চাঁদবুজ, চানরের বিশেষ।	৫৫/২	হুম্মর ১৮১/২	
হুর্ঘ কুমড়া=হুর্ঘাকুমড়া ২০৭/২		হুম=অথ। ১৪১/১, ১০৫/১	
হুর্ঘপতাকা দিল ১১৫/২		হুম্বাট—১৪৭/১	
হুতঙ্গা—বাকরের মেয়ে। ১০৪/২		হুম্বর—মত্তীর পাণর। প্রাচীন কাহিনী। ১৪১/১	
হুর=দেবতা। ১৮/২		হুম্ব=হুট, হুম্বসিত। ৮৬/১	
হুম্বর হুম্বর=মদনভুলা হুম্বর। ১১০/২		হুম্ব=বিহু। ১০৫/১	
হুম্বুনী ১৪৭/১, ১৬৫/২		হুম্ব=জীববিশেষ। ১৪১/১	
হুম্বিকে বাণেশ্বরী=প্রসিদ্ধা বাক্বই বেজা। ১১০/১, ১১৭/১		হুম্বদাস=নাম ১১৪/২	
হুম্বিকে বাণেশ্বর—১১৩/২, ১০১/১, ১৫৪/২		হুম্বদার ১৪১/১	
হুম্বাতি—চন্দ্ররোগ। ১০৫/২		হুম্বপ্রিয়া—বাক্বের মেয়ে। ১০৪/২	
হুম্বীলা—বাক্বের মেয়ে। ১০৪/২		হুম্বপাল শিবর ১৫১/১, ১৫১/২	
সে—পাদপুরণে ১০২/২, ১৫০/১, ১৫৭/২, ১১০/১		হুম্বপাল ১৫১/২, ১৬১/২	
সেক=সেখ। ১২/২		হুম্বস্বজ রাজা যেন হুম্বদার পোকে, ০১/১	
সেখ—১৬২/১		হাকন্দ—তপতা ও সিক্ত পুরাণপ্রসিদ্ধ স্থান। ৭৪/১	
		হাজি মিক্রা ১০/২	
		হাড়িয়া=প্রকাণ্ড। ৮২/২	

পদ্য

হাড়িরা চামর—১৬২২

হাড়িরে চামর—২০৩২

হাভাপাত্রে ১০২১

হাতকড়ি, ১০৮২, ১২৩১

হাত তোলা=এবার করা। ১৬২

হাতাড়িরে বুলে ১০৫২

হাতুলি=হাতুড়ী, ৭৭১

হাতার ৭৩২

হাতাহাতি=তৎক্ষণাৎ ২৬১

হানা=আক্রমণ, যুদ্ধ, বিরোধ। ১০৩১, ১০৪২, ২১৭১

হানা=পরাজিত ১৪৪২

হানাহানি=যুদ্ধ। ১৪২২, ২০০১

হাপাল ১০২, ১৫১, ১১২, ১২২২

হা-পুতি=পুত্রহীনা। ৩৬১

হা-পুতির বাচ্চা=পুত্রহীনার পুত্র। ১৭১২, ১৭১১

হারাবতী ১১৫১

হারামজাদি ২১৫১

হার ডোম ২১০১

হাসনবীর ২০২

হাসান হোসন ২০০১

হাসি=সাদা শূকরের নাম। ১৪৯২

হাসিল=সিদ্ধ। ৩১১

হাখা হাফন হোসন ১৬২১

হিসনের ক ২০৩২

হিন্দোলা, ৪৬২

হিসাবিরে=নামধাতু। ২০১

হীরে ডোম=ডোমবীরের নাম। ১০৪১

হীরে দাই ৫৮২

হোরাল (ইরশাল, হিসাব) ১৪৬২

পৃষ্ঠা ও তত্ত

পদ্য

পৃষ্ঠা ও তত্ত

হটারে। ১০০১

হড় (হোড়, অশিক্ষিত, অসভ্য) ১৭৫২

হড়পনা (হোড়ান) ১৮৭১

হতান (হা-হতান, মনঃকষ্ট) ১৪৭২

হতাশ (হতাশন, এখানে হতাশা, হতাশ) ১০৬১

হতাশিরে (নামধাতু) ১৩৮২

হদিন ১২৭২

হসার=সাবধান। ১০১, ১৩৮১

হসেন ২৮৮১

হেটোলা ১৫০১

হেতার=হাতিয়ার ৬২২

হেতার ২২০২

হেতাল ১৪৭১

হেদে=অবার, হের+দেখ=সম্মিলিত উদাহরণ। ১১২

হেমতুলা=আব্দুদেহের ওজনে স্বর্ণদান। ৩০২

হেমতুলা দান—১৪৫২

হেমপাটে=সোনার প'ীড়িতে ২৭১১

হের=এপানে, অবার। ১০১১

হের এস=এখানে এস। ২০৫১

হেলে=নড়ে ১৬২

হৈমবতী=বাকরের মেয়ে, ১০৪২

হোম=হুড়ান ১৪৫২

হোয়ে (করিয়া) ২০১১

হোর (ঐ অধরে, সম্মুখে) ১৫৭১

হোর (অসভ্য) ১৮৫২

হোসেনের মামু ২০৫১

হাদে=অবার, পাদপুরণে। অর্থ 'হের দেখ', ১৭১২,

১২৯১, ১৩০২, ১৩৪২, ১৭৪২,

হেবাণি (অধরান) ১৮০২, ২২৪১

